অমরেন্দ্র ।

(উপন্যাস)

'আভা' ও 'লহরী' রচয়িত্রী

শ্রীমতী কুমুদিনী বসু প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

প্রকাশক—শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু।

বঙ্গাব্দ ১৩১৯।

ঢাকা, ভিক্টোরিয়া প্রেসে মুদ্রিত।

ভূমিকা।

"অমরেন্দ্র" একখানি আখ্যায়িকা বা উপন্যাস। অমরেন্দ্রনাথ রায় এই আখ্যায়িকার প্রধান পুরুষ, এই উপন্যাসের নায়ক। নায়কের নাম অনুসারেই ইহার নাম "অমরেন্দ্র"। অমরেন্দ্র কোন পৌরাণিক প্রসঙ্গ বা ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত নহে, অথবা কোন ব্যক্তিবিশেষকে আদর্শস্বরূপ মানস-নেত্রের সম্মুখে রাখিয়াও ইহা রচিত হয় নাই। ইহা সর্ব্বতোভাবেই বর্ত্তমান সুশিক্ষিত বাঙ্গালী জীবনের কাহিনীর সূতায় গাঁথা, কতিপয় কাল্পনিক চিত্রের একত্র সমাবেশ। কিন্তু চিত্র কয়টি বড়ই সুন্দর, বড়ই মনোরম।

যদিও কল্পনাই এই গ্রন্থের প্রধান অবলম্বন, তথাপি সত্যের অনুরোধে ইহা বলা আবশ্যক যে, সেই কল্পনা উদ্দামগতিতে স্বভাবের সীমা অতিক্রমপূর্ব্বক কোনস্থলেই অতিমানুষ বা অপ্রাকৃত জগতে পৌঁছে নাই। যাহা বাঙ্গালী জীবনে স্বাভাবিক ও সম্ভবপর তাহাই সবিশেষ নৈপুণ্যের সহিত চিত্রিত হইয়াছে।

উপন্যাসের প্রধান উপদান প্রেম। অমরেন্দ্র উপন্যাসও অন্যান্য উপন্যাসের ন্যায় প্রেমরসে আকণ্ঠপূর্ণ। তবে কথা এই, ইহার প্রেম একমাত্র নায়ক নায়িকার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ নহে। ইহাতে নায়ক নায়িকা আছে, নায়ক নায়িকার প্রণয়-উচ্ছ্বাসও আছে; কিন্তু সে উচ্ছ্বাস আনুসঙ্গিক কথামাত্র। অমরেন্দ্র

প্রেম—পরার্থে আত্ম-বিসর্জ্জন। প্রকৃত প্রেম-ধর্ম্মের বিমল ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া, স্বদেশসেবাই অমরেন্দ্রের প্রেম-সাধনার মূলমন্ত্র ও মূখ্য উদ্দেশ্য।

স্বদেশ-বাৎসল্য মানবপ্রকৃতির একটী মহনীয় উচ্চগুণ। কিন্তু যে স্বদেশ-বাৎসল্য পরদেশের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষের ভাব লইয়া পরিস্ফুট হয়, সে স্বদেশ-বাৎসল্য কখনও উদার বিশ্বজনীন-ভাবে পরিণত হইতে পারে না। চক্ষুষ্মান ব্যক্তি উহার বাহ্য চাকচক্য দেখিয়া কখনও মোহিত হন না। কারণ, উহাতে আত্মপর-ভেদ-বিচার, সুতরাং স্বার্থপরতার ভাব প্রবল। অমরেন্দ্র স্বদেশকে ভালবাসেন, পরদেশকেও প্রীতির চক্ষে দেখেন। জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সার্ব্বভৌমিক প্রেম বিস্তারই অমরেন্দ্রের জীবন ব্রত এবং ইহাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় ও প্রধান লক্ষ্য।

এই গ্রন্থে কথাচ্ছলে উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিদ্বেষবুদ্ধি-প্রণোদিত কর্ম্মই যে সর্ব্বপ্রকার অধঃপাতের নিদান, যথার্থ পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম কি, নারীজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি এবং দেশের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলসাধন ও যথার্থ শান্তিবিধান কিরূপে হইতে পারে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্নরূপ চরিত্রের অবতারণাদ্বারা তাহাই বুঝান হইয়াছে। এই সকল কারণেই ইহা অসঙ্কুচিত চিত্তে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, এই শ্রেণীর উপন্যাস বাঙ্গলায় অতি বিরল। বস্তুতঃ "অমরেন্দ্র" বর্ত্তমান বাঙ্গালা উপন্যাস-জগতে

গ্রন্থের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যেমন উচ্চ আদর্শের, ইহার বিষয়-বন্যাস-নৈপুণ্য, বর্ণনাকৌশলও তেমনি প্রশংসার্হ। উপন্যাসের বস্তুবিন্যাস কৌতূহল উদ্দীপক। এক অধ্যায় পাঠ করিলে পর অধ্যায়ে কি আছে, ইহা জানিবার জন্য এমন কৌতূহলতৃষ্ণার উদ্রেক ও ঔৎসুক্য জন্মে যে, গ্রন্থ পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না। ভূমিকায় উপাখ্যানের "প্লট" বা গল্পের আভাস প্রদান করিয়া পাঠকের সেই ঔৎসুক্য নষ্ট করা সঙ্গত নহে।

এই উপন্যাসের কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক সকলেই সুলোক ও সুপাত্র। ইহাতে একটীও অসচ্চরিত্র প্রধানপাত্র বা মধ্যমপাত্র প্রবেশিত হয় নাই। কিন্তু চরিত্রগুলি এইরূপ একই ছাঁচে ঢালা হইলেও একজন হইতে, আর একজনকে অনায়াসে পৃথক করিয়া চিনিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই পার্থক্য এমন বিশদ ও সুস্পষ্ট যে, নাম না বলিয়া দিলেও শুধু মুখের কথা শুনিয়াই উহা কালীনাথবাবুর না অমরেন্দ্রের কথা, প্রফুল্ল, নলিনী বা গিরিবালার উক্তি, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। গ্রন্থকর্ত্রীর পক্ষে ইহা সামান্য প্রশংসার কথা নহে; একই শ্রেণীর চরিত্র অঙ্কিত করিয়াও আগাগোড়া পার্থক্য রক্ষা করিতে পারা প্রকৃতই শক্তির পরিচায়ক। "অমরেন্দ্রের" ভাষা যেমন সরল, মধুর ও হৃদ গ্রাহিণী, তেমনি সর্ব্বত্র বর্ণনীয় বিষয়ের উপযোগিনী।

অমরেন্দ্র উপন্যাস, উপন্যাসরূপে প্রীতিকর সুখপাঠ্য, নৈতিক শিক্ষাদান ও উন্নত চরিত্রের আদর্শ প্রদর্শনেও একান্ত উপযোগী।

ঈদৃশ গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্য-জগতে অবশ্যই আদরের আসনে স্থান পাইবার যোগ্য। ইহাতে প্রেম আছে, সে প্রেমে আবিলতা নাই, রসের উচ্ছ্বসিত প্রবাহ আছে, সে প্রবাহে কুত্রাপি কুরুচির ক্লেদ মিশ্রিত নাই। ইহার কোন স্থানের কোন বাক্যে কুরুচি-মূলক কোন উক্তি অথবা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ লজ্জাজনক কোন ভাবের লেশমাত্রও পরিলক্ষিত হইবে না। ইহা যে পবিত্র হৃদয়া সুশিক্ষিতা হিন্দু মহিলার লেখনীপ্রসূত হৃদয়-উচ্ছ্বাস অথবা নির্লিপ্তা কর্ম্মযোগিনীর প্রাণপ্রিয় সারস্বত সাধনার পুষ্পাঞ্জলি, ইহার প্রতি পংক্তিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

বঙ্গীয় সহৃদয় পাঠক ও পাঠিকাসমাজে এই উপাদেয় গ্রন্থখানির উপযুক্ত আদর হউক, ইহাই আমার আশা ও আকাঙ্ক্ষা।

বঙ্গাব্দ ১৩১৯। শ্রী বধূভূষণ গোস্বামী এম্-এ।

প্রফেসার, ঢাকা কলেজ।

অমরেন্দ্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভ্রাতা-ভগ্নী।

অদ্য শুক্লা ত্রয়োদশী; সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। যেন কাঞ্চন-কিরীট-বিভূষিতা, ধূসরবরণা সন্ধ্যাসতী, শ্যামা বসুন্ধরার শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল বিলুণ্ঠিত করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। চন্দ্রিকার শুভ্র রজত তরঙ্গে ক্রীড়া করিতে করিতে, রঙ্গে আনন্দময়ী যামিনী শ্যামাঙ্গিনী বসুমতীকে বুকে লইয়া যেন হাস্যোল্লাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। চন্দ্র কিরণ-স্নাতা বাসন্তী রজনীর কি শোভা! ফুল্ল রজনীগন্ধার সৌরভে আমোদিত মৃদুমন্দ গন্ধবহ, প্রকৃতি বক্ষে কি মাধুর্য্য ঢালিয়া দিল।

এ হেন সুন্দর সময়, সন্ধ্যার পর, কলিকাতা হইতে দূরবর্ত্তী, পশ্চিম বঙ্গের একখানি পল্লীগ্রামস্থ বাড়ীর ছাদের উপর তিনটি ভাইভগ্নী বসিয়াছিল। প্রফুল্ল কতগুলি যুঁইফুল লইয়া মালা গাঁথিতে ছিল; সেই সিত-রজত জ্যোৎস্নায় চম্পক-কলিকার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গুলি সঞ্চালনে নরেন কাছে বসিয়া ফুলগুলি লইয়া আনন্দে ক্রীড়া করিতেছিল। কিন্তু

নলিনীর চক্ষু এদিকে নাই ; তাহার বিশাল, শান্ত, ফুল্লনীলোৎপল তুল্য আঁখি দুইটী নীল অনন্ত আকাশে ন্যস্ত রহিয়াছে। হেমকান্তির ন্যায় শান্তোজ্জ্বল বর্ণ, শান্তোজ্জ্বল বাসন্তী জ্যোৎস্নার বিমল আভায় যেন সমধিক মাধুর্য্য ধারণ করিতেছে। অযত্ন বিন্যস্ত কেশরাশি পৃষ্ঠদেশে আলুলায়িত ; বালবিধবা নলিনীবালা আভরণ হীনা, তবু কি সুন্দর!

মানবের প্রতি দেবতার মঙ্গল আহ্বানের ন্যায়, অদূর দেবমন্দিরে আরতির মঙ্গল শঙ্খধ্বনি এখনও থামে নাই। জীব হৃদয়ের শতশত আশা বর্ত্তিকার ন্যায় সুদূর আকাশে শত শত তারকা দীপ জ্বালিয়া উঠিয়াছে।

প্রফুল্ল ধীরে ধীরে ডাকিল "দিদি"! নলিনী কোন উত্তর করিল না ; এই বাহ্য জগত পরিত্যাগ করিয়া কোন অদৃশ্য বস্তুতে তাহার প্রাণ মগ্ন রহিয়াছে। প্রফুল্ল কোন কথা না বলিয়া মালা গাঁথিতে লাগিল। মালা গাঁথা সমাপ্ত হইলে, নলিনীর কোমল হাত দুখানা আপন হাতে লইয়া আবার ডাকিল, "দিদি!" নলিনীর যেন ধ্যান ভাঙ্গিল। সস্নেহে কহিল "কি ফুল্!"

প্রফুল্ল কহিল,—"এ হাত দুখানা যে ফুলের চেয়েও সুন্দর, দিদি, তোমার এ হাত দুখানায় ফুলের বালা পরাইয়া দি ?"

নলিনী ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিল "দূর পাগলি! এই অসার বস্তুতে শরীর সাজাইলে কি হইবে ? যিনি ফুলের চেয়ে সুন্দর, কুসুম রাশিতে যিনি সৌন্দর্য্য দান করিয়াছেন ; যিনি পরম পবিত্র, যাঁর সৌন্দর্য্যে এই জগৎ শোভাময় আমি তাঁকে লইয়া সুন্দর হইতে চাই। বোন্ এই বাহিরের শোভার চেয়ে কি প্রেম পবিত্রতার শোভা শতগুণে শ্রেষ্ঠ নয় ?"

প্রফুল্ল,—"বিধাতা ফুল কেন সৃষ্টি করিলেন ?"

নলিনী,—"দেবতার চরণে উৎসর্গ করিবার জন্য। ভগবানের অনুপম প্রেম, ফুলের সৌন্দর্য্যে উপলব্ধি করিবার জন্য।

প্রফুল্ল এ স্থলে দিদির সঙ্গে একমত হইতে পারিল না ; মনে মনে ভাবিল, বাহ্য সৌন্দর্য্যেরও প্রয়োজন আছে ; নতুবা বিধাতা নানা রসপূর্ণ বিবিধ সৌন্দর্য্যের আধার এই বাহ্য জগত কেন সৃষ্টি করিলেন ?

ছোট ভাই ৮ বৎসরের বালক নরেন এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল। সহসা প্রশান্ত চন্দ্র নক্ষত্রশালী অনন্ত আকাশ তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। আকাশের দিকে চাহিয়া সে কহিল "দিদি, মানুষ মরিয়া না তারা হয় ? আমাদের বেলী বোধ হয় এখন তারা হইয়াছে। ঐটি ? না ঐটি ? কোন্‌টি দিদি ? আমরা কবে তারার দেশে যাইব ?"

কিছু দিন গত হইল তাহাদের ছোট বোন্ বেলী সকলকে কাঁদাইয়া অমর ধামে চলিয়া গিয়াছে। একবৃন্তে প্রস্ফুটিত কুসুম গুচ্ছের ন্যায়, কয় ভাই ভগ্নীর মধ্য হইতে, ভগবান তাহাকে তুলিয়া লইয়াছেন। সে বেল ফুলের মত সুন্দর ছিল।

নরেনের কথায় সেই দূর শোকস্মৃতি তাহাদের নিকট যেন নবীভূত হইয়া উঠিল। নলিনীবালা নরেনকে আপন কোলে টানিয়া লইয়া অশ্রু পূর্ণ লোচনে কহিল,—'নরেন ! বেলী আনন্দময়ী মায়ের কোলে গিয়াছে। একদিন আমরা সকলেই সেই দেশে যাইব।'

এমন সময় সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া তাহাদের মা ডাকিলেন "ফুলু, নীচে নেমে এস"। তাহারা সকলে ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বাল-বিধবা।

তাহারা নীচে নামিয়া আসিলে, মাতা কিঞ্চিৎ ব্যস্ততার সহিত কহিলেন—'নলু, আমরা আজই কলিকাতা রওনা হইব। রাত্রিতে খাওয়া দাওয়ার পর নৌকায় উঠিতে হইবে। তোমরা জিনিষপত্র গুছাইয়া সব ঠিক্ ঠাক্ কর। আমি দেখি সুমতি রান্নাঘরে কি করিতেছে। সে রাঁধুনীকে রান্না শিখাইতে গিয়া, অনেক সময় ঝগড়া বাঁধাইয়া দেয়।" এই বলিয়া গৃহিণী চলিয়া গেলেন। প্রধানা ঝির নাম সুমতি।

তাহারা দুই ভগিনীতে জিনিসপত্র গুছাইতে লাগিল। নরেন নিকটে বসিয়া ল্যাম্পের আলোকে নিজ পাঠ্য পুস্তকে দৃষ্টিপাত করিতেছে।

তাহাদের পিতা কালীনাথ বসু কলিকাতা সহরে কোন বড় কাজ করেন। দেশেও তাঁহার জমিদারী আছে। তিনি সহর ছাড়িয়া কিছু দিনের জন্য সপরিবারে বাড়ী আসিয়াছেন। আজ রাত্রিতেই কলিকাতা যাত্রা করিতে হইবে। বিশেষ কোন কারণ বশতঃ নৌকা পথে গমন করিবেন। তাহাদের সুন্দর বজরাখানা গঙ্গার ঘাটেই বাঁধা ছিল।

তাহাদের গ্রামখানি এমন ক্ষুদ্র নহে। ইহাতে ইতর ভদ্র অনেক লোকের বাস। কালীনাথ বাবু সাধ্যানুসারে, সকলেরই উপকার করিতে চেষ্টা করিতেন; গ্রামের উন্নতিকল্পে, তাঁহার অর্থব্যয়েরও ত্রুটি ছিলনা। এ নিমিত্ত অধিকাংশ লোক তাঁহার বাধ্য। তাঁহার সদাশয়তা, উদারতা।

ও স্বাভাবিক মিষ্ট প্রকৃতিতে জন সাধারণ আকৃষ্ট। কিন্তু গ্রামে একদল দুর্বৃত্ত লোকের বাস; কালীনাথ বসুর ধনসম্পত্তি, পদমর্য্যাদায় তাহারা হিংসাবিষে জর্জ্জরিত। প্রতিবেশীর অভ্যুদয় অনেকেই সহ্য করিতে পারে না।

নলিনীবালা অল্প বয়সেই সংসার সুখ বঞ্চিতা ব্রহ্মচারিণী। বিবাহের পর মাত্র ছয়মাস কাল তাহার স্বামী জীবিত ছিলেন; নব পরিস্ফুট প্রসূন জীবন প্রভাতে সৌরভ বিতরণ করিতে না করিতেই বৃন্তচ্যুত।

নলিনীর এই অষ্টাদশ বৎসর বয়স। কলেজে না পড়িলেও উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার পিতা মেয়েদিগের কলেজে পড়ার পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার মতে বর্ত্তমান স্কুল কলেজ, স্ত্রীজাতির স্বভাবসিদ্ধ কোমলতা নষ্ট করিয়া দেয়। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও ইংরেজী শিক্ষয়িত্রী রাখিয়া গৃহেই কন্যাদিগের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

নলিনীবালা পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তিরূপে পিতৃগৃহে বিরাজিতা, পতির মূর্ত্তিধ্যান, পতির পবিত্র স্মৃতির উপাসনাই তাহার আন্তরিক জীবনব্রত। এই হেতু প্রথম যৌবনেই সে কঠোর যতিধর্ম্মিণী ব্রহ্মচারিণী।

নলিনী দিবানিশি কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতে ভালবাসে। যদিও তাহাদের গৃহে দাস দাসীর অভাব নাই, তথাপি সমস্ত বিষয়েই তাহাকে তত্ত্বাবধান করিতে হয়। পিতৃ মাতৃ সেবারূপ পুণ্য অনুষ্ঠান তাহার জীবনের অন্যতম ব্রত।—বালবিধবার পক্ষে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর ধর্ম্ম আর কি আছে? বিশেষতঃ বেলীর মৃত্যুর পর তাহার পিতামাতা শোকে অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। নলিনীর পবিত্র হৃদয়ের প্রেম জ্যোতিঃ সে অন্ধকার অনেক পরিমাণে দূর করিয়াছে।

পিতা বলিতেন, মা নলিনী আমার লক্ষ্মীস্বরূপা, বিধাতার কৃপায় আমি এমন কন্যারত্ন লাভ করিয়াছি। তাঁহারা একমাস বাড়ী ছিলেন; এই

সময়টা নলিনীর বৃথা যায় নাই। গৃহকর্ম্ম সমাপন করিয়া যখন সে অবকাশ পাইত, অশিক্ষিতা মেয়েদিগকে নানাবিষয়ে শিক্ষা দান করিত। গরীব কৃষকদিগের কুটীরে যাইয়া তাহাদিগকে ঔষধ ও পথ্য দিত। অন্নহীনকে অন্ন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র যোগাইত। সকলেই বলিত নলিনী যেন দয়ার প্রতিমূর্ত্তি।

মহিলাদিগের উপযোগী দেশীয় শিল্পের উন্নতিকল্পে গ্রামের কয়েকটী শিক্ষিতা বিধবা এবং সধবা মহিলা লইয়া নলিনী একটী মহিলা শিল্পসমিতি গঠন করিল। ইহা দ্বারা গ্রামের অনাথা ও নিরাশ্রয়া রমণীদিগকে শিল্প শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইল। গ্রামের সক্ষম ব্যক্তিগণ হইতে চাঁদা সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহাদ্বারা এক জাতীয় ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইল। এই অর্থদ্বারা নিতান্ত দরিদ্রদিগকে সাহায্য করা যাইবে। যাহারা পয়সা অভাবে তূলা ও চরকা কিনিতে পারে না তাহাদিগকে তূলা ও চরকা কিনিয়া দেওয়া হইবে।

নলিনী নিজ হাতে অতি সুন্দর সূতা কাটিতে শিখিয়াছে। অনেককে সে নিজে সূতা কাটা শিক্ষা দিত, এই উপায়ে অনেক নিরন্ন বিধবার অন্নের সংস্থান হইল।

প্রফুল্লের বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে।। সে ছায়ার ন্যায় দিদির সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে।

নলিনী আপনার মহৎ চরিত্র বলে পরিবারে কত সুখ শান্তি বিস্তার করিতেছে তাহার সীমা নাই, কিন্তু হায়! শীঘ্রই সে সুখের অবসান হইল।

যখন এ কথা রাষ্ট্র হইল যে তাহারা আজই কলিকাতা রওয়ানা হইবে, অনেক গরীব নিরাশ্রয় স্ত্রীলোক নলিনী ও প্রফুল্লের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিল, অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহাদের নিকট হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে লাগিল। তাহারাও সজল লোচনে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

মহিলা শিল্পসমিতির কার্য্যভার একজন উপযুক্ত শিক্ষিতা রমণীর উপর সমর্পণ করিয়া নলিনীবালা কলিকাতা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গঙ্গাবক্ষে।

কালীনাথ বাবু সপরিবারে রাত্রি ১০টার পর নৌকারোহণে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। নরেন নৌকায় আসিয়াই মাতার নিকট ঘুমাইয়া পড়িল। তাহার পিতা অল্পক্ষণ পরেই নিদ্রিত হইলেন।

দুই ভগিনী জানালার নিকট একটা বেঞ্চের উপর গিয়া বসিল। প্রফুল্ল দিদির চুলগুলি লইয়া ধীরে ধীরে তাহাতে অঙ্গুলী সঞ্চালন করিতে লাগিল।

শুভ্র রজত চন্দ্র-কর হিল্লোলে, শুভ্র বরণা গঙ্গা চঞ্চলা বালিকার ন্যায় নাচিতে নাচিতে উছলিয়া উছলিয়া খেলা করিতেছে। যেন কোন অশ্রান্ত, অক্লান্ত আনন্দ স্রোতে ভাসিয়া, কাহার আহ্বান ধ্বনিতে মাতিয়া, উন্মাদিনী গঙ্গা কাহার উদ্দেশে ছুটিয়া চলিয়াছে। আকাশে নক্ষত্র বালিকাগণ রূপসী অপ্সরার ন্যায় যেন সে দৃশ্য দেখিতেছে। সমস্ত স্থির ও শান্ত! আহা, প্রকৃতির কি ভুবন মোহিনী মূর্ত্তি! আজ পুণ্য সলিলা ভাগীরথীর অপরূপ সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া নলিনী ও প্রফুল্লের প্রাণ আনন্দে নিমগ্ন হইল।

বেঞ্চের উপর বসিয়া নলিনী কহিল—"ফুলু, জ্যোৎস্নায় গঙ্গার জল কি সুন্দর দেখাইতেছে। মানুষের প্রাণও তো এমন পবিত্র ও সুন্দর হইতে পারে।"

প্রফুল্ল,—"কই, মানুষকে তো এমন সুন্দর হইতে দেখি না।"

নলিনী—'জগতের মহাপুরুষদের হৃদয় এই মত সুন্দর।—যোগ ভক্তিজ্ঞানে তাঁরা প্রাণে কি অলৌকিক সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছেন।

প্রফুল্ল—'সে দু চারিজন মাত্র। বেশী লোকই মন্দ। যেন মন্দ হওয়াই মানুষের স্বভাব।"

নলিনী—"বোন্ পাপ ও অপবিত্রতা জীবাত্মার ধর্ম্ম নয়। মানুষ যদি সাধনা করেন, আপনার চঞ্চল অপরিমার্জ্জিত বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করেন, জ্ঞানালোকে অজ্ঞানতা দূর করেন, তবে মানুষ এই মর্ত্ত্যলোকেই দেবতার ন্যায় সৌন্দর্য্য লাভ করিতে পারেন। দেখ এই ফুলগুলিকে ফুটাইয়া, সাজাইয়া তুলিতে প্রকৃতির কত যত্ন। মানবাত্মাকে নির্ম্মল করিতে কি প্রকৃতির যত্ন নাই? ভগবানের মঙ্গল হস্তদ্বারা চালিত হইয়া, প্রকৃতি দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিয়া স্বর্গের দিকে পবিত্রতার দিকে জীবকে ধীরে ধীরে লইয়া যাইতেছে। একটী অন্যায় কর্ম্ম করিলে, প্রাণকে ভীষণ আঘাত করিয়া জানায়, ইহা আর করিওনা। সে গম্ভীর বাণী লোকে বলে বিবেক; কিন্তু ইহা ভগবানের সাক্ষাৎ প্রত্যাদেশ।"

প্রফুল্ল,—"সে প্রত্যাদেশ কয়জনে শোনে?"

নলিনী,—যাঁহাদের হৃদয় নির্ম্মল, তাঁহারা প্রাণে এ প্রত্যাদেশ স্পষ্টই শুনিতে পান। ঘড়ির কাঁটা যেমন অহোরাত্র, টক্ টক্ করিতেছে, অবিশ্রান্ত অবিরাম কেবল টক্ টক্ শব্দ; সেই প্রকার প্রাণের প্রাণে, অন্তরে বসিয়া দিন রাত্রি একজন, জীবকে জ্ঞাত করাইতেছেন,—'এটী ভাল, এটী মন্দ, এটী ভাল, এটী মন্দ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রফুল্ল—"প্রাণ কেমন করিয়া নির্ম্মল হয়?"

নলিনী,—"সাধনার দ্বারায় আত্মা নির্ম্মলতা লাভ করে। গভীর ধর্ম্ম সাধনা দ্বারা পূর্ব্বে পূর্ব্বে মহর্ষিগণ আত্মার প্রকৃত নির্ম্মলতা লাভ করিয়াছিলেন।"

নলিনীর এই ভাবপূর্ণ বাক্যগুলি প্রফুল্লের চিন্তারাজ্য অধিকার করিয়া হৃদয়কে আলোড়িত করিতে লাগিল। এই প্রকারে কিয়ৎক্ষণ গত হইল।

আকাশপথে খণ্ড খণ্ড ছিন্ন বিচ্ছিন্ন মেঘ সকল ভিত্তিশূন্য একতাশূন্য উদ্দেশ্য বিহীন বাঙ্গালী জীবনের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। সহসা একখণ্ড কাল মেঘ চন্দ্রমাকে আচ্ছাদিত করিল। ক্রমে সে জলদ খণ্ড সকল ঘনীভূত অবস্থায় পশ্চিম গগনে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিল।

মাঝি ডাকিয়া কহিল,—"বাবু আকাশের অবস্থা ভাল নয়।"

কালীনাথ বাবু উত্তর করিলেন,—"তাড়াতাড়ি নৌকা বাহিয়া চল্; একটা নিরাপদ স্থানে নৌকা রাখিতে হইবে।"

মাঝি,—"খুব ঝড় আসিবে বলিয়া বোধ হয়।"

কালীনাথ বাবু তখনই উঠিয়া বাহিরে গেলেন। দেখিতে পাইলেন একখানা রক্তাভ ভীষণ জলধর বায়ুকোণে সাজিয়াছে। মেঘরাশি ধুঁয়ার মত অতিক্রুত উপরে উঠিতেছে। ঝড়ের আর বিলম্ব নাই।

মাঝি ও মাল্লাগণ তাড়াতাড়ি নৌকা বাহিয়া তাঁহাদিগকে নিকটবর্ত্তী একটা খালের মধ্যে লইয়া গেল, এবং লঙ্গর ফেলিয়া নৌকা রাখিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিপদের মুখে।

কয়েক মিনিট পর প্রবল ঝড় ও বৃষ্টি আরম্ভ হইল; আর কিছুকাল বিলম্ব হইলে নৌকাখানা নদী গর্ভে ডুবিয়া যাইত।

যেমন সমাজবক্ষঃস্থিত কোনও বদ্ধমূল কুসংস্কারকে কোন ব্যক্তি দূর করিতে যত্নবান্ হইলে শেষে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়, তেমনই প্রবল বায়ু তাড়নে তটিনী তীরস্থ তরু গুল্ম বল্লরী আন্দোলিত হইয়া উঠিল। দুরন্ত অত্যাচারী লোকের নিপীড়নে নিরীহ শান্ত হৃদয়ের সদ্ভাবগুলির ন্যায় ত্রস্ত বিহঙ্গমের আকুল আর্ত্তনাদে কানন পূর্ণ হইল।

ঝড়, বৃষ্টি, অন্ধকার, মেঘ গর্জ্জনে প্রকৃতি কি ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে! প্রফুল্ল একবার জানালা খুলিয়া দেখিল, ক্ষণিক পুণ্যালোকে পাপরাশির ন্যায় বিদ্যুতালোকে সে অন্ধকার আরও ভীষণতর দেখাইতেছে। গঙ্গার সেই কৌমুদীরঞ্জিতা উল্লাসময়ী শান্তমূর্ত্তি কোথায়? তরঙ্গগুলি যেন রোষভরে উন্মত্তের ন্যায় সঘনে উল্লম্ফন করিতে করিতে গর্জ্জন করিতেছে

প্রফুল্ল উঠিয়া গিয়া সভয়ে মাতার নিকট বসিল। প্রফুল্লের মাতা ব্রহ্মময়ী তাড়াতাড়ি নিদ্রিত নরেনকে টানিয়া তুলিয়া ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন।

কালীনাথ বাবু কহিলেন—"কেন ঘুমন্ত ছেলেটাকে বিরক্ত কর?

এখানে কোন ভয়ের কারণ নাই। নলিনীবালা তখনও ভাববিহ্বল হৃদয়ে জানালা দিয়া সেই উন্মত্তা রণরঙ্গিণী প্রকৃতির পানে চাহিয়া নীরবে দেখিতেছিল।

পিতা সস্নেহে ডাকিলেন—"নলু, এখানে এস।" নলিনী উঠিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিল ও পিতার নিকট উপবেশন করিল।

এই প্রকারে কিছুকাল গত হইলে ঝড় অপেক্ষাকৃত শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিল। কিন্তু বায়ুর বেগ একবারে থামিল না। এবং বৃষ্টিও অল্প অল্প রহিল। আজ আর গঙ্গায় নৌকা ধরে কাহার সাধ্য? আর একখানা নৌকাও তথায় ছিল না।

মাঝিরা কহিল—"বাবু এ জায়গাটা তত ভাল নয়। এই নিকটেই গ্রামে কতকগুলি দুরন্ত লোক বাস করে।"

কালীনাথ বাবু ভৃত্যদিগকে কহিলেন,—"ওরে আমার বন্দুক দুটা আনিয়াছিস্ তো? এক একটা বন্দুকের দ্বারা পঞ্চাশ জন লোক ফিরান যায়। ভাল করিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখ্।"

কিন্তু অনুসন্ধানে জানা গেল ভৃত্যদের অসাবধানতায় বন্দুক আনা হয় নাই। তাঁহাদের দুইটী পাশ করা বন্দুক ছিল, এ সময় কোন কার্য্যকর হইল না। এই প্রকারে কিছু কাল গেল।

বায়ু তখনও প্রবল বহিতেছে। অল্প অল্প বৃষ্টিতে কুলায়হীন পাখীর চীৎকার মাঝে মাঝে শুনা যাইতেছে। দুঃখরাশিতে সুখের হাস্য রেখার ন্যায়, চঞ্চলা চপলা ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া উঠিতেছে।

কালীনাথ বাবু কহিলেন—"ধৈর্য্য ও সাহস মানবের মনুষ্যত্বের একটা দিক্। যেমন বিশ্বাস দয়া, ধর্ম্ম দ্বারা মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়, তেমনই বিপদে ধৈর্য্য ও সাহস দ্বারা মনুষ্যত্বের বিকাশ হইয়া থাকে।"

ব্রহ্মময়ী—"অনেক সময় অন্যায় সাহসে বিপদ ঘটে।"

কালীনাথ বাবু—"বিপদে সাহস ও ধৈর্য্যের দ্বারা অনেক সময় বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিতে দেখা যায়।"

ব্রহ্মময়ী—"হৃদয়ে পুণ্যবল থাকিলে সাহস আপনা হইতে আসিয় উপস্থিত হয়।"

কালীনাথ বাবু—"একবার কোন এক ভদ্রলোকের বাড়ী দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। বাড়ীতে পুরুষ কেহই ছিল না। দস্যুরা বিনা বাধায় কপাট ভাঙ্গিয়া অন্দর মহলে প্রবেশ করিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া একজন স্ত্রীলোক তখন তরবারি হস্তে বাহির হইলেন, সেই তরবারির আঘাতে একজন দস্যু গুরুতররূপে আহত হইল। তখন ভয়ে সকল দস্যুরা প্রস্থান করিল।"

ব্রহ্মময়ী—"পাপের শক্তি অপেক্ষা পবিত্রতার শক্তি স্বভাবতঃ প্রবল। পাপের শক্তি ভিতরে বড় কম।"

কালীনাথ বাবু—"তথাপি সাহস ও ধৈর্য্যের বিকাশ সাধন নরনারী সকলেরই কর্ত্তব্য। নিতান্ত নিম্নশ্রেণীস্থ রমণীদিগের মধ্যেও এ প্রকার সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। একবার একটী নিম্নজাতীয়া রমণী কাষ্ঠ আহরণের জন্য জঙ্গলে গিয়াছিলেন; তখন এক দুর্ব্বৃত্ত দুরভিসন্ধি পরায়ণ হইয়া সেই রমণীকে আক্রমণ করে। রমণী হস্তস্থিত অস্ত্রদ্বারা তখনই তাহাকে বধ করিয়াছিল।"

ব্রহ্মময়ী—"সেই অবলা কোথা হইতে এই শক্তি লাভ করিল? ভিতরের পুণ্যবল হইতে, পবিত্রতা রক্ষার আকাঙ্ক্ষা হইতে যে শক্তি লাভ হয়, তাহার বল সামান্য নয়। কারণ স্বয়ং ভগবান্ পবিত্রতার রক্ষক।

কালীনাথ বাবু—"সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? নারী জাতীর ধর্ম্মের বল অসামান্য। যুগে যুগে জগত্ ইহার দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়াছে। বিশেষতঃ ভারতের অলৌকিক হৃদয়বলশালিনী ধর্ম্মশীলা নারীগণ ধর্ম্ম

রক্ষার জন্য অনায়াসে জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারেন। চিতোরের সূর্য্যবংশীয়া রমণীদিগের অপূর্ব্ব রোমহর্ষণ কাহিনী শুনিয়াছ তো? তাঁহারা হাসিতে হাসিতে জ্বলন্ত অনলে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন। তথাপি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নাই।"

ব্রহ্মময়ী—"বর্ত্তমান সময়ে কি ভারত রমণী সেই অদ্ভুত হৃদয়বল হারাইয়াছে?"

কালীনাথ বাবু—"কখনই নহে। ভারতের অবিনশ্বর পুষ্পোদ্যানে আজও স্বর্গীয় মন্দারের অভাব নাই। সীতা, সাবিত্রী, কর্ণবতী, পদ্মিনীর অপ্রতুল নাই।"

এই প্রকার কথাবার্ত্তা হইতেছে, প্রফুল্ল পিতার পুণ্যজ্যোতি বিমণ্ডিত স্নেহময় প্রশান্ত মুখমণ্ডলে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক মনে মনে ভাবিল, "আমরা সৌভাগ্য ক্রমেই এমন পিতা মাতা লাভ করিয়াছি।"

এমন সময় "দুম" করিয়া অদূরে একটী বন্দুকের আওয়াজ হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ঘোর বিপদে।

"গুম—গুম—গুম," সেই গঙ্গাতীরস্থ নির্জ্জন অরণ্য প্রতিধ্বনিত করিয়া, গভীর নিশিথিনী বক্ষে আবার বন্দূকের আওয়াজ সকলের কর্ণে প্রবেশ করিল। নিবিড় তরু শাখা পল্লব হইতে বিহঙ্গমগণ ভীতস্বরে

কলরব করিয়া উড়িতে লাগিল এবং মশাল জ্বালিয়া বহুসংখ্যক লোক নৌকার দিকে আসিতেছে দৃষ্ট হইল ।

মাঝিরা ডাকিয়া কহিল—"বাবু আর রক্ষা নাই, নৌকায় ডাকাত পড়িয়াছে ।"

সেই নৌকায় বেশী লোক জন ছিল না। একজন দারোয়ান, দুইজন ভৃত্য, দুইজন আরদালী ও মাঝি মাল্লাগণ। পুরুষ এই কয়জন মাত্র ।

কালীনাথ বাবু দাঁড়াইয়া জলদ গম্ভীরস্বরে কহিলেন—"ভৃত্যগণ তোমাদের সহায় কেহ নাই, কিন্তু ভগবান্ আছেন। স্মরণ রাখিও, তিনি বিপদে রক্ষাকর্ত্তা। স্মরণ রাখিও এই নৌকার ভিতর তোমাদের জননী ও ভগিনীগণ রহিয়াছেন। শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকিতে কাহাকেও নৌকায় উঠিতে দিবে না, প্রতিজ্ঞা কর। প্রতিজ্ঞা কর মাতা, ভগিনীর সম্মান রক্ষার্থ, জীবন বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হইবে না।"

ভৃত্যগণ এবং মাঝি মাল্লাগণ একবাক্যে কহিল—"প্রভু তাহাই হইবে, আমরা নিমকহারাম নহি।"

পাপ প্রবৃত্তিসকল যেমন অজ্ঞানতাকে বেষ্টন করে, নানা প্রকার দুষ্কৃতি এবং পাপাচারসমূহ যেমন সমাজকে বেষ্টন করে, সেই প্রকার প্রায় ৪০। ৫০ জন ভীমকায় দস্যু দেখিতে দেখিতে কালীনাথবাবুর এই অরক্ষিতা বজরাখানা বেষ্টন করিয়া ফেলিল। তাহারা বন্দুক, রিভলবার, তরবারি প্রভৃতি নানা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। দস্যুদের মধ্যে কয়েকজন মুখস্ পরা,—ছদ্মবেশী।

প্রফুল্ল ভীষণ বিপদ নিকটে দেখিয়া মাতা ও দিদির নিকট দাঁড়াইয়া ভয় ব্যাকুল প্রাণে কাঁদিতে লাগিল।

ব্রহ্মময়ী কহিলেন—"মা বিপদের সময় নারায়ণকে স্মরণ কর।

বিপদভঞ্জন নারায়ণ এক্ষণ আমাদের রক্ষাকর্ত্তা। তিনিই অকূল বিপদ সাগরে একমাত্র কাণ্ডারী।”

ভক্তি, বিশ্বাস এবং নির্ভয়ের নির্ম্মল আলোকে তাঁহার মুখমণ্ডল সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। প্রফুল্ল নলিনীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল,—এক আশ্চর্য্য স্বর্গীয় পবিত্রতার আভা সে মুখকমলে দীপ্তি পাইতেছে, যেন অগ্নিরাশি তাহার চক্ষু দিয়া নির্গত হইতেছে। তাহার ভীমমূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রফুল্ল ভীতা হইল।

নলিনী বাক্স হইতে দুইখানা ছুরিকা বাহির করিয়া একখানা আপনার দক্ষিণ করে গ্রহণ করিল, অপরখানি প্রফুল্লের হস্তে দিয়া গম্ভীর স্বরে কহিল—“প্রফুল্ল! এই অস্ত্রগ্রহণ কর। এখন আর খেলার সময় নাই, তুমি এখন ছোট নও। এই অস্ত্র বিপদে শত্রুর হৃদয়শোণিত পান করিবে, অথবা আপন হৃতপিণ্ড ছেদনপূর্ব্বক নিজ অবিনশ্বর ধর্ম্ম রক্ষা করিবে।”

প্রদীপালোকে সে সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা ঝলসিয়া উঠিল।

প্রফুল্ল সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা খানা হস্তে ধারণ করিয়া ভক্তিভরে ও বিশ্বাসব্যাকুল হৃদয়ে, একমাত্র সেই বিপদ্‌ভঞ্জন নাম স্মরণ করিতে লাগিল। সে বালিকার চক্ষুতে তখন আর জল ছিল না; কি এক অনির্ব্বচনীয় সাহস ও তেজোরাশিতে সেই সুকুমার প্রাণ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

শ্মশানবিহারিণী প্রেতিনীর ন্যায় সেই ঘোর তমসাচ্ছন্ন রজনী নৌকারোহীদিগকে ভীতি প্রদান করিল। চন্দ্রমার শুভ্রকান্তি নিবিড় জলদ্ জালে আচ্ছাদিত, ততোধিক ত্রাসে তাঁহাদের হৃদয় সমাবৃত হইল। দস্যুদিগের আনন্দ উল্লাস জনিত চীৎকারধ্বনি, নিশিথিনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সেই জনমানবশূন্য কানন এবং গঙ্গাতরঙ্গ বিকম্পিত

করিয়া যেন গগনস্পর্শ করিল।

ব্রহ্মময়ী যুক্তকরে ঊর্দ্ধমুখে বলিতে লাগিলেন—"এই ঘোর বিপদে হে অসহায়ের সহায় তুমি কোথায়? হে অনাথের নাথ শ্রীহরি, তুমি কোথায় রহিলে? ধন, প্রাণ, সম্মান সব যে যায়!"

এমন সময় অকস্মাৎ একি! একটা নীল আলো বাহিরে নৌকার উপর দেখা দিল। তৎসঙ্গে একটা ভীষণ দুর্গন্ধ বজরার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। নিমেষ মধ্যে নৌকারোহীদিগের শরীর যেন অবসন্ন হইতে আরম্ভ করিল। অল্পক্ষণ মধ্যে সকলে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া নৌকায় পড়িয়া গেলেন।

যখন তাঁহাদের চৈতন্য হইল, তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, অধিকাংশ জিনিষপত্র অপহৃত হইয়াছে। কিন্তু নলিনীবালা কোথায়?

প্রফুল্লবালা, পিতা ও মাতাকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া কহিল—"মা! দিদি কোথায়?" কাপুরুষ নরাধমগণ সেই দেবীকে লইয়া প্রস্থান করিয়াছে।

মুহূর্ত্ত মধ্যে ব্রহ্মময়ী সংজ্ঞাশূন্যা হইয়া পুনর্ব্বার নৌকা মধ্যে পতিতা হইলেন।

হায়! তাঁহাদের সেই সময়ের অবস্থা বর্ণন করিতে পাষাণও ফাটিয়া যায়।

প্রফুল্ল রোদন করিতে করিতে কহিল—"হা বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল?"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শোক তিমিরে।

এ সংসার-অরণ্য অদৃষ্ট-দেবীর লীলা স্থান। ফুল্ল কুসুমিত, ভ্রমর গুঞ্জরিত, কোকিল কলধ্বনি নিনাদিত জীবন বসন্তে মানব আত্মহারা হইয়া যখন সৌভাগ্য-নন্দনকাননে বিচরণ করিতে থাকে, তখন তাহার সময় নাট্যের পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদের পৃষ্ঠা পূরণ নিমিত্ত অদৃষ্ট দেবী বিরলে বসিয়া কি লিখিয়াছেন কে বলিবে? অদ্যকার এই পুষ্পোদ্যান, কল্য যে মরু স্থানে পরিণত হইবে না, কে জানে? হৃদয় দর্পণে প্রিয়মুখচ্ছবি-ধ্যাননিরত প্রবাসী যুবা আনন্দ উল্লাসে ভাসিতে ভাসিতে যখন তটিনী তরঙ্গে, তরণী বক্ষে সুখস্বপ্ন দর্শন করিতেছে, কে জানে তাহার এই সুখ-নিদ্রা মহাযাত্রায় ভাঙ্গিয়া যাইবে না?

অদৃষ্টের লীলাচক্রে কালীনাথবাবুর সুখময় গৃহ ঘোর দুঃখতিমিরে নিমগ্ন। সেই দেবীরূপিণী নলিনীবালার অভাবে তাঁহাদের এই বহু দাসদাসী পরিবৃত সুন্দর প্রাসাদ যেন শূন্যময়। হায়, সেই স্বর্গের ফুল কোথায়?

যাহার পবিত্র মুখ কমল দর্শন করিয়া পিতা ও মাতা সকল দুঃখ বিস্মৃত হইতেন, যিনি সংসারে শান্তি নির্ঝরিণী স্বরূপা ছিলেন, যাহার প্রশান্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বিপদে নিত্য সুপথ প্রদর্শন করিত, সেই লক্ষ্মীস্বরূপিণী আজ কোথায়?

নলিনীর মাতা প্রায় সর্ব্বদাই ক্রন্দন করেন। দিদিকে হারাইয়া আনন্দময়া বালিকা প্রফুল্লের প্রাণ বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়াছে। সকলেরই প্রাণ বিষাদে নিমগ্ন।

এই ভীষণ বিপদেও কালীনাথ বাবুর কি অপারিসীম ধৈর্য্য! তিনি অটল অচল পর্ব্বতের ন্যায় স্থির শান্তভাবে সকলই সহ্য করিতেছেন।

কালীনাথ বাবু কলিকাতা আসিয়া ডিটেক্‌টিভ পোলিশ কর্ম্মচারী দ্বারা এই দস্যুতার অনেক অনুসন্ধান করাইলেন, কিন্তু দস্যুগণ ধৃত হইল না। দস্যুতার কোন চিহ্নই প্রাপ্ত হওয়া গেল না। নলিনীরও কোন সংবাদ মিলিল না।

যেমন অতল পারাবার তলে হীরকখণ্ড নিমগ্ন হইলে উহা অদৃশ্য হইয়া যায়, তেমনই নলিনবালা অদৃশ্য হইয়া গেল।

আজ রবিবার। বেলা তিনটার সময় কালীনাথ বাবু তাঁহার দ্বিতল প্রাসাদের একটী সুসজ্জিত কক্ষে খাটের উপর শয়ন করিয়া একটা খবরের কাগজ দেখিতেছেন। প্রফুল্ল পিতার পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার পদসেবা করিতেছে, ভার্য্যা ব্রহ্মময়ী গালিচা পাতা মেজের উপর বসিয়াছেন; সকলেই নীরব।

কালীনাথ বাবু খবরের কাগজখানা রাখিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন—"হা অদৃষ্ট লিপি!"

ব্রহ্মময়ী কহিলেন—"আমার অদৃষ্ট দোষেই নলুকে হারাইলাম, ইহার পূর্ব্বে আমার মৃত্যুই শ্রেয় ছিল; না জানি তাহার কি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে।" এই বলিয়া তিনি অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন।

কালীনাথ বাবু খাটের উপর উঠিয়া বসিলেন। স্থির স্বরে উত্তর করিলেন—"তোমরা আমার নলুকে চিনিতে পার নাই। সে আপনার তেজে আপনি সুরক্ষিতা। অগ্নিকে কে স্পর্শ করিতে পারে?"

ব্রহ্মময়ী—"কি আশ্চর্য্য! এত বড় একটা ডাকাতি হইয়া গেল, আজ পর্য্যন্ত তাহার কোন কিনারা হইল না?"

কালীনাথ বাবু—"দেখিয়াছি দস্যু দলের মধ্যে কয়েকজন মুখস্ পরা ছিল। ইহাদের মধ্যে যে অনেক পরিচিত লোক আছে, তাহার সন্দেহ নাই।"

ব্রহ্মময়ী—"নতুবা ছদ্মবেশ ধরিবে কেন? এই সমস্ত লোক বনের বাঘ ভাল্লুকের চেয়েও ভয়ানক। বাঘ ভাল্লুক বেশী কি অনিষ্ট করে? কিন্তু এই সকল মনুষ্য-নামধারী হিংস্রক জীব জনসমাজের কত অনিষ্ট করে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।"

কালীনাথ বাবু—"আমাদের গ্রাম হইতে ঐ স্থা ৪ মাইলের অধিক হইবে না। গ্রামের দুর্দ্দান্ত হিংস্রক প্রকৃতি কোন কোন লোকের সঙ্গে এই দস্যুদের যোগ থাকা অসম্ভব নয়।"

ব্রহ্মময়ী—"অসম্ভব কি? তুমি সাধ্যমত সকলেরই উপকার করিতে চেষ্টা কর; তথাপি অনেকেই আমাদিগকে বিদ্বেষের চক্ষে দর্শন করে।"

কালীনাথ বাবু—"বর্ত্তমান সময়ে পল্লীগ্রামের নৈতিক অবস্থা কি শোচনীয়! হিংসা বিদ্বেষ, কলহ প্রভৃতি পাপে প্রত্যেক পল্লী যেন নরকের ন্যায় বোধ হয়। প্রতিবেশী প্রতিবেশীর অভ্যুদয় দর্শন করিতে পারে না। পরস্পর পরস্পরের শত্রুতাচরণই যেন তাহাদের স্বভাব।

ব্রহ্মময়ী—"কেবল দলাদলি! এই দলাদলির আবর্ত্তে পড়িয়া মানব হৃদয়ের উচ্চভাব সকল একেবারেই বিনাশ পায়। পল্লীগ্রামে নিরীহ ভদ্র লোক যাহারা আছেন, দুষ্ট লোকের হস্তে পড়িয়া তাহাদেরও কত নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়। সর্ব্বত্রই দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার দেখিতে পাওয়া যায়।

কালীনাথবাবু—"বঙ্গের প্রায় প্রত্যেক পল্লীগ্রামেরই এই অবস্থা।

তবে ইদানীং কোন কোন উন্নতিশীল পল্লীগ্রামের নৈতিক দুর্গতি অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ দূরীভূত হইয়াছে। কোন কোন স্থানে শিক্ষিত লোকগণ কর্ত্তৃক কিছু কিছু জ্ঞানালোচনা দৃষ্ট হয়।"

নরেন নীচে খেলা করিতেছিল। সে দৌড়াইয়া আসিয়া কহিল—"বাবা, অমরেন্দ্র দাদা নীচে দাঁড়াইয়া আছেন।"

কালীনাথবাবু—"তাহাকে উপরে লইয়া এস।" কিয়ৎক্ষণ পরে অমরেন্দ্রনাথ রায় সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—(*)—

অমরেন্দ্রনাথ রায়।

অমরেন্দ্রনাথ রায় বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাধিধারী নব্য যুবক। সমস্ত পরীক্ষাগুলি গৌরবের সহিত সমুত্তীর্ণ হইয়া গবর্ণমেণ্টের কোন উচ্চ শ্রেণীর কলেজে এম্, এ পড়িতেছিলেন। পরীক্ষার কয়েক মাস বাকী থাকিতেই তিনি কোন কারণে কলেজ পরিত্যাগ করেন।

অমরেন্দ্রনাথ পশ্চিম বঙ্গের কোন সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশ সম্ভূত। শৈশবে পিতৃ মাতৃহীন। বিধবা পিতৃস্বসা কর্ত্তৃক প্রতিপালিত। পিতার যে কিছু সম্পত্তি ছিল, তাহা দ্বারা অমরেন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষা উত্তমরূপে চলিতেছিল। তিনি যখন কলেজ ত্যাগ করিলেন, তাহার কিছু দিন পরে দুর্ভাগ্য বশতঃ পিসীমাতা ঠাকুরাণী পরলোক গমন করিলেন। সংসারে অমরেন্দ্রের নিকট আত্মীয় আর কেহ ছিল না।

কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে দৈব ভূষণে ভূষিত করিয়া দিয়াছেন। প্রতিভার প্রদীপ করে লইয়া তিনি আপন আলোকে আপন পথ আলোকিত করিয়া লইলেন। সে আলো অতি উজ্জ্বল,—অতি পবিত্র।

শিল্প সভা, কায়স্থ সভা প্রভৃতি যে সকল সভা স্থাপিত হইয়া, দেশে পুণ্যালোক বিতরণ করিতেছে, অমরেন্দ্রনাথ কলেজ ত্যাগের পরই তাহার কোন একটি সভার সভ্যপদ গ্রহণ করিলেন। তাহার নাম "হিতসাধিনী সভা।" যদিও শিল্প চর্চ্চা এবং হিন্দু সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ইহার সাক্ষাৎ কার্য্য, তথাপি এই সভার কার্য্যকারকগণ জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলেরই উপকার-ব্রতে ব্রতী। সার্ব্বভৌমিক প্রেমের প্রতিষ্ঠাই তাঁহাদের প্রধান ব্রত। হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ প্রভৃতি সকলেই পরস্পর জাতিগত এবং ধর্ম্মগত পার্থক্য ভুলিয়া যাহাতে সম্মিলিত হন, তাঁহারা প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিয়া থাকেন। এই সভার অধিবেশনের সময় অনেক সহৃদয় মুসলমান এবং দুই একজন ইংরেজকেও হিন্দু ভ্রাতাদের সহিত আনন্দে যোগদান করিতে দেখা যায়।

সর্ব্বসাধারণের অর্থসাহায্যে এই সভার অধীন এক ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত এবং প্রধান কার্য্যকারকগণের অবস্থানের জন্য এক আশ্রম স্থাপন করা হইয়াছে। কয়েকজন জনহিতৈষী পবিত্রহৃদয় যুবক এই আশ্রমে বাস করিয়া দেশের কল্যাণ সাধন করিতেছেন। অমরেন্দ্র তাঁহাদিগেরই অন্যতম।

অমরেন্দ্রনাথ জননী জন্মভূমির কল্যাণ উদ্দেশ্যে নিজের সমগ্র ভোগ বিলাস, সুখ সৌভাগ্য, অর্থ লালসা পরিত্যাগ করিয়া পরহিতে জীবন সমর্পণ করিয়াছেন। কালীনাথ বাবু তাঁহাকে সেই হইতে স্নেহ ও শ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন, ব্রহ্মময়ী তাঁহাকে আপন সন্তানের

মধ্যে তাঁহাদের বাড়ী আসিয়া থাকেন। তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকেন, এবং তাঁহার পুত্র কন্যাগণকে ভ্রাতা ভগিনীর ন্যায় স্নেহ করেন।

অমরেন্দ্রনাথের তেজোদীপ্ত, সুশ্রী, বলিষ্ঠ, উন্নত কলেবর হৃদয়স্থিত উন্নত ভাবের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

কালীনাথ বাবু সমাদর পূর্ব্বক অমরেন্দ্রকে নিকটে বসাইলেন। কয়েক কথার পর অতি শান্ত ভাবে গত শোচনীয় ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেন।

অমরেন্দ্র কহিলেন "এমন ভীষণ দস্যুতা সাধিত হইল অথচ পোলিসকর্ম্মচারীগণ কিছুই করিতে পারিতেছেন না, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যজনক ও বিচিত্র।"

কালীনাথ বাবু—তাহারা তো প্রাণপণে ইহার অনুসন্ধান করিতেছেন; আমাদেরই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

ব্রহ্মময়ী নিকটেই বসিয়াছিলেন। তিনি একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। উচ্ছ্বসিত শোকাবেগ অতিকষ্টে সম্বরণ করিয়া লইলেন।

কালীনাথ বাবু,—"যাঁহারা পুলিশ বিভাগে কার্য্য করেন তাঁহাদের মধ্যে এমন অনেক কর্ম্মচারী আছেন যাঁহাদের কার্য্য অতি প্রশংসনীয়। দেবী বাবুকে জান তো? তিনি একজন সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভ কর্ম্মচারী।"

অমরেন্দ্র—"হাঁ, তাঁহার সহিত আমার বিশেষ পরিচয় আছে।"

কালীনাথ বাবু একটু নীরবে থাকিয়া আপন মনে কি চিন্তা করিলেন, পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন—"অমরেন্দ্র, সমস্ত দুর্ঘটনাই অদৃষ্ট দোষে ঘটিয়া থাকে।"

তাঁহার প্রাণ কি অসহনীয় মর্ম্ম বেদনা নীরবে বহন করিতেছিল,

সহিষ্ণুতা দর্শন করিয়া মনে মনে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মময়ী অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন—"অমরেন্দ্র, কি পাপে আমার নলুকে হারাইলাম ?"

অমরেন্দ্র—"আপনারা এত ব্যস্ত হইবেন না, শীঘ্রই নলিনী বালাকে পাওয়া যাইবে।"

কালীনাথ বাবু কহিলেন,—"তুমি তো এই এক মাস কলিকাতাই ছিলে ?"

অমরেন্দ্র—"না ;—সমাজ-সংস্কার মানসে পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে বক্তৃতা করিতে গিয়াছিলাম।"

কালীনাথ বাবু,—"অমরেন্দ্র! শুধু বক্তৃতায় কোন ফল হইবে না। যদি তোমরা দেশবাসীর প্রকৃত কল্যাণ ইচ্ছা কর, তবে প্রেম চাই; প্রেম বিশ্ববিজয়ী জানিবে। প্রেমের নিকট মস্তক অবনত করিতে একদিন সকলেই বাধ্য হইবে।"

অমরেন্দ্র,—"মহাশয়, আমি এক্ষণ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতেছি; নির্জ্জনে যখন আরাধ্যা দেবীর ধ্যান করি, মা যেন প্রাণে প্রাণে প্রকাশিত হইয়া বলিতে থাকেন, 'আগে তোমার শত শত ভ্রাতাকে প্রীতি কর, জাতিভেদ, বর্ণভেদ বিস্মৃত হইয়া, হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সকলকে সমভাবে প্রেমআলিঙ্গনে আপনার করিয়া লও, তবেই মাতৃপূজার অধিকারী হইবে। প্রেমের নিকট স্বদেশ বিদেশ উভয়ই তুল্য। ভ্রাতার শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে কল্যাণের পথে তুলিয়া লও'।"

কালীনাথ বাবু—"ইহাই তো প্রকৃত মনুষ্যত্ব। এ স্থানে জাত্যাভিমান, হিংসা, বিদ্বেষের স্থান কোথায় ?"

অমরেন্দ্র ভাবপূর্ণ হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন, "পূর্ব্বে আমি দেশবাসী

হইতে কেমন একটা দূরত্ব অনুভব করিতাম। আপনার পাঠ্য পুস্তকেই মনটা নিবিষ্ট ছিল; দেশবাসীর সঙ্গে বড় একটা মিশিবার অবসর পাইয়া উঠি নাই। মাতৃ-সেবায় দীক্ষিত হইবার পর হইতে আশ্চর্য্য শক্তি অনুভব করিতেছি। সকল প্রকার জাত্যাভিমান ও গর্ব্ব যেন চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া একেবারে ধূলিসাৎ হইয়াছে। এখন দেখিতে পাইতেছি, মাতৃচরণে আমি ধূলি অপেক্ষাও অধম, এবং কোটি কোটি ভ্রাতার সহিত আমি অভিন্ন। এখানে হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ, বাঙ্গালীর সঙ্গে কোন ভেদ নাই। সকলেই আমার আপনার ভাই। আমার প্রত্যেক রক্তবিন্দু যদি তাহাদের কল্যাণার্থ অর্পিত হয়, তবেই আমার জীবন ধন্য হইবে।" অমরেন্দ্র উচ্ছ্বসিত প্রাণে এই বলিয়া নীরব রহিলেন। তাঁহার স্বাভাবিক তেজঃপূর্ণ মুখমণ্ডল যেন কি এক মহিমমণ্ডিত আভায় দীপ্তিশালী হইয়া উঠিল। কালীনাথ বাবু আর কিছু বলিলেন না। অমরেন্দ্রও আর কোন কথা না বলিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

প্রফুল্ল মাতার নিকট বসিয়াছিল। অমরেন্দ্র চলিয়া গেলে পর তাঁহার ভাব পূর্ণ কথাগুলি কি এক নীরব বীণা তন্ত্রীতে বালিকার প্রাণে বাজিতে লাগিল। কথা তো অনেকেই বলে। কিন্তু প্রফুল্ল ভাবিতে লাগিল "এমন সুন্দর করিয়া কেহ বলিতে পারে না। আমি কি দেশের কাজে এমন ভাবে দীক্ষিত হইতে পারি না? স্ত্রীলোক কি এতই অসার যে কোন কাজ করিতে পারে না? রমণীকে পৃথিবীর সমস্ত উচ্চ আদর্শ হইতে বর্জ্জিত করিবার জন্যই কি বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছেন? ঘর কন্না ব্যতীত নারী জীবনের আর কি কোন উদ্দেশ্য নাই? না, তাহা হইবে না। জগতের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল কার্য্য হইতে একধারে সরাইয়া রাখিলে চলিবে না। নারীরও তো প্রাণ

আছে। তাহাকেও সমস্ত সুখ দুঃখের অংশী করিয়া, হাত ধরিয়া তুলিয়া লইতে হইবে। প্রফুল্লের সমস্ত অন্তরাত্মা এক নব উদ্দীপনায় জাগ্রত হইয়া উঠিল।

সেই তেজোদীপ্ত যুবকের গৌরবময় ভাতি যেন বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয় দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইতে লাগিল।

প্রফুল্লের ইচ্ছা হইতেছিল যে, তাহার হৃদয়ের উচ্চ আদর্শের বিষয় অমরেন্দ্রকে সমস্তই খুলিয়া বলে। কিন্তু লজ্জা আসিয়া বলিতে দিল না। তাহাতে বাধা দিল। মনের ভাব মনেই লুকান রহিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মিস্ এলিজাবেথ।

মিস্ এলিজাবেথ নাম্নী জনৈক ইংরেজ মহিলা প্রফুল্লের শিক্ষয়িত্রী।

কালীনাথ বাবু হিন্দু হইলেও তাঁহার হৃদয় অতি উদার ও উচ্চভাবাপন্ন। হিন্দু সমাজের অনেক কুসংস্কার ও ক্ষুদ্রতা হইতে তাঁহার প্রাণ বিমুক্ত ছিল। যেই হেতু নানাগুণ বিভুষিতা, ধর্ম্মপরায়ণা এই খৃষ্টশিষ্যা তাঁহার বাড়ীতে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে

খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মযাচক ও ধর্ম্মযাচিকাগণ মহর্ষি ঈশার অলৌকিক মহিমা ঘোষণা করিতে যাইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র নির্ব্বিবাদে গৃহীত হন নাই, অনেক সময় তাঁহাদিগকে চীন প্রভৃতি জাতিসমূহের নিকট অশেষ প্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে; ইহা কাহারও অবিদিত নাই

কিন্তু ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উদারতায় ভারত সমগ্র পৃথিবীর আদর্শ স্থান। এই খ্রীষ্ট উপাসকদিগকেও রত্নপ্রসবিনী ভারত-জননী আদরে ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মের অন্তঃপুরদ্বার অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে অবরুদ্ধ থাকিলেও সদর দ্বারে এ প্রকার অনাদর বা অনুদারতার লক্ষণ কখনও দৃষ্টিগোচর হয় না। এ নিমিত্তই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মপ্রচারক ও প্রচারিকাগণ অবাধে হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্র নিজ নিজ ধর্ম্ম প্রচার করিতে সমর্থ হন।

প্রকৃত পক্ষে এই খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মযাচিকাগণের চরিত্র অতি মহৎ। ধন্য পরোপকার-ব্রতধারিণী ইংরেজ রমণী! তাঁহাদিগের ত্যাগ স্বীকার অপরিসীম। তাঁহাদের চরিত্র বল পরের হিত সাধনে অলৌকিক আত্মদান দর্শন করিলে স্বতঃই শ্রদ্ধাভরে তাঁহাদের নিকট হৃদয় অবনত হয়

ঐ দেখ, যে নিরাশ্রয় হতভাগ্য জরাগ্রস্ত অর্দ্ধমৃত অবস্থায় পথ প্রান্তে নিপতিত, শত শত পথিকের কৃপা বঞ্চিত, খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারিকাগণ তাহার মাতা; ঐ স্নেহ হস্ত তাহার দুঃখ নিবারণে প্রসারিত। যে রোগ ক্লিষ্ট আতুর জঠরানলে জগৎ অন্ধকার দর্শন করিয়া মৃত্যুর সমীপবর্ত্তী, ঐ স্নেহহস্ত তাহার রক্ষাবিধানে রত। যে কুষ্ঠ রোগী জগৎ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত শেষ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় চলৎশক্তি হীন, ঐ স্নেহ হস্ত তাহাকেও মাতৃ স্নেহে আপন বক্ষে তুলিয়া লইতেছে।

পৃথিবীর রণাঙ্গনে দৃষ্টিপাত কর। কত আহত সৈন্যে সমরক্ষেত্র পূর্ণ রহিয়াছে। হয়তঃ তাহারা জীবিতাবস্থায়ই শৃগাল কুকুরের আহার্য্য-রূপে পরিণত হইত। ঐ খ্রীষ্টিয় রমণীগণ খ্রীষ্টের পুণ্যজ্যোতিঃ হৃদয়ে লইয়া প্রেমালোক বিতরণ করিতে করিতে মাতা ভগ্নী ও কন্যার ন্যায় তাহাদের প্রাণ রক্ষায় নিযুক্ত। ইহাদের পুণ্যবলেই ইংরজ আজি পৃথিবীর অতি বিশাল ভূখণ্ডের প্রবল প্রতাপান্বিত অধীশ্বর।

মিস এলিজাবেথ অতি যত্নে প্রফুল্লকে শিক্ষাদান করিতেন। এই

প্রবীণা খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিকা আপনার চরিত্রের সৌন্দর্য্যে কালীনাথ বাবুর পরিবারস্থ সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছেন।

মিস্ এলিজাবেথ বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে অন্যত্র গমন করিবেন, এক মাসের অধিক বিলম্ব হইবে না। এই একমাসকাল প্রফুল্লের শিক্ষার অন্য বন্দোবস্ত করা হউক।

ব্রহ্মময়ী স্বামীর নিকট কহিলেন,—"প্রফুল্লের শিক্ষার কি হইবে? অমরেন্দ্র ছেলেটী বড় চমৎকার, সে এক মাস কাল রোজ এক ঘণ্টা করিয়া প্রফুল্লকে পড়াইলে ক্ষতি কি?"

কালীনাথ বাবু কহিলেন "দরকার কি? এই এক মাস কাল না পড়িলেই বা কি হানি?"

ব্রহ্মময়ী—"এই এক মাস সে কিছু কিছু না পড়িলে সমস্তই ভুলিয়া যাইবে! বিশেষতঃ শিক্ষয়িত্রী অপেক্ষা অমরেন্দ্র ভাল পড়াইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই, এই এক মাসে অনেক শিখিতে পারিবে।"

কালীনাথ বাবু একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "তুমি বুঝিতে পার না, প্রফুল্লের বয়স এই চতুর্দ্দশ অতিক্রম করিয়াছে। এইরূপ বয়স্থা মেয়ের পক্ষে তরুণ বয়স্ক ছেলেদের সহিত মিশামিশি আমি একেবারেই পছন্দ করি না। কে জানে ইহার ফল কি হইবে।"

এই কথায় ব্রহ্মময়ী অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, বিরক্ত ভাবে কহিলেন, "কি আশ্চর্য্য! লোককে অবিশ্বাস করা তোমাদের একটা স্বভাব! অমরেন্দ্রের চরিত্র অতি নির্ম্মল। বিশেষতঃ প্রফুল্ল যদিও পঞ্চদশ বৎসরে পড়িয়াছে তথাপি সংসার বিষয়ে একেবারে অনভিজ্ঞা।

কালীনাথ বাবু উত্তর করিলেন,—"তোমার যাহা অভিরুচি। মেয়ের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা মাতারই অধিক।

কালীনাথ বাবু যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় অমরেন্দ্রকে প্রফুল্লের শিক্ষক

নিযুক্ত করিতে অনুমতি করিলেন।

এই প্রকার কথা বার্ত্তার দুইদিন পর অমরেন্দ্র কালীনাথ বাবুর বাড়ী পুনর্ব্বার আগমন করিলেন। ব্রহ্মময়ীর হৃদয়স্থিত পবিত্র মাতৃ স্নেহের প্রবল আকর্ষণ অতিক্রম করিতে তাঁহার প্রাণ কোন মতেই সমর্থ নহে।

নবম পরিচ্ছেদ।

—(*)—

সমাজ ব্যাধি।

প্রথম দুই এক কথার পর কালীনাথ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অমরেন্দ্র, গত একমাসকাল তুমি কোন্ ২ স্থানে বক্তৃতা করিতে গমন করিয়াছিলে?"

অমরেন্দ্র কহিলেন—"কিছুদিন হয় পূর্ব্ব বাঙ্গলার অন্তর্গত ত্রিপুরা জিলা নিবাসী এক বন্ধুকর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করিয়াছিলাম।

কালীনাথ বাবু,—"অমরেন্দ্র, শিল্পোন্নতির সঙ্গে২ দেশের আভ্যন্তরীণ কুসংস্কারাদির প্রতিও নব্য যুবকদের দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য।"

অমরেন্দ্র,—"সভার কার্য্যে ব্রতী হওয়ার পর নানাপল্লীতে বিবিধ শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, দেশটা কিপ্রকার অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। মেঘ সকল সূর্য্যকে যেমন ঢাকিয়া রাখে তেমনই হিন্দুসমাজকে নানাপ্রকার আবর্জ্জনায় ঢাকিয়া রাখিয়াছে।"

কালীনাথ বাবু—"হিন্দু সমাজ সংস্কারের সময় আসিয়াছে।"

অমরেন্দ্র—"এই সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বরাবরেই

অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা কোন প্রতিকারের পথ না পাইয়া শিক্ষালোক প্রাপ্ত মার্জ্জিত বুদ্ধি ব্যক্তিগণ খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে ছিলেন। খৃষ্টের উদার অমৃতময় বাণী তাঁহাদের প্রাণ আকর্ষণ করিয়াছিল; এটা অস্বাভাবিক নহে। মানুষ যখন ঘোর অন্ধকারে নিপতিত হইয়া কোন পথ খুঁজিয়া না পায়, তখন দূরস্থিত দীপশিখা অবশ্যই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমাদের মাথার উপরকার রাহুগ্রস্ত সূর্য্যকে কেহ দেখিতেই পাইলেন না।

কালীনাথ বাবু,—"আহা কি ভয়ানক ভ্রান্তি।"

অমরেন্দ্র,—"তাহা নিশ্চয়। নিজের জলাশয় আবর্জ্জনায় পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া কি সমুদ্রের অপরপারে যাইয়া নির্ম্মল জল পান করিতে হইবে? আপনার জলাশয়টাই কেন শোধিত করিয়া লই না? কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া কি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে? তবে একথা স্বীকার্য্য যাহার যাহা ভাল তাহা অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। পৃথিবীতে যাহার যে সদ্‌গুণ রহিয়াছে অবশ্য তাহার পূজা করা কর্ত্তব্য। গৌরবের অর্ঘ্য করে লইয়া বিজাতি বিধর্ম্মীদিগেরও মূল্যবান জিনিষ গুলিকে আপনার ঘরে বরণ করিয়া লইতে হইবে। এই প্রকার উদারতা না থাকিলে ভারতবাসীর জাতীয় জীবন শক্তিসঞ্চার করিবে কি প্রকারে? কিন্তু তাই বলিয়া কি আপন ধর্ম্ম ত্যাগ করিব? স্বধর্ম্মের সুদৃঢ় আশ্রয়ে অবস্থান পূর্ব্বক বিদেশীয়দিগের সদ্‌গুণরূপ অমৃতধারা, স্নিগ্ধ আলোক, নির্ম্মল বায়ুদ্বারা জাতীয় জীবনরূপ বৃক্ষকে দিন দিন পরিপুষ্ট ও উন্নত করিয়া লইতে হইবে।"

কালীনাথ বাবু,—"যে কারণেই হউক বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের স্বধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে। সমাজে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের স্রোত প্রতিরোধ বিষয়ে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের

নিকট আমরা সকলেই বিশেষভাবে ঋণি। অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম হইতে পৃথক মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণভ্রান্তি! আচারগত পার্থক্য যাহাই থাকুক প্রকৃত ধর্ম্মমত সম্বন্ধে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।"

অমরেন্দ্র,—"কিন্তু দুঃখের বিষয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে বর্ত্তমান শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বড়ই উদাসীন। তাঁহারা যেন দূরে সরিয়া থাকিতেই ভালবাসেন।"

কালীনাথ বাবু,—"নানা প্রকার আবর্জ্জনা জড়িত হইয়া পবিত্র হিন্দুধর্ম্ম উপধর্ম্মের আকার ধারণ করিয়াছে। হাঁচি, টিক্ টিকি, অমাবস্যা, মঙ্গলবার, দিক্‌শূল, ত্র্যহস্পর্শ এসকল লইয়াই যেন সমাজ ব্যস্ত। কোথাও যাইতে হইলে যাত্রার দিন জুটিয়াই উঠেনা। জাতীয় জীবন, জাতীয় উচ্চলক্ষ্যের প্রতি কাহারও আর দৃষ্টি নাই। কবে নারিকেল খাইতে হইবে, কবে বেগুন খাওয়া নিষিদ্ধ দেশবাসীগণ পাঁজি খুলিয়া এসকল সিদ্ধান্তে নিযুক্ত আছেন। কিন্তু দেশটা যে দুর্ভিক্ষে ছারে খারে গেল, শিল্প চর্চ্চার অভাবে যে চিরদারিদ্রে ঘেরিয়া ফেলিল, পরমুখ প্রেক্ষিতার আপাত মুখকর মোহমাদকে দিন দিন যে জীবন অসার অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল, সেদিকে দৃষ্টি কোথায়?"

অমরেন্দ্র,—"আমরা কিছুদিন হয় পূর্ব্ববঙ্গের কোনও পল্লীতে সভার কার্য্যে গমন করিয়াছিলাম। একদিন গভীর রাত্রিতে অরণ্য মধ্যে একটি ক্ষুদ্র শিশুর ক্রন্দনধ্বনি আমার শ্রবণ পথে প্রবেশ করিল। বুঝিলাম, ইহা মাতৃক্রোড়স্থিত শিশুর ক্রন্দন নহে। যেন কোন অসহায় অনাথ শিশুর কাতর ক্রন্দনধ্বনি নিস্তব্ধ প্রকৃতিকে আকুল করিয়া তুলিতেছে। দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়াও যখন দেখিলাম, সে ক্রন্দন কিছুতেই [illegible] তখন আমার হৃদয় নিতান্তই আকুল হইয়া উঠিল;

কএক বন্ধুতে মিলিত হইয়া, সেই রাত্রির ঘোর অন্ধকারেই অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলাম। পাছে কোন হিংস্র পশুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হই, এ নিমিত্ত দুইটা পাশ-করা রিভলভার প্রস্তুত করিয়া লইলাম। কিয়দ্দূর গমন করিলে, নিকটে গৃহস্থ বাড়ী দৃষ্ট হইল। সেই বনের শেষ ভাগে, আম্র শাখায় একটি বেত্র নিম্মিত পাত্র ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে। তাহার মধ্য হইতে একটি নবজাত শিশুর ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইতেছে। সেই দেশীয় একজন বন্ধু কহিলেন, "সূতিকা গৃহে যে সমস্ত ক্ষুদ্র শিশুকে ভূতে পায় তাহাদিগকে পরিত্যাগ না করিলে প্রসূতির—এমন কি বাড়ীরও অমঙ্গল সম্ভাবনা।

ব্রহ্মময়ী কহিলেন—"তারপর কি হইল?" ব্রহ্মময়ী এতক্ষণ নীরবে তাঁহাদের কথা শুনিতেছিলেন। এই শিশুর রোমহর্ষণ কাহিনী শ্রবণ করিয়া সেই স্বভাবতঃ দয়াপ্রবল মাতৃহৃদয় করুণায় প্লাবিত হইয়া উঠিল।

অমরেন্দ্র,—"আমরা সেই শিশুটি বাসায় লইয়া গিয়া তাহার যথোচিত চিকিৎসা ও সুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। তাহাতে সে শীঘ্রই ব্যাধিমুক্ত হইল।

ব্রহ্মময়ী,—"তোমরা সেই শিশুটিরে কি করিলে।"

অমরেন্দ্র,—"আমরা মনে করিয়াছিলাম, সেই শিশুটি কোন একটি খৃষ্টীয় ধর্ম্ম যাজিকার হস্তে প্রদান করিব—

ব্রহ্মময়ী কথাটি সমাপ্ত হইতে না দিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন,—"কেন খৃষ্টীয় ধর্ম্ম যাজিকারা কি উহার বেশী আপনার জন? সে শিশুটি কেন আমার নিকট লইয়া আসিলে না?"

অমরেন্দ্র,—"সে বালকটি সুস্থ হইলে তাহার আত্মীয়গন আসিয়া তাহাকে লইয়া গেল। এই প্রকার দেশ ব্যাপী কুসংস্কারের ও অন্ধ বিশ্বাসের দ্বারা দেশের কত অনিষ্ট সাধিত হইতেছে।" ১২

কালীনাথ বাবু,—"সকল স্থানেই যে এপ্রকার গাছে ঝুলাইয়া রাখে তাহা নহে। কিন্তু সূতিকা গৃহে শিশুর ধনুষ্টঙ্কার হইলে বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই তাহাকে ভূতগ্রস্ত বলিয়া বিশ্বাস করে এবং তাহার উপযুক্ত চিকিৎসার ক্রটি করিয়া থাকেন।"

অমরেন্দ্র,—"এইপ্রকার অন্ধ বিশ্বাসের কার্য্য একটি মাত্র নহে,—শত শত। দেশে স্ত্রীশিক্ষা সম্যক প্রতিষ্ঠিত হইলে, দেশের অনেক কুসংস্কার ভ্রম অন্ধকার দূরীভূত হইয়া যাইতে পারে।"

কালীনাথ বাবু,—"ইদানিং সহরে এবং কোন কোন পল্লীগ্রামেও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা হইতেছে; কিন্তু প্রকৃত শিক্ষিতা রমণীর সংখ্য অতি অল্প। মাতৃস্তন্য পান করিতে করিতে সন্তানগণ নানাপ্রকার বদ্ধমূল কুসংস্কারে জড়িত হইতেছে। শনি মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় বৃক্ষ বিশেষের নিকট দিয়া কি শ্মশান ঘাট দিয়া যাইতে মাতাই নিষেধ করিয়া দিবেন। পাছে বা ছেলে ভূতগ্রস্ত হয়! কোন স্থানে যাইতে হইলে মাতা সন্তানকে কালীর ফোঁটা দিয়া দেন। তাহারা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষালোক প্রাপ্ত হইলেও আশৈশব বদ্ধমূল কুসংস্কারের হইতে কিছুতেই অব্যাহতিলাভ করে না।"

অমরেন্দ্র,—"ত্র্যহস্পর্শ, মাসদগ্ধা, দিনদগ্ধাপ্রভৃতি আমাদের কতকার্য্য নষ্ট করিয়া দিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সুতরাং আমাদের জননীদিগকে পূর্ব্বে শিক্ষিত করিতে হইবে। মূল ঠিক না করিলে সমস্তই বৃথা। মাতৃগণ যদি জ্ঞানাভরণে বিভূষিতা হইয়া উঠেন, তবে নিশ্চয়ই হিন্দুসমাজ হইতে সমস্ত আবর্জ্জনা দূর হইয়া যাইবে। সমস্ত মাতৃগণের অসার স্বর্ণাভরণের পরিবর্ত্তে জ্ঞানাভরণ লাভেই সমধিক যত্নবতী হওয়া কর্ত্তব্য।"

কালীনাথ বাবু,—"স্কুল কলেজে স্ত্রীজাতীর যেপ্রকার শিক্ষা প্রদান

করা হইয়া থাকে আমি তাহার পক্ষপাতি নহি; তাহা স্ত্রীজাতি সুলভ অনেক সদ্‌গুণের বিকাশের পক্ষে ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকে। তাহাদের নিজ নিজ গৃহেই উচ্চ শিক্ষার বন্দোবস্ত করা উচিত; অতি যত্নে তাহাদিগকে ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, গার্হস্থ্যনীতি শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। স্কুল কলেজের কয়েক খানি পুস্তক মুখস্থ করিয়া যে বেশী কিছু হয়, আমি তাহা মনে করি না।

অমরেন্দ্র.—"যাহাই হউক, মাতৃগণ পূর্ব্বে জাগরিত হউন, স্তন্যপানের সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গল মন্ত্রে সন্তানগণকে দীক্ষিত করুন। তবেই কুসংস্কার দূরীভূত হইয়া অজ্ঞান অন্ধকার হইতে দেশের উদ্ধার হইবে।"

কালীনাথ বাবু—"অমরেন্দ্র, এই সমস্ত অন্ধবিশ্বাস অপেক্ষাও জাতি-বিদ্বেষ গুরুতর অনিষ্ট কারক; তাহা সমাজকে একতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে দিতেছেনা।"

দশম পরিচ্ছেদ।

জাতি-বিদ্বেষ।

অমরেন্দ্র দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন—"এই জাতি বিদ্বেষের ফলে অনেক নিম্নশ্রেণীস্থ হিন্দু দলে দলে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে। ইহাতে সমাজ যে কত দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বিগণ একজনের বিপদে সকলে একতাবদ্ধ হইয়া তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিয়া থাকে।

কিন্তু এই জাতি-বিদ্বেষের ফলে হিন্দুগণ পরস্পর এমন পৃথক হইয়া পড়িয়াছে যে, এক সম্প্রদায়ের সম্পদ বিপদে অন্য সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ-রূপে উদাসীন থাকিতে দেখা যায়। সকলেরই ধর্ম্ম এক। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার কঠিন প্রাচীর পরস্পরকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে।"

কালীনাথ বাবু,—"তাহাতে আর ভুল কি ?"

অমরেন্দ্র,—"দেখিতে পাওয়া যায় নমঃশূদ্র প্রভৃতি বহুতর লোক হিন্দুসমাজ-বক্ষে বাস করিতেছে। ইহাদিগের সংখ্যা সামান্য নহে। ইহাদিগকে বাদ দিলে, হিন্দু সমাজের গুরুতর ক্ষতি। দৈহিক বলে ইহারা শ্রেষ্ঠ। ইহাদিগের নৌবল সম্যক্ পরিচালিত হইলে, সমাজে একটি শক্তির প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। কিন্তু জাতি-বিদ্বেষই একমাত্র সর্ব্বনাশের কারণ। জাত্যভিমান-বশীভূত হইয়া উচ্চবর্ণ, যথা—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য প্রভৃতি বংশসম্ভূত ব্যক্তিগণ ইহাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দর্শন করেন,—ইহাদিগকে অস্পৃশ্য মনে করেন। এই কারণে ইহাদিগের অসন্তোষ দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে ; ফল এই হইতেছে যে, নিম্নশ্রেণীস্থ বহুসংখ্যক লোক খৃষ্টধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। যাহারাও বা রহিয়াছে, তাহারাও উচ্চবর্ণের সহানুভূতির অভাবে মৃতবৎ হইয়া আছে।"

কালীনাথ বাবু,—"তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য। কিন্তু এই সমস্ত নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগেরও অবাধ্যতা দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে। তাহারাও যেন উচ্চশ্রেণীর লোকদিগের সহিত আর বাধ্যবাধকতার সম্পর্ক রাখিতে চাহে না।"

অমরেন্দ্র—"এই বিংশ শতাব্দীর উজ্জ্বল জ্ঞানালোকের দিনে কাহাকেও আর পদানত করিয়া রাখিবার উপায় নাই। সকলেই এই স্বাধীনতার যুগে আপনা আপনি চৈতন্য লাভ করিতেছে। জিজ্ঞাসা করি, উচ্চ

বিস্তারের জন্য, তাহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতির নিমিত্ত, তাহাদের দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য কিছু করিয়াছেন কি? তাঁহারাও ঈশ্বরের প্রেরিত সন্তান—তাহাদের ভিতরেও মানবাত্মা বর্ত্তমান, ইহা মনে করিয়া তাহাদের জ্ঞানোন্নতির জন্য কি করিয়াছেন? প্রত্যুত তাহাদের উন্নতির পথ যাহাতে উন্মুক্ত না হয়, কার্য্যতঃ তাহাই দেখাইতেছেন না কি?"

কালীনাথ বাবু,—"স্বীকার করি, তাহাদের জন্য কিছু করা হয় না। কিন্তু সকল বিষয়েই যদি তাহারা সমকক্ষ হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে একদিক দিয়া সমাজের গুরুতর অনিষ্ট হইবে। সমাজের এই যে মূলগত বৈষম্য, ইহা তো স্বাভাবিক।"

অমরেন্দ্র, "একদিক দিয়া নিম্নশ্রেণীর বর্ত্তমান মানসিক জড়ত্বে উচ্চবর্ণ সমূহের সুবিধা বটে। কিন্তু এই শোচনীয় জাতি-বিদ্বেষ ক্ষয়-রোগগ্রস্ত দেহের ন্যায় সমাজকে দিন দিন কি বিনাশ পথে লইয়া যাইতেছে না? হিন্দুসমাজ কি এক অভিনব শক্তি লাভ হইতে বঞ্চিত হইতেছে না? আমার পাকস্থলীতে যদি অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হয়, তাহাতে আমার কিঞ্চিৎ লাভ বটে,—দৈনিক খরচ কিছু কমিবার সম্ভাবনা; কিন্তু আর এক দিক্ দিয়া শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া যে বিনাশের পথে চলিয়া যাইবে, তাহা নিবারণ করিবার উপায় কি? এই সমস্ত নিম্নজাতি অবনত অবস্থায় থাকিলে উচ্চবর্ণের কিঞ্চিৎ লাভ; কিন্তু অপরদিক দিয়া সমগ্র দেশের যে ঘোরতর ক্ষতি, তাহার সীমা নাই। ভারতবাসীর যে সমস্ত অপরাধের জন্য আজ ভারত এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত, জাতি-বিদ্বেষ কি তাহার অন্যতম নহে? ইহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন?"

কালীনাথ বাবু,—"ইহারা উচ্চবর্ণের সমকক্ষতা লাভ করিলে এমন কি উপকার হইবে?"

তো থাকিবেই। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে কি তাহা নাই? পাশ্চাত্য দেশকে আমি আদর্শ বলিতেছি না। আমার কথার মর্ম্ম এই যে, নিম্নশ্রেণীস্থ জাতিসমূহকে মানুষ বলিয়া গণ্য করা হউক, ঘৃণার পরিবর্ত্তে উহাদিগকে প্রেমের চক্ষে দর্শন করা হউক; সকল বিষয়েই তাহাদের উৎকর্ষ সাধিত হউক। তাহা হইলে এই মৃত ভারতের শোণিত শিরায় নিশ্চয় ইহাদের দ্বারায় এক নব শক্তি সঞ্চারিত হইতে থাকিবে।"

কালীনাথ বাবু,—"তাহা হইলে ভবিষ্যতে এই সমস্ত নিম্নবর্ণ সমূহ উচ্চবর্ণ সমূহের সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইতে ইচ্ছুক হইবে।"

অমরেন্দ্র,—"যদি দাঁড়ায় তো দোষ কি? তাহা হইলে সমাজ কি সমধিক শক্তি সম্পন্ন হইবে না? ভারতে এই নিম্নশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ সংখ্যায় অর্দ্ধেকেরও বেশী। যদি তাহারা উন্নত হইয়া উঠে—যদি কখনও সমাজের এমত অবস্থা হয়, সে তো ভারতের শুভ দিন! নিম্নশ্রেণীস্থ প্রায় সমস্ত লোকই শ্রমজীবী। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, তাহারা শারীরিক বলে শ্রেষ্ঠ। যদি ব্যায়াম শিক্ষাদ্বারা তাহাদের শারীরিক বলের উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং তাহাদের নৈতিক শিক্ষার প্রতি যত্ন করা হয় ও যাহাতে খাদ্যাদির বন্দোবস্ত উত্তমরূপে চলিতে পারে, তাহাদের অবস্থার এমন সচ্ছলতা ঘটে, তাহা হইলে কি তাহারা সমধিক শক্তি লাভ করিতে পারে না? কিন্তু ভারতের অধিকাংশ নিম্নশ্রেণীস্থ লোক উদরান্নের জন্য ব্যস্ত; বহু লোক মহাজনের ঋণজালে জড়িত, ঋণের দায়ে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছে;—সপরিবারে অনেক কষ্টে দিন কাটাইয়া থাকে; অন্য চিন্তার অবকাশ কোথায়? শিক্ষিত ভদ্রলোকগণের কি এদিকে দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য নয়? ইংলণ্ডের শ্রমজীবিগণ ইংলণ্ডের এক কতক অভিজাতবর্গ এই সমস্ত শ্রমজীবিদিগকে

কোনমতেই দূরে ঠেলিয়া ফেলিতে সমর্থ নহেন।"

কালীনাথ বাবু—"অমরেন্দ্র, তুমি কি ইংলণ্ডের আদর্শে ভারতবর্ষকে গঠিত করিতে ইচ্ছা কর? তথাকার একজন সামান্য অবস্থার ভদ্রলোকের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যের জন্য একজন ভৃত্য রাখা নিতান্তই দুঃসাধ্য।"

অমরেন্দ্র—"না, তাহা নহে; দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইংলণ্ডের উল্লেখ করিলাম মাত্র। ভারতবর্ষের আদর্শেই ভারতবর্ষের সামাজিক গঠন হউক, আমি এমত ইচ্ছা করি। পূর্ব্বকালে ভারতে এপ্রকার জাতি-বিদ্বেষ প্রচলিত ছিল না। পূর্ব্বে এখনকার মত রীতি নীতি থাকিলে শ্রীরামচন্দ্রের বানর, ভল্লুক, রাক্ষস প্রভৃতি লইয়া সীতা উদ্ধার অসম্ভব হইত; চণ্ডাল মিত্রকে সাদরে আলিঙ্গন করিতে তাঁহার মনে কোন দ্বিধা উপস্থিত হয় নাই। পূর্ব্বকালে উচ্চ বর্ণসমূহ নিম্নবর্ণের আতিথ্য গ্রহণ, তাহাদের সহিত পান ভোজন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহারা নিম্নজাতি সমূহকে শ্রদ্ধা করিতেন, ভালবাসিতেন—তাহাদের কল্যাণার্থে প্রাণপণে যত্ন করিতেন; সুতরাং তাহাদের বিরক্তিরও কোন কারণ ছিল না। পরস্পরের বিপদে পরস্পর সাহায্য করিতেন। সকলেই অবগত আছেন, ভীমসেন রাক্ষস কন্যা এবং অর্জ্জুন সর্প কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া জাতিচ্যুত হন নাই; শান্তনু রাজা ধীবর কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াও সমাজে আদৃত ছিলেন। যে স্থানে সহানুভূতির অভাব,—প্রবল দুর্ব্বলকে পদানত রাখিতেই ব্যস্ত, তথায় শান্তি তিষ্ঠিতে পারে না; তথাকার কল্যাণ কোথায়?"

এই কথার উত্তরে কালীনাথ বাবু কহিলেন—"অমরেন্দ্র, তুমি যাহা বলিলে তাহার অনেক কথাই আমি স্বীকার করিতেছি। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু সমাজের যে বন্ধন, তাহাতে একদিনেই সব হইবার কথা নয়। সমাজ-বন্ধন একদিনে গঠিত হয় নাই; একদিনেই ভাঙ্গিবা

কথা নয়। সমাজ-ব্যাধির সময়ই উপযুক্ত চিকিৎসক। সময়ে সকলই সংশোধিত হইয়া আসিবে।”

অমরেন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন ;—“আপনার সহিত এবিষয়ে আমার বাগ্‌বিতণ্ডা শোভা পায় না। আমি স্বীকার করি, একদিনেই সমস্ত সমাজ-ব্যাধি দূর হইবার নয়। যে রোগ সমাজ-দেহের স্তরে স্তরে বদ্ধমূল হইয়া আছে, তাহা দূর করিতে উপযুক্ত চিকিৎসক ও বহু সময়ের আবশ্যক। কিন্তু তাই বলিয়া স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া কেবল সময়ের প্রতীক্ষা করিলে চলিবে না। রোগ দূর করিবার জন্য উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। সে জন্য আমাদের চেষ্টা, যত্ন ও সাহসের আবশ্যক।”

কালীনাথ বাবু কহিলেন,—“তোমার কথা যুক্তি সঙ্গত। আমার কথার উদ্দেশ্য এই যে, চেষ্টা ও যত্ন করিতে থাক, কিন্তু একদিনেই ফলের আশা করিতে পার না।”

অমরেন্দ্র চুপ করিয়া রহিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সূচনা।

অমরেন্দ্র যে ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, নরেন্ হাসিতে হাসিতে সেই ঘরে প্রবেশ করিল। এই অল্প দিনের মধ্যেই সে অমরেন্দ্রের সঙ্গে ভাব করিয়া লইয়াছে। সে আসিয়াই অমরেন্দ্রের গলা জড়াইয়া ধরিল, কহিল,—“দাদা, রোজই আমাদের বাড়ী আসিবে?”

অমরেন্দ্র হাসিয়া কহিলেন,—"হাঁ আসিব বই কি। শুধু আমার আসিলে চলিবে কেন? তোমাকেও আমার কাছে যাইতে হইবে।"

সে পকেট হইতে কতকগুলি সুন্দর সুন্দর ছবি বাহির করিয়া অমরেন্দ্রকে দেখাইয়া কহিল,—

"দাদা, দেখ কি সুন্দর ছবি; এগুলি আমাকে মিস্ এলিজাবেথ দিয়াছেন।"

অমরেন্দ্র—"বেশ তো ছবি।"

একখানি সুন্দর ছবিতে যীশু ছোট ছোট ছেলেদিগকে আদর করিতেছেন। অমরেন্দ্র মনোযোগের সহিত সেখানি দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু নরেনের মন এদিকে নাই। তাহার ছবি দেখাইবার উদ্দেশ্য এই যে, সে আজ নিজে একটি ঘোড়া আঁকিয়াছে। স্কুলে তাহার সমবয়স্ক ছেলেরা তাহার এই ঘোড়াটির প্রশংসা করিয়াছে। অমরেন্দ্রের নিকট হইতেও একটু প্রশংসা লওয়া চাই তো? তাই সে ছবির উপলক্ষে ঘোড়া বাহির করিয়া তাঁহাকে দেখাইল। ঘোড়ার ইতিবৃত্ত শেষ করিয়া কহিল—"দাদা, মাষ্টার মহাশয় যে আমাকে পাতা ও ফুল আঁকিতে দিয়াছিলেন, আমাদের ক্লাসের সকল ছেলের চেয়ে আমার ফুল ও পাতা সুন্দর হইয়াছে, তা মাষ্টার মহাশয় নিজেই বলিয়াছেন।"

ঘোড়াটি দেখিয়া অমরেন্দ্র হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। হাসিয়া কহিলেন—"চমৎকার ঘোড়া! তুমি নিশ্চয়ই একজন ভাল চিত্রকর হইবে।"

নরেন,—"আমার ক্লাসের ছেলেরা সকলেই এই ঘোড়াটিকে ভাল বলিয়াছে। কিন্তু দিদি বুঝিতে পারে নাই, তাই ঘোড়াকে সে ভাল বলে নাই।"

নরেন,—"দাদা, একটি ছবি আঁকিয়া দাও না ?"

অমরেন্দ্র,—"আমার ছবি বোধ হয় তোমার ঘোড়ার মতই হইবে," এই বলিয়া তিনি কাগজ ও পেন্সিল লইয়া একটি ছবি আঁকিতে লাগিলেন। ছবি আঁকা সমাপ্ত হইলে, নরেন আনন্দে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল—"বাঃ, কি সুন্দর ছবি ! আমি এখনই এই ছবি দেখিতে দিদিকে ডাকিয়া আনিতেছি।" এই বলিয়া সে দৌড়াইয়া প্রফুল্লের নিকট আসিল। প্রফুল্ল পাশের ঘরেই ছিল। নরেন তাহাকে টানিয়া অমরেন্দ্রের নিকট লইয়া গেল। অমরেন্দ্রের নিকট তাহার লজ্জার কোন কারণ ছিল না। তথাপি কি এক লজ্জা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সে নিতান্ত সঙ্কুচিত ভাবে মাতার নিকট বসিল। নরেন ছবিখানি প্রফুল্লের হাতে দিয়া কহিল,—"দিদি ! দেখ, কি সুন্দর ছবি।"

প্রফুল্ল ছবির দিকে চাহিয়া কহিল,—"হাঁ।" কিন্তু যিনি ছবি আঁকিয়াছেন, তাঁহার দিকে চাহিতে পারিল না।

ব্রহ্মময়ী কহিলেন—"এই যে ফুলু আসিয়াছে ; আমি উহার বিষয়ই ভাবিতেছি।—অমরেন্দ্র, তোমাকে আমার একটি কথা রাখিতে হইবে।"

অমরেন্দ্র,—"কি কথা অসঙ্কোচে বলুন।"

ব্রহ্মময়ী,—"তোমাকে বাড়ীর ছেলে বলিয়াই জানি, সে জন্য তোমার নিকট কোন কথা বলিতেই আমার সঙ্কোচ নাই। ফুলুর শিক্ষয়িত্রী একমাসের জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, এই এক মাস তুমি তাহাকে পড়াইলে বড়ই সুখী হই।"

অমরেন্দ্র একটু ইতস্তত: করিয়া কহিলেন,—"এক মাস প্রফুল্লকে পড়াইতে আমার আপত্তি নাই। আপনারা আমাকে আন্তরিক স্নেহ করেন। এনিমিত্ত উহাকে একমাস পড়াইতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু কোন বাঁধাবাঁধি নিয়মে পারিব না। আমার সময় বড় অল্প ! অবকাশ

করিব। এখন তবে বিদায় হই।"

এই বলিয়া অমরেন্দ্র চলিয়া গেলেন। নরেন্ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিয়া গেল। প্রফুল্লের পিতা ও মাতা কার্য্যোপলক্ষে কক্ষান্তরে গমন করিলেন।

প্রফুল্ল একাকিনী সেই স্থানে বসিয়া রহিল। অমরেন্দ্রের অঙ্কিত ছবি খানি তাহার হাতেই ছিল।

সে ছবি খানি দেখিতে দেখিতে ভাবিল—"কি সুন্দর!" উহাতে শিল্প নৈপুণ্য কিছুই নাই। ইহা হইতে কত সুন্দর ছবি ঘরের মধ্যে আরও তো কত রহিয়াছে। তথাপি তাহার নিকট উহা এত সুন্দর লাগিতেছে কেন?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।



শিক্ষক ও ছাত্রী।

অমরেন্দ্রনাথ অতি মনোযোগের সহিত প্রফুল্লকে পড়াইতে আরম্ভ করিলেন।

অমরেন্দ্র যখন পড়াইতেন সেই বালিকা হৃদয়ে কি এক আনন্দ ধারা তাহার অজ্ঞাতসারে প্রবাহিত হইত। কোন্ দিক্ হইতে ইহা বহিয়া যাইত, সে তাহা নিজেই বুঝিতে সমর্থ হইত না।

একদিন অমরেন্দ্র প্রফুল্লকে জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা বুঝাইতেছেন। তিনি বলিতে লাগিলেন,—“প্রফুল্ল, এই একটা বৃত্ত ; ইহার মধ্যবিন্দু হইতে কয়েকটি সরলরেখা টানিয়া লও। ইহারা পরস্পর সমান। ‘যে যে বস্তু কোন এক বস্তুর সমান, তাহারা পরস্পর সমান।’ এখন ভাল করিয়া বুঝাইতেছি।” এই বলিয়া তিনি প্রতিজ্ঞাটি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়া কহিলেন—

“শোন প্রফুল্ল ! এই প্রকার মানব জীবনের সমস্ত কার্য্যের মধ্যবিন্দু ভক্তি। আমরা যতগুলি কার্য্য করিয়া যাই, সেই ভক্তিকে স্পর্শ করিয়া কার্য্য যেদিকেই বিস্তৃত হইয়া পড়ুক না কেন, জ্যামিতির পূর্ব্বোক্ত সরলরেখার ন্যায় তাহাদের কখনও অসামঞ্জস্য হইবে না।”

তাঁহার ছাত্রীটি তাঁহার কথা বুঝিতে পারিতেছে কিনা সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই। মানুষ যখন প্রকৃত জনহিতৈষণা-প্রণোদিত প্রেম ও হৃদয়াবেগ দ্বারা চালিত হয়, তখন সেই দেশ-সেবকের এপ্রকার দৃষ্টি অনেক সময়ই থাকে না। তাঁহার কথা লোকে সম্যক্ না বুঝিলেও তাহাতে অনেক কার্য্য হয়।

প্রফুল্ল,—“ভক্তি কি ?”

অমরেন্দ্র,—“হৃদয়ের যে গভীর অহেতুক অনুরাগ তাহার নাম ভক্তি। প্রেম ভক্তিরই নামান্তর। আপনার পিতা মাতা প্রভৃতিতে ভালবাসা ভক্তির প্রথম শিক্ষা ; তারপর স্বদেশ। ভক্তি যখন আত্মীয় স্বজন, স্বদেশ ছাড়াইয়া উচ্ছ্বসিতা কুল প্লাবিনী তটিনীর ন্যায় অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়াইয়া পড়ে, তখনই তাহার পরিপূর্ণতা সম্পাদিত হয়। তখনই বিশ্ব-বিমোহিনী ভক্তির পূর্ণ বিকাশ ও তাহার সাফল্য লাভ হইয়া থাকে। ইহারই নাম সার্ব্বভৌমিক প্রেম। সার্ব্বভৌমিক প্রেম ভিন্ন জীবনের

সেইপ্রকার বিশ্বজনীন প্রীতিলাভ করিতে হইলে, প্রথমে পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন এবং স্বদেশকে ভালবাসা চাই।"

প্রফুল্ল সকল কথা ভাল করিয়া না বুঝিলেও, যে টুকু বুঝিতেছে তাহাই তাহার হৃদয়ে তীরের মত বিদ্ধ হইতেছে। সে কহিল—

"কেমন করিয়া ভক্তিলাভ হয় বুঝাইয়া বলুন।"

অমরেন্দ্র,—"শিশুর যে মায়ের প্রতি অনুরাগ তাহা কেমন করিয়া হয়? উহা স্বভাব হইতেই জন্মে। প্রথম হইতেই সে 'মা' 'মা' বলিয়া কাঁদিতে শিখে। মায়ের কোলে যাইয়া সকল ব্যথা ভুলিয়া যাইতে হইবে, ইহা শিশুকে কে শিখাইয়া দেয়? বিশ্বজননী অনন্ত প্রেমের প্রস্রবণ। তাঁহার অর্চ্চনা করিলে ভক্তি বিকশিত হয়। যিনি হিন্দুর মন্দিরে আদ্যাশক্তি রূপে পূজিতা, সকল দেশে, সকল সম্প্রদায়ে তাঁহারই অর্চ্চনা হইতেছে। সেই প্রেমের অমৃত ধারার নিকট সকল দেশ, সকলজাতি, সকল বর্ণ তুল্য। এখানে কি মধুর সম্মিলন! প্রথমেই ভক্তিভাবে স্বদেশের কল্যাণকর কার্য্যে ব্রতী হওয়া চাই।"

প্রফুল্ল,—"স্ত্রীলোকেরা কি দেশের কাজ করিতে পারেনা?"

অমরেন্দ্র,—"পূর্ব্বেই তো নারীশক্তি জাগ্রত হওয়ার আবশ্যক। ভক্তিতেই শক্তিলাভ হয়। নারীশক্তি জাগিয়া না উঠিলে শক্তির বিকাশ অসম্ভব। এই শক্তির বিকাশ হইতেই দেশ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে।"

প্রফুল্ল,—"নারীশক্তি জাগিয়া উঠিবার উপায় কি বিশেষ করিয়া বলুন।"

অমরেন্দ্র,—"হৃদয় মধ্যে ভক্তি লাভ করিবার যে সকল অন্তরায় আছে, নারীগণ তাহা প্রথমে দূর করুন। বীজ হইতে বৃক্ষ আপনি জন্মে, আপনিই তাহাতে ফল প্রসূত হয়। এ কার্য্যভার প্রকৃতিই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু কৃষক যদি সে অঙ্কুরোদ্গমের স্থানটি প্রস্তরদ্বারা [illegible]"

প্রফুল্ল,—"বুঝিলাম না।"

অমরেন্দ্র,—"বাহিরে যেমন প্রকৃতির কার্য্য ভিতরেও ঠিক তেমন; নারীগণ যদি আপনার প্রাণকে ঠিক স্বাভাবিকতায় প্রতিষ্ঠিত রাখেন, অর্থাৎ নানাপ্রকার হিংসা, বিদ্বেষ, বৃথা কলহ প্রভৃতি আবর্জ্জনা হৃদয় হইতে দূর করিয়া দেন, তাহা হইলে প্রকৃতির প্রসাদে প্রীতি প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল আপনি বিকশিত হইয়া উঠিবে। তাহাদের সন্তানগণও নানা সৎশিক্ষায় সুশিক্ষিত হইতে থাকিবে।"

প্রফুল্ল—"একথাটি আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলুন।"

অমরেন্দ্র—"সন্তানগণ বড় হইলে যে তাহার শিক্ষা আরম্ভ হয়, এমন নহে। শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন হইতে তাহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। অনেকে মনে করেন যে শিশুরা কিছুই বোঝে না। কিন্তু শিশুর ধারণাশক্তি অতিশয় প্রবল। সেই কোমল প্রাণে যে শিক্ষা প্রবিষ্ট হয়, তাহা একেবারে বদ্ধমূল হইয়া যায়। এজন্য মাতৃগণের কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। নারী জাতীর কর্ত্তব্য যে কেবল ঘর কন্নায় আবদ্ধ থাকিবে, এমন হইতে পারে না। সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য, দেশের প্রতি কর্ত্তব্য, এই প্রকার অনেক কর্ত্তব্য আছে। মাতা যদি সকলদিক দিয়া কর্ত্তব্য পরায়ণতা লাভ করেন, তাহা হইলে সন্তানগণ বাল্যকাল হইতে এমন কর্ত্তব্য নিষ্ঠায় দীক্ষিত হইয়া উঠিবে যে, তাহারা জীবনের কোন সময়েই সেই কর্ত্তব্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হইবে না। সংসর্গ, শিক্ষা ও মাতৃস্তন্য প্রকৃতিকে কিপ্রকার পরিবর্ত্তিত করে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

"একবার এক বাঘিনী একটী নবজাত মনুষ্য-শিশু হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল,"—

নরেন কিঞ্চিৎ দূরে বসিয়া অঙ্ক কষিতেছিল। সে এই বাঘের গল্প

শুনিয়া শ্লেট পেন্সিল ফেলিয়া অমরেন্দ্রের কাছে আসিয়া বসিল। নিতান্ত আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল,—

"দাদা! তারপর?"

অমরেন্দ্র,—"তারপর সেই শিশুটিকে বাঘিনী আপন স্তন্য দিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিল। বাঘিনী-মাতা ও তাহার শিশুগণের সহিত সে মনুষ্য বালক একত্রে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বালকটি ৬।৭ বৎসর পরে এক অরণ্যে বাঘিনী-মাতার আশ্রয় হইতে মনুষ্যের হস্তগত হইল।"

নরেন,—"তারপর উহাকে কি করিল?"

অমরেন্দ্র,—"প্রথম উহাকে একটা প্রাচীর দেওয়া বাগানে খোলাই রাখা হইয়াছিল। বাঘ যেমন শিকার ধরিয়া থাকে, সেও সেইরূপ শিকার ধরিবার চেষ্টা করিত। একদিন সে অন্য একটি বালককে সেইভাবে হঠাৎ আক্রমণ করিল। তাহার পর হইতে উহাকে শিকল দিয়া রাখা হইত। তাহার ঠিক্ বাঘের প্রকৃতিলাভ হইয়াছিল;—সেই প্রকার তেজ, সেইপ্রকার চলা ফিরা, আহার ও খেলা, সেইপ্রকার থাবা মারিয়া ধরা। এখন দেখ শিক্ষা ও মাতৃস্তন্য মানুষের প্রাণে কত কার্য্য করিয়া থাকে।"

নরেন ব্যস্ত হইয়া কহিল—"দাদা, তারপর সে ছেলেটির কি হইল?"

অমরেন্দ্র—"তারপর সেই ছেলেটির প্রকৃতি পরিবর্ত্তনের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করা হইল। মনুষ্যের মত তাহার খাদ্যের বন্দোবস্ত করিল। অর্থাৎ ভাত এবং মাংস রাঁধিয়া দেওয়া হইত। কিন্তু সে খাদ্য উহার সহ্য হইল না, শীঘ্রই সে পেটের পীড়ায় মারা গেল।"

অমরেন্দ্র বলিতে লাগিলেন—"শোন প্রফুল্ল! মনুষ্য এইপ্রকার বাঘের প্রকৃতি কোথা হইতে পাইল? ইহার একমাত্র উত্তর—মাতৃস্তন্য ও শিক্ষা হইতে। মন্দদিকে যেমন ভালদিকেও সেইপ্রকার শিক্ষিত

হইতে পারে। মাতৃস্তন্য পানের সঙ্গে সঙ্গে যে শিক্ষা মাতার নিকট হইতে মানবগণ লাভ করিয়া থাকে, তাহার শক্তি অসামান্য। আমাদের জননীগণ যদি ভক্তিতে উদ্বোধিতা হইয়া উঠেন, আমরা সে মহা উদ্বোধন মাতার নিকট হইতে লাভ করিব। আমাদের মাতৃগণের হৃদয় যদি প্রেম ভক্তিতে পূর্ণ হয়, তবে আমরা কেননা প্রেমিক ভক্ত হইব? ভারতের অর্দ্ধেক এই নারী-শক্তি। নারী-শক্তি চেতনা লাভ করুক, তবেই দেশের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইবে।"

প্রফুল্ল নিস্তব্ধভাবে কথাগুলি শুনিতেছিল। এই কথাগুলি তড়িৎ প্রবাহের মত তাহার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইল। সে কোন উত্তর করিল না।

নরেন যদিও সকল কথা বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু এইটুকু বুঝিল যে, দাদা দেশের বড় কাজের কথা বলিতেছেন এবং সেও বড় হইয়া একদিন এইপ্রকার বড় কাজ করিবে।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর সেদিন অমরেন্দ্র চলিয়া গেলেন।

অমরেন্দ্র এইরূপ নিজ হৃদয়াবেগে চালিত হইয়া প্রফুল্লের দৈনিক পাঠ সমাপ্তির পর প্রায় প্রতিদিনই ভক্তি ও দেশের প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে প্রফুল্লকে বলিতেন। নরেন কিছু না বুঝিলেও সে সমস্ত কথা একাগ্র মনে শ্রবণ করিত। সে এইমাত্র বুঝিত যে নিজ দেশকে ভালবাসিতে হইবে।

অমরেন্দ্র মিষ্ট ব্যবহারের দ্বারা,—নানাপ্রকার ছবি ও খেলার জিনিষ দিয়া এই সরল স্বভাব, তেজস্বী বালককে একেবারে বশীভূত করিয়া ফেলিয়াছেন।

এই প্রকারে সেই ভ্রাতা ভগিনীর হৃদয়ে স্বদেশ প্রীতির বীজ রোপিত হইল।

সুখস্বপ্নের মত প্রফুল্লের শিক্ষার এই একমাস দেখিতে দেখিতে

ফুরাইয়া গেল। কিন্তু এই সূত্রে অমরেন্দ্রের সহিত কাশীনাথ বাবুর পরিবারের সম্বন্ধ প্রগাঢ় প্রতিষ্ঠিত হইল।

মিস্ এলিজাবেথ পুনর্ব্বার প্রফুল্লের শিক্ষাভার গ্রহণ করিলেন। অমরেন্দ্র বিদায় লইলেন।

প্রফুল্ল প্রাণের ভিতর কি যেন এক শূন্যতা অনুভব করিতে লাগিল। অমরেন্দ্রের সেই প্রশান্ত সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন পিপাসা যেন দিন দিন তাহার হৃদয়ে আরও বলবতী হইয়া উঠিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বর্ষান্তে।

দেখিতে দেখিতে একটি বৎসর গত হইল। কত সুখ দুঃখ—কোটি কোটি মানবের সম্পদ বিপদ বুকে লইয়া একটি বৎসর অনন্তকালের অতল জলধিতলে ডুবিয়া গেল।

কিন্তু নলিনীর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না;—এমন কি একটি সামান্য নিদর্শনও কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হইল না। কি আশ্চর্য্য! যেন কোন দৈব মন্ত্রবলে পাপ পিশাচগণ অদৃশ্য থাকিয়া মাতা বসুন্ধরার বক্ষে নিরাপদে অবস্থিত রহিল। হায়, সেই অমূল্য রত্ন কোন্ সমুদ্রতলে কিম্বা

বহু সুদক্ষ ডিটেক্টিভ কর্ম্মচারীর প্রাণপণ পরিশ্রম, একবৎসর ব্যাপী অনুসন্ধান সমস্তই ব্যর্থ হইল। এই উপলক্ষে কত নিরপরাধ ব্যক্তি ধৃত হইয়া প্রমাণাভাবে মুক্তিলাভ করিল। কালীনাথ বাবুর পরিবার নলিনীর জীবন সম্বন্ধে একেবারে নিরাশ হইলেন। ব্রহ্মময়ী অনেক সময়ই অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। দিদির বিচ্ছেদে প্রফুল্লের চির প্রফুল্ল হৃদয় কি এক বিষন্নতায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। সে দিদির বসিবার কক্ষে যাইয়া কখন কখন তাঁহার প্রিয় পুস্তকগুলি, তাঁহার নিজের রচনা পাঠ করিতে২ নীরবে রোদন করিয়া থাকে। দিদিকে ছাড়িয়া সে এক মুহূর্ত্তও থাকিতে ভালবাসিত না। কোন্ পাপে বিধাতা তাঁহাকে কাড়িয়া লইয়াছেন?

কালীনাথ বাবুর হৃদয় বেদনা বাহিরে প্রকাশিত নহে। অটল পর্ব্বতের ন্যায় তিনি সর্ব্বদাই স্থির। ভূগর্ভস্থ অগ্নি শিখার ন্যায় এই নিদারুণ সন্তাপ লুক্কায়িত ভাবে তাঁহাকে দিবানিশি দগ্ধ করিতেছে।

অনেক দিন হইয়াছে অমরেন্দ্রনাথ তাঁহাদের বাড়ী আসিতেছেন না। আজ তাঁহার জন্য দরোয়ান প্রেরিত হইল।

বৈকালে সকলে বসিয়া আছেন, এমন সময় অমরেন্দ্র সে ঘরে প্রবেশ করিলেন।

প্রফুল্ল এখন তাঁহাকে দেখিলেই পলায়ন করে। কি এক বিষম লজ্জা, কি এক সঙ্কোচ আসিয়া তাহাকে ঘেরিয়া ফেলিয়াছে। তাঁহার সম্মুখে আর সে এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইতে পারিতেছেনা।

প্রফুল্ল এক্ষণ পঞ্চদশ বৎসর অতিক্রম করিয়া ষোড়শ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে।

অমরেন্দ্র উপবেশন করিলে, কালীনাথ বাবু তাঁহার সহিত তাঁহাদের সভা সম্বন্ধে আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর অমরেন্দ্র তাঁহাকে ডাকাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, কালীনাথ বাবু

কহিলেন—"অমরেন্দ্র, তুমি আর আমাদের পর নহ। সুতরাং তোমার নিকট পারিবারিক কোন কথাই বলিতে সঙ্কোচ বোধ করি না।"

অমরেন্দ্র,—"আমি আপনাদিগকে পিতামাতার ন্যায়ই মনে করি, আপনারা আমাকে স্নেহ-ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন।"

কালীনাথ বাবু,—"নলিনীর আশা আমরা বিসর্জ্জন দিয়াছি। এক বৎসরেও যথন তাহার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না, তখন সে আর পৃথিবীতে নাই, ইহা নিশ্চয়।" ইহা বলিয়া তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। ব্রহ্মময়ীর চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইল।

অমরেন্দ্র,—"একেবারে নিরাশ হইবেন না। জগতে অসম্ভব কিছুই নাই।"

কালীনাথ বাবু,—"অমরেন্দ্র, বৃথা আশা আর হৃদয়ে পোষণ করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করি না। আমি সংকল্প করিয়াছি পেন্‌সন্ লইয়া পুণ্যতীর্থ বারাণসী গঙ্গাতীরে বাস করিব।"

অমরেন্দ্র,—"কাশী স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভাল।"

কালীনাথ বাবু,—"ইহার পূর্ব্বে প্রফুল্লের বিবাহ দেওয়া তো আবশ্যক।"

অমরেন্দ্র চুপ করিয়া রহিলেন।

কালীনাথ বাবু,—"প্রফুল্লের বয়স এই ষোড়শ বৎসর চলিয়াছে; এখন উহার বিবাহ দেওয়াই কর্ত্তব্য। আমি ইতিমধ্যে লোকদ্বারা নানা স্থানে অনুসন্ধান করাইতেছি; কিন্তু প্রফুল্লের অনুরূপ পাত্র যুটিয়া উঠিতেছে না। কুল, ধন, মান, পদ-গৌরব, শিক্ষা সকলই সমানভাবে চাই তো?"

অমরেন্দ্র কোন উত্তর করিলেন না।

কালীনাথ বাবু,—"তোমার বন্ধুগণের মধ্যে সকল দিকেই সমান এমন কেহ নাই কি?"

অমরেন্দ্র,—"এই কলিকাতা সহরে তারাপ্রসাদ মিত্র অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তিনি কায়স্থসংস্কার-সমিতির একজন সভ্য।"

কালীনাথ বাবু,—"হাঁ, তিনি আমার অপরিচিত নহেন।"

অমরেন্দ্র,—"তাঁহার একপুত্র ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্।"

কালীনাথ বাবু,—"তাহাও আমার জানা আছে।"

অমরেন্দ্র—"ইনি প্রফুল্লের অযোগ্য নহেন। তারাপ্রসাদ বাবু কায়স্থ ও অতি ধনাঢ্য ব্যক্তি।"

কালীনাথ বাবু—"তারাপ্রসাদ বাবু অতি শুদ্ধাচারী প্রবীণ হিন্দু। তাঁহার এই সুযোগ্য পুত্রের সঙ্গে প্রফুল্লের বিবাহে কাহারও আপত্তির কোন কারণ থাকিতে পারে না।"

অমরেন্দ্র,—"তারাপ্রসাদ বাবু কায়স্থসংস্কার-সমিতির সভ্যপদে আসীন,—বরপণ প্রভৃতি ঘৃণিত বিষয়গুলির প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ নিজের সম্বন্ধেও সেইমত কার্য্যতঃ রক্ষা করিবেন।"

কালীনাথ বাবু,—"পুত্রের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে বোধ হয় তোমার অভিজ্ঞতা আছে।"

অমরেন্দ্র,—"ইহার স্বভাব চরিত্র, আমার যতদূর জানা আছে, প্রশংসা যোগ্য। বড় লোকের সন্তানগণ সচরাচর উচ্ছৃঙ্খলতা প্রদর্শন করেন, ইনি সে শ্রেণীর নহেন।"

কালীনাথ বাবু,—"তোমার সঙ্গে ইহার আলাপ পরিচয় আছে?"

অমরেন্দ্র,—সামান্য মৌখিক আলাপ মাত্র।"

ব্রহ্মময়ী এতক্ষণ নীরব ছিলেন। তিনি কহিলেন, "পাত্রের নামটি কি? ছেলেটি সুশ্রী তো?"

অমরেন্দ্র,—"দেখিতে বেশ রূপবান্ পুরুষ। নাম সুশীলকুমার মিত্র।"

ব্রহ্মময়ী,—"অমরেন্দ্র, তোমাকে আর কি কহিব। তুমি প্রফুল্লের

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার তুল্য। আশা করি, প্রফুল্লের বিবাহে তুমিই প্রধান উদ্যোগী হইবে।”

অমরেন্দ্র অতি শান্তভাবে ধীরে২ উত্তর করিল—“আমি সাধ্যমত শুভকার্য্যে সহায়তা করিব। তবে আমার সময় বড় অল্প। নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হয়।”

এমন সময় একজন ভৃত্য তথায় উপস্থিত হইয়া অমরেন্দ্রকে কহিল, “কয়েকজন ভদ্রলোক আপনার অপেক্ষায় নীচে দাঁড়াইয়া আছেন।” কালীনাথ বাবুর নিকট বিদায় লইয়া অমরেন্দ্র চলিয়া গেলেন।

প্রফুল্ল তার পরদিন প্রাতে দ্বিতল প্রকোষ্ঠে তাহার শয়ন ঘরের জানালার নিকট বসিয়া আছে। প্রভাতের মৃদুমন্দ বায়ু তাহার শরীর স্পর্শ করিতেছে। নিকটস্থ একটি নাগেশ্বর ফুলের গাছ হইতে প্রস্ফুটিত ফুলের গন্ধ ভুর ভুর করিয়া সেই প্রকোষ্ঠে আসিতেছে। তাহার উপর একটি দয়েল বসিয়া শিষ্ দিতেছে। নিকটবর্ত্তী কক্ষে বসিয়া নরেন উচ্চৈঃস্বরে ব্যাকরণ মুখস্থ করিতেছে। আজ এ সকল যেন সকলই প্রফুল্লের নিকট শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে। এই বিশ্বসংসারটা যেন একেবারেই শূন্য। এই দিবালোকেই যেন সমস্ত অন্ধকার। সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

এমন সময় নিকটস্থ রাস্তা দিয়া এক বালক গাহিয়া গেল—

“মন মাঝিরে তরণীর হাল ছেড়না।
বদর বলে ধর পাড়ি
মালিকের ডাক্ ভু’ল না।
দুজন দাঁড়ী, তারা আনাড়ী,
দিতেছে রে কুমন্ত্রণা।
উজান গাঙ্গে ঢেউ উঠেছে;

আকাশে রাঙ্গা মেঘ সেজেছে,
তোর পালের রসি ঠিক তো আছে,
তবে কি ভাই ভয় ভাবনা ?”

প্রতিধ্বনি প্রফুল্লের প্রাণের উপর ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলই বাজিতে লাগিল—

“মন মাঝিরে তরণীর হাল ছেড়না।”

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ



অকূলে।

বসন্তের মোহন মাধুর্য্যে বৎসরান্তে বসুন্ধরা বক্ষে আবার জীবকুল আনন্দিত,—প্রকৃতিদেবী দৈবভূষণে বিভূষিতা,—পাপিয়ার গীতিধ্বনিতে কানন পূর্ণ হইল। কিন্তু কালীনাথ বাবুর বাড়ীতে সে আনন্দ কোথায়? ধন্য কালচক্রের অজেয় দুর্নিবার গতি! এ শোক-ক্রন্দনের মধ্যেও আজ সেখানে বিবাহের উৎসব! বিবাহ বটে—উৎসব বটে, কিন্তু নলিনীকে হারাইয়া তাহার পিতা মাতা আজ প্রফুল্লের বিবাহে এ আনন্দ উৎসবেও নিরানন্দ!

তারাপ্রসাদ বাবুর পুত্রের সঙ্গে প্রফুল্লের বিবাহ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। বরপক্ষ এ বিবাহে আনন্দে সম্মতি দান করিলেন। কোন পক্ষই পণ স্বরূপ কিছু গ্রহণ করিবেন না ;—কালীনাথ বাবু নিজ বাটীতে বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন স্থির হইল। ২৮শে ফাল্গুন বিবাহের দিন ধার্য্য হইল। বাড়ীর দাস দাসী সকলেই আনন্দে মগ্ন। তাহারা নানাপ্রকার আমোদ আহ্লাদে ব্যস্ত হইল। নরেনের হৃদয়ে তো আনন্দ আর ধরে না। সে তাহার স্কুলের সমবয়স্ক ছাত্রদিগকে লইয়া কি প্রকার আমোদ আহ্লাদ করিবে, তাহারই কল্পনায় বিব্রত রহিল। এই আনন্দের সমাচার সে প্রতিদিনই অমরেন্দ্রের নিকট দিয়া আসিতে লাগিল। বিবাহের কয়দিন যে, সে কিছুতেই তাঁহাকে তাহাদের বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে দিবে না, ইহা তাঁহাকে বেশী করিয়া বলিয়া রাখিল।

প্রফুল্লের মাতা কাঁদিয়া কহিলেন,—"আজ প্রফুল্লের বিবাহ, আমার নলু কোথায় ?" তাহার পিতাও চক্ষু মুছিলেন।

প্রফুল্ল যেন অকূলে ভাসিল। এ সংসারে সহানুভূতি শূন্য নীরব দুঃখভার কি বিষম! মানব নিদারুণ মর্ম্ম বেদনায় যখন একান্তই নিপীড়িত হইতে থাকে, তখন যদি সহানুভূতির কোমল হস্ত তাহার সান্ত্বনা বিধানে রত না হইত,—দু'একটি আশার মঙ্গলবাণী তাহার দুঃখ অশ্রু মার্জ্জনা না করিত, তবে এসংসারে কেহ ভীষণ শোক দুঃখের আঘাতে জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইত না।

প্রভাতের তরুণালোক-স্নিগ্ধ, মলয়ানিল-সেবিত রম্য উপবনে বিরামদায়িনী নিদ্রার সুখক্রোড়ে শয়ান, সুস্বপ্ন-বিভোর পথিক, গাত্রোত্থান করিয়া সম্মুখে কখনও কৃষ্ণ সর্প দেখিয়াছ কি ? অকস্মাৎ সেই মৃত্যু-দূতের করালমূর্ত্তি সমীপে দর্শন করিয়া মানব যেমন ভীত হয়, প্রফুল্ল সেই প্রকার ভীতা হইল।

স্থির শান্ত জলধিনীরে তরণীবক্ষে উপবিষ্ট প্রমোদ-মগ্ন ব্যক্তি সহসা ঝটিকা বেগে পর্ব্বত প্রমাণ উত্তাল তরঙ্গ মালায় নিমজ্জমান অর্ণবযান দর্শন করিয়া যেমন ভীত হয়, প্রফুল্ল সেই প্রকার ভীতা হইল।

আনন্দময়ী প্রকৃতির সুখরঞ্জিত শ্যামল নিকুঞ্জে বিবিধ তরুপরিবৃত, ফুল্ল প্রসূনবল্লরী সুশোভিত লীলাস্থানে, মাতৃক্রোড়ভ্রষ্ট মৃগশিশু নৃত্য করিতে করিতে অকস্মাৎ ভীষণ দর্শন, ব্যাদিত-বদন শার্দ্দুল-মূর্ত্তি দর্শন করিলে যেমন ভীত হয়, প্রফুল্ল সেইপ্রকার ভীতা হইল।

তাহার মাতা বলিয়াছিলেন 'বিপদে নারায়ণক স্মরণ করিও।' প্রফুল্ল ভাবিল,—"নারায়ণ পাষাণময়, না চৈতন্যময়? নারায়ণ যদি চৈতন্যময় হন, তবে আমার কাতর ক্রন্দন নিশ্চয়ই তাঁহার সিংহাসন সমীপে পঁহুছিবে।" তাহার মনে হইতে লাগিল সমস্ত বিষয়ই মাতার নিকট খুলিয়া বলে, কিন্তু কি লজ্জা!—লজ্জায় যেন তাহার পৃথিবীতলে লুকাইতে ইচ্ছা হইল; কিছুই বলিতে পারিল না।

চিন্তার বিষম আঘাতে প্রফুল্লের শরীর যেন অবসন্ন বোধ হইতে লাগিল। ভাবিল,—"হায়, আজ যদি দিদি থাকিতেন, তিনি আমার মর্ম্ম বেদনা নিশ্চয়ই বুঝিতেন। আমার অদৃষ্ট দোষেই তিনি আজ সম্ভবতঃ অমরলোকে।"

এইপ্রকার মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত চলিয়া যাইতে লাগিল; প্রফুল্ল যেন চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতেছে। একটি কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে সাহস হইল না। তাহার মলিন মূর্ত্তি দর্শন করিয়া পরিবারস্থ সকলেই কিছু বিস্মিত হইলেন; কিন্তু প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন করিতে কেহই সমর্থ হইলেন না।

দ্রুত গতিতে দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। দিন কাহার সুখ দুঃখের জন্য বসিয়া থাকে? কিন্তু প্রফুল্লের কি নিদারুণ যন্ত্রণায় দিন যাইতে

লাগিল, তাহা বর্ণনীয় নহে। তাহার ন্যায় যাঁহার অবস্থা তিনিই কেবল তাহা বুঝিতে সমর্থ।

প্রফুল্ল সুরম্য হর্ম্ম্যতলে দাসদাসী পরিবেষ্টিতা, পিতা মাতার স্নেহ যত্নে পরিবর্দ্ধিতা। কিন্তু আজ তাহার ন্যায় দুঃখিনী কে ?

একদিন সন্ধ্যার পর সে একাকিনী আপন পাঠাগারে বসিয়া আছে। আকাশে সান্ধ্য নক্ষত্র, গৃহে গৃহে দীপালোক জ্বলিতেছে। চতুর্থীর চন্দ্রকলা পশ্চিম আকাশে হাসিতেছে,—আশে পাশে আরও দুই চারিটি নক্ষত্র কুসুম ফুটিয়া উঠিতেছে। জানালা দিয়া অনিমেষে চাহিতে চাহিতে প্রফুল্ল দেখিল,—তাহার হৃদয় রাজ্য একেবারেই অন্ধকার। সম্মুখে ল্যাম্প জ্বলিতেছে—এ আলোতে সে অন্ধকার ঘুচিতেছে কই ? ধীরে ধীরে অন্যমনে সে একখানি পুস্তক হাতে তুলিয়া লইল। সেখানি ভারতের অতীত যুগের একটি অমূল্য রত্ন,—মহাভারত। পুস্তকখানি খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে সাবিত্রীর উপাখ্যান পাঠ করিতে লাগিল। শুভ্র বেশ, শুভ্র কান্তি দেবর্ষি নারদ বীণাযন্ত্রে হরিগুণ-গান গান করিতে করিতে রাজসভায় আগমন করিলেন। জগৎপূজ্য ঋষিবর নৃপতি কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া আসন গ্রহণ করিলে, মহারাজা অশ্বপতি করযোড়ে নিবেদন করিলেন—"ভগবন্! আমার এইরূপ গুণশালিনী অনিন্দনীয়া নন্দিনীকে দর্শন করুন। ইনি অরণ্যে এক দীন দুঃখী কুটীরবাসী যুবককে দর্শন করিয়া তাহাকে পতিত্বে বরণ করিতে সংকল্প করিয়াছেন।"

দেবর্ষি কহিলেন,—"রাজন্! আমি ধ্যানযোগে সমস্তই অবগত আছি।" এই বলিয়া সাবিত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"কল্যাণি, যে কুটীরবাসী দরিদ্র সত্যবানকে পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তাহার পরমায়ু কেবল এক বৎসর কাল স্থায়ী। এক বৎসর পূর্ণ হইলে সে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।"

সাবিত্রী কহিল,—"দেব, একমাত্র সত্যবানই আমার স্বামী, অন্য কেহ নয়।"

নারদ কহিলেন,—"রাজনন্দিনি, বৃথা কেন বৈধব্য দুঃখ-যন্ত্রণাকে গ্রহণ করিতেছ? ইন্দ্রলোকে, চন্দ্রলোকে, নরলোকে অন্য কোন রাজ্যেশ্বরকে ইচ্ছানুরূপ বরণ কর।"

সাবিত্রী কহিলেন,—"ভগবন, ইন্দ্রত্ব লইয়া আমি কি করিব? দরিদ্র কুটীরবাসী পতির চরণ সেবাই আমার ইন্দ্রপদ। আমি বৈধব্য গ্রহণ করিয়া পতি সত্যবানের চরণ ধ্যান করিব।"

প্রফুল্ল এইমাত্র পাঠ করিয়াই পুস্তক বন্ধ করিল। করযোড়ে ঊর্দ্ধমুখে কহিল,—"আর্য্যে! তুমি এখন স্বর্গলোকে। সতীর হৃদয়ে বল প্রেরণ কর। মাতঃ! তোমার সন্তানের মস্তকে আশীর্ব্বাদ-কুসুম বর্ষণ কর।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—(*)—

রোগ-শয্যায়।

প্রফুল্ল দারুণ মর্ম্মবেদনায় শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন ও রাত্রি জাগরণ নিবন্ধন ক্লান্ত হৃদয়ে প্রভাতে মাতার নিকট বসিল। মাতা তাহাকে কাছে বসাইয়া আদর করিলেন, গায় হাত দিয়া কহিলেন,—"একি, জ্বর হইয়াছে!"

৩।৪ দিন অতীত হইল, তথাপি জ্বর ছাড়িল না। প্রফুল্লদের পরিচিত কেহ কেহ আসিয়া তাহাকে দেখিয়া গেল। কিন্তু অমরেন্দ্র আসিতেছে না কেন? কি একটি অজ্ঞাত বেদনায় প্রফুল্লের হৃদয় যেন পীড়িত হইতে লাগিল।

মিস্ এলিজাবেথের কথা আর কি কহিব? তিনি প্রফুল্লের শিক্ষয়িত্রী; কিন্তু মাতা ভগিনীর ন্যায় তাহার শুশ্রূষা ও যত্ন করিতে লাগিলেন। নিজ কার্য্যের ক্ষতি করিয়াও প্রায় অধিকাংশ সময়ই প্রফুল্লের নিকট আসিয়া বসেন। তাহার মনোরঞ্জনার্থ কত সুন্দর২ গল্প করেন,—কুমারী নাইটিংগেল, ভগিনী ডোরা প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া পাশ্চাত্য মহিলাগণের জীবন-বৃত্তান্ত ও তাঁহাদের আত্মত্যাগ কাহিনী বর্ণন করিতে থাকেন, প্রফুল্ল শুনিতে শুনিতে সমস্ত রোগ-যাতনা বিস্মৃত হইয়া যায়।

জ্বরের ৩।৪ দিন পর অমরেন্দ্র প্রফুল্লকে দেখিতে আসিলেন। কি আনন্দে প্রফুল্লের প্রাণ পরিপূর্ণ হইল! মাতা কার্য্যান্তরে গমন করিয়াছেন; পিতা কোন কার্য্যোপলক্ষে অন্যত্র গিয়াছেন। নরেন্ কাছে বসিয়া রহিয়াছে। অমরেন্দ্র সেই সময় কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সস্নেহস্বরে ডাকিলেন,—"প্রফুল্ল!"

সেই অমৃতময় কণ্ঠস্বর কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র প্রফুল্ল একবার চকিতে চাহিল। কিন্তু কোন উত্তর করিল না। ইদানিং লজ্জাবশতঃ সে অমরেন্দ্রের সঙ্গে কোন কথা বলিতে পারিত না।

অমরেন্দ্র আবার কহিলেন,—"প্রফুল্ল, কেমন আছ?"

প্রফুল্ল নীরবে পুনর্ব্বার চক্ষু মুদ্রিত করিল।

এমন সময় ব্রহ্মময়ী ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "বাবা অমরেন্দ্র এসেছ? এই কয়দিন প্রফুল্লকে নিয়া যে কত ব্যস্ত আছি, কি বলিব? ভাবিয়াছিলাম তোমাকে ডাকিয়া পাঠাইব। তুমি বাড়ীর ছেলে বই তো নও?"

অমরেন্দ্র,—"প্রফুল্লের জ্বর কত ?"

ব্রহ্মময়ী—"এইমাত্র ডাক্তার বলিয়া গেলেন, ১০৩ ডিগ্রী।"

অমরেন্দ্র,—"এইপ্রকার জ্বর তো এখন অনেকেরই হইতেছে ; চিন্তার কোন কারণ নাই।"

ব্রহ্মময়ী,—"তুমি ইতিমধ্যে আবার কোথায় গিয়াছিলে ?"

অমরেন্দ্র,—"গরীবদিগের সাহায্যার্থ নিকটস্থ পল্লীসমূহে গিয়াছিলাম। অন্নহীনকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, রোগীকে ঔষধ প্রদান, ইহাও আমাদের একটি কার্য্য।"

ব্রহ্মময়ী,—"এগুলি বড় উত্তম কাজ। এপ্রকার পরোপকার-ব্রত পালনই মনুষ্য জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য এবং ইহাই প্রকৃত মাতৃ-সেবা।"

অমরেন্দ্র,—"মা, আশীর্ব্বাদ করুন যেন মাতৃ-সেবার জন্য মৃত্যুকেও তুচ্ছ করিতে পারি।"

ব্রহ্মময়ী,—"তোমার আমেরিকা যাত্রা কবে ঠিক্ হইল ?"

অমরেন্দ্র,—"এখনই যাওয়ার কথা ছিল। অনেক কার্য্যের জন্য সম্প্রতি আমার আমেরিকা যাত্রা স্থগিত রহিল।"

ব্রহ্মময়ী,—"তথায় যাইয়া কোন্ বিষয়ে শিক্ষা করিবে ?"

অমরেন্দ্র,—"কোন একটি অর্থকরী শিল্প শিক্ষার মানস করিয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি ভিন্ন ভারতের দুঃখ দারিদ্র্য দূর করিবার আর অন্য উপায় নাই।"

ব্রহ্মময়ী—"নব্য যুবকগণের মধ্যে অনেকেই তো বিদেশ হইতে শিল্পকলা শিক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। তাহাদের দ্বারা জন্মভূমির কার্য্য কতদূর সফল হইতেছে জানি না।"

অমরেন্দ্র,—"একদিনে কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। বিধাতার বিধানই ক্রমোন্নতি। বহুদিনের কণা কণা বালকা সঞ্চিত হইয়া একটী

দ্বীপ প্রস্তুত হয়। ইতিমধ্যেই দেশে শিল্প চর্চ্চার অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ভারতে এমন দিন শীঘ্রই সমাগত হইবে, কমলার কোষাগার ধনরত্নে পূর্ণ হইয়া যাইবে।"

ব্রহ্মময়ী,—"তোমাদের উৎসাহ উদ্যম অতি প্রশংসনীয়।"

নরেন এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল। ধীরে ধীরে উঠিয়া অমরেন্দ্রের নিকট আসিয়া কহিল,—"দাদা! মা আমাকে জল খাবার জন্য প্রতিদিন যা কিছু দিতেন তা জমাইয়া ৫৲ টাকা করিয়াছি। এই লও, গরীবকে দিও।

ক্ষুদ্র বালকের এইপ্রকার পরোপকার প্রবৃত্তি ও ত্যাগ স্বীকার দর্শন করিয়া অমরেন্দ্রের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। তিনি আদর করিয়া নরেনকে আপন কোলে টানিয়া লইলেন। মধুর বাক্যে কহিলেন— "ভাই, তুমি বড় হইয়া নিশ্চয়ই ভাল কাজ করিতে পারিবে। এমন যাহাদের মা, তাহারা কেননা ভাল হইবে?"

আরও কয়েক কথাবার্ত্তার পর তিনি ব্রহ্মময়ীর নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন।

ব্রহ্মময়ী—"অমরেন্দ্র, রোজই একবার আসিও।"

অমরেন্দ্র,—"আসিতে চেষ্টা করিব।" এই বলিয়া অমরেন্দ্র চলিয়া গেলেন।

অমরেন্দ্র যেন নিতান্তই পরের মত আসিয়া পরের মত চলিয়া গেলেন। এ অভিযোগের বিশেষ কোন কারণ না থাকিলেও, প্রফুল্লের প্রত্যেক রক্তবিন্দু, প্রতি শ্বাস প্রশ্বাস অমরেন্দ্রের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ তাহার প্রাণের নিকট আনয়ন করিল। তাহার সমস্ত হৃদয়টা কি এক অজ্ঞাত বিষাদে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

২।৩ দিন চলিয়া গেল, তবু অমরেন্দ্র আসিলেন না দেখিয়া প্রফুল্লের মাতা তাঁহার জন্য লোক পাঠাইলেন, সে আসিয়া সংবাদ দিল যে, তিনি রাজপুতানায় চলিয়া গিয়াছেন।

প্রফুল্ল প্রাণের উপর একটি আঘাত পাইয়া মনে মনে ভাবিল,—"আমাকে পুনর্ব্বার না দেখিয়াই রাজপুতানায় চলিয়া গিয়াছেন? একটা সংবাদ লওয়াও আবশ্যক মনে করিলেন না? কি অন্যায়!"

প্রফুল্লের প্রত্যেক শিরাধমনী অমরেন্দ্রের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিল। সে মনে মনে রাগ করিয়া ভাবিল—"আমি আর তাঁহার কথা মনেই আনিতে দিব না।" কিন্তু বিদ্রোহী মন তাহার এ আদেশ কিছুতেই প্রতিপালন করিল না। চক্ষু আপনা আপনি জলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

৭ দিনে প্রফুল্লের জ্বর ছাড়িয়া গেল। জ্বরের জন্য ঐ তারিখে তাহার বিবাহ হইতে পারিল না। সম্মুখে চৈত্র মাস। বৈশাখ মাসে আবার বিবাহের দিন ধার্য্য হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

—(*)—

শুভ ইচ্ছা।

অমরেন্দ্র নিজ আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর, একখানি টেলিগ্রাম পাইলেন। তিনি তাহা পাঠ করিয়া বন্ধু প্রিয়নাথ দত্তের হস্তে প্রদান করিলেন এবং কহিলেন,—"রাজপুতানায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। তথাকার সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন, 'এখন হইতে সেখানে লোকের জীবন রক্ষার ব্যবস্থা না করিলে, বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।'"

প্রিয়নাথ টেলিগ্রাম পাঠ করিয়া কহিলেন—"হাঁ, তাহাই বটে।"

অমরেন্দ্র,—"এখনই সেখানে অন্নাভাবে লোক মরিতে আরম্ভ করিয়াছে। অবিলম্বে ইহার প্রতিকার চেষ্টা না করিলে গ্রামের পর গ্রাম বর্ষার ভীষণ দুর্দ্দিনে দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসীর করাল গ্রাসে ছারেখারে যাইবে।"

প্রিয়নাথ—"যে প্রকারেই হউক, শীঘ্রই তাহার প্রতিকার চেষ্টা করিতে হইবে।"

অমরেন্দ্র,—"আমিও তাহাই বলিতেছি। আমরা কয়েক জন দুর্ভিক্ষ দমনের কার্য্যভার লইয়া কল্যই সেখানে যাইতে ইচ্ছা করি।"

প্রিয়নাথ,—"এখন পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে সকলের সঙ্গে পরামর্শ করা হয় নাই।"

অমরেন্দ্র,—"কাহারও অমত হওয়ার কোন কারণ নাই। কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে রাত্রিতে সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিব।"

প্রিয়নাথ,—"হৃদয়ে অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও প্রেম থাকিলে, এবং সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের নাম লইয়া কার্য্য করিলে স্বদেশ সেবকগণের মস্তকের উপর তাঁহার আশীর্ব্বাদ-কুসুম বর্ষিত হয়।"

অমরেন্দ্র,—"প্রেম ভিন্ন তো সকলই নিষ্ফল। আমাদের যত্ন চেষ্টায় যদি একজনেরও প্রাণ রক্ষা হয়, তবে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিব।"

প্রিয়নাথ,—"একথা ঠিক্। যাহার যে টুক্ শক্তি সে পরিমাণ যদি সে মাতৃভূমির সেবায় অর্পণ করে, তবে স্বদেশের দুঃখ-দারিদ্র্যের অনেকটা প্রশমন হয়।"

অমরেন্দ্র,—"যাহার যে পরিমাণ শক্তি তাহা কার্য্যে প্রয়োগ করাই মানব জীবনের সার্থকতা। কে কতখানি কার্য্য করিল, তাহার বিচার করিবার কি [illegible] সাধ্য উচিত কতখানি কার্য্যে পরিণত হইল,

ইহাই বিচার্য্য। বৃক্ষ প্রকৃতি-রাজ্যে কার্য্য করিতেছে, ক্ষুদ্র তৃণের কার্য্যকারিতা ক্ষুদ্র হইলেও তাহার ফল কি সামান্য ?"

প্রিয়নাথ,—"অবশ্যই ঈশ্বর সৎকার্য্যের সহায় হইবেন।"

অমরেন্দ্র,—"সময়ে দেশবাসীর নিকট হইতেও আশানুরূপ সাহায্য পাইব। ঘোর দুর্ভিক্ষের সময় অনেকেই দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডারে অকাতরে অর্থ দান করিয়া থাকেন।"

প্রিয়নাথ,—"ইহা সকলেরই প্রধান কর্ত্তব্য।"

অমরেন্দ্র,—"এখন দুর্ভিক্ষ যেন ভারতের চির সহচর হইয়া দাঁড়াইয়াছে!—অন্নাভাবে কতলোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে। হায়, পূর্ব্বে তো দেশের অবস্থা এমন ছিল না।"

প্রিয়নাথ,—"বর্ত্তমান সময়ে নানা কারণে দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়।

"প্রথমতঃ—বিদেশে রপ্তানী ; পূর্ব্বে তো এত রপ্তানী ছিল না। দেশের শস্যাদি দেশেই থাকিয়া যাইত। এখন ভারতের রাশি রাশি শস্য বোঝাই করা জাহাজ বিদেশে চলিয়া যাইতেছে।

"দ্বিতীয়তঃ—সাধারণ জনশ্রেণী চিরদারিদ্র্য ; এখন অধিকাংশ লোকেরই জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ গুরুতর সমস্যার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর যদি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈব দুর্ব্বিপাক আরম্ভ হয়, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই।

"তৃতীয়তঃ—জন সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত ভারতে কৃষি-বিভাগের উন্নতি সাধিত হইতেছে না।"

অমরেন্দ্র,—"তুমি যাহা বলিলে সমস্তই সত্য। কৃষি ও শিল্পের উন্নতি ভিন্ন ভারতের আর কল্যাণ নাই।" এই কথাবার্ত্তার পর দুই বন্ধু কক্ষান্তরে গমন করিলেন।

রাত্রিতে সভার কার্য্যকারকগণ সকলে সমবেত হইয়া এসম্বন্ধে

পরামর্শ করিতে লাগিলেন। দুর্ভিক্ষ দমনের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া কয়েকজন যুবকের তার পরদিনই রাজপুতানায় গমন করা স্থির হইল।

পরদিন এই স্বদেশ-সেবক কর্ম্মবীরগণ দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারের জন্য অর্থ সংগ্রহে উদ্যোগী হইলেন। অমরেন্দ্র বন্ধুগণসহ প্রভাত হইতে আরম্ভ করিয়া সহরের নানাস্থানে ঘুরিয়া সমস্তদিন এই কার্য্যে প্রাণপণ পরিশ্রম করিতে লাগিলেন।

তাঁহাদের যত্ন ও চেষ্টায় শীঘ্রই প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হইল।

অমরেন্দ্র সমস্ত দিনই এই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় ব্রহ্মময়ীর কথানুসারে তাঁহাদের বাড়ী যাইতে আর অবকাশ পাইয়া উঠিলেন না।

সেই দিন রাত্রির ট্রেণেই রাজপুতানায় গমন করিবার জন্য কয়েক জন যুবক প্রস্তুত হইলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

দুর্ভিক্ষ—চিত্র।

পথে পথে জন্মভূমির শস্য-শ্যামল-স্নিগ্ধ-কান্তি নয়ন ভরিয়া দেখিতে দেখিতে দেশ-সেবকগণ চলিয়াছেন। সংসার কোলাহল হইতে অপসৃতা—বিষয় বাসনার অনন্ত শৃঙ্খল হইতে নির্ম্মুক্ত হৃদয়া যোগিনীর ন্যায় প্রকৃতিদেবী যেন আজ শান্ত;—নিস্তব্ধ। সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বাষ্পীয় যান বায়ুবেগেছুটি য়াছে!!

তাঁহারা যথা সময়ে রাজপুতানার গৌরব কিরীটস্বরূপ প্রকৃতির রঙ্গ নিকেতন পার্ব্বত্যপ্রদেশ মেওয়ার রাজ্যে পঁহুছিলেন। ভারত-গৌরব-রবি শ্রীরামচন্দ্রের বংশসম্ভূত রবিকুল-অবতংশ নৃপতিদিগের লীলাস্থান দর্শন করিয়া তাঁহাদের প্রাণ আনন্দরসে পরিপ্লুত হইল। ইতিহাসের স্বর্ণাক্ষরে লিখিত কত অমূল্য গাথা তাঁহাদের মানসপটে জাগিয়া উঠিল।

মেওয়ার রাজ্যের অন্তর্গত চিতোরের নিকটবর্ত্তী কোন একটি স্থানে তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র। তাঁহারা তথায় পঁহুছিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহাদের হৃদয়ের রক্ত শুষ্ক হইয়া গেল। দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসী করালমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক যেন মনুষ্য-গ্রাসে সমুদ্যত রহিয়াছে। শত শত কঙ্কালাবশিষ্ট মনুষ্য ছায়ামূর্ত্তির ন্যায় বিচরণ করিতেছে। পিতা পুত্রের সমক্ষে, পুত্র মাতার সমক্ষে 'হা অন্ন! হা অন্ন' বলিয়া চক্ষুর জলে ভাসিতেছে। একমুষ্টি অন্ন হইলে বুঝি ইহাদের প্রাণ রক্ষা হয়। ক্ষুধার জ্বালায় গাছের পত্র পর্য্যন্ত আহার করিতেছে। কৃষক হাল বিক্রয় করিতেছে,—পিতা মাতা, পুত্র কন্যা বিক্রয় করিতেছে। হায়, অন্নাভাবে লোক সকল চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিয়া যেন হৃদয়ের স্নেহ মমতা পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতেছে; সকল সম্বল হারাইয়া অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে!

মা অন্নপূর্ণে! তোমার ঘরে আজ অন্ন নাই! হায়, অন্নদার অন্নালয় আজি যে অন্নহীন!

অমরেন্দ্র রাস্তার বাহির হইয়া যে দৃশ্য দর্শন করিলেন, তাহাতে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। অস্থি চর্ম্মসার কত লোক পথে ধারে চলৎশক্তি শূন্য হইয়া পতিত রহিয়াছে। বুঝি আজই তাহাদের প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যাইবে। দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের কি ভীষণ চিত্র! তাঁহাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে আর কত কুলাইবে?

শুভপ্রাতে পরমেশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া দেশসেবকগণ কার্য্য আরম্ভ

করিলেন। তাঁহারা তথায় অন্নসত্র খুলিলেন। প্রতিদিন শত শত লোক অর্দ্ধমৃত অবস্থায় আসিতে লাগিল। সকলকেই সাধ্যমত অন্ন দেওয়া হইতে লাগিল; ব্যক্তি বিশেষে চাউল ও বস্ত্রাদিও প্রদত্ত হইল।

একদিন তাঁহারা কয় বন্ধুতে অন্ন বিতরণ করিতেছেন, এমন সময় একস্থানে দেখিতে পাইলেন, ১৪। ১৫ বৎসর বয়স্ক একটি বালক কিছুই খাইতেছে না, কেবলই অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। অমরেন্দ্র ব্যথিত চিত্তে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে কিছুই বলিতে পারিল না,—কেবলই কাঁদিতে লাগিল। নীরব অশ্রুধারায় তাহার মুখ প্লাবিত হইয়া যাইতেছে।

অমরেন্দ্র কহিলেন,—"বল কি হইয়াছে? যদি প্রতিকারের সাধ্য হয়, অবশ্যই করিব।"

বালক কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—"আমার মা ও এক ভগ্নী আজ কয়দিন যাবৎ কিছুই খাইতে পায় নাই। তাহারা চলিতে পারে না; তাই আসিতে পারে নাই। আজ রাত্রিতেই বোধ হয় আমার মার মৃত্যু হইবে। তাহার কথা স্মরণ করিয়া আমার কিছুই খাইতে ইচ্ছা হইতেছে না।"

অমরেন্দ্র,—"তুমি খাও। আমরা খাবার লইয়া এখনই তোমাদের বাড়ী যাইতেছি।"

বালকের আহার সমাপ্তির পর অমরেন্দ্র ও প্রিয়নাথ বালককে সঙ্গে লইয়া তাহাদের কুটীরে অন্ন লইয়া গমন করিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহা বর্ণনীয় নহে। ১০। ১১ বৎসর বয়স্কা একটি বালিকা ও একটি বৃদ্ধা অন্নাভাবে মৃতপ্রায়। তাঁহারা বালিকাটিকে কিঞ্চিৎ আহার করাইলেন। কিন্তু বৃদ্ধার আর সময় নাই। তাঁহারা বহু যত্ন চেষ্টা করিয়াও তাহাকে বাঁচাইতে পারিলেন না।

কিয়ৎক্ষণ পরই বৃদ্ধার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণ হইয়া গেল! তাঁহারা দুইবন্ধু বিষাদ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সেই সুন্দর পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রকৃতির কি মনোমোহিনী মূর্ত্তি! শ্যামল তরুরাজি, লতাগুল্ম বিভক্ত করিয়া কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী রজতধারার ন্যায় ঝর ঝর রবে প্রবাহিত। তাঁহারা চলিতে চলিতে একটা নির্ঝরিণী তীরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রকৃতির অনুপম মাধুর্য্য তাঁহাদের হৃদয়-ভার দূর করিতে সমর্থ হইল না।

অমরেন্দ্র কহিলেন,—"প্রিয়নাথ! আহা কি শোচনীয় দৃশ্য! এই যে অনাহারে লোকের মৃত্যু ঘটিতেছে, ইহার জন্য দায়ী কে?"

প্রিয়নাথ,—"ইহার জন্য অল্পাধিক পরিমাণে আমরা সকলেই দায়ী। দেশবাসীর মৃত্যুর জন্য দেশের লোক কেন দায়ী হইবে না?"

অমরেন্দ্র,—"সত্য সত্যই অন্ধকার ঘটনা আমার হৃদয়ে গভীর বেদনা প্রদান করিতেছে।"

তখন নির্ঝরিণীর তীরে প্রকৃতির সেই মধুরতার মধ্যে দুই বন্ধু হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইলেন। অনন্ত কলনাদিনীর নির্ম্মল সলিলে সেই যুগল মূর্ত্তির দেবভাবপূরিত দিব্যকান্তি প্রতিবিম্বিত হইল।

অমরেন্দ্র কহিলেন,—"প্রিয়নাথ, আমাদের দুই জনের হৃদয় এক। পৃথিবীর কোন ঘটনাই আমাদের বিচ্ছেদ সাধন করিতে পারিবে না।"

প্রিয়নাথ,—"তাহা নিশ্চয়।"

তাঁহারা দুই জনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সৎকার্য্যে জীবন সমর্পণ করিবেন। সেই সংকল্প আজ যেন গভীরতর হইয়া উঠিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।



শান্তিদায়িনী।

অমরেন্দ্র কয়েক দিন পর ভারতের গৌরবভূমি চিতোরনগরী দর্শনের উৎসুক হইলেন। চিতোর এস্থান হইতে বেশী দূর নহে। তাঁহারা একদিন প্রাতঃকালে কয়বন্ধুতে মিলিয়া চিতোর দর্শনে যাত্রা করিলেন।

অমরেন্দ্র তথায় যে অভাবনীয় অলৌকিক ঘটনা দর্শন করিলেন, তাহাতে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন! বুঝিলেন বিশ্বরাজ্যে অসম্ভব কিছুই নাই। মনুষ্যের তর্কযুক্তি সব শূন্যে বিলীন হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছায় অসম্ভব সম্ভব হয়।

চিতোরে পদার্পণ করিলে কত অতীত স্মৃতি প্রাণে উদিত হইয়া তাঁহাদের প্রাণকে আকুল করিয়া তুলিল; বিষাদপূর্ণ হৃদয়ে চিতোরের সমস্ত দর্শনীয় বিষয় দর্শন করিতে লাগিলেন। চিতোরের পতিব্রতাগণ যেস্থানে অগ্নিতে আত্মদানপূর্ব্বক জহরব্রত সমাধা করিয়াছিলেন,—যেস্থানে মহারাণা সংগ্রামসিংহের মহিষী কর্ণবতী বহুসংখ্যক রমণী পরিবৃত হইয়া সতীত্ব রক্ষার জন্য সর্ব্বভুক্ অগ্নিতে পবিত্র দেহ আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন,—যেস্থানে পদ্মিনীর অলৌকিক সৌন্দর্য্য রাশি ভস্মীভূত হইয়াছিল, সেই পুণ্যতীর্থ দর্শন করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? অমরেন্দ্র অন্যান্য যুবকগণ সহ সেই জহরব্রতের সুড়ঙ্গ মধ্যে অবতরণ পূর্ব্বক ঐ স্থানটি ভাল করিয়া দর্শন করিতে লাগিলেন; এবং তাহার চিহ্নস্বরূপ কতিপয় উপলখণ্ড সংগ্রহ করিয়া লইলেন।

তাঁহারা মধ্যাহ্নে সেখানে সেই দেশীয় এক বন্ধুর বাটীতে আহারাদি সম্পন্ন করিলেন।

বন্ধুবর কহিলেন,—"এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বহু তীর্থ পর্য্যটন করিয়া সম্প্রতি বাটী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি ভাগ্য-গণনায় পারদর্শী; অনেক কথা ঠিক করিয়া বলিয়া দিতে পারেন। নিকটেই তাঁহার বাসস্থান। আপনাদের যদি কাহারও ইচ্ছা হয়, তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেন।"

অমরেন্দ্র রাজস্থানের ভাগ্য-গণনার বিষয় পূর্ব্বেও শুনিয়াছেন; রাজস্থানের ইতিহাসে ভাগ্য-গণকের কথা পাঠ করিয়াছেন। এই নবযুগে ভাগ্য-গণনার কথা শুনিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

অমরেন্দ্র কৌতুহলাক্রান্ত হৃদয়ে বন্ধুগণসহ সেই ভাগ্য-গণকের বাটী উপস্থিত হইলেন।

দেখিলেন,—এক পক্ক শ্মশ্রু, পক্ক কেশ, গৌরবর্ণ উন্নত দেহ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উপবিষ্ট আছেন। তিনি বিদেশীয় যুবকগণকে দর্শন করিয়া সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন

বঙ্গীয় যুবকগণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তীর্থযাত্রার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন,—"ভারতবর্ষের বহু তীর্থ পর্য্যটনপূর্ব্বক অত্যুচ্চ হিমালয় পর্ব্বতের বক্ষস্থিত মানস-সরোবরের তীরে উপনীত হইলাম। কৈলাস পর্ব্বতের নাম শুনিয়াছ তো? অনন্ত সুনীল আকাশে নীল জলদপুঞ্জ ভেদ করিয়া হিমাচলের এই মহাশৃঙ্গ মানস সরোবরের তীরে অবস্থিত। পুরাণে লিখিত আছে, ভগবান্ শঙ্কর ভগবতী পার্ব্বতী দেবীর সহিত এই কৈলাস পর্ব্বতে অনাদি দেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত ছিলেন। ইহাতে মানব-মনোমোহিনী প্রকৃতি-দেবীর বর্ণনায় আর্য্য কবি যেন শতহস্ত ছিলেন। কিন্তু এখন আর এই কৈলাস পর্ব্বতের কিছুই নাই। সেই দেবদেবী কোথায়? মনুষ্য, পশু, পক্ষী কিংবা একগাছি তৃণও নাই। কেবল শুভ্র তুষার রাশি। কি অপূর্ব্ব

শোভা! বরফের উপর বরফ—অনন্ত বরফরাশি প্রকৃতি যেন সহস্র হস্তে ঢালিয়া রাখিয়াছেন। সেই বিরাট্ বরফ স্তূপ অঙ্গে ঢালিয়া শুভ্র জটাজুট মণ্ডিত শুভ্র দেহ দেবর্ষির ন্যায় কৈলাস-গিরি অনন্ত আকাশে মস্তক উত্তোলনপূর্ব্বক যেন সদা ধ্যানে নিমগ্ন!

"কৈলাস পর্ব্বত হইতে একটী স্রোতস্বিনী বাহির হইয়া রজত-বিমল তরঙ্গে মানস-সরোবরে মিশ্রিত হইয়াছে। এই তটিনীর নাম মন্দাকিনী। মন্দাকিনী তীরে অনেক সন্ন্যাসী ভগবান সবিতা দেবের আরাধনায় রত। পুরাণে লিখিত আছে, মন্দাকিনী ভগবান্ মহাদেবের জটা হইতে নিঃসৃতা।"

অমরেন্দ্র,—"সবিতা তো জড় পদার্থ।"

ব্রাহ্মণ,—"নব্য যুবক! ভ্রান্ত হইও না। জড়েই চৈতন্য, জড়েই চৈতন্য-স্বরূপ পরমেশ্বরের দর্শনলাভ হয়।" এই কথা বলিতে ব্রাহ্মণের চক্ষু অতিশয় দীপ্তিশালী হইয়া উঠিল।

অমরেন্দ্র,—"বলুন।"

ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন,—"এই মন্দাকিনী তীরে একজন মহাযোগীর দর্শনলাভ করিলাম। তিনি আমাকে কৃপা করিলেন। আমি ১০ বৎসর কাল তাঁহার আশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক অনিমা, লঘিমা, ত্রাটক প্রভৃতি নানাপ্রকার যোগশিক্ষা করিলাম। পরে গুরু বলিলেন, 'এক্ষণে দেশে যাও, দেশে গিয়া লোকের উপকার কর।' গুরুর কৃপায় অনেক যোগবল প্রাপ্ত হইয়াছি। তোমরা নব্য যুবক, তোমাদিগকে কি বলিব? যাহা ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য তোমরা স্বভাবতঃই তাহাতে বিশ্বাস শূন্য। অধ্যাত্মরাজ্যে এমন কত ঘটনা ঘটিতেছে যাহা যুক্তি তর্কের অতীত।"

অমরেন্দ্র,—"শুনিয়াছি আপনি লোকের ভাগ্য গণণা করিতে পারেন। আমি কোন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি।"

ব্রাহ্মণ,—"যুবক তুমি কি অবিবাহিত ?"

অমরেন্দ্র,—"আপনিতো গণনা করিয়াই বলিতে পারেন, জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন কি ?

ব্রাহ্মণ,—"বলিতে যে না পারি এমত নহে, কিছু অধিক পরিশ্রম। তুমি কি আমাকে পরীক্ষা করিতেই আসিয়াছ ? না কিছু জানিবার ইচ্ছা আছে ?"

অমরেন্দ্র,—"মহাশয় মার্জ্জনা করুন ; অবিবাহিত থাকাই আমার ব্রত।"

ব্রাহ্মণ,—"উত্তম ; তুমি কি জানিতে চাহ ?"

অমরেন্দ্র,—"আমার ভবিষ্যৎ জীবনে কে আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা শান্তিদান করিবে ?"

ব্রাহ্মণ,—"কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর।" এই বলিয়া তিনি গৃহান্তরে গমন করিলেন এবং একখানি দর্পণ খুলিয়া তাহার সম্মুখে ধ্যানে মগ্ন হইলেন। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অতীত হইল, তিনি পুনর্ব্বার যুবকগণের নিকট আগমন করিয়া অমরেন্দ্রকে কহিলেন,—"এই দর্পণে দৃষ্টিপাত কর। যে ব্যক্তি তোমাকে বিশেষভাবে শান্তিদান করিবে, তাহার প্রতিবিম্ব এই দর্পণে দর্শন করিবে।"

অমরেন্দ্র কৌতুহলাক্রান্ত হৃদয়ে দর্পণে দৃষ্টিপাত করিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি দেখিলেন,— সহস্রদল পদ্মে সমাসীনা চতুর্ভুজা দেবীমূর্ত্তি ! তাঁহার একহস্তে রত্নাধারে পরিশোভিত প্রদীপ ; অপর হস্তে শঙ্খ। অপর দুই হস্তে বরাভয় দান করিতেছেন। দেবীর পদতলে এক অপরূপ রূপ-লাবণ্যবতী তরুণীমূর্ত্তি। তরুণীর কেশরাশি আলুলায়িত ; যেন নব-জলদ-জাল মাঝে স্থির সৌদামিনী। অমরেন্দ্র বিস্ময়-বিহ্বল-হৃদয়ে দেখিলেন,—সে তরুণী প্রফুল্ল! তিনি বিস্ময়ে যেন সংজ্ঞা হারাইলেন। তাঁহাকে নিস্তব্ধ থাকিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন,—"যুবক কি দেখিলে ?"

অমরেন্দ্র,—"চতুর্ভুজা দেবীমূর্ত্তি।"

ব্রাহ্মণ,—"আর কি দেখিয়াছ?"

অমরেন্দ্র,—"একটি বালিকা মূর্ত্তি।"

ব্রাহ্মণ,—"সহস্রদল পদ্মের অর্থ বুঝিলে?"

অমরেন্দ্র,—"না। এই পদ্মাসনা দেবী কে?'

ব্রাহ্মণ.—"দেবীর নাম ভক্তি। সহস্রদল পদ্মের অর্থ 'সহস্রার'—যোগের প্রতিমূর্ত্তি। যে পরমধন ভারতবাসী ভুলিয়াছে, তাহাই আবার জীবকে প্রদর্শন করিতেছেন। ভক্তি যোগের উপর প্রতিষ্ঠিতা।"

অমরেন্দ্র,—"বুঝিলাম; অপরগুলি কি?"

ব্রাহ্মণ,—"মঙ্গল শঙ্খ; ইহার নাম কর্ম্ম। কর্ম্মদ্বারা জীবকে মঙ্গলের পথে আহ্বান করিতেছেন। দেবীর অপর হস্তে প্রদীপ। ইহা জ্ঞান-জ্যোতিঃ। জ্ঞান ভক্তির পথ প্রদর্শক। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম এবং যোগের সম্মিলন ভিন্ন ভারতবর্ষের মঙ্গল কোথায়? তাহাতেই ভারত-বাসীর পরম শান্তিলাভ হইবে।

"দেবীর পদতলে বালিকামূর্ত্তি দেখিয়াছ, এই উভয় মূর্ত্তিই তোমার জীবনের প্রধান শান্তিদায়িনী। বালিকার একহস্ত দেবীর পদতলে, অপর হস্ত স্বীয় বক্ষস্থলে, ইহার অর্থ ধর্ম্মে তাহার আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠিত।"

অমরেন্দ্র আর বাক্য ব্যয় না করিয়া ব্রাহ্মণকে অভিবাদনপূর্ব্বক বিস্ময় স্তম্ভিত হৃদয়ে প্রস্থান করিলেন। তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্রে এখন সম্পূর্ণ সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছে। বেশীলোক অনাবশ্যক বিবেচনায় অমরেন্দ্র এক সপ্তাহকাল মাত্র তথায় অবস্থান পূর্ব্বক ২। ৩ জন বন্ধুসহ কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

আশ্রমে রাত্রিতে শয্যায় শয়ন করিয়া অমরেন্দ্র ও প্রিয়নাথ নানা সদালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। সে কক্ষটি সেই বন্ধুদ্বয়ের শয়নের জন্যই

নির্দ্দিষ্ট ছিল। নৈশ-কুসুম-সৌরভবাহী মধুর-মলয়ানিল গবাক্ষ-পথে কক্ষ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উভয়ের শরীর স্পর্শ করিতেছে। বাহিরের জন কোলাহল থামিয়া গিয়াছে। নিকটস্থ একটি আম্রপল্লবে নিশাচর বিহগের পক্ষসঞ্চালনশব্দ ক্বচিৎ শ্রুত হইতেছে। নিস্তব্ধ নিশীথিনীর স্থির গভীরতার মধ্যে উভয়ের হৃদয়স্থ ভাব উভয়ের নির্ম্মল অন্তরে নির্ম্মল স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় যেন পরস্পর প্রতিবিম্বিত হইতেছে। রাজপুতানার ভাগ্য-গণক প্রদর্শিত ছায়ামূর্ত্তি এবং তৎপ্রসঙ্গে কালীনাথ বাবুর পরিবার-সম্বন্ধে দুই বন্ধুতে দুই চারিটি কথা বার্ত্তা হইল। প্রীতি প্রফুল্লচিত্তে অমরেন্দ্র তাঁহাদের নানা সদ্‌গুণের প্রশংসা করিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

চিন্তা।

অমরেন্দ্র কলিকাতা আসিবার পরদিন প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক আপন কক্ষে একাকী উপবিষ্ট আছেন। সূর্য্যকিরণ জানালা দিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেছে। রাজপুতানার সেই আশ্চর্য্য ঘটনা তাঁহার প্রাণের উপর জাগিতেছিল। তিনি নির্জ্জনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—"আমি নবযুগের পাশ্চাত্য শিক্ষালোক প্রাপ্ত নব্যযুবক। যাহা যুক্তি তর্কের বিষয়ীভূত নহে, তাহাতে স্বভাবতঃ বিশ্বাসশূন্য। এ কি দেখিলাম! প্রফুল্লের শীঘ্রই বিবাহ স্থির হইয়াছে; সে কেমন করিয়া

আমার শান্তিদায়িনী হইবে? পরস্ত্রীর চিন্তায়ও মহাপাপ। তবে কি ইহা ইন্দ্রজাল মাত্র?—তাহার মুখখানি বড়ই সরলতাপূর্ণ। দেখিলেই কি একটি আনন্দের উদয় হয়। মাতৃ-সেবকের এ সকল চিন্তা কেন? আমার যাহা কিছু চিন্তা, যাহা কিছু কার্য্য, সকলই মাতৃপদে সমর্পণ করিব। ইহাই আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

"প্রফুল্লের মাতাকে দেবী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এমন সদাশয়া রমণী অল্পই দেখিয়াছি। আমি শৈশবে মাতৃহীন; প্রফুল্লের মাতার হৃদয়স্থিত মাতৃস্নেহ মন্দাকিনী ধারার ন্যায় আমার প্রাণ সিক্ত ও অমৃতময় করিতেছে। তাই শত কার্য্যের মধ্য হইতেও একবার তাঁহাদের নিকট যাই।"

এমন সময় একজন বন্ধু একখানি টেলিগ্রাম হস্তে সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন,—"অমরেন্দ্র, আমরা কোনও এক মেলাস্থলে তথাকার কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছি।" এই বলিয়া টেলিগ্রামখানি অমরেন্দ্রের হস্তে প্রদান করিলেন। অমরেন্দ্র টেলিগ্রাম পাঠ করিয়া ধীরে২ নীচে নামিয়া আসিলেন। দেখিলেন প্রফুল্লদের একজন ভৃত্য তাঁহার অপেক্ষায় নীচে দাঁড়াইয়া আছে। সে কহিল,—"বাবু আপনাকে মা ডাকিয়াছেন।"

অমরেন্দ্র কহিলেন,—"মাকে বলিও আজ কিছুতেই যাইতে পারিব না। বিশেষ কাজ আছে, দুই চারিদিন পরে যাইব।" ভৃত্য চলিয়া গেল।

প্রিয়নাথ নিকটে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় করপল্লবে অমরেন্দ্রের কর গ্রহণ করিয়া মৃদুমধুর বাক্যে কহিলেন,—"ভাই, আমরা কাঙ্গালিনী মার কাঙ্গাল ছেলে। ধনীর অট্টালিকায় আমাদের এত কি প্রয়োজন?"

অমরেন্দ্র কহিলেন,—"প্রিয়নাথ! প্রফুল্লের মা আমাকে বড়ই স্নেহ করেন। তাই মাঝে২ যাইতে হয়। বিশেষতঃ বিগত দুর্ঘটনায় তাঁহারা অতিশয় শোকাকুল আছেন।"

প্রিয়নাথ,—“দেখিও যেন শেষটা প্রাণ নিয়ে টানাটানি না পড়ে।”

অমরেন্দ্র হৃদয়ে একটু বেদনা পাইয়া কহিলেন,—“প্রাণ নিয়ে টানাটানি! প্রাণ তো মাকেই দিয়াছি। প্রিয়নাথ! কেন আমাকে ভুল বুঝিতেছ?”

প্রিয়নাথ,—“অমরেন্দ্র, তোমাকে ভুল বুঝিতেছি? তুমি তোমাকে যাহা জান, আমি তাহার অপেক্ষা তোমাকে বেশী জানি, ইহা আমার বিশ্বাস। তোমার হৃদয় যে কত পবিত্র তাহা কি আমি জানি না? কিন্তু ভাই, প্রকৃতির বল অতিশয় দুর্জ্জয়। প্রকৃতিকে কে অতিক্রম করিতে পারিয়াছে? সুতরাং সংসারের যে স্থানে একটু আত্ম বিস্মৃতির সম্ভাবনা রহিয়াছে, তথা হইতে সাধ্যানুসারে আপনাকে দূরে রাখাই কর্ত্তব্য।”

অমরেন্দ্র,—“প্রিয়নাথ, আমি তোমার কথা সমর্থন করিতে পারি না। রমণী আমার মাতা ও ভগ্নী। কেন তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে থাকিব? সংসারে সমস্ত প্রলোভনের উপর জয়লাভ করিয়া দাঁড়াইব; এই তো বীরত্ব। যদি সামান্য বাতাসেই প্রাণ টলিয়া যায়, এমন প্রাণ রাখিয়া লাভ কি? জীবনকে এমন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে হইবে, যেন প্রবল ঝড়েও তাহাকে টলাইতে না পারে। যদি চরিত্রে এমন বল সঞ্চিত না হয়, তাহার দ্বারা কি কার্য্য হইবে? যদি প্রতিকূলতা হইতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়, তাহাতে পুরুষত্ব কি?

প্রিয়নাথ,—“ভাই, তুমি যাহা বলিলে তাহা কে অস্বীকার করে? কিন্তু প্রকৃতি বিশ্ব-বিজয়িনী। এক সময় দেবর্ষি, মহর্ষিদিগকেও পরাস্ত হইতে হইয়াছে। সাধ করিয়া বিপদের মুখে গমন করিয়া লাভ কি?”

অমরেন্দ্র,—“প্রিয়নাথ, ধর্ম্মের অক্ষয় কবচ অঙ্গে ধারণ করিলে আর কাহাকে ভয়? আপনার মাতা ভগ্নীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যদি জন্মভূমির সেবা করিতে না পারি, তবে সকলই বৃথা। ধর্ম্মের লৌহ-বর্ম্মে হৃদয়কে

এমন করিয়া আবৃত করিয়া লইতে হইবে, যেন প্রতিকূলতার সমস্ত ব্রহ্ম-অস্ত্র ব্যর্থ হইয়া যায়।”

প্রিয়নাথ নীরব রহিলেন।

অমরেন্দ্র প্রিয়নাথের এই পরাভবে একটু আনন্দই লাভ করিলেন। হাসিয়া কহিলেন—“ভাই, তোমার বুঝি ভয় হইয়াছে পাছে বা কেহ আসিয়া তোমার অংশী হইয়া তোমার বন্ধুর হৃদয়রাজ্যে আধিপত্য লাভ করে। তোমার সে ভয় নাই,—প্রফুল্ল নিতান্তই ছেলে মানুষ। সে আমার সঙ্গে এখন কথা বলা দূরে থাকুক, দেখিলেই পলায়ন করে। বিশেষতঃ আগামী বৈশাখ মাসে তাহার বিবাহ হইবে।”

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর দুই বন্ধু উপরে চলিয়া গেলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রফুল্ল ও নরেন।

কালীনাথ বাবুর বৃহৎ অট্টালিকায় প্রফুল্ল একাকিনী তাহার বসিবার ঘরে উপবিষ্ট। আজ রবিবার। বেলা দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। প্রফুল্ল অন্য মনে একখানি পুস্তকে দৃষ্টিপাত করিতেছে।

বাহিরে চৈত্র মাসের রৌদ্র জমীদার পুত্রের উত্তপ্ত মেজাজের মত ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। মাঝে মাঝে বরফ ওয়ালারা হাঁকিয়া যাইতেছে। প্রফুল্ল পুস্তকে মনঃসংযোগ করিতে চেষ্টা করিতেছে। তাহার অন্তরের নিভৃত অন্তরালে বসিয়া নীরব বীণার সুরে কে যেন সে দিনের সে পথিক-বালকের গানের প্রতিধ্বনি তলিতেছিল—

"বদর বলে ধর পাড়ি,
মালিকের ডাক্ ভুল না ।
তোর পালের রশি ঠিক তো আছে,
তবে কি ভাই ভয় ভাবনা ?"

এ গানের সঙ্গে সঙ্গে মধুর তান লয় যোগে তাহার হৃদয় তন্ত্রী অলক্ষ্যে বাজিয়া উঠিতেছিল।

এমন সময় নরেন কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল,—"দিদি !"

তাহার চির-প্রফুল্ল মুখ-কমল একটু বিষণ্ণ ।

প্রফুল্ল তাহাকে আদর করিয়া আপন কোলে টানিয়া লইয়া সস্নেহে কহিল, –"কি ভাই !"

অমরেন্দ্র আজ অনেক দিন যাবতই প্রফুল্লদের বাড়ী আসিতেছেন না। তাঁহার এই দীর্ঘ বিচ্ছেদ নরেনের পক্ষে দিন দিনই অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। আজ সে বাগান হইতে কয়েকটা কচি আঁব পাড়িয়া লইয়া অমরেন্দ্রের অনুসন্ধানে তাঁহাদের বাসায় গিয়াছিল। তাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। তাই সে দুঃখিত ভাবে কহিল,—"দিদি, অমরেন্দ্র দাদা আর কেন আসেন না বল দেখি।"

প্রফুল্লের প্রাণ কি এক নীরব বেদনায় আকুল হইয়া উঠিতেছিল। সরল কোমল হৃদয়ের সহানুভূতিতে তাহার হৃদয় আত্ম-সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইল। সে প্রাণপণ বলে উচ্ছ্বসিত অশ্রুজল সম্বরণ করিয়া লইল। রাগ করিয়া কহিল,—

"তা তিনি না আসুন তাতে আমাদের কি ?" কিন্তু তাহার মন তো মানিল না। এক ফোঁটা চক্ষুর জল আপনা আপনি পুস্তকের উপর পড়িল। নরেনের অজ্ঞাতে তাহা সে মুছিয়া ফেলিল।

নরেন কহিল,—"না, না, তা হবে না ; অমরেন্দ্র দাদা আসিলে আমি তাঁকে খুবই মন্দ বলিব।"

প্রফুল্ল অভিমানে উত্তর করিল,—"তাঁর কথা ভাবিয়া আমাদের দরকার কি ভাই? আমরা——" প্রফুল্ল আর বলিতে পারিল না। অবরুদ্ধ কণ্ঠে উঠিয়া গিয়া কক্ষের বাহিরে দাঁড়াইল।

"তাঁহার কথা ভাবিবার আর কোন দরকার নাই", দিদির মুখ হইতে নরেন একথা শুনিয়া একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। কিন্তু কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইল না।

এমন সময় মা ডাকিলেন,—"ফুলু, এখানে এস।"

দুই ভাই ভগিনী উঠিয়া ধীরে ধীরে মাতার নিকট চলিয়া গেল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

নিদর্শন।

অমরেন্দ্রনাথ কয়েক জন দেশ-সেবক যুবকসহ সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পূর্ব্বোল্লিখিত মেলাস্থলে পঁহুছিলেন। হৃদয়ে অনন্ত আশা ও উদ্যম;—কর্ম্মক্ষেত্রের শ্রান্তি, ক্লান্তি, দুঃখ বিস্মৃতির অন্তরালে লুক্কায়িত হইল।

মেলাস্থলে দেশ-সেবকদের বাসোপযোগী সুন্দর পটমণ্ডপ প্রস্তুত হইয়াছিল। অত্রত্য কর্ত্তৃপক্ষদিগের লোক-হিতকর কার্য্যপ্রণালীর সুশৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থা দেখিয়া সকলেই আনন্দ লাভ করিলেন।

পরদিন অমরেন্দ্র মেলা দর্শনে বহির্গত হইলেন তাঁহারা কয় বন্ধুতে মিলিয়া সেই অগণ্য বিশাল জনস্রোতে মিশিয়া গেলেন। জন-

প্রবাহ সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় গভীর কোলাহলে অবিরাম অবিশ্রান্ত বহিয়া চলিয়াছে। তাহা ভেদ করিয়া পথ চলা দুষ্কর হইল।

এই সমস্ত লোকারণ্য জন-কোলাহলে ভগবানের কি বিচিত্র লীলা প্রকাশিত হয়! সহস্র সহস্র লোকের আকৃতি ভিন্ন, চিন্তা-স্রোত ভিন্ন, গতিবিধি ভিন্ন। অথচ কি অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ! সেই মহা-সংমিশ্রণ এক মহাশক্তি হইতে সমুদ্ভূত। সেই শক্তি-স্বরূপকে নমস্কার।

স্বদেশ-সেবকদের অকৃত্রিম যত্নে যাত্রীদের স্নানকার্য্য অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইল।

আহারাদির পর অমরেন্দ্র একাকী কালীবাড়ীর অভিমুখে যাইবার জন্য একটা খাল পার হইতে প্রবৃত্ত হইলেন। খালে জল ছিল না,হাটিয়াই পার হওয়া যায়। তথায় জনস্রোত কিছু মন্দীভূত। দেখিতে পাইলেন, অপর পাড়ে একটি ১২। ১৩ বৎসর বয়স্কা বালিকা একাকিনী রোদন করিতেছে। শত শত লোক ব্যস্তভাবে ছুটিয়া চলিয়াছে, কেহ ভ্রূক্ষেপও করিতেছে না। কে কাহাকে জিজ্ঞাসা করে? বালিকাটিকে নীচ জাতীয়া বলিয়াই বোধ হইল। তাহার মুখখানি সরলতাপূর্ণ। অমরেন্দ্র ভাবিলেন, বোধ হয় সে পথ হারাইয়া কাঁদিতেছে। মেলা দেখিতে আসিয়া অনেকে পথ হারায়। কোন উপকার করিতে পারেন কিনা, এনিমিত্ত তাহার কাছে গিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কেন কাঁদিতেছ?"

তাঁহার অনুমানই সত্য হইল। বালিকা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—"আমার মা কোথায়? আমার মাকে খুঁজিয়া দিবেন?"

অমরেন্দ্র—"তোমরা কি নৌকায় আসিয়াছ?"

বালিকা,—"না, রেলে ও জাহাজে আসিয়া তার পর হাটিয়া আসিয়াছি।"

অমরেন্দ্র,—"তোমার বাবা সঙ্গে আছেন ?"

বালিকা—"না, মা ও অন্যান্য আত্মীয়গণ আসিয়াছে।" এই বলিয়া সে পুনর্ব্বার কাঁদিতে লাগিল।

কি এক অব্যক্ত সহানুভূতি ও করুণায় অমরেন্দ্রের প্রাণ পূর্ণ হইয়া গেল। পুনর্ব্বার সস্নেহে সেই বালিকাটিকে কহিলেন—

"তোমার কোন ভয় নাই ; তুমি আমার সঙ্গে চল। এখানে দেশীয় নেতৃগণের এক আশ্রম আছে, তাঁহারাই তোমার মাকে খুঁজিয়া দিবেন।"

বালিকা অমরেন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কিয়দ্দূর গমন করিলে, একস্থানে গিয়া দেখিলেন, তথায় লোকের এমন ভিড় যে অগ্রসর হওয়া কঠিন। দলে দলে লোকের উপর লোক চলিয়াছে। তিনি মেয়েটিকে কহিলেন,—"আমার হাতখানি ধর ; নতুবা হয়ত এই ভিড়ের মধ্যে পুনর্ব্বার সঙ্গ হারাইবে।"

বালিকা অতি সঙ্কুচিত ভাবে তাঁহার করস্পর্শ করিবার নিমিত্ত যেমন হস্ত প্রসারণ করিল, অমনি তাহার অঙ্গুলী হইতে স্খলিত হইয়া একটি অঙ্গুরীয়ক মাটিতে পড়িয়া গেল। অমরেন্দ্র নিমেষ মধ্যে অঙ্গুরীয়ক হস্তে তুলিয়া লইলেন। অঙ্গুরীয়কে দৃষ্টিপাত করিয়া একেবারে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন।

সেটি নলিনীবালার হস্তস্থিত নামাঙ্কিত বহু মূল্য অঙ্গুরীয়ক।

অঙ্গুরীয়কে নলিনীর নিজ নাম নহে। নলিনী বাল-বিধবা,—কোন আভরণ অঙ্গে পরিত না। কিন্তু পতিপ্রদত্ত এই প্রিয় উপহার সে পরিত্যাগ করে নাই। ইহাতে তাহার স্বামীর নাম খোদিত রহিয়াছে। মৃত পতির নামটি হৃদয়ে রাখিয়া তাহার স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ এই অঙ্গুরীয়ক সে সর্ব্বদা অঙ্গুলীতে ধারণ করিত। নলিনী বালিকাকাল হইতেই স্বামীর প্রিয়মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্যে রত। অমরেন্দ্র কতবার এ অঙ্গুরীয়ক তাহার হাতে দেখিয়াছেন।

এ বালিকা নলিনী অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট। যদিও কিঞ্চিৎ শিথিলতা প্রযুক্ত বালিকার অঙ্গুলী হইতে এই অঙ্গুরীয়কটি সর্ব্বদাই স্খলিত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা ছিল, তথাপি অতিরিক্ত লোভ, অপরিণামদর্শীতা এবং স্থূলবুদ্ধি নিবন্ধন এই অপূর্ব্ব জিনিষটির প্রলোভন সে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই।

অমরেন্দ্র আর কোন বাক্য ব্যয় না করিয়া তাহাকে আশ্রমে লইয়া আসিলেন এবং বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তোমার পিতার নাম কি এবং তোমার বাড়ী কোথায়? যদি এখানে তোমার আত্মীয়গণের কোন উদ্দেশ না পাওয়া যায়, তোমাকে তোমার বাড়ী দিয়া আসিতে হইবে।" বালিকা তাহার পিতার নাম ও বাড়ীর ঠিকানা সমস্তই বলিল। অমরেন্দ্র একটা কাগজ কলম লইয়া তাহা লিখিয়া লইলেন। তিনি তাহাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ অঙ্গুরীয়ক কোথায় পাইলে?"

বালিকা কহিল,—"বাবা তৈরি করিয়াছেন। একদিন মা বাবার বাক্সে ইহা দেখিতে পাইয়া আমার জন্য চাহিয়াছিলেন; কিন্তু বাবা দেন নাই। মেলায় আসিবার সময় মা বাবার অগোচরে আনিয়াছেন।"

ঐ অশিক্ষিতা রমণী বুঝিতে পারে নাই যে, ইহা তাহাদের পক্ষে কি কাল সর্প! প্রকৃতপক্ষে জগতে যতকিছু বিপদ উপস্থিত হয়, অধিকাংশই স্ত্রীলোক হইতে সংঘটিত হইয়া থাকে।

এখন কি করা কর্ত্তব্য সকলে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। বালিকার পিতা যে দস্যুতাসংস্পৃষ্ট ব্যক্তি স্পষ্টই তাহার প্রতীতি জন্মিল; এবং নলিনীর বিষয় অবশ্যই তাহারা জ্ঞাত আছে। অঙ্গুরীয়ক বলপূর্ব্বক রাখিলে গোলমাল হইবে এবং দস্যুদল সতর্ক হইয়া দেশ ছাড়িয়া নলিনীবালাকে লইয়া পলায়ন করিবে, এই আশঙ্কা করিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে অঙ্গুরীয়ক বালিকাকে প্রত্যর্পণ করাই স্থির হইল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে বালিকার মাতা আসিয়া বালিকাকে লইয়া গেল। সন্ধ্যার পর অমরেন্দ্রনাথ বন্ধুগণসহ কলিকাতা রওয়ানা হইলেন। যথা-সময়ে কলিকাতা পঁহুছিয়াই তিনি অবিলম্বে সাক্ষাৎ করিবার জন্য দেবীবাবুর নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।



কূটবুদ্ধি।

অমরেন্দ্রনাথ একাকী হিতসাধিনীর আশ্রমের দ্বিতল প্রকোষ্ঠে উপবেশনপূর্ব্বক একটা সংবাদপত্র পাঠ করিতেছেন, এমন সময় পুলিশের ডিটেক্‌টিভ্‌ বিভাগের একজন প্রধান কর্ম্মচারী বাবু দেবীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় বাহির হইতে ডাকিলেন,—“অমরবাবু!”

অমরেন্দ্র কহিলেন,—“আসিতে আজ্ঞা হউক।”

তিনি আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

দেবীবাবু কহিলেন,—“আমার নিজ কার্য্যের জন্যই কল্য প্রাতে একবার আপনার নিকট আসিয়াছিলাম। আপনার সাক্ষাৎ না পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছি। আপনারা তো একস্থানে তিষ্ঠেন না,—বিমানচারী ভূতের মত কেবল নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ান।”

অমরেন্দ্র.—“আপনাদের অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ। সকলেই জননী জন্মভূমির কার্য্যে রত। আপনারা এক কার্য্য করেন, আমরা না হয় অন্যকার্য্য করিয়া থাকি। উভয়েরই লক্ষ্য এক।”

দেবীবাবু,—"আপনাদের ওসব সমাজ-সংস্কারের বক্তৃতা আকাশেই বিলীন প্রাপ্ত হয়।"

অমরেন্দ্র—"কেন ?"

দেবীবাবু,—"এপর্য্যন্ত তো কোন ফল দেখিলাম না। তবে কেন বৃথা বকিয়া মরেন ?"

অমরেন্দ্র—"একদিন শুনিতে হইবে। দেশবাসীর সামাজিক দুর্গতির প্রতি সমাজপতিগণ অবশ্যই দৃষ্টিপাত করিবেন।"

দেবীবাবু,—"যাহা হউক, আমাকে তাড়াতাড়ি আসিবার জন্য সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন কেন ?"

অমরেন্দ্র,—"আপনাদের কার্য্যের জন্যই আপনাকে সংবাদ দিয়াছি।"

দেবীবাবু,—"কি কার্য্য বলুন।"

অমরেন্দ্র,—"বলিতেছি। সেইকথা বলিবার পূর্ব্বে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি,—সেই ডাকাতির মোকদ্দমায় আপনারা কি কলঙ্ক অর্জ্জন করেন নাই ? এত বড় একটা দস্যুতা হইয়া গেল, অথচ পুলিশ তাহার কিছুই করিতে পারিল না! কে বলিবে ইহা পুলিশের কার্য্যশৈথিল্য নয় ?"

দেবীবাবু,—"দস্যুদিগকে ধৃত করা যে কি কঠিন কার্য্য, যাঁহারা তাহা করেন নাই, তাঁহারা কেমন করিয়া বুঝিবেন ? প্রকৃতপক্ষে এমন একটা রহস্যপূর্ণ ব্যাপার আমাদের হস্তগত হয় নাই। এই একবৎসর ব্যাপী সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হইল। জানিনা কোন্ মন্ত্রবলে দস্যুগণ অদৃশ্য থাকিয়া স্বকার্য্য সাধন করিতেছে।"

অমরেন্দ্র —"বোধহয় এখন ধরা পড়িবে।"

দেবীবাবু,—"কেমন করিয়া জানিলেন ?"

অমরেন্দ্র তখন অঙ্গুরীয়ক ঘটিত সমস্ত কথা দেবী বাবুর নিকট

প্রকাশ করিয়া তাঁহার হস্তে পূর্ব্বোক্ত বালিকার পিতার নাম ও ঠিকানা-যুক্ত কাগজখানা অর্পণ করিলেন।

দেবীবাবু একটু বিমর্ষ ভাবে কহিলেন,—"অঙ্গুরীয়ক তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া বড়ই অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। আমি তথায় উপস্থিত থাকিলে কোন একটি কৌশলে ইহা হস্তগত রাখিতাম। মনে করুন, বালিকার পিতাকে গ্রেপ্তার করিলাম; কিন্তু যদি কোন প্রকার চোরামাল প্রাপ্ত হওয়া না যায়, তবে চোরকে শাস্তি দিবেন কি প্রকারে? চোর ধরা পড়িলেও যে চোরামাল ধরা পড়িবে, বিশ্বাস কি? নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক হস্তে প্রাপ্ত হইয়াও তাহা ছাড়িয়া দিলেন, কি নির্ব্বুদ্ধিতা!"

অমরেন্দ্র,—"কেবল নলিনীর অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়াই আমরা অঙ্গুরীয়ক প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছি।"

দেবীবাবু,—"আমরা উভয়দিক রক্ষা করিয়াই কার্য্য করিয়া থাকি।"

অমরেন্দ্র,—"কি করিয়া উহা আপনাদের হস্তগত রাখিতেন? তাহাদ্বারা কি দস্যুদিগকে সতর্ক করা হইত না?"

দেবীবাবু,—"কি করিয়া আমরা কার্য্যসিদ্ধ করি, তাহা কি আপনাকে বলিব? এত সরল বুদ্ধি হইলে, আর পুলিশের কার্য্য করিতে পারিতাম না। জগতে কূটবুদ্ধির অসাধ্য কিছুই নাই। একটা ক্ষুদ্র বালিকার নিকটই পরাস্ত হইব? আপনাদের বুদ্ধিদোষে

একেবারে পণ্ড হইতে চলিল। আপনারা দেখিতেছি কেবল সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিতেই পটু।"

অমরেন্দ্র, "একজন বিচারকর্ত্তা সর্ব্বোপরি কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা সর্ব্বত্র পূর্ণ হয়।"

দেবীবাবু,—"তাহা কেহই অস্বীকার করে না। তিনি মনে যে কূটবুদ্ধি দিয়াছেন, এসংসারে থাকিতে হইলে দুষ্ট লোকের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য তাহার পরিচালনা ভিন্ন উপায় নাই।"

অমরেন্দ্র—"ঈশ্বরই একমাত্র সিদ্ধিদাতা।"

দেবীবাবু,—"আমরা তাঁহারই ভৃত্য। তাঁহার কার্য্যের জন্যই আমাদের কূটবুদ্ধির পরিচালনা করিতে হয়। অসৎ লোকদিগকে দমন করিতে যাইয়া কূটবুদ্ধির চালনা না করিলে সমস্ত নিষ্ফল হয়।"

অমরেন্দ্র,—"কবে আপনারা তথায় গমন করিবেন ?"

দেবীবাবু—"আপনাকেও আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবে।"

অমরেন্দ্র—"কেন ? আপনারা চোর ধরিতে যাইবেন,আমার যাওয়ার আবশ্যক কি ? বিশেষ আমার অত্যন্ত সময়াভাব।"

দেবীবাবু,—"আপনারা সমাজ-সংস্কারক। ইহা কি সমাজের কার্য্য নয় ? আপনার দ্বারা আমার বিশেষ কাজ আছে।"

অমরেন্দ্র,—"হিত-সাধিনীর কর্ত্তৃপক্ষদের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া কোন কথাই বলিতে পারি না।"

দেবীবাবু,—"তবে অগ্র পরামর্শ করুন। আমি কল্য আবার আসিব। কল্য আপনি বাসায় থাকিবেন তো ? না সহসা আবার কোথাও অন্তর্হিত হইবেন ?"

অমরেন্দ্র,—"কল্য কয়টার সময় আপনার সহিত সাক্ষাৎকার হইবে ?"

দেবীবাবু,—"চারিটার পূর্ব্বে আমি সময় পাইব না।"

এই বলিয়া দেবীবাবু চলিয়া গেলেন। অমরেন্দ্র আপন কার্য্যে পুনর্ব্বার মনোনিবেশ করিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

নবীন সন্ন্যাসী।

অমরেন্দ্র বেলা চারিটার সময় আশ্রমে বসিয়া সংবাদ পত্রের জন্য প্রবন্ধ লিখিতেছেন। বন্ধুগণ নানা কার্য্যে ব্যস্ত আছেন। এমন সময় দেবীবাবু অমরেন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন।

অমরেন্দ্র কহিলেন,—"আপনার সহিত আমার যাওয়াই স্থির হইয়াছে। আজই কি আমাদের যাইতে হইবে? আমার দ্বারা আপনার কি কার্য্য হইবে, বুঝিতে পারিলাম না।"

দেবীবাবু কহিলেন,—"নৌকাপথে আজ আমাদের রওয়ানা হইতে হইবে। আর সময়ক্ষেপের প্রয়োজন কি? যদি সেই মহিলাটি জীবিতা থাকেন, তবে কি গুরুতর কার্য্য আমরা গ্রহণ করিয়াছি বুঝিতেই পারেন। হয়ত তাঁহার জীবনমরণ একটি মুহূর্ত্তের উপর নির্ভর করিতেছে। আমাদিগকে পূর্ব্বে সন্ন্যাসীবেশে তাহাদের বাড়ীতেই যাইতে হইবে। পরে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিব। উহাদের বাড়ী যে নলিনীকে পাইব, এমত আশা নাই। কারণ চোর দস্যুগণ অপহৃত বস্তু প্রায়ই নিজ বাটীতে রাখে না। তবু একবার তাহাদের বাড়ীটা ভাল করিয়া দেখিতে হইবে।"

বহুতর পুলিশ কর্ম্মচারী ও কনেষ্টবলসহ তাঁহারা কার্য্যস্থলে রওয়ানা হইলেন। মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্তে যেন একটা করুণার ছায়া অমরেন্দ্রের প্রাণের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। কে জানে শেষ মুহূর্ত্তের জন্য কি দৃশ্যপট লুক্কায়িত রহিয়াছে

তাঁহারা গন্তব্য স্থানের নিকটবর্ত্তী হইলে দেবীবাবু কহিলেন,—"এখন বেশটা ঠিক করিয়া লওয়া যাউক।"

অমরেন্দ্রনাথ অপূর্ব্ব সন্ন্যাসীবেশে সজ্জিত হইলেন। কৃত্রিম জটাজুট মস্তকে লম্বমান হইল। দেশীয় শুভ্র পরিচ্ছদের স্থলে গৈরিক-পরিশোভিত, রুদ্রাক্ষমালায় কণ্ঠদেশ বেষ্টিত এবং ভস্মে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত হইল। অমরেন্দ্রের এই প্রকার অদ্ভূত বেশ দর্শনে দেবীবাবু হাসিয়া কহিলেন,—"চমৎকার নবীনসন্ন্যাসী! এখন কার্য্যটা পণ্ড না হইলেই হয়।"

তিনি নিজেও এপ্রকার বেশ ধারণ করিলেন।

গন্তব্যস্থানে নৌকা পঁহুছিলে, দেবীবাবু সুসজ্জিত পুলিশ কর্ম্মচারীদিগকে সতর্ক থাকিতে আদেশ প্রদান করিয়া অমরেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া নদীতীরে অবতীর্ণ হইলেন এবং তাহাদিগকে বলিয়া রাখিলেন, সঙ্কেত ধ্বনি শ্রবণমাত্র তাহারা যেন অবিলম্বে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। নদীতীর হইতে সেস্থান বেশী দূর নয়।

অমরেন্দ্র ও দেবীবাবু অপূর্ব্ব সন্ন্যাসীবেশে পূর্ব্বোক্ত বালিকার পিতার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। বেলা তখন ১০টা। বাড়ীতে বড় বড় টিনের ঘর। একটা বারেন্দায় বসিয়া তিন জন লোক তাম্রকূট সেবন করিতেছে। এক প্রবীণ পুরুষ গাভী-দোহনে রত। অপরূপ সন্ন্যাসী বাড়ীতে সমাগত দেখিয়া সকলেই কিছু বিস্মিত হইল।

পূর্ব্বোক্ত বালিকা উঠানে কি কার্য্য করিতেছিল; একটু ব্যস্তভাবে কহিল,—"বাবা, বাড়ীতে দুইজন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন।"

প্রৌঢ় কহিল,—"মা, বসিতে দাও।"

সন্ন্যাসীর প্রতি হিন্দুসমাজের সকল শ্রেণীস্থ লোকেরই প্রগাঢ় ভক্তি।

দেবীবাবু গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—"জয় সীতারাম কি জয়! তোমাদের শুভমতি হউক।"

দস্যুদিগের অঙ্গনকোণে একটি নিম্ববৃক্ষ ছিল। ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীদ্বয় ঐ নিম্ববৃক্ষের শীতল ছায়ায় হস্তস্থিত কুশাসন বিস্তার করিয়া উপবেশন করিলেন। নর-পিশাচদিগের পাপ নিকেতনে এই যোগীজন-বাঞ্ছিত পুণ্য বৃক্ষটি শ্যামল পত্র-পল্লবে সুশোভিত হইয়া নয়নের প্রীতি সম্পাদন করিতেছিল।

কতকগুলি বালক ও বালিকা এবং একটি বৃদ্ধ স্ত্রীলোক তাঁহাদিগকে ঘেড়িয়া দাঁড়াইল। গাভী-দোহনকার্য্য সমাপ্ত হইলে সেই প্রৌঢ় ব্যক্তি সন্ন্যাসীদ্বয়ের নিকট আগমনপূর্ব্বক ভক্তিভাবে তাঁহাদিগকে দণ্ডবৎ করিয়া কহিল,—"গোঁসাই প্রভুদের কোন্ স্থান হইতে আগমন?"

সন্ন্যাসী বেশধারী দেবীবাবু তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন,—"আমরা তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইয়া সম্প্রতি কাশীধাম হইতে আসিয়াছি। তীর্থ দর্শনেই চলিয়াছি। তীর্থপর্য্যটনই আমাদের এক্ষণ প্রধান কার্য্য। হা কৃষ্ণ! তুমি একমাত্র জীবের গতি!"

প্রৌঢ় কহিল,—"এই অধমদিগের প্রতি যে প্রভুদের দয়া হইয়াছে, ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য।"

দেবীবাবু,—"পরের উপকারের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। হরে কৃষ্ণ! হরে কৃষ্ণ! হরে রাম!"

প্রৌঢ়,—"প্রভু, কৃপা করিয়া যাহাতে আমাদের মঙ্গল হয়, তাহাই করিবেন।"

দেবীবাবু,—"তা আবার কথা! পরোপকারই আমাদের ব্রত। হা কৃষ্ণ! সকলই তোমার ইচ্ছা।"

দেবীবাবুর এপ্রকার কথাবার্ত্তায় অমরেন্দ্রের বড়ই হাসি পাইতেছিল। তাঁহার মনে ভয় হইতেছিল, পাছে হাসিয়া ফেলিয়া কার্য্যটি নষ্ট করিয়া ফেলেন। কোন মতে আত্মগোপন করিয়া রহিলেন।

এমন সময় পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম্যপথ দিয়া একজন রাখাল মধুর কণ্ঠে গাহিয়া গেল,—

"দোকানী ভাই, দোকান সারনা,
কত করবি আর বেচা কিনা ?"

তাহার প্রতিধ্বনি অমরেন্দ্রের প্রাণের উপর বাজিতে লাগিল। যেন বলিয়া গেল, নরকের কীটকেও প্রতারণা করা ঠিক্ নহে।

এতক্ষণ বৃদ্ধা চুপ করিয়াছিল ; সে অমরেন্দ্রের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল,—"আহা, কি সুন্দর ছেলে গো ! যেন রাজপুত্র। বাবা, কোন্ অভাগিনীর সর্ব্বনাশ ঘটাইয়া এত অল্প বয়সে সন্ন্যাসী হইয়াছ ?"

অমরেন্দ্রের মুখে কোন কথা যোগাইল না। সুতরাং তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। বৃদ্ধার এই সরলতাপূর্ণ সস্নেহ সহানুভূতিতে অমরেন্দ্রের মর্ম্মে নীরবে অতি ধীরে একটি আঘাত লাগিল।

পূর্ব্বোক্ত বালিকা তাঁহাদের কাছেই দাঁড়াইয়াছিল ; সে বৃদ্ধার নিকট ধীরে ধীরে কহিল,—"ঠাকুরমা, মা যে একটা বেদনার ব্যারামে কষ্ট পাইতেছেন, এই ঠাকুরমহাশয় কোন ঔষধ জানেন কিনা, জিজ্ঞাসা কর না ?"

বৃদ্ধা কহিল,—"এই মেয়েটির মাতা বুকের বেদনায় সময় ২ বড়ই কষ্ট পাইয়া থাকে ; ঠাকুরমহাশয় যদি কোন ঔষধ জানেন, অনুগ্রহ করিয়া দিবেন।"

দেবীবাবু,—"কৃষ্ণই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা। ঔষধ আমার সঙ্গে নাই, বনের মধ্যে খুঁজিয়া লইতে হইবে।"

এই প্রকার কথাবার্ত্তায় বেলা ১১টা বাজিয়া গেল।

দেবীবাবু,—"বেলা অধিক হইতে চলিল, এখন যাওয়া যাক্।" বৃদ্ধার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—"মা, কিঞ্চিৎ ভিক্ষা দাও। আমরা দুইদিন যাবৎ উপবাসী আছি।"

বলা বাহুল্য তাঁহারা ১০টার পূর্ব্বে নৌকা হইতে জলযোগ করিয়া আসিয়াছেন।

বৃদ্ধা কহিল,—"আমাদের বাড়ীই কেন রান্না কর না? আমরা মুসলমানও নহি, শূদ্রও নহি।"

তাঁহারা সম্মতি প্রকাশ করিলে, সেই বালিকা একটি ঘর পরিষ্কার করিয়া সন্ন্যাসীদের পাকের আয়োজন করিয়া দিল।

তখন বালিকার পিতা অতি বিনীতভাবে কহিল—"গোঁসাইপ্রভু! এখন স্নানাহ্নিক সমাধা পূর্ব্বক সেবাকার্য্য করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন।"

দেবীবাবু,—"স্নানাহ্নিক প্রাতেই সম্পন্ন করিয়াছি।"

একথাটা সত্য। পাছে আর স্নান না ঘটে এনিমিত্ত তাহা নৌকায়ই পূর্ব্বে সমাধা করিয়া লইয়াছিলেন।

অমরেন্দ্র পাককার্য্যে একেবারেই অপটু। দেবীবাবু নিজেই তাহা সম্পন্ন করিলেন। উভয়ে শীঘ্র ভোজন সমাপন করিয়া যাত্রার আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় বৃদ্ধা তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া কহিল,—"বাবা, সেই ঔষধটা?"

দেবীবাবু,—"হাঁ, ঔষধ বনে খুঁজিতে হইবে। আমরা ঔষধ লইয়া শীঘ্রই আসিতেছি।"

এই বাড়ীর পশ্চাৎদিকেই বিস্তৃত অরণ্য। ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীদ্বয় সেই অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া সংকীর্ণ পথদিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নিজের বাঞ্ছনীয় কোন বস্তুর অনুসন্ধান পান কিনা, এই আশায় বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে দুই দিক্ দেখিতে দেখিতে চলিলেন। শত তাল, বেল, আম, জাম, নারিকেল প্রভৃতি শ্যামল বৃক্ষরাজি অসংখ্য শাখা প্রশাখা বিস্তার পূর্ব্বক পত্র পল্লবে পরিবেষ্টিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা

ধারণ করিয়াছে। শ্বেত, পীত, লোহিত, নানা বর্ণের পুষ্প অরণ্য বল্লরীতে প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। নানা বর্ণের পাখী শাখায় শাখায়, পল্লবে পল্লবে সুললিত স্বরে গান গাহিয়া বেড়াইতেছে। মনুষ্য-বাসের চিহ্নমাত্র নাই; কেবল বৃক্ষের পর অসংখ্য বৃক্ষশ্রেণী। অগণ্য লতাগুল্ম মাঝে মাঝে তাঁহাদের পথ রোধ করিতে লাগিল। এইপ্রকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অমরেন্দ্রের স্বাভাবিক ভাবপূর্ণ হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

তাঁহারা আরও চলিতে লাগিলেন।

তখন কিছু দূরে একটা বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ তাঁহাদের দৃষ্টি-পথে পতিত হইল।

অমরেন্দ্র অতি মৃদুস্বরে কহিলেন,—"ঐ একটা পুরাতন ভাঙ্গাবাড়ী দেখা যাইতেছে।"

দেবীবাবু তদ্রূপ মৃদুস্বরে কহিলেন,—"হাঁ, ঐ বাড়ীটা বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিতে হইবে। আজ এখান হইতেই ফিরিব।"

এই বলিয়া উভয়ে দূর হইতে সেই ভগ্নপ্রাসাদ দর্শনমাত্র করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। দেবীবাবু একটি গুল্মের শিকর সংগ্রহ করিয়া বৃদ্ধার হস্তে প্রদান করিলেন এবং ব্যবস্থামত ধারণ করিতে উপদেশ দিয়া প্রস্থান করিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

অনাথা।

স্বচ্ছ সলিলা কল্লোলিনী কল কল নাদে বহিয়া চলিয়াছে। দেবীবাবু অমরেন্দ্রকে লইয়া সন্ন্যাসীবেশে সেই তটিনীতীরবর্ত্তী একটি বৃহৎ অশ্বথ বৃক্ষের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

অমরেন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন—"আমরা একটি সাধ্বী নারীর উদ্ধার রূপ মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছি। নর-রাক্ষসের কর-কবল হইতে একটি অমূল্যরত্ন রক্ষার মানসে আমাদিগকে ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হইয়াছে। ইহা ব্যতীত আর উপায় কি? যে দস্যু লোকচক্ষুর অজ্ঞাতে থাকিয়া এমন জঘন্য কার্য্যে রত, বিধাতার ন্যায়দণ্ড তাহার মাথার উপর উদ্যত বজ্রের ন্যায় রহিয়াছে। তাহার দণ্ড বিধান কি মানবের কর্ত্তব্য নয়? সতীর উদ্ধার সাধন মানবের একটী পরম সৎকার্য্য। তথাপি কেন ঐ বেলাভূমিতে আঘাতকারী তটিনী-তরঙ্গের ন্যায় এ ছদ্মবেশ আমার হৃদয়ে আঘাত প্রদান করিতেছে?"

দুই জন গুপ্তচর সেই ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীদ্বয়ের শিষ্যরূপে নিযুক্ত হইল।

সেই স্থানে সন্ন্যাসী বেশে অবস্থিতি করিয়া দেবীবাবু গুপ্তচরদ্বারা এবং নানা প্রকার ছদ্মবেশে বিশেষভাবে দস্যুতার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। অমরেন্দ্রকে একাকী রাখিয়া দেবীবাবু কখন কখন স্বদেশী প্রচারকের বেশে, কখন বা ভিখারীর বেশে নিকটস্থ পল্লী সমূহে গমন করিয়া অনুসন্ধান করিতেন। অমরেন্দ্র অল্প দিনেই বুঝিতে পারিলেন,

দেবীবাবু সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভ কর্ম্মচারী এবং অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি।

তাঁহারা গভীর রাত্রিতে নৌকায় গিয়া শয়ন করিতেন। নৌকা সেস্থান হইতে দূরে রাখিয়াছিলেন,—যেন কেহ কোনরূপ সন্দেহ করিতে না পারে। জিনিষপত্র নৌকা হইতে সংগ্রহ করিয়া লইতেন।

কখন কখন গ্রামবাসী দুই চারিজন লোক আসিয়া তাঁহাদিগকে নানা প্রকার প্রশ্ন করিত। কেহ কেহ বা ঔষধের জন্য বিরক্ত করিত। দেবীবাবু সকলকেই সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিতেন। কিন্তু সেখানে কোন প্রকার মাদক দ্রব্যের সুবিধা নাই বলিয়া বড় বেশী লোক যুটিত না।

৫। ৬ দিন অনুসন্ধানের পর দেবীবাবু ঐ গ্রামের সমস্ত তথ্যই অবগত হইলেন। পূর্ব্বোক্ত বালিকার পিতা একজন দস্যুদলপতি; নিম্নশ্রেণীস্থ নগণ্য কায়স্থ। কৃষিকর্ম্ম করিয়া থাকে। তাহার বাড়ীর সংলগ্ন আর কোন বাড়ী নাই। অনতিদূরে বহুতর নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকের বাস। তাহারা সমস্তই ঐ দস্যু দলপতির অনুগত দস্যু। কিঞ্চিৎ দূরে দুই খানি ব্রাহ্মণের বাড়ী। তাহারা দস্যুদিগেরই আশ্রিত পুরোহিত,—বেতনভোগী ভৃত্য বলিলেও হয়। ঐ গ্রামে কোন ভদ্র কায়স্থের বাড়ী নাই।

গ্রামের তিনদিকে শ্যামল তৃণশস্য-শোভিত অতি বিস্তীর্ণ প্রান্তর। একদিকে প্রবল স্রোতশালিনী তরঙ্গিনী। প্রান্তর পার হইলে অন্যান্য পল্লীগ্রাম দৃষ্ট হয়। এই প্রকার নিরাপদ ও দুর্গম স্থানে বাস করিয়া দস্যুদল লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। নিকটবর্ত্তী অন্যান্য গ্রামবাসীগণ ইহাদের ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত। গবর্ণমেণ্ট শত চেষ্টা করিয়াও ইহাদিগকে দমন করিতে সমর্থ হন নাই।

দস্যুদলপতির বাড়ীর পশ্চাৎভাগে যে বিশাল অরণ্য রহিয়াছে, তাহা পার হইলেই প্রান্তর। ঐ অরণ্য মধ্যে এক অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট

হইয়াছে। উহা বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান নিমিত্ত দেবীবাবু গুপ্তচর নিযুক্ত করিলেন। তাহারা অনেক অনুসন্ধান করিয়া জানাইল যে, ঐ ভগ্ন অট্টালিকা জন-মানবশূন্য।

৫।৬ দিন ঐ স্থানে বাস করিয়া দেবীবাবু দস্যুদিগের গতিবিধি সমস্তই পর্য্যবেক্ষণ করিলেন, এবং উহাদের মধ্যে প্রধান দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি-দিগকে গ্রেপ্তার করার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একদিন বেলা ৭ টার সময় সেই ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীদ্বয় অশ্বত্থবৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় বসিয়া নানারূপ চিন্তায় নিমগ্ন আছেন। প্রভাতবায়ু পত্রে পত্রে প্রতিহত হইয়া স্বন্ স্বন্ শব্দ,—এবং কল্লোলিনীর বিমল সলিলে কল কল শব্দ উত্থিত করিয়াছে। বিহঙ্গের কলকণ্ঠে সেস্থান এখনও আমোদিত। কিন্তু চিন্তামগ্ন পুলিশকর্ম্মচারীর প্রাণে এসকল কিছুই প্রবেশ করিতেছে না। কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে থাকিয়া দেবীবাবু কহিলেন,—

"সেই অঙ্গুরীয়কটা উহাদের বাড়ী থাকাই সম্ভব। এত শীঘ্র আর কোথায় লুকাইবে?"

অমরেন্দ্র—"আমারও তাহাই বোধ হয়।"

দেবীবাবু—"খানাতল্লাসী করিলে অন্যান্য জিনিষপত্রও পাওয়া যাইতে পারে।"

অমরেন্দ্র—"৫।৬ দিনেও নলিনীবালার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না।"

এমন সময় ঐ স্থানে একজন গুপ্তচর প্রবেশ করিয়া কহিল,—"সেই ভগ্ন অট্টালিকার মধ্য হইতে এই মাত্র একজন স্ত্রীলোকের ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া আসিলাম। সে প্রকোষ্ঠ তালাচাবি বন্ধ।"

অমরেন্দ্র,—"এই প্রকাশ্য দিবাভাগে!"

দেবীবাবু,—"এই গ্রামের তো সকলেই দস্যু। বাধা দিবে কে?"

অমরেন্দ্র,—"এ স্ত্রীলোক যে নলিনী নয়, তাহা কে জানে?"

দেবীবাবু,—"অসম্ভব কি?"

তাঁহারা তখন অন্যের অজ্ঞাতে নৌকায় প্রবেশ করিলেন। কি এক অবর্ণনীয় বিষাদে অমরেন্দ্রের প্রাণ পূর্ণ হইয়া গেল।

দেবীবাবু,—"আমাদিগকে বৃদ্ধ মৌলবীর বেশ ধারণ করিতে হইবে।"

তাঁহাদের তখন জটাজুট দূরে গেল। পক্ককেশ, পক্কশ্মশ্রু তৎস্থলে পরিশোভিত হইল। গৈরিকের পরিবর্ত্তে বৃদ্ধ মৌলবীর পরিচ্ছদে দেহ আবৃত হইল। অমরেন্দ্র ভাবিলেন, 'একজন ডিটেকটিভের হাতে পড়িয়া আমার একি বিড়ম্বনা! আমি তো আর এ কাজে অভ্যস্ত নহি।' ধীরে ধীরে দেবীবাবুকে কহিলেন,—"তথায় আমার যাইবার আবশ্যকতা কি? একজন কনেষ্টবল সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেই তো হয়।"

দেবীবাবু হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"অমর বাবু, হাঁ বুঝিয়াছি, এই কি আপনাদের দেশ-সেবা?"

অমরেন্দ্র কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া দেবীবাবুর অনুগামী হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পর তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিবিধ বৃক্ষ রাজি, ঘনসন্নিবিষ্ট লতা গুল্ম অতিক্রম পূর্ব্বক ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। জনমানবের চিহ্নমাত্র নাই, প্রকৃতি-দেবী যেন বিহগ-কাকলী-ধ্বনিতে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতেছে।

তাঁহারা ক্রমে আরও অগ্রসর হইলে কিছু কাল মধ্যে সেই ভগ্ন প্রাসাদ তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। উহা ভগ্নদেহে অদ্যাপি দণ্ডায়মান থাকিয়া অতীত কালের কোন ধনাঢ্য পরিবারের পরিচয় প্রদান করিতেছে। তদীয় বংশধরগণ কালের গর্ভে লীন। তাঁহাদের লীলা নিকেতন, অদ্য হিংস্র পশুদিগের বিচরণ স্থান। ততোধিক হিংস্রক প্রকৃতি দস্যুদিগের গুপ্ত আবাসভূমি।

অমরেন্দ্র ও দেবীবাবু ভগ্ন প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী হইলেন। সত্য সত্যই অসহায়া অবলাকণ্ঠনিস্সৃত করুণ কাতর ক্রন্দনধ্বনি তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়া প্রাণকে আকুল করিয়া তুলিল। দেখিলেন,—যথার্থই সে কক্ষ তালা চাবি বন্ধ। ভিতর হইতে রমণী প্রার্থনা করিতেছে।—

"হে নারায়ণ! তুমি কোথায়? কোথায় তুমি হে বিপদের বন্ধু? শুনিয়াছি তুমিই একমাত্র সতীর রক্ষক। হে নিরাশ্রয়ের আশ্রয়! এতদিন কৃপা করিয়া রক্ষা করিয়াছ, এখন কি করিবে না?"

তাঁহাদের তখনকার প্রাণের অবস্থা কি বর্ণনা করিব? নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে অমরেন্দ্র মনে করিতে লাগিলেন, "এখনই ইহাকে উদ্ধার করিয়া লই" কিন্তু সেই সময় তাঁহারা সহায়সম্বল বিহীন। এই মূহূর্ত্তে যদি দস্যুরা তাঁহাদের প্রাণ বিনাশ করে, কাহারও জানিবার সাধ্য নাই। তাঁহারা ঐ প্রাসাদ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে সরিয়া পরস্পর মৃদুস্বরে কথা-বার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইলেন।

অমরেন্দ্র কহিলেন,—"শীঘ্র ইহার উদ্ধারের উপায় করুন।"

দেবীবাবু,—"আর কাল বিলম্ব না করিয়া এক্ষণ ইহাদিগকে গ্রেপ্তার করাই কর্ত্তব্য।"

এমন সময় তাঁহাদের পশ্চাৎভাগে অতি ধীরে ধীরে মনুষ্য-পদশব্দ শ্রুত হইল। দেবীবাবু ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন,—

একজন বিকটাকার মনুষ্য তাঁহাদের পশ্চাৎভাগে দণ্ডায়মান।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

সংঙ্কটে।

ভীমকায় দস্যু কহিল—"মৌলবী সাহেব, কোথায় যাইতেছেন ?"

দেবীবাবু উত্তর করিলেন—"আমরা দুইজন পথশ্রান্ত পথিক। এই অরণ্যের পরপারবর্ত্তী মাঠদিয়া নিকটস্থ গ্রামাভিমুখে চলিয়াছিলাম। পথ ভুলিয়া এখানে আসিয়াছি।"

দস্যু অদৃশ্য হইল।

অমরেন্দ্র মৃদুস্বরে কহিলেন,—"তবু ভাগ্য যে দস্যু আমাদের কথা শুনিতে পায় নাই।"

দেবীবাবু,—"উহাদিগকে কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই। আমরা পুলিশের কর্ম্মচারী; উহারা আমাদের অপেক্ষাও শতগুণে ধূর্ত্ত।"

অমরেন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—' আপনি দেখিতেছি মিথ্যাকথায় একজন সিদ্ধপুরুষ।"

দেবীবাবু উত্তর করিলেন.—"অমরবাবু, ইহা আপনাদের সমাজসংস্কার সভা নহে। ইহা দস্যুদিগের আবাসস্থান,—ব্যাঘ্র ও সর্পের বিবর হইতেও ভয়ঙ্কর। এখন আমাদের জীবন কি সঙ্কটাপন্ন নয় ? ততোধিক একটি ভদ্রমহিলার ভাগ্যসূত্র এইক্ষণ আমাদের করধৃত। একটু অসাবধান হইলেই সে সূত্র ছিন্ন, এবং বিপন্না অবলা একেবারে অতল গহ্বরতলে নিমগ্ন হইবে। আমাদের প্রতি একটু সন্দেহ উপস্থিত হইলেই ইহারা এই অসহায় অবলাকে এই মুহূর্ত্তে সরাইয়া লইবে। তখন ইহার

ভবিষ্যৎ জীবন ঘোর অন্ধকারাছন্ন হইয়া পড়িবে। ইহাকে রক্ষা করিতে যাইয়া আমাকে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইতেছে, তাহাতে যদি পাপ হয়, ভগবান্ ক্ষমা করিবেন।"

তখন অরণ্য-পথে অগ্রসর হইতে থাকিয়া অমরেন্দ্র দেবীবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখন কি করিবেন?"

দেবীবাবু,—"আর মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না করিয়া দস্যুদিগকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে। এখন নৌকায় চলুন।"

অমরেন্দ্র,—"দস্যুরা যে কত লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে, তাহার ইয়ত্তা নাই। লোকের ধন, প্রাণ, মান লইয়া বাস করা দুষ্কর হইয়াছে। দেশে দস্যুতার এত বৃদ্ধি কেন হইল?"

দেবীবাবু,—"চির দারিদ্র্যই ইহার প্রধান কারণ। দারিদ্র্য অনেক সময় লোককে মনুষ্যত্ববিহীন করিয়া ফেলে। দ্বিতীয়তঃ—চিরদুর্ভিক্ষ। দেখিতেছেন তো ভারতে দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে। নিম্নশ্রেণীস্থ লোক অনেকে নিতান্ত উপায়হীন হইয়া দস্যুদিগের আশ্রয় গ্রহণ করে।"

অমরেন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"দস্যুদমনের কি কোন উপায় নাই?"

দেবীবাবু,—"দেশের দরিদ্রতা যদি নিবারণ হয়, প্রচুর পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হয়, তবেই দেশের চুরি ডাকাতি অনেক নিবারণ হইয়া যাইবে।"

তাঁহারা এই প্রকার কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে নৌকায় আসিয়া পঁহুছিলেন।

তখন দেবীবাবু ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া নিজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

দেবীবাবু সেই মুহূর্ত্তে দস্যুদিগকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্ত সঙ্গীয় পুলিশদিগকে আদেশ প্রদান করিলেন।

নিমেষমধ্যে কৃতান্তের অনুচর তুল্য ভীমকায় ভীমবেশী পুলিশকর্ত্তৃক

দস্যুদলপতির বাড়ী পরিবেষ্টিত হইল। দেবীবাবুর কার্য্যের ক্ষিপ্রতা দেখিয়া অমরেন্দ্র বিস্মিত হইলেন।

যেমন চতুর্দ্দিকস্থ দাবানলের বিশ্বধ্বংসকারিণী লোল জিহ্বা অরণ্যবাসী হিংস্রজন্তুর হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করে, তেমনই এই চৈত্র সংক্রান্তির দিনে সশস্ত্র পুলিশের ভীষণ চীৎকারধ্বনি নিশ্চিন্ত পাপাচাররত ঐ দস্যুদিগের প্রাণে ভীতি সঞ্চার করিল।

ঐ বাটী হইতে চারি ব্যক্তি এবং অন্যান্য স্থান হইতে আরও কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করা হইল। দস্যুদলপতি ধৃত হইল। তাহাদিগকে হাতকড়ায় আবদ্ধ করা হইল। দেবীবাবু খানাতল্লাসীর হুকুম প্রদান করিলেন।

এক্ষণ সেই অসহায়া রমণীর উদ্ধারসাধন তাঁহাদের প্রধান কাজ। কয়েকজন কর্ম্মচারীর উপর খানাতল্লাসীর এবং আসামীদিগের রক্ষার ভার দিয়া তাঁহারা সেই ভগ্ন প্রাসাদ অভিমুখে ধাবমান হইলেন। দস্যুদিগের স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদিগের আর্ত্তনাদে গগন পরিপূর্ণ হইল।

দেবীবাবু সশস্ত্র পুলিশপরিবেষ্টিত হইয়া সদলবলে সেই বন্যপথে চলিতে লাগিলেন। তাঁহাদের গুরুপদভরে মেদিনী কম্পিত,—গুল্মবল্লরী ছিন্ন, ভিন্ন হইতে লাগিল।

তাঁহারা সেই ভগ্ন প্রাসাদের সমীপে গমন করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহাদের হৃদয়ের রক্ত শুষ্ক হইয়া গেল। দেখিলেন,—কেহ কোথাও নাই। সেই কক্ষ শূন্য পড়িয়া আছে। অমরেন্দ্র একেবারে বিষাদ-অবসন্নদেহে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। সেই অসহায়া মহিলাকে দস্যুগণ কোথায় অন্তর্হিত করিয়াছে! নৌকা ঘাটে আসিয়া দেখিতে দেখিতে অতলে ডুবিয়া গেল!

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

খানাতল্লাসী।

দেবীবাবু নিজেই সঙ্গিগণসহ ভগ্ন প্রাসাদ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। উহা এক বিশাল অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ। কতকগুলি কক্ষ অদ্যাপি অভগ্ন রহিয়াছে। অধিকাংশই ভগ্ন। কোন কোন স্থান ইষ্টকস্তূপে পরিণত। তাঁহারা সমস্ত স্থান তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, কোথাও কিছু নাই। দেবীবাবু এখানে অপহৃত সামগ্রী পাওয়ার সম্ভাবনা অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা কেবল ভ্রান্তি। কোন স্থানে দস্যুতার একটি সামান্য নিদর্শনও তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল না। প্রাসাদের অদূরে প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা। উহা এখন তৃণ গুল্মে আচ্ছাদিত। ঐ স্থানে, এবং বন বিভাগের সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করা হইল। অমরেন্দ্র দেবীবাবুর সঙ্গে থাকিয়া অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। তাঁহার শ্রমশীলতা ও কার্য্যে যত্ন ও উৎসাহ দেখিয়া দেবীবাবু অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু বৃথা শ্রম! আশা মরীচিকায় পরিণত হইল।

তখন একজন কর্ম্মচারী আসিয়া সংবাদ দিলেন,—দস্যুদিগের ঘরবাড়ী সমস্তই তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা হইয়াছে; খানাতল্লাসীতে কিছুই প্রাপ্ত হওয়া গেল না।

দেবীবাবু নিতান্ত চিন্তিত হইলেন। এই বনবিভাগের ভালরূপ অনুসন্ধানের ভার কয়েকজন কর্ম্মচারীর উপর সমর্পণ করিয়া নিজে অমরেন্দ্রকে লইয়া পুনরায় দস্যুদিগের ভবনে গমন করিলেন। দস্যুদিগের

ঘর, বাড়ী, সিন্ধুক, বাক্স ইত্যাদি সমস্ত প্রকার জিনিষই ভালরূপ দেখা হইয়াছে। দস্যুতার কোন চিহ্ন তাঁহাদের নয়নপথে পতিত হইল না। সেই অঙ্গুরীয়কই বা কোথায় গেল? পুলিশকর্ত্তৃক তাহাদের ঘর বাড়ী মৃত্তিকাতল পর্য্যন্ত খোদিত হইয়াছে। কিন্তু সমস্তই বৃথা।

অমরেন্দ্র দেবীবাবুকে কহিলেন—"সেই অঙ্গুরীয়কই বা কোথায় গেল?"

দেবীবাবু,—"আপনি বলিয়াছিলেন, সেই অঙ্গুরীয়ক বালিকা তাহার পিতার অজ্ঞাতে লইয়াছে। বোধ হয় সে বাড়ী আসিলে তাহার পিতা দেখিতে পাইয়া ঐ বিপজ্জনক জিনিষটি লুকাইয়া রাখিয়াছে।"

অমরেন্দ্র,—"কোথায় বা লুকাইল? সমস্তই তো দেখিলাম।"

দেবীবাবু,—"উহাদের স্থানের অভাব নাই। দেখা যাউক কি হয়।"

গ্রামের অন্যান্য নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের বাড়ীঘরও তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা হইল। কোথাও কিছু মিলিল না।

দেবীবাবু কহিলেন,—"এখন ব্রাহ্মণবাড়ী দুইখানির খানাতল্লাসী বাকী আছে। সে দুই খানা বাড়ীও অদ্যই আমাদিগকে অনুসন্ধান করিতে হইবে। সেই মহিলাটির জন্যই আমাদিগকে অধিকতর ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে। নতুবা এত তাড়াতাড়ির ও এত ব্যস্ততার কোন কারণ ছিল না। চলুন, সে বনবিভাগ পুনর্ব্বার ভালরূপ দেখিতে হইবে,—মেয়েটির কোন সন্ধান পাওয়া যায় কিনা। এত তাড়াতাড়ি তাঁহাকে কোথায় লইয়া গেল?"

দস্যুদিগের বুদ্ধিকৌশল ও কার্য্যের ক্ষিপ্রকারিতা চিন্তা করিয়া দেবীবাবু চমৎকৃত হইলেন। তিনি পুনর্ব্বার দলবল সহিত বনবিভাগ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু সমস্তই বিফল।

তখন সেই প্রকৃতির শ্যামল নিকুঞ্জে, ফুল্ল কুসুমিতা বল্লরী-পরিশোভিত বৃক্ষশাখার ঘন পল্লব-অন্তরালে বসিয়া একটি কোকিল কুহু কুহু রবে যেন

তাঁহাদিগকে পরিহাস করিল। একটি মধুব্রত সৌরভপূর্ণ প্রফুল্ল প্রসূনের কোমলদল পরিত্যাগ করিয়া গুন্ গুন্ গুন্ গুঞ্জরণে অমরেন্দ্রের কাণের কাছে উড়িয়া যেন বলিতে লাগিল—"মানুষ এত মূর্খ!" মানুষ যদি সেই প্রকৃতিরাজ্যের অনন্ত ভাবময়ী ভাষা বুঝিতে পারিত, তবে তাহার মূর্খতা অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইত।

এপ্রকার অনুসন্ধান ব্যাপারে বেলা প্রায় ৩টা বাজিয়া গেল। অমরেন্দ্র নিতান্ত শ্রান্ত কলেবরে এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। তাঁহার সমস্ত শরীর হইতে স্বেদজল নির্গত হইতেছিল। এপর্য্যন্ত কেহই জল গ্রহণ করেন নাই।

দেবীবাবু নিকটে আসিয়া হাসিয়া কহিলেন,—"অমরবাবু! পুলিশের কার্য্য কেমন?"

অমরেন্দ্র চুপ করিয়া রহিলেন;—ক্ষুধা তৃষ্ণায় তাঁহার প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

দেবীবাবু বুঝিতে পারিয়া আপনকরে অমরেন্দ্রের করগ্রহণপূর্ব্বক সস্নেহে কহিলেন,—"খুবই কষ্ট হইতেছে?"

অমরেন্দ্র কহিলেন,—"সকলেই এপ্রকার কষ্ট পাইতেছেন,—আমিতো একা নই।"

দেবীবাবু কহিলেন,—"আমাদের অভ্যাস আছে; কত স্থানে কতদিন আমাদের উপবাসে চলিয়া যায়। চলুন, সেই ব্রাহ্মণবাড়ীতে গিয়া দেখি আপনার জন্য কিছু ভাত পাই কি না।"

অমরেন্দ্রের ক্ষুধা তৃষ্ণায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল। সুতরাং তিনি কোন আপত্তি করিলেন না।

তখন সেই স্থান উত্তমরূপে প্রহরী-পরিবেষ্টিত রাখিয়া কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশসহ দেবীবাবু অমরেন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া একখানি ব্রাহ্মণবাড়ীর অভিমুখে গমন করিলেন।

বেলা ৩টা। সেই ব্রাহ্মণবাড়ীর সকলে আহারাদি সমাপন পূর্ব্বক দ্বার বন্ধ করিয়া শয়ন করিয়াছেন। লোকজন বাহিরে রাখিয়া দেবীবাবু ও অমরেন্দ্র বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতেছেন—এমন সময় তাঁহারা একখানি ঘরের ভিতর হইতে দুইজন স্ত্রীলোকের কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইলেন। তাঁহারা আর অগ্রসর না হইয়া একটু দাঁড়াইলেন।

প্রথমা বলিলেন,—"আহা, নরাধমগণ না জানি সেই সতী সাধ্বী মেয়েটিকে আবার কোথায় রাখিয়াছে!"

দ্বিতীয়া,—"মেয়েটি কি ভাল! দেখিতে সে ঠিক যেমন সরস্বতীর মত। স্বভাবও তেমনই সুন্দর! আমাদের বাড়ী যে কয়দিন ছিল, কেবল স্বামীর জন্য কাঁদিয়া কাটাইয়াছে!"

প্রথমা,—"সেই ভিখারিণী বেটীই যত নষ্টের মূল। আজ ভোরের বেলা তাহার সহিত যদি সে চলিয়া না যাইত, তবে উহার এত দুর্দ্দশা ঘটিত না। ভিখারিণীর সঙ্গে নদীর পাড় যাইতেই নাকি দস্যুরা পুনর্ব্বার উঁহাকে ধরিয়াছে। উহার কষ্টের আর সীমা নাই। সেই মেয়েটির বিষয় ভাবিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে।"

দ্বিতীয়া,—"দস্যুরা উঁহাকে নাকি তাহার স্বামীর নিকট হইতে আনিয়াছে। আহা কি নিষ্ঠুর! কি নিষ্ঠুর!"

প্রথমা,—"মেয়েটি যেন সাবিত্রী তুল্য। এমন ধর্ম্মশীলা মেয়ে অল্পই দেখিয়াছি। আহা! সেই নরাধমদিগের কি গতি হইবে?"

দ্বিতীয়া,—"মা, আমাদেরই বা কি গতি হইবে? আমরাও তো সেই দস্যুদিগের আশ্রয়েই রহিয়াছি।"

প্রথমা,—"আর এক মুহূর্ত্তও এই পাপসংসর্গে থাকিতে ইচ্ছা নাই। অন্যত্র চলিয়া যাইতে চেষ্টা করিব। দেখি নারায়ণ কি করেন।"

এইমাত্র বলিয়াই তাঁহারা চুপ করিল। অন্তরাল হইতে এই সমস্ত

শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেবীবাবু কহিলেন,—"এ বাড়ীতে কে আছেন?" এক বৃদ্ধা বিধবা ব্রাহ্মণী ঘরের বাহির হইয়া কহিলেন,—"কে তোমরা?"

দেবী বাবু কহিলেন,—"মা, আমরা অতিথি। এই যুবকটি বড়ই ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছেন। কিছু ভাত থাকে তো ইহাকে দিন।"

চক্রবর্ত্তীমহাশয় বাড়ী ছিলেন না। তাঁহার মাতা কিঞ্চিৎ ব্যস্ততার সহিত সমাদরে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। অতিথিসৎকার হিন্দুর সনাতনধর্ম্ম। তিনি তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য আসন প্রদান করিয়া কহিলেন,—"বউ মা, নারায়ণের প্রসাদ যে রহিয়াছে, তাহা আনিয়া ইহাদিগকে দাও।"

গৃহিণী অন্তরাল হইতে শ্বাশুড়ীকে কহিলেন,—"কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিলে রান্না করিয়া দিতে পারি।"

অমরেন্দ্র কহিলেন,—"রান্নার দরকার নাই, যাহা আছে তাহাতেই যথেষ্ট হইবে।"

গৃহিণী অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া কিছু ভাত ও ডাইল, কিছু মিষ্টান্ন ও নির্ম্মল জল আনিয়া অতিথিদ্বয়ের সম্মুখে অতি সঙ্কুচিতভাবে প্রদান করিলেন।

অমরেন্দ্র দেবীবাবুকে কহিলেন—"আপনিও কিঞ্চিৎ গ্রহণ করুন।"

দেবীবাবু কহিলেন,—"আজ যদি সেই মেয়েটিকে না পাওয়া যায়, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত জলবিন্দুও স্পর্শ করিব না।"

পুলিশকর্ম্মচারীর কার্য্যনিষ্ঠা দেখিয়া অমরেন্দ্র বিস্মিত হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন,—"পুলিশকর্ম্মচারিগণ সকলেই যদি আপনাদের দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য এইরূপ নিষ্ঠার সহিত পালন করেন, তবে দেশের দুঃখ অশান্তি অনেক দূরীভূত হয়।"

আহারান্তে অমরেন্দ্র দেবীবাবুর সহিত প্রস্থান করিলেন।

বেলা ৪টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত দেবীবাবু সদলবলে সেই ব্রাহ্মণের বাড়ী দুইখানির খানাতল্লাসীর কার্য্য শেষ করিলেন। বাড়ীর সমস্তস্থান খুঁজিয়া দস্যুতার নিদর্শন স্বরূপ কোন দ্রব্যাদি পাওয়া গেল না।

তাঁহারা নিরাশ প্রাণে পুনর্ব্বার সেই বনভূমিতে গমন করিলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রেমের বার্ত্তাবহ।

দস্যুদিগের পরিরক্ষিত ঐ গ্রামখানি পুলিশের অনুচরগণ কর্ত্তৃক একেবারে লণ্ডভণ্ড হইয়াছে। বন্যজন্তু ও বৃক্ষলতাপরিপূর্ণ অরণ্য ছিন্ন ভিন্ন,—এবং ললনাকণ্ঠনিঃসৃত ক্রন্দনধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত। তথাপি দস্যুতার চিহ্নস্বরূপ কোন পদার্থ পুলিশের হস্তগত হইল না। বেলা ৭টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত কি নিদারুণ পরিশ্রম! কাহারও একমুহূর্ত্ত বিশ্রাম নাই। গুরুতর কর্ত্তব্যভার মস্তকে লইয়া দেবীবাবু স্বগণ সহিত অনাহারে অক্লান্তভাবে খাটিতেছেন।

নিতান্ত শ্রান্ত-ক্লান্ত-ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে দেবীবাবু সেই ভগ্ন প্রাসাদের একটা সিঁড়ীর উপর বসিয়া পড়িলেন। অমরেন্দ্রও তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

দেবীবাবু নিতান্ত চিন্তিত ও বিমর্ষভাবে বলিলেন,—"হায়, সমস্ত দিনের ঘোরতর পরিশ্রম একেবারে ব্যর্থ হইল।"

অমরেন্দ্র কহিলেন,—"উহারা কি ঐন্দ্রজালিক? সকলই যেন আমার নিকট প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হইতেছে।"

দেবীবাবু,—"না, উহারা ঐন্দ্রজালিক নহে। অসাধারণ বুদ্ধিকৌশলে এবং ধূর্ত্ততায় উহারা লোকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করে। এখন বুঝিতে পারিয়াছেন তো গবর্ণমেণ্ট কেন দস্যুদিগকে দমন করিতে পারেন না। ইহারা লোকচক্ষুর উপরে অহোরাত্র এই সমস্ত রোমহর্ষণ দুষ্কার্য্য সকল সম্পাদন করিতেছে অথচ গবর্ণমেণ্ট ইহাদের কোন শাস্তিবিধান করিতে সমর্থ হইতেছেন না। একবার এই স্থান হইতে দুইজন দস্যু ধৃত করা হইয়াছিল; কিন্তু প্রমাণ অভাবে বিচারপতি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন। কত ডিটেক্‌টিভের বুদ্ধিকৌশল দুর্দ্দান্ত দস্যুগণের নিকট পরাস্ত হইয়াছে।"

অমরেন্দ্র,—"কি আশ্চর্য্য! দস্যুরা সেই অঙ্গুরীয়কটি কোথায় অন্তর্হিত করিল?"

দেবীবাবু,—"দস্যুদিগের এপ্রকার কার্য্য আশ্চর্য্যজনক নহে। লোকে বুদ্ধিবলে কি না করিতে পারে? আপনাদের এপ্রকার নির্ব্বুদ্ধিতাই আশ্চর্য্য! নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক হস্তে প্রাপ্ত হইয়াও উহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিলেন! কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, এখন বুঝিয়াছেন তো? এইক্ষণ যদি ইহাদের নিকট কোন প্রকার অপহৃত দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হওয়া না যায়, তবে প্রমাণ অভাবে বিচারক উহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবেন; যে কয়জন দস্যু ধৃত করা হইয়াছে সকলকেই ছাড়িয়া দিতে হইবে।"

অমরেন্দ্র,—"ইহাদের কার্য্য যেন ঠিক ঐন্দ্রজালিকের মত।"

দেবীবাবু,—"সকলেই যদি এসংসারে আপনাদের মত সরল বুদ্ধি, পবিত্রপ্রাণ হইত, তবে এমর্ত্ত্যলোক স্বর্গ হইয়া যাইত। কিন্তু তাহা নহে; নানাপ্রকার ধূর্ত্ত পাপাচারী লোককর্ত্তৃক এসংসার পরিবৃত রহিয়াছে।"

অমরেন্দ্র,—"এত শীঘ্র দস্যুরা সেই মেয়েটিকে লইয়া কোথায় লুকাইয়া রাখিল?"

দেবীবাবু,—"বেলা আর দুই ঘণ্টাও নাই। ঘোর তমসাচ্ছন্ন যামিনী সমাগত প্রায়! সেই মেয়েটির বিষয় ভাবিয়া আমার প্রাণ শিহরিয়া উঠিতেছে। অমরবাবু, আজ সমস্তদিন জলবিন্দুও গ্রহণ করি নাই, তাহা আমার একবারও স্মরণ হইতেছে না। কেবল সেই অনাথা অবলার বিষয় চিন্তা করিয়া আমি আকুল হইতেছি।"

অমরেন্দ্র,—"আহা, তাঁহার কি দুরবস্থা হইবে!"

দেবীবাবু,—"মানুষের যাহা সাধ্য তাহা করিতে ক্রটী করি নাই। আর কি করিব? এখন একমাত্র ঈশ্বরই উহার ভরসা।"

অমরেন্দ্র,—"আমাদিগের এতদিনের যত্ন ও পরিশ্রম উহারা বুদ্ধি-কৌশলে সমস্ত পণ্ড করিয়া ফেলিল।"

দেবীবাবু,—"সেই রমণী ব্যাকুলপ্রাণে নারায়ণকে স্মরণ করিয়াছিল এক্ষণ নারায়ণই উহাকে রক্ষা করিবেন। অমরবাবু, যে সময়টুকু আছে, তাহা কেন বৃথা নষ্ট করিব? আমাদের কর্ত্তব্য যাহা শে মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত করিয়া যাই। এই বাড়ীটা আর একবার ভাল করি দেখিব।"

অমরেন্দ্র,—"কি ভ্রান্তি! এই বাড়ীটা তন্ন তন্ন করিয়া শত শতবারং কি দেখি নাই?"

"তবু আর একবার।" এই বলিয়া দেবী বাবু গাত্রোত্থান করিলেন

তিনি ঊৰ্দ্ধমুখে করযোড়ে,সতীর রক্ষক, পাপীর দণ্ডবিধাতা, সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের চরণ উদ্দেশ্যে ভক্তিভাবে একবার বন্দনা করিলেন। মানুষ যদি আত্মশক্তি সম্পূর্ণ হারাইয়া ফেলে, তখন এক অচিন্তনীয় মহাশক্তির উপর নির্ভর আপনা আপনি উপস্থিত হয়।

তখন দেবতাগণের মঙ্গল-আশীর্ব্বাদ সেই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পুলিশ কর্ম্মচারীর মস্তকে অমৃতধারার ন্যায় বর্ষিত হইল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে, দূর পল্লীগ্রামের কোন একখানি পর্ণকুটীরে একজন বাঙ্গালী যুবক একাকী বসিয়া অন্যমনে চিন্তা করিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হইয়া উঠিল। প্রবাসীর সুখ-স্বপ্নের মত,—বসন্তের মলয়ানিলের মত একখানি সুন্দর মুখের কল্পনা তাঁহার হৃদয়ে ভাসিয়া উঠিতেছিল। অলক্ষিতে একবিন্দু অশ্রুজল তাঁহার চক্ষু হইতে ভূমিতলে পতিত হইল।

হৃদয়ের নিগূঢ় প্রীতি এক আশ্চর্য্য জিনিষ। চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, তেমনিই এক হৃদয়ের অলক্ষ্য প্রেমের আকর্ষণে অন্য হৃদয় আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

একটী গ্রহ যেমন শত শত যোজন দূরে থাকিয়াও অন্য একটি গ্রহকে আকর্ষণ করে, তেমনই প্রেমবলে শত যোজন দূর হইতেও এক হৃদয় অন্য হৃদয়দ্বারা আকৃষ্ট হয়। তড়িৎ-বার্ত্তাবহের ন্যায় উভয়ের মঙ্গলামঙ্গল নীরব ভাষায় অজ্ঞাতে উভয় হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

ইহার নাম সতীশচন্দ্র মিত্র। পাঠিকা পরে ইহার পরিচয় পাইবেন।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

—(*)—

ভূগর্ভস্থ কক্ষ।

দেবীবাবু সেই ভগ্ন প্রাসাদমধ্যে পুনর্ব্বার প্রবেশ করিলেন। অমরেন্দ্রও তাঁহার অনুগামী হইলেন। বহুতর সশস্ত্র পুলিশ তাঁহাদের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান ছিল, তাঁহারও সঙ্গে২ চলিল।

যে প্রকোষ্ঠে সেই মহিলাকে তালাচাবিদ্বারা আবদ্ধ করা হইয়াছিল, দেবীবাবু সদলবলে পুনর্ব্বার সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। সেই অবলার কাতর ক্রন্দনধ্বনি যেন তখনও তাঁহাদের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

এই কক্ষটি বোধ হয় অতীতকালে এই বাড়ীর অধিপতিগণের কাহারও শয়ন ঘর ছিল। সে কক্ষের স্থানে২ শিল্পীর বহুযত্নেরচিত নানাপ্রকার শিল্পচাতুর্য্যের এখনও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্তি ঘটে নাই।

তাহার সংলগ্ন আর একটি কক্ষ, তাহাও অভগ্ন। সেই কক্ষে রাশিকৃত ইষ্টকচূর্ণ স্তূপাকারে রহিয়াছে। দেবীবাবু সেইস্থানে দাঁড়াইয়া কি চিন্তা করিলেন। পরে গম্ভীরভাবে আদেশ করিলেন,—“এ রাবিশ গুলি স্থানান্তরিত করা হউক।”

তাঁহার নিম্নপদস্থ একজন কর্ম্মচারী নিকটে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি কহিলেন,—“পুলিশ অনেকবার এই রাবিশ খুঁজিয়া দেখিয়াছে, ইহার ভিতর কিছুই নাই।”

সেই কথায় কর্ণপাত না করিয়া দেবীবাবু গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—“আমার আদেশ অব্যর্থ।”

তখন নিমেষমধ্যে অনুচরগণ দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহার আদেশ প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হইলেন।

অমরেন্দ্র কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া মনে মনে ভাবিলেন—"ইহা এক প্রকার খামখেয়ালি। এই ক্ষুধার্ত্ত, শ্রান্ত, ক্লান্ত অনুচরগণকে অনর্থক খাটান ভিন্ন নয়।"

তখন বহুসংখ্যক পুলিশ মিলিত হইয়া সেই রাশিকৃত রাবিশস্তূপ অল্পক্ষণ মধ্যেই স্থানান্তর করিল। কিন্তু তাহার ভিতর কিছুই পাওয়া গেল না।

অমরেন্দ্র কহিলেন,—"কই, কিছুই তো মিলিল না।" দেখা গেল, রাবিশগুলির নীচে কয়েকখানি তক্তা। তক্তা কয়খানির উপর ঐগুলি রাখা হইয়াছিল। দেবীবাবু কোন কথা না বলিয়া স্বহস্তে একখানি তক্তা ধরিয়া উঠাইলেন। ক্রমে সমস্তগুলি তক্তাই উঠান হইল। তাহার নীচে আবার তক্তা।

দেবীবাবু সবিস্ময়ে দেখিলেন যে তাহা তক্তা নহে,—একজোড়া ক্ষুদ্র লোহার কবাট। উহা তালাচাবিদ্বারা দৃঢ়বদ্ধ। অনেক পরিশ্রমে পুলিশ উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কিন্তু তাহার গাত্রসংলগ্ন তালা কোন মতেই ভাঙ্গিতে সমর্থ হইল না।

দেবীবাবু কহিলেন,—"এ তালা ভাঙ্গিতে বহু সময়ের আবশ্যক। দেখি আমি চাবি সংগ্রহ করিতে পারি কিনা।" অমরেন্দ্রকে সতর্কভাবে অবস্থান করিতে বলিয়া দেবীবাবু প্রস্থান করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই দেবীবাবু দস্যুদিগের বাটী হইতে বহুকষ্টে চাবিসংগ্রহ করিয়া সেস্থানে আগমন করিলেন।

তৎক্ষণাৎ সেই লৌহকবাট উদ্ঘাটিত হইলে নীচে একটা কক্ষ

অমরেন্দ্র কহিলেন,—"এই ভূগর্ভস্থ কক্ষের ভিতর যদি কোন মনুষ্য থাকেন, তিনি জীবন্ত সমাধিস্থ।"

দেবীবাবু কহিলেন—"দেখিতেছেন তো নীচে নামিবার সিঁড়ি আছে।"

তখন অন্য একজন কর্ম্মচারী কহিলেন,—"আলো ভিন্ন ইহার মধ্যে কি প্রকারে প্রবেশ করা যাইবে ? এখানে আলোর বন্দোবস্ত নাই। ভূগর্ভস্থ গর্ত্তে সর্পাদি থাকা অসম্ভব নহে। কি অন্ধকার!"

দেবীবাবু,—"আমি একাকীই ইহার ভিতর অবতরণ করিব।"

দেবীবাবুর দুঃসাহস দেখিয়া অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ বিস্মিত হইলেন।

দেবীবাবু আর বাক্য ব্যয় না করিয়া সিঁড়ী বাহিয়া একাকী নামিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অমরেন্দ্রও তাঁহার অনুগামী হইতেছিলেন, দেবীবাবু কহিলেন,—"অমরবাবু, আসিবেন না; এই অন্ধকার গহ্বরে এই মুহূর্ত্তে আমার মৃত্যু হইতে পারে। মরিতে হয়, আমি একাকীই মরিব।"

অমরেন্দ্র একটু দৃঢ়তার সহিত কহিলেন,—"কর্ত্তব্যকার্য্যে কেন মৃত্যুকে ভয় করিব ?"

এই বলিয়া তিনিও দেবীবাবুর অনুগামী হইলেন। অমরেন্দ্রের কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা ও সাহস দর্শন করিয়া দেবীবাবু চমৎকৃত হইলেন।

দুই জনে সর্ব্বনিম্ন সিঁড়ীর নীচে নামিয়া একটু ভিতরে গেলেন; দেবীবাবু তখনই আবার ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন,—"স্থানটি তত বিপজ্জনক নহে।"

তখন অপর দুইজন পুলিশ কর্ম্মচারী এবং দুইজন কনষ্টেবল নীচে অবতরণ করিল।

ভূগর্ভস্থ কক্ষটি সুপ্রশস্ত, পরিষ্কৃত, পরিচ্ছন্ন। স্থানটা তত অন্ধকার নহে। সমস্ত জিনিষপত্রই অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। বিবিধপ্রকার দ্রব্য অতি সুশৃঙ্খলরূপে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে।

স্থানটি কেন গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন নহে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেবীবাবু দেখিতে পাইলেন, অপর একস্থান দিয়া সুড়ঙ্গপথে সেই ভূগর্ভস্থ কক্ষে সূর্য্যের আলো আসিয়া পড়িতেছে। মোটা মোটা লৌহ শিকের দ্বারা সে সুড়ঙ্গপথ আবদ্ধ। কোথা হইতে আলো আসিয়া পড়িতেছে, তাহা বিশেষভাবে জানিবার জন্য দেবীবাবু একজন কর্ম্মচারীকে আদেশ প্রদান করিলেন। তিনি অনুসন্ধান করিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন,—"এই কক্ষের পশ্চাৎভাগে বাহিরে একটি কূপ আছে, তাহা তৃণ গুল্মে আচ্ছাদিত এবং জলশূন্য। সেই কূপের কিছু দূরে মোটা মোটা লৌহ শিক দৃষ্ট হইতেছে। সম্ভবতঃ সেইস্থান দিয়া ভূগর্ভস্থ কক্ষে আলো প্রবেশ করিতেছে।"

দেবীবাবু তখন সেই কক্ষটি বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—(*)—

গিরিবালা।

প্রাচীন কালের এই প্রাসাদ নির্ম্মাতা অতি দূরদর্শী ও সুনিপুণ শিল্পী। অপূর্ব্ব কৌশলে এই ভূগর্ভস্থ কক্ষ নির্ম্মিত হইয়াছে। যদি দৈবাৎ কেহ ঐ কক্ষে আবদ্ধ হইয়া যায়, শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া তাহার জীবন বিনষ্ট না হয়, এনিমিত্ত অপূর্ব্ব কৌশলে বায়ু চলাচলের জন্য অপরদিক্ দিয়া দ্বার রাখা হইয়াছে। পূর্ব্বে ধনাঢ্য সন্তানগণ চোর দস্যুর হস্ত হইতে আপনার ধন সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত এই সমস্ত গুপ্ত ভূগর্ভস্থ কক্ষ প্রস্তুত

করাইতেন। যাহা তাঁহাদের আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছিল, আজ তাহা দস্যু করতলগত, এবং তাহাদের পাপাচারেরই প্রশ্রয়স্থল।

দেবীবাবু সেই কক্ষস্থিত অসংখ্য জিনিষপত্র ভালরূপ দেখিবার জন্য কক্ষের ইতঃস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সমস্ত বস্তুই অস্পষ্ট ভাবে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। তথায় বহুসংখ্যক নানা প্রকারের অস্ত্রশস্ত্রও সজ্জিত রহিয়াছে। আর একটি দৃশ্য যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহাদের হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া গেল। সেই কক্ষের এককোণে কতকগুলি জিনিষ-পত্রের অন্তরালে একটি স্ত্রীলোক অচেতন অবস্থায় ভূপতিত রহিয়াছে। তাহার হস্তপদ রজ্জুদ্বারা দৃঢ়বদ্ধ, এবং বস্ত্রদ্বারা মুখ বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে।

এই শোচনীয় দৃশ্য দর্শন করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে যে ভাবের উদয় হইল, তাহা কি প্রকারে বর্ণন করিব?

দেবীবাবু নিজহস্তে সেই রমণীর বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলেন। কহিলেন,—"এখনও ইহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয় নাই। এখন ইহাকে উপরে তুলিতে হইবে।"

দুইজন কনেষ্টবল তাহাকে ধরিয়া তুলিবার জন্য অগ্রসর হইল।

দেবীবাবু গম্ভীরস্বরে কহিলেন,—"এ পবিত্র মাতৃদেহ কেহ স্পর্শ করিও না। ইহাকে আমি নিজেই উঠাইব।" দেবীবাবু অতি বলিষ্ঠ পুরুষ। তিনি অবলীলাক্রমে রমণীকে তুলিয়া লইলেন। রমণী ঘোর অচৈতন্য।

তিনি ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া রমণীকে বহন পূর্ব্বক উপরে উঠিলেন। অমরেন্দ্র এবং অন্যান্য সকলে তাঁহার পশ্চাৎগামী হইলেন।

দেবীবাবু অতি ধীরে ধীরে সেই মূর্চ্ছিতা রমণীকে পূর্ব্বোক্ত কক্ষের বারেন্দায় শায়িত করাইলেন।

অমরেন্দ্র কহিলেন,—"ইনি নলিনীবালা নহেন। তবে নলিনীবালা কোথায় ?"

দেবীবাবু কহিলেন,—"তাহা সেই ব্রাহ্মণীদিগের কথাবার্ত্তায়ই জানিতে পারিয়াছি ; এক্ষণ ইহাকে বাঁচাইতে পারিলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব।"

তখন তাহার চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করা হইতে লাগিল।

কনেষ্টবলগণ নিজ ব্যবহারের জন্য এক কলসী জল আনিয়া এই প্রাসাদের একটি কক্ষে রাখিয়াছিল। অমরেন্দ্র ঐ জল লইয়া সংজ্ঞাহীনা রমণীর কপালে ও মস্তকে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পর রমণী সংজ্ঞালাভ করিল। একবার মাত্র চাহিয়া সে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিল। তখনই পুনর্ব্বার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সভয় কাতরস্বরে কহিল,—"বাবা, আর কেন আমাকে কষ্ট দাও ? একেবারে মারিয়া ফেল। আর তো কষ্ট সহ্য করিতে পারি না।"

দেবীবাবু সস্নেহ মধুর বাক্যে কহিলেন,—"মা, আমি আপনার সন্তান। আমরা পুলিশের লোক। ভগবানের কৃপায় বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন।" রমণী ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল।

অমরেন্দ্র তাহাকে বিস্মিতভাবে দেখিতে লাগিলেন। তাহাকে ভদ্র ঘরের মহিলা বলিয়াই বোধ হইল ;—শরীর কৃশ ; চুলগুলি তৈল অভাবে রুক্ষ, তাহাতে যেন জট বাঁধিতে ছিল। বস্ত্র মলিন, এবং হস্তে দুইগাছি শঙ্খ মাত্র। সীমন্তে সিন্দুরচিহ্ন রহিয়াছে।

রমণী পরমা সুন্দরী। বয়স ১৬।১৭ বৎসরের অধিক হইবে না। মেঘাবৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় তাহার সৌন্দর্য্যরাশি এত অযত্নেও যেন উছলিয়া পড়িতেছে। এক সরলতা ব্যঞ্জক মাধুর্য্য ইহার মুখমণ্ডলে বিরাজ করিতেছে। নলিনীবালাও অতুলনীয়া সুন্দরী। কিন্তু নলিনীর

সৌন্দর্য্য এশ্রেণীর নহে। তাহার চক্ষুদ্বয় অতি তেজস্বিতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচায়ক। জলন্ত অগ্নিশিখার ন্যায় সে নয়ন-নিঃসৃত তেজোরাশি সময় সময় মানবপ্রাণে ভীতি প্রদান করিয়া থাকে। নলিনী ঐশ্বর্য্যের অঙ্কে লালিতা প্রতিভাশালিনী সুশিক্ষিতা মহিলা। আর ইনি দীন কু বাসিনী গ্রাম্য কুলবধূ।

অমরেন্দ্র ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কে?"

রমণী মৃদুস্বরে উত্তর করিল,—"আমার নাম গিরিবালা।"

দেবীবাবু কহিলেন,—"অমরবাবু, সম্প্রতি ইনি অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। এখন আর ইহাকে বিরক্ত করিয়া আবশ্যক নাই। ইনি একটু সুস্থ হইলে আমরা সকল কথাই অবগত হইতে পারিব। সন্ধ্যা হইয়াছে। আপনি ইহাকে লইয়া নৌকায় গমন করুন। আর বিলম্ব করিয়া প্রয়োজন কি? ইহাকে অতি সাবধানে ধীরে ধীরে ধরিয়া লইয়া যাইবেন, যেন পড়িয়া পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিতা না হন। আমি ভূগর্ভস্থ কক্ষ হইতে জিনিষপত্র উঠাইয়া লইয়া যত শীঘ্র সম্ভব পশ্চাৎ আসিতেছি।"

দেবীবাবুর কথানুসারে অমরেন্দ্রনাথ অবিলম্বে গিরিবালাকে লইয়া নৌকায় গমন করিলেন।

দেবীবাবু অসাধারণ কার্য্যদক্ষতা ও ক্ষিপ্রতার সহিত ভূগর্ভস্থ কক্ষ হইতে জিনিষপত্র উঠাইতে আরম্ভ করিলেন। বলা বাহুল্য যে, অন্যান্য অপহৃত দ্রব্যাদির সহিত সেই অঙ্গুরীয়কটিও প্রাপ্ত হওয়া গেল।

যথা সময়ে অপহৃত মালামালসহ উপযুক্ত রক্ষিবর্গ-পরিবেষ্টিত হইয়া দস্যুগণ বিচারার্থ জেলায় প্রেরিত হইল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।



নিরাশ্রয়া।

পরিশ্রমের পর বিশ্রাম কি শান্তিদায়ক! সমস্তদিন ঘোরতর পরিশ্রমের পর কার্য্যের এই অভূতপূর্ব্ব সুফল লাভ করিয়া পুলিশ-কর্ম্মচারিগণ সকলেই বিশ্রামের অনির্ব্বচনীয় আনন্দলাভ করিলেন।

আহারাদির পর দেবীবাবু একখানি সুসজ্জিত বৃহৎ বজরার একটি কক্ষে অমরেন্দ্রকে লইয়া উপবেশন করিলেন। নিকটস্থ নৌকা হইতে অন্যান্য কর্ম্মচারিগণের আহারাদির গোলমাল শুনা যাইতেছিল।

দেবীবাবু ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—"অমরবাবু, আপনারা সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন যে পুলিশ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। এখন বুঝিয়াছেন তো দস্যুগৃহ কি প্রকার বিপজ্জনক স্থান? পুলিশ কত ক্লেশে আপনকর্ত্তব্য সম্পন্ন করে, তাহা দেখাইবার জন্যই আপনাকে সঙ্গে লইয়াছিলাম।"

অমরেন্দ্র,—"আপনার কার্য্যদক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করি। কিন্তু সকলেই এপ্রকার নহেন। সকলেই যদি এরূপ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইতেন, তাহা হইলে দেশের চুরি ডাকাতি অনেক নিবারণ হইয়া যাইত। আশাকরি পুলিশ বিভাগের কর্ম্মচারিগণ আপনার সুদৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবেন।"

দেবীবাবু,—"সে যাহা হউক, এইকার্য্যে আপনার দ্বারা আমরা অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। সে জন্য আপনাকে আমরা হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আপনার শ্রমশীলতা অতিশয় প্রশংসনীয়।"

অমরেন্দ্র নীরব রহিলেন। গিরিবালা এক পার্শ্বে বসিয়া অধোমুখে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিল। তাহাকে উদ্দেশ করিয়া দেবীবাবু কহিলেন,—"মা, দস্যুরা আপনাকে কেমন করিয়া হস্তগত করিল, যদি বলিতে আপত্তি না থাকে, বলিতে পারেন।"

অমরেন্দ্র কহিলেন,—"মহাশয়, ইনি আপনার সন্তানের তুল্য। বিশেষ আপনি ইহার উদ্ধার কর্ত্তা। আপনি ইহাকে নাম ধরিয়াই ডাকিবেন।

দেবীবাবু—"তাহাই হইবে।"

গিরিবালা বলিতে আরম্ভ করিল,—"পিতঃ! আমার সমস্ত কথাই বলিতেছি, শ্রবণ করুন্। আমাকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া প্রকৃতই পিতার কার্য্য করিয়াছেন। আমাকে আপনার কন্যা বলিয়াই মনে করিবেন।

"আমার স্বামী এই অঞ্চলেই কোন স্থানে সামান্য বেতনে চাকরি করেন। আমি তাঁহার নিকটেই থাকিতাম। আমার স্বামীর এক বিধবা ভগ্নী তাহার দুইটি সন্তান লইয়া আমাদের বাড়ী থাকেন, এনিমিত্ত আমার শাশুড়ীঠাকুরাণী বাড়ীতেই অবস্থিতি করেন। আমি একাই আমার স্বামীর নিকট তাঁহার কার্য্যস্থানে বাস করিতাম,—"

অমরেন্দ্র তাহার কথায় বাধা দিয়া কহিলেন,—"আপনার স্বামীর নামটি কি?"

গিরিবালা অবনত মুখে নীরব রহিল।

দেবীবাবু কহিলেন,—"হিন্দুসমাজে স্ত্রীলোকেরা যে স্বামীর নাম গ্রহণ করেন না, আপনি বুঝি তাহা অবগত নহেন?"

গিরিবালা বলিতে লাগিল,—"গত পূজার ছুটিতে আমরা বাড়ী যাওয়ার জন্য একখানা নৌকা ভাড়া করিয়াছিলাম। সেখানা যে ডাকাতের

নৌকা, তাহা আমাদের জানা ছিল না। নৌকায় তিন দাঁড়ী, একমাঝী; উহারা সকলেই ডাকাত। আমরা খুব ভোরে নৌকায় উঠিয়াছিলাম।—”

দেবীবাবু কহিলেন,—“পূর্ব্বে বিশেষভাবে অনুসন্ধান না করাতেই এপ্রকার বিপদ ঘটে। পরিণামদর্শিতার অভাবই অনেক সময় বিপদের কারণ হয়। তার পর?”

গিরিবালা,—“দুই প্রহরের সময় আমাদের আহারের প্রয়োজন হইলে, আমার স্বামী মাঝীদিগকে কহিলেন,—‘একটা ভাল স্থান দেখিয়া নৌকা রাখিও; আমাদিগকে পাক করিতে হইবে।’ দস্যুরা ভাল স্থানের ছলনায় নৌকা এক অরণ্যপথে লইয়া চলিল। স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন—‘কোথায় লইয়া যাইতেছ?’

“দস্যুরা কহিল,—‘পাক করিবার ইহাই ভাল স্থান।’ এই বলিয়া তথায় নৌকা লাগাইল। স্থানটা ভাল করিয়া দেখিবার জন্য আমার স্বামী তীরে উঠিলেন। অমনি দুইজন মাঝীও সঙ্গে উঠিল এবং শীশ দিতে আরম্ভ করিল।”

অমরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আপনাদের সঙ্গে কোন ভৃত্য ছিল না?”

গিরিবালা,—“বাসায় একটি বালক ভৃত্য ছিল। আমরা নৌকায় উঠিবার পর সে তাহার মাতার নিকট চলিয়া গিয়াছিল।”

দেবীবাবু,—“তার পর?”

গিরিবালা,—“উহাদের সঙ্কেতধ্বনি শ্রবণমাত্র সেই অরণ্য হইতে আরও ৩।৪ জন ভীমকায় লোক বাহির হইল। তাহারা সকলে একত্র হইয়া আমার স্বামীকে ধৃত করিলে, আমরা চীৎকার করিয়া উঠিলাম।”

অমরেন্দ্র,—“আপনি আর কি করিলেন?”

গিরিবালা,—“আমি জলে ঝাঁপ দিবার উপক্রম করিলে, দস্যুরা

আমাকে নৌকার কাঠের সঙ্গে বাঁধিয়া ফেলিল। আমার স্বামীকে কহিল,—'বাবু, যদি প্রাণ রক্ষা করিতে চাও, চুপ কর।' তাহারা আমার স্বামীকে একটা গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিল। আমি ঘোর বিপদে পড়িয়া রোদন করিতে করিতে একমাত্র বিপদভঞ্জন দয়াময় নাম স্মরণ করিতে লাগিলাম।"

অমরেন্দ্র,—"আপনার সঙ্গে কোন অস্ত্র ছিল না? পথে ঘাটে চলিতে হইলে স্ত্রীলোকের অস্ত্র লইয়া চলা উচিত।"

গিরিবালা,—"না, আমি কেবল নারায়ণকে ডাকিতেছিলাম।"

দেবীবাবু,—"তার পর?"

গিরিবালা,—"জিনিষপত্র এবং আমাকে লইয়া তাহারা অতিক্রত প্রস্থান করিল। আমি রোষভরে দস্যুদিগকে কহিলাম,—'নর পিশাচ! যদি আমার প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করিস্, আমি নিশ্চয় আত্মহত্যা করিব।' পাছে খুনের দায়ে পড়িতে হয়, এনিমিত্ত দস্যুরা আমার প্রতি কোন অত্যাচার করিতে সাহস করিল না।"

অমরেন্দ্র,—"তখন বেলা কত?"

গিরিবালা,—"১২ টা বাজিয়া গিয়াছিল। আমি অধিক চীৎকার আরম্ভ করিলে, তাহারা আমার মুখ বাঁধিয়া ফেলিল। সন্ধ্যার পরে তাহাদের বাড়ীর ঘাটে নৌকা লাগাইল।"

আমাকে তাহাদের পুরোহিতবাড়ী রাখিয়া তাহাদিগকে বলিয়া দিল যে, 'যদি ইহার মত পরিবর্ত্তন করিতে পারেন, বহু অর্থ প্রদান করিব।'

"চক্রবর্ত্তীর ব্রাহ্মণী ও মাতাঠাকুরাণী মন্দ লোক নহেন। তাহারা আমার প্রতি সহানুভূতিই প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু প্রকাশ্যে কিছুই করিতে পারিতেন না, কারণ তাহারা দস্যুদিগেরই আশ্রিত। আমি কেবল দিবানিশি ক্রন্দন করিয়া কাটাইতাম।

"স্বামীর সংবাদের জন্ত সর্ব্বদা অস্থির থাকিতাম। গত কল্য একজন ভিখারিণী আসিয়া উপস্থিত হইল। সে আমার পূর্ব্ব পরিচিতা। আজ ভোরে তাহার সঙ্গে পলায়ন করিলাম—"

অমরেন্দ্র,—"রাত্রিতে কেন গেলেন না?"

গিরিবালা,—"রাত্রিতে খেয়া বন্ধ থাকে, গিয়া লাভ কি?"

দেবীবাবু,—"তারপর?"

গিরিবালা,—"নদীর পারে দস্যুরা আমাকে দেখিতে পাইয়া পুনর্ব্বার ধৃত করিয়া লইয়া গেল। আমি কহিলাম—'নরাধম! শীঘ্র আমাকে পরিত্যাগ কর্, নতুবা আমি নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিব।' দস্যু আমাকে একটা ভগ্ন দালানের এক কক্ষে বন্ধ রাখিয়া প্রস্থান করিল। আমি আকুল প্রাণে নারায়ণকে স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

"কিয়ৎক্ষণ পর পুনর্ব্বার একজন দস্যু আসিয়া আমাকে একটা অন্ধকূপে বন্ধ করিবার উদ্যোগ করিলে, আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।"

দেবীবাবু—"মা, নারায়ণই তোমার ধর্ম্মরক্ষা করিয়াছেন। তুমি কাঁদিও না। আমরা আজই তোমাকে লইয়া তোমার স্বামীর বাড়ী রওয়ানা হইব।"

গিরিবালা একটা কাগজে তাহার স্বামীর নামধাম লিখিয়া দিল। তাহার স্বামীর নাম সতীশচন্দ্র মিত্র। দেবীবাবু এবং অমরেন্দ্র সেই রাত্রিতেই গিরিবালাকে লইয়া তাহার লিখিত গ্রাম অভিমুখে রওয়ানা হইলেন এবং পরদিন বেলা ১১টার সময় তথায় পঁহুছিলেন। সতীশবাবু বাড়ীই ছিলেন। দেবীবাবু ও অমরেন্দ্র তাঁহাকে গিরিবালার প্রাপ্তি সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। ইতিমধ্যেই তিনি আর একটি দারপরিগ্রহ করিয়াছেন। সতীশের বয়স ২৫।২৬ বৎসর হইবে।

দেবীবাবু সকল বিষয়ই প্রকাশ করিয়া বলিলেন। সমস্ত কথা শুনিয়া

সতীশের হৃদয়ে যে মর্ম্মান্তিক যাতনার উদয় হইল, তাহা বর্ণনীয় নহে। তিনি কোন কথা বলিতেই সমর্থ হইলেন না।

অন্য এক ব্যক্তি আসিয়া দেবীবাবু ও অমরেন্দ্রের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি সতীশবাবুর কুলপুরোহিত, এই গ্রামের একজন নেতা।

সতীশবাবুর বৃদ্ধা মাতা আড়ালে থাকিয়া ইহাদের আলাপ শুনিতে ছিলেন। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া কহিলেন,—"ঠাকুরমহাশয়! বৌমাকে কি প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া ঘরে আনা যায় না? আহা, বৌমা যেন আমার লক্ষীটি!"

সতীশবাবু অর্থশালী লোক নহেন। সুতরাং প্রবীণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বৃদ্ধার কথায় মনোযোগ প্রদান করিলেন না।

তিনি অতিশয় গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন,—"৬ মাসের অধিক হইয়াছে, বৌমাকে ডাকাতে লইয়া গিয়াছে। তাঁহার আর কি জাতি আছে? তাঁহাকে ঘরে লইলে ইহারা জাতিভ্রষ্ট হইবেন।"

সতীশ বাবুর চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইল। তিনি কি বলিতে যাইতে ছিলেন, কিন্তু বলিতে পারিলেন না। অবরুদ্ধ কণ্ঠে উঠিয়া গেলেন।

এই কথাবার্ত্তার পর দেবীবাবু ও অমরেন্দ্র বিষণ্ণ মনে নৌকাতে প্রত্যাগমন করিলেন। সেদিন সতীশকে আর বাড়ীতে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। তিনি কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।

হায়! সাবিত্রীতুল্যা সাধ্বী গিরিবালা অকূলে ভাসিল! গিরিবালা সমস্ত পথেই কেবল ক্রন্দন করিয়া কাটাইল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নলিনীবালা কোথায় ?

দেবীবাবু ও অমরেন্দ্র গিরিবালাকে লইয়া কি বিপদে পড়িলেন! নৌকাপথে গমন করিতে করিতে অমরেন্দ্র দেবীবাবুকে বলিলেন,—"এই নিরাশ্রয়া অবলা কোথায় দাঁড়াইবে, তাহার আত্মীয় স্বজনগণ একবার ভাবিয়াও দেখিলেন না। যে ব্যক্তি অগ্নি সাক্ষী ও ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, কি করিয়া তাহাকে অনায়াসে অকূলে ভাসাইয়া দিতে পারেন? হিন্দুসমাজের এপ্রকার দৃষ্টান্তের অভাব নাই।"

দেবীবাবু,—"শুনিলাম, গিরিবালার পিতৃকুলেও কেহ নাই। আহা, কি দুঃখের বিষয়! যিনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দাতা ও জগতের পালনকর্ত্তা, তিনি অবশ্যই এই অনাথাকে পরিত্যাগ করিবেন না।"

গিরিবালা বজরার ভিন্ন প্রকোষ্ঠে শয়ন করিয়াছিল। সে মুদ্রিত নয়নে আপনার দুরদৃষ্ট চিন্তায় নিমগ্ন। এই সুন্দর বিশ্বচিত্রপট হইতে সমস্ত দর্শনীয় বস্তু তাহার চক্ষুর নিকট হইতে কে সরাইয়া লইয়াছে! জীবনের আশা ভরসা সমস্তই ফুরাইয়া গিয়াছে। সে কেমন করিয়া এ দুর্ব্বহ দেহভার বহন করিবে? এ ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন সংসার-সমুদ্রে যে একমাত্র ধ্রুব-নক্ষত্রের প্রতি সে দূর পথগামী নাবিকের ন্যায় দৃষ্টিপাত করিয়াছিল, হায়, তাহাও তো জন্মের মত মেঘাচ্ছন্ন হইল। গিরিবালা অবসন্ন চিত্তে এই সমস্ত কথা ভাবিতেছে, এমন সময়

দেবীবাবু ও অমরেন্দ্রের কথাবার্ত্তা তাহার শ্রবণপথে প্রবেশ করিল। স্বামীর নিন্দাবাদ শ্রবণ করিয়া তাহার হৃদয়ে যেন শেলবিদ্ধ হইল। সে অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে মনে মনে কহিল,—"তিনি আমাকে ত্যাগ করুন্, তবু আমি তাঁহারই চরণের দাসী। আমি চিরদিন তাঁহারই। তিনি আমার ইহকাল, তিনি আমার পরকাল;—তিনিই আমার একমাত্র গতি। তাঁহার চরণ ভিন্ন আমি আর কিছুই জানি না। আমাকে ত্যাগ করিয়া যদি তাঁহার শান্তিলাভ হয়, তবে আমি এ দুঃখভার কেননা বহন করিব?"

গিরিবালা ভাবাবেশে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যুক্তকরে ঊর্দ্ধমুখে মনে মনে বলিতে লাগিলে,—"হে নারায়ণ! যদি আমি যথার্থ সতী হই, তবে সকল বিপদে সর্ব্বদা আমার স্বামীকে রক্ষা করিও।"

সতীর পতি জগন্নাথ হৃদয়ে থাকিয়া নীরব ভাষায় উত্তর করিলেন,—"সতীর বাক্য অব্যর্থ।"

অমরেন্দ্র কিয়ৎকাল বিমনা থাকিয়া দেবীবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখন গিরিবালাকে কোথায় রাখিব?"

দেবীবাবু ইতিপূর্ব্বেই গিরিবালার সম্বন্ধে এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই তরুণ দেশ-সেবকের সঙ্গে একটু কৌতুক করিয়া আনন্দ বোধ করিতেন। তাই ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন,—

"কেন? আপনারা দেশের সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন; একটি মেয়েকেই স্থান দিতে পারিবেন না?"

অমরেন্দ্র,—"এক ভরসা খৃষ্টান-আশ্রম। গিরিবালা তথায় প্রাণান্তেও যাইবে না। সে বলিতেছে যে, উহাদের নিকট গেলে জাতি-ভ্রষ্ট হইতে হইবে।"

দেবীবাবু,—"এখন বিপদে পড়িয়া বুঝি খৃষ্টান-আশ্রম! আপনারা

পারেন তো উহাদের গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলেন। আপনাদের বক্তৃতাই সম্বল; কার্য্যের বেলা তো কিছুই দেখিতেছি না।”

অমরেন্দ্র দৃঢ়তার সহিত কহিলেন,—“আমি এই প্রকার জাতি-বিদ্বেষকে প্রাণের সহিত ঘৃণা করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইংরেজ বাঙ্গালী, হিন্দু. খৃষ্টান সম্মিলন ভিন্ন ভারতবর্ষের কল্যাণ নাই। এইপ্রকার সর্ব্বজনীন সম্মিলন এবং প্রীতির ভিত্তির উপর জাতীয় উন্নতির সোপান প্রতিষ্ঠা করাই আমার জীবনের প্রধানব্রত। কারণ যাহার বলে আর্য্যজাতি জগৎপূজ্য, তাহার মূলমন্ত্র এই সর্ব্বজনীন প্রেম। সেই প্রেমকে বাদ দিলে ভারতের আর কি অবশিষ্ট থাকে? দেশের শত শত অভাবের বিষয় চিন্তা করিয়া আমার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে। আমি আশা করি, বাঙ্গালী যদি সমস্ত হিংসা বিদ্বেষ দূর করিয়া প্রেমের ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে পারেন, মাতৃ-ভূমির সমস্ত অভাবই দূর হইয়া যাইবে। ইংরেজ আমাদের পর নহেন। আমরা যদি আপনার কল্যাণ কামনা করি, তবে ইংরেজকেও ভালবাসিতে হইবে, তাহার কল্যাণ চিন্তা করিতে হইবে। কারণ জগতের এই যে অনন্ত জীব-প্রবাহ, ইহাদের প্রত্যেকের কল্যাণের উপর আপনার কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে, ইহা অভ্রান্ত সত্য।”

দেবীবাবু তখন সেই নব যুবকের বিশ্বপ্রেমে উদ্দীপ্ত লাবণ্যময় মুখমণ্ডলের প্রতি সবিস্ময়ে চাহিলেন। দেখিলেন, সে উজ্জ্বল, প্রশান্ত ললাট যেন বিধাতার অক্ষরচিহ্নে চিহ্নিত। শ্রদ্ধাভরে অমরেন্দ্রের করপল্লব স্বকরে গ্রহণপূর্ব্বক গম্ভীর ভাবে কহিলেন,—

“অমরবাবু! আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। এই সার্ব্বভৌমিক প্রীতি ভিন্ন জাতীয় দুর্গতি কখনও দূর হইবে না। আজও ইংরেজের যাহা আছে, তুলনায় বাঙ্গালীর কিছুই নাই। ইংরেজের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, স্বদেশ বাৎসল্য, একতা, কর্ম্মে উৎসাহ কয়জন বাঙ্গালীর মধ্যে দেখা যায়?

যাঁহাদের আছে, তাঁহারাও সমুদ্রে জলবিম্ববৎ। ইংরেজের এ সকল গুণ কি বাঙ্গালীর অনুকরণীয় নয়? বাঙ্গালী ১০ জনে মিলিয়া একটা কাজ করিতে পারে না।"

অমরেন্দ্র,—"দেশের সার্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সার্ব্বভৌমিক প্রীতির উপর নির্ভর করিতেছে। বিধর্ম্মী, বিদেশীয়দিগকেও প্রাণের সহিত প্রীতি করিতে না পারিলে, কখনও স্বদেশের গৌরব প্রতিষ্ঠা হইবে না।"

দেবীবাবু,—"আমারও তাহাই বিশ্বাস।"

অমরেন্দ্র,—"যাউক, এখন গিরিবালাকে কোথায় উঠাইব তাই বলুন; পরে হয়তঃ একটা স্থান নির্দ্ধারিত হইবে। কালীনাথ বাবু যদি তাহাকে আশ্রয় দেন, তবে বড়ই ভাল হয়। তাঁহার পত্নী যেরূপ পুণ্যবতী মহিলা, তাহাতে এরূপ আশা করা যায়। কিন্তু পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা না করিয়া তো আর তাহাকে লইয়া সেখানে যাওয়া যায় না। কলিকাতা পঁহুছিয়া যে আমরা গিরিবালাকে কোথায় উঠাইব, ভাবিয়া কুল পাইতেছিনা।"

দেবীবাবু—"আমার পরিবার কলিকাতা নাই। নতুবা আমার বাসায়ও কিছুদিনের জন্য থাকিতে পারিত। মিস্ এলিজাবেথের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে?"

অমরেন্দ্র,—"হাঁ, খুবই পরিচয় আছে। তিনি অতিশয় উদারস্বভাবা ইংরেজ-মহিলা। মিস্ এলিজাবেথ প্রফুল্লের শিক্ষয়িত্রী।"

দেবীবাবু,—"তাঁহার বাড়ীতে গিরিবালাকে প্রথম উঠাইতে পারেন।"

অমরেন্দ্র,—"গিরিবালা সম্মত হইলে তো?"

দেবীবাবু,—"দুই চারিদিনের জন্য সম্মত হইলে ক্ষতি কি? আমি তাহাকে বুঝাইয়া বলিতেছি যে, সেস্থানে দুই চারিদিন জাতিভ্রংশের কোন আশঙ্কা নাই। নিজেই রান্না করিয়া খাইতে পারিবে।"

এইপ্রকার বন্দোবস্তে অল্প কয়েক দিনের জন্য গিরিবালা মিস্ এলিজাবেথের নিকট থাকিতে সম্মত হইল।

অমরেন্দ্র কহিলেন,—"নলিনীবালার তো কোন সংবাদ পাইলাম না।"

দেবীবাবু,—"সকল স্থান এখনও ভাল করিয়া দেখা হয় নাই।"

অমরেন্দ্র,—"আপনি কি বলিতেছেন?"

দেবীবাবু কহিলেন,—"একটা স্থান দেখা হইয়াছে বটে; কিন্তু উহাদের আরও আড্ডা আছে। সম্ভবতঃ উহাদের সঙ্গে আরও দস্যুর যোগ আছে। শুনিয়াছেন তো সেই দস্যুতাব্যাপারে কয়েকজন মুখস্ পরা ছিল। কালীনাথ বাবুর নিজগ্রামের পরিচিত ব্যক্তিও যে ইহাতে সংসৃষ্ট, তাহাই কি প্রতীতি হইতেছে না? নতুবা মুখস্ পরিবে কেন? যখন কয়েকজন দস্যু ধৃত হইয়াছে, তখন তাহাদের সংসৃষ্ট অন্যান্য দস্যুগণও ধরা পড়িবার সম্ভাবনা আছে। চাপ দিলে উহারা অন্যান্য সকলের নাম প্রকাশ করিতে পারে। নলিনীবালা যদি বাঁচিয়া থাকেন, তাঁহাকে কোথায় রাখিয়াছে, উহাদের দ্বারা প্রকাশ পাইবে।"

অমরেন্দ্র,—"আপনি ভালরূপ অনুসন্ধান করিয়া নলিনীবালার বিষয় জানিতে পারিলে, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে শীঘ্র সংবাদ দিবেন। আমি তাঁহার সংবাদ না লইয়া তাঁহার আত্মীয়স্বজনের নিকট কি করিয়া যাইব? তাঁহারা অধিকতর শোকাকুল হইবেন। গিরিবালার জন্য অতি সত্বরই একবার তাঁহাদের বাসায় যাওয়া আমার একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।"

দেবীবাবু,—"তাহা নিশ্চয় জানিতে পারিবেন।"

এই বলিয়া তাঁহারা নীরব হইলেন। আর অভাগিনী পতি-পরিত্যক্তা গিরিবালা? গিরিবালা উপাধানে মুখ ন্যস্ত করিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিল। অমানিশার অন্ধকারপূর্ণ গৃহে একমাত্র দীপ শিখার ন্যায় এত দুঃখেও স্বামীর সন্তাপহারি মুখ-জ্যোতিঃ তাহার হৃদয়ে উদিত হইয়া প্রাণকে আলোড়িত করিতেছিল।

অমরেন্দ্র কলিকাতা আসিয়া গিরিবালাকে মিস্ এলিজাবেথের নিকট

লইয়া গেলেন। সেই সহৃদয়া মহিলা পরম সমাদরে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। পরম যত্নে গিরিবালার হাত ধরিয়া আপনগৃহে লইয়া গেলেন এবং তাহার জন্য অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

৫। ৬ দিন পরে দেবীবাবু অমরেন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন।

দেবীবাবু কহিলেন,—"আরও বহুসংখ্যক দস্যু গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কালীনাথ বাবুর নিজগ্রামস্থ ভদ্রনামধারী এক ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইয়াছেন।"

অমরেন্দ্র,—"তাঁহার নিজগ্রামেই শত্রু!"

দেবীবাবু,—"নলিনীবালার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। কত প্রকার চেষ্টা করা হইতেছে, কিন্তু তাহারা কোন প্রকারেই তাঁহার বিষয় প্রকাশ করিতেছে না।"

অমরেন্দ্র,—"তবে কি তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন?"

দেবীবাবু,—"অসম্ভব কি?"

অমরেন্দ্র ভাবিলেন,—"কালীনাথ বাবু তাঁহার অপহৃত জিনিষপত্র সদয়ই পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু নলিনীবালা কোথায়?"

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আশার উচ্ছেদ।

বৈশাখের প্রারম্ভেই কলিকাতা সহরে কি দারুণ গ্রীষ্ম! মার্ত্তণ্ডদেব প্রখর করজাল বিস্তার করিয়া গগন মণ্ডলে সমুদিত।

জমীদারের নায়েব-গোমস্তার উপদ্রবে শান্তিপ্রিয় নিরীহ প্রজাকুলের প্রাণ যেরূপ উত্তপ্ত হইয়া উঠে, নিদাঘের বিষমতাপে ধরণীর শ্যাম-সুন্দর, স্নিগ্ধ, শীতল বক্ষ তেমনই উত্তপ্ত হইয়া উঠিল।

মক্ষিকাকুলকে বিধাতা জগতের উপকারের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু যেমন শান্তির উদ্দেশ্যে থাকিয়া চৌকিদারগণ গ্রামে গ্রামে অশান্তি বৃদ্ধিরই কারণ হয়, তেমনই মানুষের ভাগ্যদোষে এই গ্রীষ্মের সময় মক্ষিকা সকল লোকের অশান্তির কারণ হইয়া উঠিল।

অমরেন্দ্র বেলা ৫ টার সময় কলিকাতার রৌদ্রতপ্ত পথ অতিক্রম পূর্ব্বক কালীনাথ বাবুর বাড়ী গমন করিলেন।

ব্রহ্মময়ী আপনার বসিবার ঘরে উপবিষ্ট ছিলেন। অমরেন্দ্র সেই সময় গৃহে প্রবেশ করিলেন।

ব্রহ্মময়ী অমরেন্দ্রকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাকে আদর করিয়া নিকটে বসাইলেন। সেই করুণাময়ী মহিলার স্নেহপূর্ণ প্রাণের করুণ স্পর্শ অমরেন্দ্রের হৃদয় সিক্ত করিল।

প্রফুল্ল মাতার নিকট বসিয়াছিল। অমরেন্দ্রকে দেখিয়াই সে অবনত মুখে উঠিয়া কক্ষান্তরে গমন করিল। তাহার সলজ্জ রক্তিম মুখকান্তির প্রতি অমরেন্দ্র একবার দৃষ্টিপাত করিলেন।

লই

তাহার এই পলায়নব্যাপার অমরেন্দ্রের নিকট একটা জটীল প্রহেলিকার ন্যায় প্রতীয়মান হইত। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—"গত বৎসর, মিস্ এলিজাবেথ যখন বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমিই প্রফুল্লের শিক্ষক ছিলাম, তখন সে আমার নিকট কোন লজ্জা বোধ করে নাই। তারপর উহার এত লজ্জা অকস্মাৎ কোথা হইতে উপস্থিত হইল? কোন একটা অজ্ঞাতভাব উহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে কি? অথবা একটু বড় হইয়েছে কিনা, তাই স্ত্রীজাতিসুলভ স্বাভাবিক লজ্জা আসিয়া কুমারী হৃদয় অধিকার করিয়াছে।

"চিতোরের সেই ভাগ্যগণকের মতে ইনিই আমার জীবনের শান্তিদায়িনী। ইহাকেই বলে, আকাশকুসুম বা আকাশে প্রাসাদ নির্ম্মাণ! সে ব্যক্তি বোধ হয় একজন সুদক্ষ ঐন্দ্রজালিক। দূর হউক,—এসকল চিন্তায় মাতৃ-সেবকের কোন প্রয়োজন নাই।"

ইহা ভাবিয়া অমরেন্দ্র ব্রহ্মময়ীর কথায় মনঃসংযোগ করিলেন।

ব্রহ্মময়ী অমরেন্দ্রকে এতদিন না আসার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কহিলেন,—"নানাকার্য্যে বিব্রত থাকায় আসিতে পারি নাই।"

অঙ্গুরীয়কঘটিত ব্যাপার সহসা বলিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। নলিনীর প্রাপ্তির আশায় সে সমস্ত ঘটনা এতদিন ইহাদের নিকট গোপন রাখা হইয়াছিল।

ব্রহ্মময়ী কহিলেন,—"প্রফুল্লের বিবাহের আর বেশী বিলম্ব নাই। মনে করিয়াছি যে, সমস্ত বিষয়ই তোমার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ঠিক করিব।"

অমরেন্দ্র অন্যমনস্কভাবে উত্তর করিলেন "কোন্ তারিখ প্রফুল্লের বিবাহের দিন ধার্য্য হইয়াছে?"

ব্রহ্মময়ী,—"২৯শে বৈশাখ বিবাহের দিন স্থির করিয়াছি। নলিনীকে হারাইয়া এ বিবাহে আমার কিছুমাত্র সুখ ও শান্তি নাই। তবে একট কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদন করা. এই মাত্র

অমরেন্দ্র,—"বিধাতার ইচ্ছাই এজগতে পূর্ণ হয়। মানুষের শোক করিয়া কোন ফল নাই।

ব্রহ্মময়ী,—"তবুতো প্রাণ বোঝে না। অমরেন্দ্র! তোমাকে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। তুমিতো বাড়ীর ছেলে; বিবাহ কার্য্যের সমস্ত তত্ত্বাবধানের ভার তোমার উপর রহিল।"

অমরেন্দ্র ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন,—"মা, আমার অবকাশ মাত্রই নাই, তথাপি আমার যাহা সাধ্য করিব।"

তাঁহার অন্তরের নিভৃত প্রদেশ যে কথাটির সমর্থন করিল না, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

এমন সময় কালীনাথ বাবু সে ঘরে প্রবেশ করিলেন। আসনগ্রহণ করিয়া প্রথম আলাপের পর কহিলেন,—"রাজপুতানা হইতে আসিয়া আবার কোথায় গিয়াছিলে?"

অমরেন্দ্র একটু ইতঃস্তত করিয়া কহিলেন, "দস্যুতার তদন্তের জন্য দেবীবাবু আমাকে লইয়া গিয়াছিলেন।"

কালীনাথবাবু—"তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইলেন?"

কথাটা বলিতে অমরেন্দ্র একটু ভীত হইলেন। কারণ এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিলে নলিনীর জীবন সম্বন্ধে তাঁহাদের হৃদয়ে যে আশাটুকু ছিল, তাহাও ছিন্ন হইবে। যে অপ্রিয় সংবাদ আপনা হইতেই সময়ে শুনিবেন, তাহা কেন তিনি পূর্ব্বেই বলিতে যাইতেছেন? কেবল গিরিবালার জন্যই বলিতে বাধ্য হইলেন।

কালীনাথ বাবু,—"কেন নীরব রহিলে? দস্যুদল কি ধৃত হইয়াছে?"

অমরেন্দ্র—"হাঁ।"

কালীনাথ বাবু,—"নলিনীর কোন সংবাদ পাইয়াছ? সমস্ত কথাই বিস্তারিত খুলিয়া বলনা কেন?"

অমরেন্দ্র তখন অঙ্গুরীয়ক দর্শন হইতে গিরিবালার প্রাপ্তি পর্য্যন্ত সমস্ত কথাই খুলিয়া বলিলেন। গিরিবালা যে স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া নিরাশ্রয় অবস্থায় আছে, তাহাও বলিলেন।

ব্রহ্মময়ী রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুরাতন শোকস্মৃতি যেন নবীভূত হইয়া উঠিল।

আশাই এসংসারে মানবের অবলম্বন। যতক্ষণ আশা থাকে ততক্ষণ সমস্তই থাকে। আশা দগ্ধ মরুপ্রান্তরে পীযূষবাহিনী নির্ঝরিণী, দুঃখতপ্ত জীবনে শান্তি বিধায়িণী,—আশা সন্তাপহারিণী! মন্দার সৌরভ নিষেবিত নন্দনকাননিবাসিনী ত্রিদিবসুন্দরী আশা সন্মোহিনী বীণাঝংকারে মানবের কাণে কাণে কত মধুর গীতিধ্বনি শুনাইয়া থাকে।

প্রফুল্লের জনক জননীর আজ সে আশার শেষ অবলম্বন টুকু ছিন্ন হইল। প্রফুল্লের মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—"হা! আমার নলু আর ইহ জগতে নাই।"

অমরেন্দ্র তাহাই ভাবিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহাদের সান্ত্বনার নিমিত্ত কহিলেন,—"মা, ইহা একেবারে নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।"

কালীনাথ বাবুর অসাধারণ ধৈর্য্য দর্শন করিয়া অমরেন্দ্র বিস্মিত হইলেন। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া একবার কহিলেন,—"ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

কতক্ষণ নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া অমরেন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক ধীর ভাবে কহিলেন—"সে মেয়েটি এখন কোথায়?"

অমরেন্দ্র কহিলেন,—"সেই মেয়েটি স্বামীকর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া অল্প কয়েক দিনের জন্য সম্প্রতি মিস্ এলিজাবেথের নিকট অবস্থান করিতেছেন।"

ব্রহ্মময়ী,—"আহা, কি কষ্টের বিষয়! উহার কি উপায় হইবে?"

কালীনাথবাবু,—"এসম্বন্ধে হিন্দুসমাজের একটু উদারতা থাকা আবশ্যক। কি নিষ্ঠুরতা!"

ব্রহ্মময়ী,—"অমরেন্দ্র! উঁহার কি আর কোথাও থাকিবার স্থান নাই?"

অমরেন্দ্র,—"এ বিষয়ে আমি আপনাদের কৃপাভিক্ষা করিতেছি। আপনারা যদি আশ্রয় দেন, তবে উঁহার একটা থাকিবার স্থান হয়।"

কালীনাথ বাবু,—"অনায়াসে সে আমাদের বাড়ী থাকিতে পারে।"

ব্রহ্মময়ী,—"এমন লক্ষ্মীমেয়েকে আশ্রয় দিতে কাহার আপত্তি হইতে পারে?"

এই কথাবার্ত্তার পর সকলেই নীরব হইলেন।

অমরেন্দ্রের চক্ষু একজনকে অনুসন্ধান করিতেছিল। তাঁহার সেই ক্ষুদ্র প্রিয় শিষ্যটিকে কোথাও দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—"নরেন্ কোথায়?"

ব্রহ্মময়ী,—"সে ছেলেদের সঙ্গে খেলা করিতে গিয়াছে।"

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ



দুঃখময়ী।

বেলা ৮টা। তরুণ রবি ক্রমে প্রখর মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক পূর্ব্বাচল ত্যাগ করিয়াছেন।

ব্রহ্মময়ী নীচে আসিয়া রাঁধুনীর রান্নার তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত রান্নাঘরে প্রবেশ করিলেন। প্রফুল্লও মাতার সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিয়া আসিল।

বাহিরের লোকের জন্য বাহির বাটীতেই তাঁহাদের পাকের বন্দোবস্ত। তথায় একজন পাচকব্রাহ্মণ পাককার্য্যে রত। একটি পাচিকা-ব্রাহ্মণী পরিবারস্থ লোকের জন্য বাড়ীর ভিতর পাককার্য্যে ব্রতী ছিলেন। কালীনাথ বাবুর দাসদাসীর অভাব নাই। ৪।৫ জন ঝি; কয়েকজন ভৃত্য। তাহারা সকলেই বেতনভোগী।

ব্রহ্মময়ী প্রত্যহ স্বয়ং বাড়ীর ভিতরের পাকের তত্ত্বাবধান করিতেন। অনেক বড় লোকের গৃহিণীর ন্যায় তিনি অলস নহেন। সময় সময় নিজ হস্তে রন্ধন করিয়া পতি পুত্র কন্যাকে ভোজন করাইয়া থাকেন।

সুমতি তরকারী কুটিতেছিল। আর একজন ঝি বামা মাছ কুটিতেছে। অনতিদূরে একটি মার্জ্জার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়াছে, বড়ই নিঃস্বার্থ ভাব,—যেন কিছুই জানেনা। মাঝে মাঝে অর্থলোলুপ কর্ম্মচারীর ন্যায় এক একবার মাছের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছে; সুযোগ পাইলেই আত্মসাৎ করিবে। নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র অঙ্গনের এক বংশ-খণ্ডের উপর একটি বায়স পাটের আফিসের বড় বাবুর ন্যায় নীরবে

বসিয়া রহিয়াছে,—যেন কতই ভাল মানুষ এক একবার অর্দ্ধ দৃষ্টিতে দেখিয়া লইতেছে, সুবিধা পাইলে মাছগুলি অপহরণ করিবে। বড় মানুষের ইয়ার বন্ধুর ন্যায় একটি কুকুর কাছে বসিয়া লাঙ্গুল নাড়িতেছে। সময়ে প্রসাদ পাইবে, ইহা সে বেশ বোঝে।

প্রফুল্ল সুমতির নিকট যাইয়া তাহার সাহায্যে প্রবৃত্ত হইল।

সুমতি কহিল,—"দিদি মণি! হাত যে কাটিয়া যাইবে।"

প্রফুল্ল কহিল,—"তোমার হাতই কেন কাটুক না?"

সুমতি,—"দিদিমণি! হাত কাটিয়া ফেলিলে বর যে ফিরিয়া যাইবে।"

প্রফুল্ল,—"তোমার বুঝি একটি বরের সাধ হইয়াছে? তোমাকে একটি বর খুঁজিয়া দিব?"

সুমতি,—"আমার বর আমি নিজেই খুঁজিতেছি। দিদিমণি! সেখানে মানুষ গেলে আর ফিরিয়া আইসে না।" সে বর যমের বাড়ী।

এখানে সুমতির একটু পরিচয় আবশ্যক।

সুমতি বেতনভোগিনী ঝি নহে। ব্রহ্মময়ী তাহাকে নিরাশ্রয় পাইয়া বাল্যকালে হইতেই অতি যত্নে প্রতিপালন করিতেছেন, এবং ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া তাহার চরিত্র গঠনে যত্ন করিতেছেন! উদার-হৃদয়া ব্রহ্মময়ীর নিকট সে তাঁহার আপন সন্তানের ন্যায়ই প্রতিপালিত হইতেছে। সুমতি শূদ্র জাতীয়া,—অবশ্য পরিচারিকা মধ্যেই গণ্য।

সুমতি বালবিধবা। নিম্নশ্রেণীস্থ হইলেও তাহার চরিত্র অতি উত্তম। এনিমিত্ত ব্রহ্মময়ী তাহাকে ভালবাসিয়া থাকেন। তাহার চৌর্য্য প্রভৃতি কোন দোষও নাই। সে দেখিতে মন্দ নহে, বয়স বিশ বৎসরের অধিক হইবে না।

কিন্তু সুমতির অলসতা বড়ই প্রবল। বসিয়া থাকিতে পারিলে আর

কাজ করিতে চাহে না এবং বড়ই অসাবধান; সময় সময় জিনিষপত্র ভাঙ্গিয়া নষ্ট করে; তরকারী কুটিতে দিলে কখন কখন হাত কাটিয়া ফেলে; মাছ কুটিতে দিলে কোন দিন আঁইশগুলির পরিবর্ত্তে মাছগুলিই ফেলিয়া দেয়। সুমতির এত দোষ সত্ত্বেও গৃহিণী তাহাকে আদর করেন দেখিয়া অন্যান্য ঝিরা তাহার প্রতি হিংসার ভাব পোষণ করিয়া থাকে।

কালীনাথ বাবুর প্রাসাদের নিম্নতলে ঝি ও চাকরদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শয়ন ঘর। কিন্তু সুমতির শয়নের নিমিত্ত, উপর তলায় ব্রহ্মময়ীর শয়ন কক্ষের সংলগ্ন কক্ষটি নির্দ্দিষ্ট ছিল। তথাপি রাত্রিতে ভয়ে বুঝি উহার নিদ্রা আসিত না। ইঁদুরটা একটু নড়িলেই ডাকিয়া তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া দিত। ব্রহ্মময়ী স্বয়ং উঠিয়া কখন কখন উহার ঘরের ইঁদুর তাড়াইয়া দিয়া আসিতেন। কিন্তু উহার প্রতি কোন বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না। কালীনাথ বাবু ভিন্ন প্রকোষ্ঠে একাকী শয়ন করিতেন।

সকলে নানাকার্য্যে ব্যস্ত আছেন, এমন সময় নরেন, হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে তথায় উপস্থিত হইল।

ব্রহ্মময়ী কহিলেম,—"নরেন! তোর বুঝি আর পড়িতে ইচ্ছা হয়না? কেবলই দুষ্টামী?"

নরেন,—"মা, আমার আম কাটিবার ছুরি কোথায়?"

মা,—"আ দুষ্ট ছেলে! ছুরিখানি বুঝি হারাইয়া ফেলিয়াছিস্?"

নরেন—"মা, আর একখানা দাও না?"

মা,—"রোজই একখানা হারাইবি, আর রোজই বুঝি একখানা দিতে হইবে!"

নরেন,—"এবার দাও, আর হারাইব না।"

মা,—"আর কোথা হইতে ছুরি দিব? মাত্র একখানা আছে, তাহাও বড় বেশী ধারাল। কখন হাত কাটিয়া ফেলিবে।"

নরেন,—"মা, সেইখানাই দিতে হইবে। নহিলে আমি ছাড়িব না।" এই বলিয়া সে কান্না জুড়িয়া দিল। প্রফুল্ল নিকটেই ছিল,—সে একটা আলুর খোসা ছাড়াইতে ছাড়াইতে কহিল,—"মা, দাও না? একবার হাত কাটিলেই উহার শিক্ষা হইবে।"

ব্রহ্মময়ী ছুরি আনিতে উপরে চলিয়া গেলেন এবং তখনই ফিরিয়া আসিয়া সেই তীক্ষ্ণধার ছুরিখানা নরেনের হাতে দিলেন।

ঠিক্ সেই সময় রান্না ঘরের দেয়ালের উপর হইতে একটি টিক্‌টিকি ডাকিয়া উঠিল,——"টিক্—টিক্ টিক্।"

রাঁধুনীঠাকুরাণী বলিয়া উঠিলেন,—"সত্য, সত্য, সত্য!"

মানুষ দিনরাত্রি অবিরাম কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ করিয়া যাইতেছে। তাহার ভিতর সেই পরম জ্ঞানময় পরমেশ্বর কত গুরুতর ব্যাপার নিহিত রাখিয়াছেন, কে বলিতে পারে?

হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে নরেন চলিয়া গেল। এমন সময় গিরিবালাকে লইয়া মিস্ এলিজাবেথ তথায় প্রবেশ করিলেন।

একটি নূতন মেয়ে আসিয়াছে শুনিয়া সকলেই তাহাকে দেখিতে ব্যস্ত হইল। রাঁধুনী রান্না ফেলিয়া চলিয়া আসিল। ডাইলগুলি উনুনের উপর পুড়িবার উপক্রম হইল। বামা মাছ কুটিতেছিল, সে তাহা ফেলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল। মার্জ্জারমহাশয়, একখানি মাছ লইয়া প্রস্থান করিলেন। সুমতি হঠাৎ আঙ্গুল কাটিয়া ফেলিল। প্রফুল্ল ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া গিরিবালার নিকট দাঁড়াইল।

গিরিবালা ব্রহ্মময়ীকে প্রণাম করিয়া অবনত মুখে রহিল। তিনি পরম সমাদরে গিরিবালার হাত ধরিয়া উপরে লইয়া গেলেন। প্রফুল্ল তাহাদের সঙ্গে উপরে চলিয়া গেল।

সকলে উপবেশন করিলে ব্রহ্মময়ী কহিলেন,—"কি লক্ষ্মীমেয়ে!

দেখিতে যেন ঠিক্ লক্ষ্মীটির মত। গিরিবালা, এই তোমার ছোট বোন্ প্রফুল্ল। ইহার কাছে থাকিতে তোমার কোন কষ্ট হইবে না। ইহাই এখন তোমার নিজ বাড়ী মনে করিবে।"

মিস্ এলিজাবেথ কহিলেন,—"গিরিবালার চরিত্র বড়ই চমৎকার। আমি এমন মেয়ে কমই দেখিয়াছি।"

ব্রহ্মময়ী,—"মিস্, আপনি এখন হইতে প্রফুল্লের সঙ্গে গিরিবালাকেও পড়াইবেন।"

মিস্ এলিজাবেথ,—"হাঁ, বেশ কথা।"

গিরিবালা এপর্য্যন্ত কোন কথাই বলিতেছে না।

প্রফুল্ল কহিল,—"আহা, এমন ভাল মেয়েকে এত কষ্ট পাইতে হইতেছে! এমন মেয়েকে কি করিয়া তাঁহার স্বামী পরিত্যাগ করিলেন? আবার নাকি একটি বিবাহও করিয়াছেন! কি নিষ্ঠুর!"

গিরিবালার চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইল। সে শান্তভাবে ধীরে ধীরে উত্তর করিল,—"তিনি নিষ্ঠুর নহেন। আমারই অদৃষ্ট মন্দ। তিনি স্বর্গের দেবতা।" এই কথা বলিতে অবিরল ধারায় তাহার অশ্রু প্রবাহিত হইল।

ব্রহ্মময়ী বিরক্ত হইয়া কহিলেন,—"ফুলু, তোর কিছুমাত্র বুদ্ধি নাই। কি প্রকারে কথা বলিতে হয়, তাহাও জানিস্ না।" এই বলিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

প্রফুল্ল মাতাকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

ব্রহ্মময়ী কহিলেন,—"মা গিরিবালা, মনে কোন কষ্টই করিবে না। একমাত্র নারায়ণই আমাদের ভরসা। সর্ব্বদা তাঁহাকেই মনে রাখিবে।"

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সাররত্নে বঞ্চিতা।

গিরিবালা কালীনাথ বাবুর বাড়ী আসিবার দুই তিন দিন পর একদিন সকাল বেলা প্রফুল্ল গিরিবালাকে লইয়া তাহাদের একটি কক্ষে বসিয়াছিল। সেটি প্রফুল্লদের ভাঁড়ার ঘর। তাহার পরই নীচে নামিবার সিঁড়ী।

গিরিবালা ম্লানমুখে বসিয়া আপনার দুরদৃষ্ট চিন্তা করিতেছিল।

প্রফুল্ল নিজ সুকোমল কর-কমলে তাহার হাত দুখানি গ্রহণ করিয়া কহিল,—"গিরিদিদি! আমার দিদি থাকিলে তাঁহাকে দেখিয়া তুমি কতই সুখী হইতে! তিনি যেন স্বর্গের দেবী ছিলেন। আমরা ভাগ্য-দোষেই তাঁহাকে হারাইয়াছি।"

গিরিবালা কহিল,—"সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা। তবু দুঃখে প্রাণ কেন কাতর হয়, কিছুই বুঝিতে পারি না। পূর্ব্বজন্মে না জানি কতই পাপ অর্জ্জন করিয়াছিলাম, তাহারই ফলে এক্ষণ জীবনের সাররত্ন স্বামীধনে বঞ্চিতা হইলাম। আমি এক্ষণ আর তাঁহার চরণসেবার অধিকারিণী নহি। স্বামীসহ বৃক্ষতলে অবস্থান করিতে পারিলেও নিজকে জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যশালিনী জ্ঞান করিতাম। আমার—"

এমন সময় ব্রহ্মময়ী সে ঘরে প্রবেশ করিলেন। গিরিবালা নীরব হইল।

সুমতিকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া ব্রহ্মময়ী বলিতে লাগিলেন,—"সুমতি, গিরিবালার কাজকর্ম্মের ভার তোর উপর রহিল। সর্ব্বদা সাবধানে

থাকিস্, যেন গিরিবালার কোন জিনিষের জন্যই কোনপ্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে না হয়।”

প্রফুল্ল মনে মনে ভাবিল,—“সুমতির আবার সাবধান! মা গিরিবালার জন্য ভাল ঝিটিই নির্ব্বাচন করিলেন। হয়তঃ উহাকে খুঁজিয়া পাওয়াই ভার হইবে।”

সুমতি রান্না ঘরের জন্য তৈল নিতে আসিয়াছিল, তৈল ভরিতে যাইয়া হঠাৎ বোতলটি তাহার হাত হইতে পড়িয়া চুরমার হইল।

ব্রহ্মময়ী কহিলেন,—“সুমতি, তুই বড় অসাবধান!” এই বলিয়া তিনি কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন।

সুমতি তাড়াতাড়ি ভগ্ন কাচখণ্ডগুলি তুলিয়া সরাইয়া ফেলিয়া দিল। উহার অসাবধানতা বশতঃ ঐস্থানে যে ক্ষুদ্র এক কাচখণ্ড পড়িয়া রহিল, তাহা সে দেখিতে পাইল না। অন্য একটা পাত্রে তৈল লইয়া যাইতেই প্রফুল্ল একটু হাসিয়া কহিল,—“সুমতি, তোমার সাত খুন মাপ।”

তখন নরেন সিঁড়ি দিয়া দৌড়াইয়া উপরে আসিল।

উহার হাতে ছুরি ও একটা পেয়ারা এবং একটা কাঁচা আঁব। নিজেই বাগান হইতে পাড়িয়া লইয়া আসিয়াছে। সম্মুখে প্রফুল্লকে দেখিয়া কহিল,—“দিদি, দেখ কেমন পেয়ারা ও এই একটা আঁব। তোমাকে খানিকটা কাটিয়া দিতেছি।”

প্রফুল্ল কহিল,—“দেখিস্ যেন হাত না কাটে।” নরেন ছুরি দিয়া কাঁচা আঁবের খানিকটা কাটিয়া যেমন তাড়াতাড়ি নুন আনিতে গিয়াছে, অমনি ভগ্ন কাচখণ্ডে তাহার পা কাটিয়া গেল। ক্ষতস্থান হইতে রুধির-ধারা পড়িতে আরম্ভ করিল। নরেন কাঁদিয়া উঠিল।

নিমেষমধ্যে গিরিবালা নরেনকে কোলে লইয়া বসিল। প্রফুল্ল ভাবিল, “কি সুন্দর! গিরিবালা গৃহকার্য্যে অতি সুদক্ষ।” অবিলম্বে আপন অঞ্চলের খানিকটা ছিঁড়িয়া নরেনের পা বাঁধিয়া দিল।

বামা নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল, কহিল,—"দিদি, কাপড়টা ছিঁড়িয়া ফেলিলে ?"

গিরিবালার সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই ; কহিল,—"বামা, শীঘ্র জল লইয়া এস !" বামা জল লইয়া আসিলে, গিরিবালা ক্ষতস্থানে জল দিতে আরম্ভ করিল।

নরেনের কান্না শুনিয়া মাতা সে ঘরে পুনর্ব্বার প্রবেশ করিলেন। কহিলেন,—"কি হইয়াছে ?"

প্রফুল্ল কহিল,—"তোমার আদরের মেয়ে সুমতির কীর্ত্তি !"

ব্রহ্মময়ী কহিলেন,—"নরেন কেন দেখিল না ? এই দুরন্ত ছেলে দৌড় ভিন্ন হাটিতেই জানে না। কোন্ দিন সিঁড়ীর উপর পড়িয়া হাত পা ভাঙ্গিয়া ফেলিবে।" এই বলিয়া তিনি নীচে নামিয়া গেলেন।

নরেনের ক্ষতস্থানের রক্ত গিরিবালার যত্নে শীঘ্রই বন্ধ হইয়া গেল। প্রফুল্ল তাহার বেদনাস্থানে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

তখন সুমতি আসিয়া নিজ অসাধানতার জন্য দুঃখপ্রকাশ করিল এবং নরেনকে কোলে করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

সুমতি নরেনকে আন্তরিক স্নেহ করিত। সে তাহাকে কোলে লইয়া বলিতে লাগিল,—"আজ আর দাদাবাবুর স্কুলে যাইয়া কাজ নাই।"

তাহার মাতা একটু বিরক্তভাবে কহিলেন,—"কেন ? একটু কাটিয়াছে বই তো নয়। এমন ভাবেই ছেলেদের মাথা খাওয়া হয় গাড়ীতে যাইবে তাতে আর কি কষ্ট ? ছেলেদের একটু ক্লেশ সহিষ্ণুতা শিক্ষা করা উচিত।"

এমন সময় অমরেন্দ্র সে ঘরে প্রবেশ করিল। প্রফুল্ল কক্ষান্তরে গমন করিল।

অমরেন্দ্র কহিলেন,—"কি হইয়াছে ?"

ব্রহ্মময়ী কহিলেন,—"কি দুরন্ত ছেলে! আমি উহাকে লইয়া যে কি করিব, বুঝিয়া উঠিতে পারি না।"

অমরেন্দ্র,—"ছেলেদের এপ্রকার চঞ্চলতা স্বাভাবিক।" গিরিবালাকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া কহিলেন,—"ভাল আছেন তো? এখন আমি আপনার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়াছি।"

গিরিবালা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নীরব রহিল। মনে মনে ভাবিল,—"যখন জীবনের একমাত্র সাররত্নে বঞ্চিতা হইয়াছি, তখন আর ভাল কোথায়?" তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল।

অমরেন্দ্র কালীনাথ বাবুর নিকট তাঁহার বৈঠকখানায় চলিয়া গেলেন।

গিরিবালাকে নীরবে রোদন করিতে দেখিয়া ব্রহ্মময়ী তাহাকে হাত ধরিয়া উপরে লইয়া গেলেন এবং বিবিধপ্রকারে তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

গিরিবালা প্রফুল্লের অপেক্ষায় বয়সে এক বৎসরের বড়। তাহার এই সপ্তদশ বৎসর। লিখাপড়া কিছু জানেনা বলিলেই হয়। সামান্য চিঠি পত্র লিখিতে ও পড়িতে পারে। তাহাও বর্ণাশুদ্ধিতে পূর্ণ।

মিস্ এলিজাবেথ, ব্রহ্মময়ীর কথানুসারে, প্রফুল্লের সঙ্গে গিরিবালাকেও পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—(*)—

সমাজবক্ষে পাপকীট।

অমরেন্দ্র বৈঠকখানায় কালীনাথ বাবুর নিকট উপবেশন পূর্ব্বক কহিলেন,—"মহাশয়! আজ আমাদের সভার অধিবেশন। আপনার উপস্থিতি প্রার্থনীয়। এই একটা খাতা।" এই বলিয়া একখানা খাতা কালীনাথ বাবুর হাতে দিলেন।

কালীনাথ বাবু,—"কিসের খাতা?"

অমরেন্দ্র,—"দুর্ভিক্ষফণ্ডের চাঁদার খাতা।" কালীনাথ বাবু কালী কলম লইয়া তখনই তাহাতে নিজ নাম স্বাক্ষর করিলেন। কহিলেন—"এখন হইতেই দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইল?"

অমরেন্দ্র,—"রাজপুতানায় লোকের যে শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া আসিয়াছি, তাহা বর্ণনীয় নহে। তথায় আমরা একটি অন্ন সত্র খুলিয়াছি। সেখানকার কার্য্যকারকগণ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, শীঘ্রই আরও অর্থের প্রয়োজন। দুর্ভিক্ষফণ্ডে দেশের লোক অনেকেই মুক্তহস্তে দান করিতেছেন।"

কালীনাথ বাবু,—"অনেক ধনী লোক এ সম্বন্ধে উদাসীন। এমন লক্ষপতি ব্যক্তি আছেন, দেশের দুঃখদুর্গতির প্রতি তাঁহাদের কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই। যাহা হউক, এই সমস্ত সৎকার্য্যের জন্য তোমাদিগকে যে কি বলিয়া ধন্যবাদ করিব, বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তোমাদের যত্ন চেষ্টাতেই দেশের শত শত লোকের জীবন রক্ষা হইতেছে।"

অমরেন্দ্র,—"আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্যই করিতেছি।"

কালীনাথ বাবু,—"নব্য যুবকগণের যে প্রকার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও উদ্যমশীলতা, তাহাতে তাহাদের যত্নে এবং একপ্রাণতায় দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের অভাবও কতকটা দূর হওয়ার সম্ভাবনা।"

অমরেন্দ্র,—"অনেক দেশহিতৈষী ব্যক্তি জননী জন্মভূমির কল্যাণার্থ শিল্পচর্চ্চার জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতেছেন। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টেরও এবিষয়ে বিশেষ সহানুভূতি আছে।"

কালীনাথ বাবু,—"যে কোন বিষয়েই হউক কার্য্যসিদ্ধি লাভ করিতে হইলে তিতিক্ষার আবশ্যক। নব্য যুবকের উদ্দাম হৃদয়াবেগজনিত অধীরতায় অনেক সময় কার্য্যসিদ্ধির পক্ষে বিঘ্ন ঘটে। উন্নতিশীলতারও একটা দিক্ আছে। যেমন একটি প্রাসাদ প্রস্তুত করিতে হইলে, তাহার ভিত্তিমূলের দৃঢ়তার আবশ্যক,—স্থিরভাবে ইষ্টক খণ্ডের উপর ইষ্টকখণ্ড স্থাপনপূর্ব্বক অতি সাবধানে সুদক্ষ শিল্পী অতি বৃহৎ অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া থাকেন, তেমনই স্বদেশের হিতকল্পে কোন কার্য্যপ্রণালী সংগঠন করিতে হইলে, অতিশয় স্থৈর্য্য ও সাবধানতার আবশ্যক এবং তাহার ভিত্তিমূলের দৃঢ়তার প্রয়োজন।

অমরেন্দ্র,—"আপনি কাহাকে ভিত্তিমূল বলেন?"

কালীনাথ বাবু,—"নৈতিক নিষ্ঠাই তাহার ভিত্তিমূল। কি রাজনৈতিক, কি সমাজনৈতিক, যে কোন বিষয়ে দৃষ্টিপাত কর না কেন, নৈতিক নিষ্ঠার দৃঢ়তাই উহাকে অক্ষুণ্ণ রাখে ও শক্তি সম্পন্ন করিয়া তোলে। নৈতিক নিষ্ঠার শিথিলতায় দেশের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির প্রয়াস, বালুকার উপরিস্থিত প্রাসাদের ন্যায়, ভূমিসাৎ হয়। জগতের ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে।"

অমরেন্দ্র,—"যতদূর সম্ভব, নৈতিক নিষ্ঠা রক্ষা করিতে যত্ন করা হইতেছে।"

কালীনাথ বাবু,—"একটা সার্ব্বভৌমিক প্রীতির আবশ্যক। ইহা নৈতিক নিষ্ঠার আর একটা দিক্। দ্বেষ হিংসাদ্বারা কখনও দেশের মঙ্গল হইবে না। এই তো দেখ, ভ্রাতায় ভ্রাতায় কেমন দলাদলি আরম্ভ হইয়াছে। সকলেই এক মায়ের সন্তান; মাতার দুঃখ দারিদ্র্য দূর করা সকলেরই জীবনের উদ্দেশ্য; তবে এ দলাদলি কেন? আর কি ভারতে দলাদলি সাজে? দেখিতেছ না, দারিদ্র্য ও অন্নাভাবে দেশ জীর্ণশীর্ণ? শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি ভিন্ন ভারতের আর উপায় নাই। এই উন্নতির নিমিত্ত ত্রিশ কোটি ভ্রাতা ভগিনী সমস্ত হিংসা বিদ্বেষ বিসর্জ্জন দিয়া সম্মিলিত হও। পরস্পরের অশ্রুজল পরস্পরের অশ্রুজলে মিশাইয়া মায়ের চরণতলে এক হও। ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ করিয়া আর কেন জননীর বক্ষে শেলাঘাত কর?"

অমরেন্দ্র,—"দলাদলি এবং বিদ্বেষই যে সর্ব্বনাশের কারণ, তাহার আর ভুল কি? ভারতবাসীগণ এই প্রকার দলাদলি এবং সর্ব্বপ্রকার বিদ্বেষবুদ্ধি যদি ত্যাগ না করেন, তবে ভারতবর্ষের মঙ্গলের আশা বৃথা।"

কালীনাথ বাবু,—"ভারতবর্ষ পুণ্যভূমি। যুগ যুগান্ত ব্যাপিয়া জগৎ ইহাকে পুণ্যের আদর্শ স্থান বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেছে। সহস্র সহস্র বৎসর হইতে ভারতবর্ষ প্রীতি এবং ত্যাগের আদর্শরূপে গণ্য হইয়া রহিয়াছে। সেই ভারতবর্ষে—পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে, যদি গুপ্তহত্যা প্রভৃতি মহাপাপের স্থান হয়, ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কিছুই নাই। গুপ্তহত্যা অতিশয় ঘৃণনীয় এবং নীচাশয়তার কার্য্য। রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা অতিশয় নিন্দনীয়। যে ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া ভারত আজও প্রেমবলে, পবিত্রতাবলে, সমস্ত পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, এই সমস্ত মহাপাপের দ্বারা সেই সুদৃঢ় ভিত্তিমূল শিথিল হইয়া যাইবে। ইহা দ্বারা আমরা সভ্য জগতের

সহানুভূতি হারাইব। ইংরেজদিগের মধ্যে যে সকল প্রকৃত হিতৈষী ব্যক্তি প্রাণপণে ভারতের কল্যাণ সাধনে রত, গুপ্ত হত্যার পাশবিক কার্য্যদ্বারা আমরা তাঁহাদেরও সহানুভূতি হারাইব। ভারতের বিজয়বর্ত্ম কখনও রক্তাক্ত নহে। সাম্যমৈত্রীর বৈজয়ন্তী গগনে উড্ডীন করিয়া ভারতবাসী জগৎ জয় করিয়াছে। যাহারা গুপ্তহত্যারূপ মহাপাপে লিপ্ত, তাহারা দেশের প্রকৃত শত্রু। ভারতের প্রাণস্বরূপ নব্য যুবকগণ কেন এপাপে লিপ্ত হইবেন?"

অমরেন্দ্র,—"রাজনৈতিক হত্যাকারীর মঙ্গল কোথায়? যাহাতে দেশ মধ্যে এই সমস্ত মহাপাপের স্থান না হয়, সকলেই সে বিষয়ে যত্ন করিবেন, সন্দেহ নাই।"

কাশীনাথ বাবু—"পাপ ও অপবিত্রতার সঙ্গে সংগ্রামই প্রকৃত বীরত্ব। ইহা নৈতিক নিষ্ঠার একটা দিক্। জাতি-বিদ্বেষরূপ ঘোরতর পাপে, দেশকে ধ্বংশের পথে লইয়া চলিয়াছে। শত শত কুসংস্কার আবর্জ্জনারূপ পাপকীট সমাজবক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া ইহার অস্থিপঞ্জর পর্য্যন্ত বিনাশ করিতেছে। তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। বাল্যবিবাহ দেশ হইতে নির্ব্বাসিত কর। জাতি-বিদ্বেষ দূর করিতে দৃঢ়ব্রত হও। যাহারা এ সকল পাপ আবর্জ্জনার সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহারাই প্রকৃত বীরপুরুষ।"

অমরেন্দ্র—"প্রতীচ্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দিগের মতে খ্রীষ্টের জন্মের ৬০০ শত বৎসর পূর্ব্বে ভারত যখন জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত ছিল, সেই সময় ভারতের শিল্প বাণিজ্য উন্নতির চরম সীমায় উত্থিত হইয়াছিল। ভারতের বাণিজ্য-তরণী সকল অপার সমুদ্র-বক্ষ পার হইয়া দিক্‌দিগন্তে ধাবিত হইত। ভারতের শিল্প বাণিজ্য বলীদ্বীপ এবং অন্যান্য দেশেও প্রসারিত ছিল। শিল্পকলা এবং জ্ঞান গরিমায় ভারত যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল,

আজও ঐ সকল দেশ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সুবর্ণ যুগে ভারতীয় আর্য্য-সভ্যতা যবদ্বীপে সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

"পুরাকালে যুবরাজ সিংহবাহু সিংহলে গমন করেন; এবং পাণ্ড্যরাজ-কুমারী বহু রাজকর্ম্মচারী ও কৃতদাস এবং অনেক রাজকন্যাসহ সিংহলে গমন করিয়াছিলেন।

"ভারতের বাণিজ্য-তরণীসকল কেবল ভারত মহাসাগরে নয়, অন্যান্য মহাসাগরেও বিচরণ করিত, ইহা ইংরেজ গ্রন্থকারগণও স্বীকার করিয়াছেন।

পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকাহিনী আজ তাঁহাদের বংশধরের নিকট উপাখ্যানের আকার ধারণ করিয়াছে। যে সমুদ্রযাত্রা একদিন আর্য্য-জাতির গৌরবের বিষয় ছিল, বহু শতাব্দী পর তাঁহাদের বংশধরগণের নিকট আজ সেই সমুদ্রগমন নিষিদ্ধ! বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের নেতৃগণের ব্যবস্থানুসারে সমুদ্রগমন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে! এই প্রকারে দেশবাসী কমলাকে বিদেশে নির্ব্বাসিত করিয়া ভারতের উন্নতির পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। হায়, ভারতের কি শোচনীয় দুর্গতি!"

কালীনাথ বাবু,—"জানিনা, কবে এ দুর্গতির অবসান হইবে। ভারতবাসীর গৃহবিচ্ছেদ, অন্ধতা এবং অপরিণামদর্শিতাই এসকল অনর্থের মূল। আজকাল অনেক সুশিক্ষিত হিন্দু যুবক সমাজের কুসংস্কার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া সমুদ্র-পথে বিদেশ গমন করিয়া থাকেন। সকলেই যদি এ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন, এবং প্রায়শ্চিত্ত না করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, তাহা হইলে সমাজ-নেতৃগণ তাঁহাদের বিধি ব্যবস্থার কঠোরতাও শিথিল করিতে বাধ্য হইবেন।"

অমরেন্দ্র,—"সমাজের এই সমস্ত কলঙ্ক দূর না হইলে ভারতের উন্নতি

কোথায়? স্বদেশের উন্নতি কল্পে যুবকগণ সমুদ্র-পারে গমন করিলে, যে সমাজে মস্তক মুণ্ডন ও গোময় ভক্ষণপূর্ব্বক তাহাদের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা,—যে সমাজে পঞ্চম বৎসর বয়স্ক বালিকার ব্রহ্মচর্য্যের বিধান,—যে সমাজে অশীতিপর বৃদ্ধের বালিকা ভার্য্যাগ্রহণ নিন্দনীয় নহে,—যে সমাজে যথেচ্ছাচারী পুরুষ অবিশ্রান্ত পাপপথে ভাসমান থাকিয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রতিপত্তিসহ সমাজ-বক্ষে আনন্দে বিচরণ করিতেছে,—কিন্তু যদি কোন অবলা কুলবালা ভ্রান্তিবশতঃ অথবা দৈবক্রমে পথভ্রষ্ট হয়, তবে সে সময়ে সহস্র অনুতাপ ক্রন্দন করিলেও সমাজ তাহাকে কৃপাকণা বিতরণে বিরত,—বরং গভীর নিরয়কূপে মগ্ন করিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকে, সে সমাজের মঙ্গল কোথায়?"

এই প্রকার আরও দুই চারি কথার পর অমরেন্দ্র কহিলেন,—"এখন তবে বিদায় হই।" এই বলিয়া অমরেন্দ্র নীচে চলিয়া গেলেন।

ব্রহ্মময়ী রান্নাঘরে রাঁধুনীর সাহায্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, অমরেন্দ্র দ্বারে দাঁড়াইয়া কহিলেন,—"মা, আমার একটি বন্ধু জ্বরে শয্যাগত; এই বৈশাখের গ্রীষ্মে সে জ্বরের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতেছে! একখানি আখের প্রয়োজন। কাল উহা বাজারে মিলিল না, হয়তঃ সময়ে মিলিবে। আপনার বাগান হইতে একখানি দিলে বড়ই উপকার হইত।"

অন্তঃপুরের সংলগ্ন মহিলাদের জন্য তাঁহাদের একটি স্বতন্ত্র উদ্যান ছিল। সেখানে অপর পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ। এমন কি ভৃত্যগণেরও তথায় প্রবেশাধিকার ছিল না। কিন্তু অমরেন্দ্রের তথায় যাইতে বাধা কি? ব্রহ্মময়ীর মতে তিনি তো বাড়ীর ছেলে।

ব্রহ্মময়ী কহিলেন,—"আমাদের বাগানে আখ্ আছে বটে। তুমি সুমতিকে সঙ্গে লইয়া বাগানে যাও, সে তোমার ইচ্ছামত একখানি কাটিয়া দিবে।"

সুমতি "আসিতেছি" বলিয়া প্রস্থান করিল, কিন্তু আর আসিল না। অমরেন্দ্র কিয়ৎকাল সুমতির প্রতীক্ষায় থাকিয়া নিরাশ হইলেন। সেখানে ঝিরা অন্য কেহ ছিল না। অগত্যা ব্রাহ্মণীঠাকুরাণী মাছের ঝোল উনুনের উপর রাখিয়া অমরেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া গেল এবং দূর হইতে বাগান দেখাইয়া দিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিল। তিনি ব্রাহ্মণীর নির্দ্দেশক্রমে একখানি আথ্ স্বয়ং সংগ্রহপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

ষড়্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

রাজার আঙ্গ্‌টি।

নরেনের আজ আর স্কুলে যাইবার শক্তি নাই। কল্যকার ক্ষতস্থান ফুলিয়া বেদনা বৃদ্ধি হইয়াছে। সেই দুরন্ত চঞ্চল বালক আজ শয্যাশায়ী হইয়াছে।

জ্বরে তাহার দুষ্টামি বন্ধ করিত না। এই প্রকার সামান্য জ্বর সে খুব কমই গ্রাহ্য করে। কিন্তু পায়ের বেদনাই তাহাকে জব্দ করিয়াছে। আজ আর একটুও হাটিবার সাধ্য নাই। কিন্তু সে শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতে কিছুতেই সম্মত নহে।

গিরিবালার সেবা-পরায়ণতা দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সে আজ প্রাতে উঠিয়া নরেনকে কোলে করিয়া এককক্ষে সেকক্ষে ঘুরিতেছে। একবার ছাদের উপর, একবার বারেন্দায়, একবার রান্না

ঘরে তাহাকে লইয়া হাটিতেছে। দেখিয়া প্রফুল্ল কহিল,—"নরেন্, বেশ ঘোড়া পাইয়াছিস্ তো ?"

নরেন কহিল,—"দিদি, একটু বাগানে লইয়া চল না ?"

প্রফুল্লদের প্রমোদ-উদ্যানের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইহা মহিলাদের জন্যই নির্ম্মিত। সেখানে নানা প্রকার ফলের গাছ; বিবিধ-শ্রেণী ফুলের গাছও রহিয়াছে। গ্রীষ্মের সময় প্রফুল্লের পিতা, মাতা পুত্র কন্যাগণসহ বৈকালে বাগানের বিশ্রামাগারে বসিতেন। কিন্তু নলিনীবালার অন্তর্দ্ধানের পর আর কেহ সেখানে গমন করেন না। এক নলিনীর অভাবে তাঁহাদের সাধের প্রমোদ-উদ্যান শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। মাঝে মাঝে ঝিরা তথায় যাতায়াত করে। কিন্তু ভৃত্যগণ কোন সময়ই তথায় প্রবেশ করিতে পারে না। নির্দ্দিষ্ট সময়ে মালী আসিয়া কাজ করিয়া যায়। কেবল নরেন এখনও প্রত্যহ যাইয়া আম পেয়ারা পাড়িয়া আনে।

আজ তো আর সে হাটিতে পারে না, সুতরাং একটি ঘোড়ার প্রয়োজন। তাই আজ সে গিরিবালাকে ঘোড়ারূপে ধরিয়া বসিয়াছে।

প্রফুল্ল ও গিরিবালা নরেনকে লইয়া সেই প্রমোদ-উদ্যানে গমন করিল।

প্রভাতের মৃদুমন্দ সমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া তাহাদের হৃদয় মন স্নিগ্ধ করিয়া তুলিল। এখানে আসিয়া প্রফুল্লের পূর্ব্ব স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। প্রফুল্ল বলিতে লাগিল,—"পূর্ব্বে দিদিকে লইয়া প্রতিদিন বৈকালে এখানে আসিতাম। এই সেই মাধবী লতা। দিদি ইহাতে প্রতিদিন জল দিতেন। এই কুঞ্জলতা,—আহা, দিদি ইহার কতই না যত্ন করিতেন। সকলই তো পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে, কিন্তু দিদি কোথায় ? পিতা, মাতা বিশ্রামাগারের বারেন্দায় বসিতেন, আমরা কয় ভাই

ভগিনীতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফুল তুলিতাম, মালা গাঁথিতাম, কত গল্প করিতাম, পিতা, মাতা তাহা দর্শন করিয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিতেন। সেই সুখের দিন কোথায় গেল? পিতা, মাতা এখন এখানে ভ্রমেও পদার্পণ করেন না। ফুলগুলি ফুটিয়া থাকে, তুলিবার কেহ নাই;—ফুটিয়া আপনি ঝরিয়া পড়িয়া যায়।” প্রফুল্লের চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। কহিল,—“গিরিদিদি, আমার দিদী কোথায়?”

গিরিবালা কহিল,—“প্রফুল্ল! সংসারে সুখী কে? আমার ন্যায় অভাগিনী কেহ নাই।”

নরেন কহিল,—“দিদি! ঐ পেয়ারাটি পাড়িয়া দাও না?”

প্রফুল্ল কহিল,—“তোমরা পেয়ারা সংগ্রহ কর। আমি এই অবসরে কতগুলি ফুল তুলি। বহুদিন যাবৎ এই বাগানে আসি না।”

বেলী, যুঁই, গন্ধরাজ প্রভৃতি কত ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। ফুলের গন্ধে চারিদিক্ আমোদিত। প্রফুল্ল অঞ্চল ভরিয়া ফুল তুলিতে লাগিল। প্রকৃতির মধুময় সৌন্দর্য্যে তাহার প্রাণ ভরিয়া গেল। বিষাদ-স্মৃতি কতকটা নির্ব্বাপিত হইল।

গিরিবালা বিশ্রামাগারের বারেন্দায় নরেনকে লইয়া একটা চৌকির উপর বসিল। নরেন পেয়ারা পাইয়া তাহাতেই মনোযোগী রহিয়াছে।

বেলী ও যুঁইফুল তোলা শেষ হইলে, প্রফুল্ল কামিনী ফুলগুচ্ছ তুলিতে তথায় গমন করিল। সবিস্ময়ে দেখিল, কামিনীফুলের বৃক্ষমূলে একি! সেখানে একটি অঙ্গুরীয়ক পড়িয়া রহিয়াছে। হস্তে তুলিয়া দেখিল, তাহা সুবর্ণ অঙ্গুরীয়ক,—অমরেন্দ্র নামাঙ্কিত। স্পষ্ট বাঙ্গলায় লেখা রহিয়াছে, “অমরেন্দ্রনাথ রায়”। দেখিয়া প্রফুল্লের প্রাণ পরমানন্দে পূর্ণ হইল। তাহার তো হীরকাঙ্গুরীয়কের অভাব নাই, তবে এ আনন্দ কেন? তাহার মনে হইতে লাগিল যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য

ঐ অক্ষর কয়টিতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। সে মনে মনে ভাবিল,—"ইহা বিধাতার দান; এ অঙ্গুরীয়ক অর্চ্চনায় নিশ্চয়ই আমার দুর্ব্বল হৃদয়ে বল সঞ্চার হইবে।"

পরদ্রব্য স্পর্শ করাও নীতিশাস্ত্র বিরুদ্ধ। কিন্তু প্রফুল্লের প্রাণে ইহা বিধাতার দান বলিয়া মনে হইল কেন? যে জগদ্দুর্লভ স্পর্শমণি স্পর্শে লৌহ স্বর্ণে পরিণত হয়, যিনি পরকে মানবের প্রতি শিরাধমনী—তদপেক্ষা নিকটতম অন্তরাত্মা হইতেও নিকটতম করিয়া দিতে পারেন, সেই প্রেমই ইহার উত্তর দিতে সমর্থ।

এ অঙ্গুরীয়কটি অমরেন্দ্রের স্বর্গীয়া পিশীমাতার প্রদত্ত। সেই মাতৃ-স্বরূপিণী স্নেহময়ীর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ইহা তিনি সর্ব্বদা অঙ্গুলীতে ধারণ করিতেন। অমরেন্দ্র স্বভাবতঃই বিলাসদ্রব্যে বিরক্ত। কিন্তু তিনি ইহাকে স্বর্গীয়া স্নেহ-প্রতিমার কল্যাণপূর্ণ আশীর্ব্বাদ বলিয়াই মনে করিতেন। বয়স বৃদ্ধি এবং শরীরের পরিপুষ্টি নিবন্ধন অঙ্গুরীয়ক অনামিকায় রক্ষা করা সম্প্রতি কষ্টকর হইয়াছিল। সুতরাং কনিষ্ঠা অঙ্গুলীতেই ধারণ করিতেন। কিঞ্চিৎ শিথিলতাপ্রযুক্ত যদিও অঙ্গুরীয়ক স্খলিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তথাপি করুণার অমিয়-নির্ঝর পরিপ্লুত সেই মাতৃ-মূর্ত্তির স্মরণ-নিদর্শনটি তিনি একদিনের জন্যও পরিত্যাগ করেন নাই।

কাল যে তিনি ইক্ষু নিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহার অজ্ঞাতসারে অঙ্গুরীয়ক হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে।

এ অঙ্গুরীয়কে যে অমরেন্দ্রের একটি দুঃখময়ী স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে প্রফুল্ল তাহা জানিত না।

প্রফুল্ল অঙ্গুরীয়ক হস্তে লইয়া অক্ষরগুলি পুলকিত প্রাণে কতবার পাঠ করিতেছিল। ওকি প্রফুল্ল! এ যে পরদ্রব্য!

কিন্তু প্রফুল্লের অন্তরাত্মা ইহাকে শতবার "আপনার" "আপনার" বলিতে লাগিল।

কিঞ্চিৎ দূরে একটি বকুলফুলের গাছ প্রস্ফুটিত পুষ্প সম্ভারে শোভা পাইতেছে,—মৃদুমন্দ অনিলভরে কত ফুল ঝুর ঝুর করিয়া মাটিতে পড়িতেছে। দেখিয়া নরেন কহিল, "দিদি ! মালা গাঁথিবার জন্য কতগুলি ফুল লইয়া এস না ?" গিরিবালা চলিয়া গেল,—এবং অঞ্চল ভরিয়া বকুল ফুল তুলিতে লাগিল। নরেন সেই চৌকির উপর অর্দ্ধ শয়ান অবস্থায় পেয়ারা ভক্ষণে নিরত রহিল।

প্রফুল্ল তাড়াতাড়ি গিরিবালার নিকট যাইয়া কহিল,—"গিরিদিদি, একটি অপূর্ব্ব জিনিষ।"

গিরিবালা ফুল তুলিতে তুলিতে কহিল,—"কি পাইয়াছ প্রফুল্ল ?"

প্রফুল্ল,—"গিরিদিদি, ইহা রাজার আঙ্গটি।"

গিরিবালা একটু বিস্মিত হইয়া কহিল,—"রাজার আঙ্গটি কি ? দেখি কেমন ?" হাতের ফুল কয়টি মাটিতে রাখিয়া গিরিবালা অঙ্গুরীয়কটি ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল;—কহিল, "ইহা অমরেন্দ্র বাবুর আঙ্গটি, তিনি আসিলে দিব।"

প্রফুল্ল,—"কেন দিব ? ইহা এখন আমার হইয়াছে।"

গিরিবালা,—"কেমন করিয়া তোমার হইল প্রফুল্ল ?"

প্রফুল্ল কহিল,—"উহা যে 'রাজার আঙ্গটি!' 'রাজার আঙ্গটি' অর্থ যখন যাহার হাতে আইসে তখন তাহারই হয়। রাজার আঙ্গটির গল্প জাননা ? এক রাজপুত্র বনে যাইয়া আঙ্গটি হারাইয়া ফেলেন। অপর এক রাজকন্যা উহা প্রাপ্ত হইলেন,—রাজকন্যা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আঙ্গটি, তুমি কার ?' আঙ্গটি উত্তর করিল,—'আমি রাজার আঙ্গটি, যখন যাহার হাতে থাকি, আমি তখন তাহারই। পূর্ব্বে ছিলাম রাজ-

পুত্রের, এখন তোমার।" এই গল্প শেষ করিয়া প্রফুল্ল কহিল,—"গিরিদিদি! এখন এই আঙ্‌টি আমারই।"

গিরিবালা,—"প্রফুল্ল! রহস্য ত্যাগ কর। অমরেন্দ্র বাবু যখন আসিবেন, স্মরণ করিয়া তাঁহাকে দিও।"

প্রফুল্ল,—"গিরিদিদি! সত্যই আমি রহস্য করিতেছিনা।"

গিরিবালা,—"সেকি প্রফুল্ল!"

প্রফুল্ল,—"পূর্ব্বকালে 'রাজার আঙ্‌টি' কথা বলিতে পারিত। এখন কি উহার বাক্‌শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে? তাহা নহে; এখন উহার কথা সকলে শুনিতে পায় না। আমি স্পষ্টই উহার কথা শুনিতে পাইতেছি। আমি যখন জিজ্ঞাসা করিলাম, আঙ্‌টি, তুমি কার? সে আমার কাণে কাণে উত্তর করিল, "পূর্ব্বে ছিলাম অমরেন্দ্র বাবুর, এক্ষণ তোমার।" এই কথা বলিয়া প্রফুল্ল অবনত মুখে চুপ করিয়া রহিল।

কিন্তু প্রফুল্লের নিত্য সঙ্গী অভিমান আসিয়া আঙ্‌টির এইপ্রকার উক্তির প্রতিবাদ করিল। প্রফুল্ল কিছুদিন পর অঙ্গুরীয়ক অমরেন্দ্রকে প্রত্যার্পণ করাই মনে মনে স্থির রাখিল।

সংসারে "রাজার আঙ্‌টি"র অপ্রতুল নাই। পৃথিবীর রত্নাসনে সমাসীন রাজন্যবর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র জমিদারবর্গ অধিকাংশই এইপ্রকার—"রাজার আঙ্‌টি।" সমাজ-নেতৃগণের মধ্যে তো—"রাজার আঙ্‌টির" অভাবই নাই, রাজনৈতিক কর্ণধারগণের মধ্যেও অনেকেই এইরূপ "রাজার আঙ্‌টি।" ভারতীয় অনেক সভা সমিতিতে আমরা এইপ্রকার "রাজার আঙ্‌টি"র পরিচয় পাইয়া থাকি।

গিরিবালা তখন বিহঙ্গকূজিত পুষ্পোদ্যানে, শ্যামল শষ্পাসনে উপবিষ্ট প্রফুল্লের ফুল্ল অরবিন্দ তুল্য মুখপ্রতি আগ্রহের সহিত চাহিল। দেখিল, অমরেন্দ্রের নামটি উচ্চারণ করিতে প্রফুল্লের মুখখানি লজ্জায় রক্তিমকান্তি ধারণ করিয়াছে।

গিরিবালা প্রফুল্লের হাত ধরিয়া কহিল,—"প্রফুল্ল!"

প্রফুল্ল,—"কি ভাই!"

গিরিবালা,—"বলিবে তো?"

প্রফুল্লের কর্ণমূল পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল। সে গিরিবালার হস্তভ্রষ্ট ফুলগুলি অবনত নয়নে তুলিতে তুলিতে কহিল,—"কি কথা ভাই!"

গিরিবালা,—"আমার নিকটে কেন গোপন করিতেছ?" প্রফুল্ল ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

গিরিবালা তখন তাহাকে আপনার বুকের কাছে টানিয়া লইয়া কহিল,—"আজ সকলই বলিতে হইবে ভাই।"

এই সস্নেহ সহানুভূতিপূর্ণ বাক্যে প্রফুল্লের হৃদয় যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। অবরুদ্ধ হৃদয়দ্বার অতি ধীরে ধীরে, অতি কোমল হস্তে কে যেন মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। আপনাআপনি প্রফুল্লের চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে তাহা কোন মতেই সম্বরণ করিতে সমর্থ হইল না।

গিরিবালা প্রফুল্লের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল,—"আমাকে পর মনে করিওনা প্রফুল্ল!"

প্রফুল্ল কিছুই বলিতে পারিলনা। তাহার নীরব অশ্রুজলে গিরিবালার বক্ষস্থল সিক্ত হইল।

গিরিবালা তখন সেই সকালবেলার স্নিগ্ধ উজ্জ্বল আলোকে প্রফুল্লের অর্দ্ধ উন্মুক্ত হৃদয়-গৃহের সমস্তই যেন দেখিতে পাইল। আজ এই নির্জ্জন উদ্যানে, প্রকৃতির মধুময় ভাবরাজ্যে নীরব ভাষায় এই দুইটি প্রায় সম বয়স্কা তরুণীর মধ্যে কি কথাবার্ত্তা হইল, তাহা অন্যের বুঝিবার সাধ্য নাই।

সেই সময় সপুষ্প বকুলের পত্রাবৃত শাখান্তরালে বসিয়া একটি পাখী

মধুর স্বরে গাইল,—"বউ কথা কও।" গিরিবালা কহিল,—"এখন থাকুক ভাই, সন্ধ্যার পর ছাদের উপর কথা হইবে।"

তাহারা দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া নরেনের নিকট চলিয়া আসিল। সে পেয়ারা ভক্ষণ করিতে করিতে নিকটবর্ত্তী একটি অশোক ফুলের গাছের দিকে একমনে রহিয়াছিল। তাহার উপর দুইটি সুন্দর বুল্‌বুল্ খেলা করিতেছে, তাহারা কেমন লাল রঙ্গের পুচ্ছ তুলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঝুঁটি নাড়িতেছে; এবং নাচিতে নাচিতে এ ডালে সে ডালে বসিতেছে, নরেন তাহাই দেখিতেছে। মনে করিতেছে,—"এ সুন্দর পাখী দুইটি ধরিতে পারিলে খাঁচায় পুরিয়া উহাদিগকে কতই আদর করিতাম।"

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সান্ত্বনা।

কালীনাথ বাবুর বাড়ীতে গিরিবালার কোন অভাবই নাই। স্নেহময়ী উদার হৃদয়া ব্রহ্মময়ী তাহাকে আপন কন্যার ন্যায় যত্ন করেন। অদৃষ্টের নিপীড়নে নিপীড়িতা গিরিবালার শুষ্কপ্রায় হৃদয়-বল্লরী ব্রহ্মময়ী আপনার মধুর হৃদয়ের স্নিগ্ধ স্নেহ-সলিল সিঞ্চনে ধীরে ধীরে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

এ সংসারে প্রেমই মানবের জীবন। প্রেম মৃতদেহে প্রাণ,—অবসন্ন প্রাণে শক্তি সঞ্চার করিয়া দেয়। প্রেম না থাকিলে এ সংসার মরুস্থানে

পরিণত হইত। সেই প্রেমের উৎস, রমণীর অমৃতময় হৃদয়। মূর্ত্তিমতী প্রীতি ও পবিত্রতারূপিণী নারী নানা হিংস্রক জন্তু পরিপূর্ণ সংসার অরণ্যে বিচরণ করিয়া তাহাতে স্থানে স্থানে স্বর্গের পারিজাত প্রস্ফুটিত করিয়া রাখেন,—মরুদেশে অমিয় নির্ঝর প্রবাহিত করিয়া থাকেন।

প্রফুল্ল সর্ব্বদা কাছে কাছে থাকিয়া গিরিবালার চিত্ত বিনোদনে রত। সে মাতার সমস্ত গুণের অধিকারিণী হইয়াছে। কেহই মনে করিতে পারে না যে, গিরিবালা এই বাড়ীর মেয়ে নয়। প্রফুল্ল তাহার হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা দিয়া যেন গিরিবালাকে একেবারে আবরিয়া রাখিতে চাহিল।

গিরিবালা কালীনাথ বাবুর বৃহৎ অট্টালিকার সাজসজ্জা দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছে। এত বড় বাড়ী আর সে কখনও দেখে নাই। সর্ব্বত্রই কি সুশৃঙ্খলা! এবং কাজকর্ম্মের কি সুব্যবস্থা! দাসদাসীরা সকলেই আপন মনে নিয়মিত কাজ করিতেছে; কোনপ্রকার গোলযোগ নাই। ব্রহ্মময়ীর গৃহকার্য্যের নিপুণতা, ক্ষমাশীলতা এবং প্রকৃতির মাধুর্য্য ও ধর্ম্মনিষ্ঠার গুণে পরিবারে কি একটি শান্তি বিরাজিত। তিনি যেমন পুত্র কন্যার জননী, তেমনই দাস দাসীর মাতা।

কিন্তু গিরিবালার নিকট সকলই যেন শূন্য। কি এক শূন্যতায় তাহাকে ঘেরিয়া ফেলিয়াছে। এক অমূল্য রত্ন হারাইয়া সংসারে তাহার সকলই হারাইয়া গিয়াছে। তাহার বোধ হইতে লাগিল, যেন এক কক্ষভ্রষ্ট গ্রহের মত, এক শূন্যে—মহাশূন্যে, সে বিচরণ করিতেছে। শতবার সে আপনার নিকট আপনি প্রশ্ন করিত, কি পাপে তাহার এতদ্দশা ঘটিল? কোন্ জন্মান্তর হইতে ঘোরতর অভিশাপ বহন করিয়া সে এই পৃথিবীতে আসিয়াছে? এই কথা মনে ভাবিয়া সময় সময় সে অশ্রু বিসর্জ্জনকরিত।

গিরিবালার মনোবেদনায় করুণাময়ী ব্রহ্মময়ীর প্রাণ ব্যথিত হইয়া

উঠিয়াছে। তিনি কখন কখন গিরিবালাকে আপনার কোলের কাছে টানিয়া লইয়া সস্নেহে কহিতেন,—"মা গিরিবালা! একমাত্র নারায়ণই সকলের অপেক্ষা আপনার জন। তিনি মানুষের প্রাণের যত কাছে আছেন, এমন কেহ নয়। তাঁহাকেই প্রাণ সমর্পণ করিতে চেষ্টা কর। তিনিই জীবের একমাত্র সান্ত্বনার স্থল।"

মানুষের শোকদগ্ধ প্রাণে যেমন উপদেশে কার্য্য করে, এমন আর কোথাও নয়। সম্পদের সময় লোকে যে কথাটি গ্রাহ্যই করে না, কিন্তু বিপদের সময় হয়তঃ সে কথাটিই অকুল পাথারে তাহার আশ্রয়-তরণী স্বরূপ হইয়া থাকে। উর্ব্বর ভূমিতে বীজ বপনের ন্যায় ব্রহ্মময়ীর এই প্রকার উপদেশ গিরিবালার হৃদয়ে অপূর্ব্ব সান্ত্বনা আনয়ন করিল। বিশেষতঃ ব্রহ্মময়ীর চির স্নেহময়ী মাতৃ-মূর্ত্তি তাহাকে অধিকতর শান্তি-প্রদান করিল। বহুদিন পর আবার যেন সে শৈশবের হারান-রত্ন মা পাইয়াছে। তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিয়া, তাঁহার কাছে বসিয়া অভাগিনী গিরিবালা এক স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করিল।

মিস্ এলিজাবেথ তাহাকে যত্নপূর্ব্বক নানা সদ্‌গ্রন্থ পড়াইতেন। তাহার পাঠ সমাপ্তির পর তিনি পাশ্চাত্য মহিলাদের উন্নত জীবন-বৃত্তান্ত, অদ্ভূত আত্মত্যাগ-কাহিনী প্রাণস্পর্শী ভাষায় বর্ণন করিতেন। তাহা শুনিতে শুনিতে গিরিবালা আত্ম বিস্মৃত হইয়া যাইত।

তাহার বিষাদ-তিমিরাচ্ছন্ন হৃদয়ে যেন একটি নূতন আলোক দেখা দিল। ধীরে ধীরে তাহার অন্তর-রাজ্যে একটি নূতন দ্বার খুলিতে আরম্ভ করিল।

গিরিবালা আপন সমস্ত দুঃখ দমন করিতে চেষ্টা করিয়া যথাসাধ্য কর্ম্মে মন দিল। তাহার সেবা-পরায়ণতা দর্শন করিয়া বাড়ীর সকলেই অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। সে নরেনকে প্রাণের অধিক যত্ন করিত—

তাহার কত আবদার প্রাণপণে পালন করিয়া থাকে। প্রফুল্লকে সহোদরার ন্যায় স্নেহ করে; গিরিবালার এই সমস্ত সদ্‌গুণ দর্শন করিয়া কালীনাথ বাবু বড়ই প্রীতিলাভ করিলেন।

আজ নরেনের অসুখ;—কিন্তু সে কিছুতেই বার্লি খাইবে না। গিরিবালা কত গল্প করিয়া তাহাকে বার্লি খাওয়াইতেছে। আজ সমস্ত দিনই সে নরেনের কার্য্যে রত। এই সরল স্বভাব বালককে গিরিবালা নিজ স্নেহগুণে অল্পদিনের মধ্যেই বশীভূত করিয়া ফেলিয়াছে।

সুমতি যদিও স্বভাবতঃ অলস, তথাপি আজ নরেনের কার্য্যে তাহার অবহেলা নাই। সে সমস্তদিন নরেনের কাছে কাছে থাকিয়া তাহার মনোরঞ্জনার্থ যত্ন করিতেছে।

সন্ধ্যার সময় নরেন একটু ঘুম আসিলে প্রফুল্ল ও গিরিবালা তাহাকে মাতার নিকট শয়ন করাইয়া উভয়ে ছাদের উপর চলিয়া গেল।

তাহারা দুইজনে সেই শুভ্র চন্দ্রালোকে যেন প্রাণ মন প্রকৃতির মাধুর্য্যে ঢালিয়া দিয়া ছাদের উপর উপবেশন করিল।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ভাব বিনিময়।

কি নির্ম্মল জ্যোৎস্না! একে জ্যোৎস্নার শুভ্র বিমল সৌন্দর্য্য রাশি, তাহার উপর নির্ম্মল চন্দ্র কিরণে জ্যোৎস্নারূপিণী দুইটি সুন্দরী তরুণীমূর্ত্তি! মধুরে মধুর মিশাইল। ঐ কলঙ্কী চাঁদ এ অকলঙ্ক চাঁদের তুল্য নহে।

গিরিবালা ও প্রফুল্ল উভয়েই কি এক ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছে। উভয়েই নীরবে প্রকৃতির মাধুরী প্রাণ ভরিয়া দেখিতেছে।

গিরিবালা ভাবিতে লাগিল,—"আমি নারায়ণের ধ্যানে দিবারাত্র মনকে নিবিষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু স্বামীকে অতিক্রম করিয়া তো নারায়ণকে চিন্তা করিতে পারিতেছি না। আমি যতই নারায়ণকে চিন্তা করিতে থাকি, ততই আমার প্রাণে সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া স্বামী যেন তাহার পূর্ণতা সম্পাদন করিতে থাকেন। তাঁহাকে বাদ দিলে তো কিছুই নাই। তাঁহারই অতলস্পর্শ গভীর প্রেমের ভিতর নারায়ণের প্রেম কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। কোথা হইতে উষার নির্ম্মল আলোকের ন্যায় এক সান্ত্বনা অলক্ষ্যভাবে আসিয়া আমার প্রাণের উপর পড়িতেছে।"

গিরিবালার হৃদয় যতই শান্ত হইতেছে—বাসনার আবিলতা তাহার হৃদয় হইতে যতই দূর হইয়া প্রকৃত নির্ম্মলতা লাভ করিতেছে, ততই সে প্রেমের প্রকাশ উজ্জ্বলতর রূপে দেখিতে পাইতেছে।

চিন্তা-রাজ্য হইতে আপনার মনকে ফিরাইয়া লইয়া প্রফুল্ল ডাকিল—"গিরিদিদি!'

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

গিরিবালা অন্যমনস্ক ছিল। প্রফুল্লের কথা গিরিবালার শ্রবণ-পথে প্রবেশ করিলনা।

প্রফুল্ল,—"গিরি দিদি, কি চমৎকার জ্যোৎস্না!

গিরিবালা— (অন্য মনস্ক ভাবে) হাঁ!"

প্রফুল্ল,—"গিরিদিদি, বল দেখি জ্যোৎস্নার অপেক্ষা সুন্দর কি?"

গিরিবালা,—"তুমিই কেন বল না ভাই?"

প্রফুল্ল,—"একদিন এইপ্রকার জ্যোৎস্নায় আমাদের বাড়ীর ছাদের উপর তিন ভাই ভগিনী বসিয়া ছিলাম। দিদি কহিলেন,—'মানুষের প্রাণ জ্যোৎস্নার অপেক্ষা সুন্দর হইতে পারে।' সে কথার মর্ম্ম তখন বুঝিতে পারি নাই, এখন সত্য সত্যই দেখিতেছি, একজনের হৃদয় ঐ জ্যোৎস্নার অপেক্ষা কত সুন্দর—"

প্রফুল্ল এইমাত্র বলিয়া আর বলিতে পারিলনা। লজ্জাবনত আননে নীরব রহিল।

গিরিবালার ভাবের ঘোর এখনও ভাঙ্গে নাই; নতুবা সে দেখিতে পাইত, নবীন রাগে রঞ্জিত হইয়া একখানি তরুণ অনিন্দ্যমুখের ছবি এই নববিকাশোন্মুখ বালিকার হৃদয়-দর্পণে কেমন স্পষ্ট প্রতিবিম্বিত হইতেছে।

গিরিবালা,—"প্রফুল্ল! ঐ জ্যোৎস্নার বিমল সৌন্দর্য্যলহরীতে আমি একজনের হৃদয়ের সৌন্দর্য্য অনুভব করিতেছি, তিনি আমার স্বামী। তাঁহার প্রাণ ঐ জ্যোৎস্নার অপেক্ষাও নির্ম্মল।"

প্রফুল্ল,—"গিরিদিদি! তোমাকে আজ একটি কথা বলিব। তুমি আমার দিদি; দিদি আমার কত অপরাধ ক্ষমা করিতেন, তুমি কি আমাকে ক্ষমা করিবে না?"

গিরিবালা একটু হাসিয়া কহিল,—"কি কথা ভাই, বলিয়াই কেন ফেল না?"

প্রফুল্ল,—"তোমাকে ত্যাগ করিতে কি তোমার স্বামীর কিছুমাত্র কষ্ট হইল না?"

বর্ষণোন্মুখ প্রাবৃট্ জলদের ন্যায় গিরিবালার মুখ গম্ভীর হইল। ধীরে ধীরে উত্তর করিল,—"প্রফুল্ল! তাহা আমার অদৃষ্টের দোষ। আমার অদৃষ্ট দোষেই এ কষ্ট পাইতেছি, সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে।"

প্রফুল্ল,—"তোমার বাড়ী কি অন্য লোক ছিলেন না যে তোমার স্বামীকে বুঝাইয়া বলেন?"

গিরিবালা,—"আমার এক শাশুড়ী আছেন, তিনি আমাকে কন্যার মত দেখিতেন; এবং আমার এক বিধবা ননন্দা দুইটি ছেলে মেয়ে লইয়া আছে,—সে আমাকে সহোদরার মত ভালবাসিত।"

প্রফুল্ল,—"তোমাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিতে কি তাহাদের কিছুমাত্র কষ্ট হইল না?"

গিরিবালা,—"কষ্ট করিয়া আর কি করিবেন ভাই? আমাকে ঘরে লইলে, সমাজে তাহাদিগকে জাতি-ভ্রষ্ট হইয়া থাকিতে হইত। আমাকে ঘরে লইয়া কি তাহারা একঘরে হইয়া থাকিবেন?"

প্রফুল্ল,—"গিরিদিদি! আত্মীয় স্বজন অপেক্ষা কি সমাজ বেশী? আজ যদি আমার দিদি আসেন, আমাদের কত আনন্দ হয়। সমাজের মনস্তুষ্টির জন্য তাঁহাকে আমরা কি বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিব?"

গিরিবালা,—"সমস্তই আমার দুরদৃষ্ট। প্রফুল্ল, পরের দোষ দিলে কি হইবে? আমার ভাগ্যদোষে আমি কষ্ট পাইতেছি। তবু তো তিনি সুখে আছেন! আমাকে তিনি প্রাণের অপেক্ষা ভালবাসিতেন।"

প্রফুল্ল,—"তোমাকে যখন বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন, তখন সে ভালবাসার মূল্য কি?"

গিরিবালা,—"প্রফুল্ল! ভালবাসা অমূল্য। তিনি যে কি দায়ে পড়িয়া আমাকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি।"

প্রফুল্ল নীরব হইল। সহানুভূতিতে সে সরল কোমল প্রাণ অতিশয় ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে মনে মনে ভাবিল,—"সত্য সত্যই গিরিবালার হৃদয় অতি মহৎ।"

উপরে নীরব নীলাম্বরে চন্দ্রমা নীরবে অবস্থান করিয়া যেন এক প্রীতির রাজ্য বিস্তার করিতেছেন। তাহাতে বসিয়া দুইটি প্রীতিপূর্ণ হৃদয় উভয়ের ভাব পরস্পর বিনিময় করিতে লাগিল।

গিরিবালা প্রফুল্লের হাতখানি আপন করে গ্রহণ করিয়া কহিল,—"প্রফুল্ল!"

প্রফুল্ল,—"কেন, গিরিদিদি!"

গিরিবালা,—"সেই কথা।"

লজ্জায় প্রফুল্লের মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে চুপ করিয়া রহিল।

গিরিবালা সেই সলজ্জ অবনতমুখীর কপোল কোমল করে স্পর্শ করিয়া কহিল,—"আমার নিকট লজ্জা কি ভাই?"

প্রফুল্ল ধীরে ধীরে কি বলিতে যাইতেছিল, ঠিক্ সেই সময় হাসিতে হাসিতে সুমতি তথায় উপস্থিত হইল। প্রফুল্ল চুপ করিল; একটু বিরক্ত হইয়া মনে মনে ভাবিল,—"এ আপদটা আবার কোথা হইতে উপস্থিত হইল?"

হাসিতে হাসিতে সুমতি কহিল,—"দিদিমণি, একটি সুসংবাদ! তোমার বর নাকি শীঘ্রই তোমাকে দেখিতে আসিবেন।"

প্রফুল্ল,—(বিরক্ত ভাবে) "আচ্ছা যাও।"

সুমতি,—"দিদিমণি! এই দেখ একটা কাগজের ফুল,—ঠিক্ যেন

গোলাপফুলটি। ইহা দিয়া আমি তোমাকে সাজাইব।”

ঐ শুভ্র জ্যোৎস্নার মত সুমতির নির্ম্মল সরল প্রাণ যেন কি এক আনন্দে ঢল ঢল করিতেছিল।

প্রফুল্ল,—“যাও! আমাকে সাজাইতে হইবে না।” কিন্তু সুমতি ছাড়িবার পাত্র নহে। সে বলপূর্ব্বক প্রফুল্লের চুল বাঁধিতে বসিল। চুল বাঁধা সমাপ্ত হইলে, সেই কাগজের ফুলটি তাহার মাথায় গুঁজিয়া দিয়া কহিল,—“দিদিমণি! আসল কথাটা বলিতে ভুলিয়াছি,—মা তোমাকে ডাকিয়াছেন।”

সকলে নীচে নামিয়া আসিল।

ঈশ্বরেচ্ছায় তার পরদিনই নরেনের অসুখ সারিয়া গেল।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।



বিষাদিনী।

বেলা ১১টা। নরেন স্কুলে গিয়াছে। গিরিবালা স্নানান্তে নলিনীর পরিত্যক্ত পূজার ঘরে বসিয়া ইষ্টদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইল। পিতার আহার সমাপ্তির পর প্রফুল্ল শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতেছে। প্রায় আধ ঘণ্টা পর কালীনাথ বাবু উঠিয়া কাছারীতে চলিয়া গেলেন। প্রফুল্ল ধীরে ধীরে গমন করিয়া একটি নিভৃত কক্ষে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিল।

তাঁহার হাতে অমরেন্দ্রের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক। মুখমণ্ডল স্থির গম্ভীর। হৃদয় কি একটি কঠিন সমস্যাপূরণে নিযুক্ত ছিল।

প্রিয় পাঠিকা! আপনি কি বস্তুর গুণ অস্বীকার করেন? প্রকৃতপক্ষে সকল বস্তুরই একটা শক্তি আছে।

লেখনী গ্রহণ করিলে লিখিবার ইচ্ছা হৃদয়ে আপনা আপনি আসিবে। অস্ত্র গ্রহণ করিলে কিছু কাটিবার ইচ্ছা হইবে;—একখানা কাঁচি হাতে লইলে আপনার অজ্ঞাতসারে হয়ত: একটা কিছু কাটিয়া ফেলিবেন। হরিনামের মালা হাতে লইলে নামজপের ইচ্ছা আপনি হৃদয়ে উদিত হইবে। ইহা বস্তুর গুণ। এনিমিত্তই সাধকগণ বিলাসদ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া গৈরিক বস্ত্র ধারণ করেন। ইহা পরীক্ষিত সত্য।

অমরেন্দ্রের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক স্পর্শ করিবামাত্র প্রফুল্ল যেন কি এক অভূতপূর্ব্ব হৃদয়বল অনুভব করিতে লাগিল।

ইহা অচৈতন্য জড়পদার্থ। প্রফুল্লের নিকট ইহা চৈতন্যময় পদার্থ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

প্রফুল্লের হৃদয় গভীর বিষাদে সমাচ্ছন্ন। তাহার চক্ষু হইতে অবিরল অশ্রুবারি পড়িতেছে। সে অঙ্গুরীয়ককে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল,—"হে অঙ্গুরীয়ক! তুমি এতদিন এক পরম পবিত্র হস্তে অবস্থান করিয়া নিশ্চয় অনেক পবিত্রতা লাভ করিয়াছ। আমাকে কিঞ্চিৎ পবিত্রতা প্রদান কর।

"তুমি এতদিন এক ধর্ম্মবলে বলীয়ান পুরুষের নিকট বাস করিয়া নিশ্চয়ই প্রভূত হৃদয়বল অর্জ্জন করিয়াছ। আমার হৃদয়ে একবিন্দু বল অর্পণ কর; আমি তাহার বলে সমস্ত প্রতিকূলতার উপরে জয়লাভ করিব।"

এমন সময় পূজাসমাপ্তির পর গিরিবালা আসিয়া দ্বারে করাঘাত করিল, ডাকিল,—"প্রফুল্ল!"

প্রফুল্ল ধীরে ধীরে উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। গিরিবালা প্রফুল্লের হাত ধরিয়া দুইজনে নীচে নামিয়া গেল।

এমন সময় দুইজন বৈষ্ণবী "জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য" বলিয়া বাড়ীর বাহির খণ্ডে প্রবেশ করিল। তাহাদের গায়ে নামাবলী, সর্ব্বাঙ্গে গঙ্গা-মৃত্তিকার ছাপ, হস্তে খঞ্জনী। তাহারা লক্ষ্মীনারয়ণজীর মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইয়া খঞ্জনী বাজাইয়া গান ধরিল। লক্ষ্মীনারাণজীর ভোগ আরতি শেষ হইয়াছে। তাহার পূর্ব্বে গৃহিণী আহার করিতেন না। গিরিবালা এবং প্রফুল্লও মাতার সঙ্গেই মাধ্যাহ্নিক আহার সম্পন্ন করিত।

ঠাকুরদ্বারে অতিথিসেবার বন্দোবস্ত। তাহার জন্য একজন পূজারী নিযুক্ত আছেন। মধ্যাহ্ন সময় প্রায়ই অতিথি বৈষ্ণব, বৈষ্ণবী লক্ষ্মী-নারায়ণের ভোগ প্রসাদের অংশী হইয়া থাকে।

সুমতি তাড়াতাড়ি আসিয়া প্রফুল্লের নিকট কহিল,—"দিদিমণি! গান শুনিবে তো শীঘ্র এস।"

প্রফুল্ল গিরিবালার হাত ধরিয়া ঠাকুর ঘরের অঙ্গনে চলিয়া গেল।

সুমতি দৌড়াইয়া ঝি মহলে যাইতেই বামাকে সম্মুখে দেখিয়া কহিল, "বামাদিদি! এস এস, কি চমৎকার গান!"

গৃহিণী সুমতিকে ভালবাসিতেন, ইহা বামা সহ্য করিতে পারিত না। সে হাত নাড়িয়া কহিল,—"আমাদের আবার গান! বাবা, কি খাটুনী! খাটিতে খাটিতে শরীরটা শেষ হয়ে গেল!"

সুমতি,—"কেন বামাদিদি! তুমি কি কত সময় বসে গল্প করনা? মা তো কাকেও বেশী খাটান না। পাছে আমাদের কষ্ট হয়, তাই তিনি কত কাজ নিজে করেন।"

বামা,—"তোর তো কোন কাজ নেই; তোর আবার কি? তোর তো পাঁচ আঙ্গুলে ঘি!"

সুমতি ঝগ্‌ড়াটে নয়। সে বামার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিল,—"বামাদিদি, ঐ শোন কি সুন্দর গান! শীঘ্র এস।"

বামা আবার আরম্ভ করিল—"আমরা তো তোর মত আদুরে নই। এই সেদিন বাবুর একটা পাথরের গ্লাস ভাঙ্গিয়া ফেলিলি, গিন্নি কিছুই বলিলেন না। আমরা হইলে আর কি রক্ষা ছিল?"

সুমতি মার নিন্দা শুনিতে পারিতনা; সে দুঃখিত ভাবে কহিল,—"কই মাতো কাকেও কিছু বলেন না? এমন মা আর কার হয়?"

অন্যান্য ঝিরা সুমতিকে হিংসা করিলেও সরল হৃদয়া সুমতি সকলকেই ভাল বাসিত। প্রফুল্ল অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল। মনে মনে ভাবিল—"আজ বুঝি বামার চুরির ভাগটা কিছু কম পড়িয়াছে। তাই এত বিরক্তি!"

রণে ভঙ্গ দিয়া সুমতি প্রফুল্ল ও গিরিবালার নিকট দাঁড়াইল।

বৈষ্ণবীদ্বয় মধুর কণ্ঠে গাইতে লাগিল,—

মন পাগলা রে, দিন ফুরাল দিনে দিনে;
থাক্‌তে চেতন দীনতারণের শরণ লহ শ্রীচরণে।
ছয় চোরাতে সিঁধ কাটিছে নবদ্বারের মাঝখানে,
পাঁচ ডাকাত তার সাথের সাথী, কাটে বসি দিবারাতি,
ঘুমের সময় আর কোথা তোর, থাকিস্ রে ভাই সাবধানে।
হৃদ্‌কুটীরে মনোমত মণি মুক্তা আছে কত,
হেলাতে হারাইওনা ভাই, যতনের অমূল্য ধনে।
পুঁজির ঘরটি ঠিক রেখে বসে থাক মনের সুখে,
দুয়ারে প্রহরী রাখ বিবেক ভক্তি দুই জনে।
থাক্‌তে চেতন দীনতারণের শরণ লহ শ্রীচরণে।

এই গানটি প্রফুল্লের হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া প্রাণের তন্ত্রীতে তালে তালে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

প্রফুল্ল কহিল,—"মেয়েদের কথা থাকে, এমন একটি গান গাও।"

বৈষ্ণবীদ্বয় আবার খঞ্জনী বাজাইয়া গান ধরিল—

গান।

ধাওল কুল নারী, রূপে জনু বিজুরী
সপত পরাণ অনলে রে,
যৈছে শারদ চন্দ, ছোড়ি জলদ বন্ধ,
আগত ভেল ভুতলে রে,
রাখিতে ধরম ধন, কত নারী রতন,
ঝাপল জ্বল পাবকে রে,—
সাথে শত সঙ্গিনী ঝাপল পদ্মিনী
স্মরি মরমে জগ নায়কে রে।

প্রফুল্ল একমনে গান শুনিতেছিল। তড়িৎপ্রবাহের ন্যায় এই গানের ভাবটি যেন তাহার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইল।

অনেক সময় দেখা যায়, সামান্য একটি গান, সামান্য একটি কথা হৃদয়ে অসামান্য কার্য্য করিয়া থাকে। এগুলি মানবজীবনে শুভ মুহূর্ত্ত। পুণ্যময় পরমেশ্বর জীব উদ্ধারের জন্য এ সকল শুভ মুহূর্ত্ত প্রেরণ করিয়া থাকেন। মানবের হৃদয়ের দ্বারে প্রভাতমলয়ের মঙ্গলবার্ত্তার ন্যায় এই শুভ মুহূর্ত্তের উদয় হইয়া থাকে।

প্রফুল্ল চিত্রার্পিতের ন্যায় স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

এমন সময় মা ডাকিলেন,—"গিরি!" গিরিবালা ও প্রফুল্ল আহারার্থ চলিয়া গেল।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

আশ্চর্য্য স্বপ্ন।

রাত্রিতে শয্যায় শয়ন করিয়া প্রফুল্লের আর নিদ্রা হইল না। দুপুর বেলার বৈষ্ণবীদিগের গান এখনও যেন তাহার হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

নিতান্ত ব্যাকুল প্রাণে সে চিন্তা করিতে লাগিল,—"হা, আমি কি অপদার্থ! এই সমস্ত সাধ্বী নারীগণ ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত অবলীলাক্রমে জ্বলন্ত অনলে দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, আর আমি ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত সামান্য লজ্জাকেই বিসর্জ্জন দিতে পারি না! আমাকে শত ধিক্! এখন আমি কি করি? একদিকে লজ্জা, ভয়, কুল, মান যশ,—অন্যদিকে ধর্ম্ম। বড় কে?" বিবেক প্রাণে আঘাত দিয়া কহিল—"একদিকে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, অন্যদিকে ধর্ম্ম। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধর্ম্মের তুল্য হইতে পারে না।"

এই প্রকার চিন্তার আঘাতে সমস্ত রাত্রি নিদ্রাদেবী প্রফুল্লকে স্পর্শও করিল না। শেষ রাত্রিতে তন্দ্রাবস্থায় সে স্বপ্ন দেখিল,—

যেন সে কোন পার্ব্বত্য প্রদেশের এক অরণ্যে বিচরণ করিতেছে। কত ফুল, ফল,—কত সুন্দর সুন্দর তরুলতা। মাঝে মাঝে কত সুন্দর নির্ঝরধারা মৃদুমধুর রবে বহিয়া চলিয়াছে। একটি মনুষ্যেরও সমাগম নাই। কেবল মাঝে মাঝে বিহঙ্গের কলধ্বনি, ভ্রমরের ঝংকাররব শুনা যাইতেছে। বসন্তের মৃদুমন্দ মলয়ানিল ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া তাহার প্রাণে কি এক মাধুর্য্য ঢালিয়া দিতেছে। প্রফুল্ল যেন আপন

মনে বনদেবীর ন্যায়, সেই সুশোভন গিরিকাননে ভ্রমণ করিতে লাগিল। চলিতে চলিতে সম্মুখে এক অন্ধকারময় ভীষণ গহ্বর দেখিতে পাইল। সে অন্য মনস্কভাবে হঠাৎ সেই গহ্বর মধ্যে পড়িয়া যাইতে উদ্যত হইল।

যেন এমন সময় মেঘমধ্যস্থ অচলা সৌদামিনীর ন্যায়,—অবনী অভ্যন্তরস্থ অগ্নিশিখার ন্যায় এক জ্যোতির্ম্ময়ী সন্ন্যাসিনী অরণ্যের ভিতর হইতে সহসা সেই স্থানে আবির্ভূত হইলেন। সন্ন্যাসিনীর যোগাগ্নিময় তেজঃপুঞ্জ কান্তি যেন স্বর্গীয় আভায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। প্রফুল্ল বিস্ময়স্তম্ভিত হৃদয়ে দেখিল যে, সে সন্ন্যাসিনী নলিনীবালা। তাহার হৃদয় মধ্যে কি ভাবের উদয় হইল তাহা বলিবার নহে ;—শিরায় শিরায় শোণিতধারা দ্রুত প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে আত্মবিস্মৃতের ন্যায় কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বলিতে পারিল না। তাহার বাক্ রোধ হইল।

সন্ন্যাসিনী দৃঢ়ভাবে প্রফুল্লের হাত ধরিলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে যেন বিদ্যুৎ রাশি নির্গত হইল। তিনি তীব্রস্বরে কহিলেন—"কোথায় যাইতেছ ? এই মহাবিনাশের পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও।"

সন্ন্যাসিনী এই বলিয়া প্রফুল্লকে হাত ধরিয়া লইয়া চলিলেন। প্রফুল্লের কথা বলিবার শক্তি ছিল না। সে যন্ত্রের মত সেই অসামান্যা শক্তিশালিনী দেবীর সঙ্গে সঙ্গে গমন করিল। সন্ন্যাসিনী তাহাকে এক নয়নবিনোদন মনোহর উদ্যান মধ্যে লইয়া গেলেন। তাহার অপূর্ব্ব শোভা বর্ণন করিবার সাধ্য নাই। প্রফুল্ল ভাবিল, ইহা কি ইন্দ্রের নন্দন কানন ? কিন্তু তাহাতে অপ্সরার নৃত্যগীত নাই! গন্ধর্ব্ব কিন্নরের বাদ্যধ্বনি নাই। সমস্তই স্থির ও শান্ত। প্রকৃতি যেন মূর্ত্তিমতী শান্তি-রূপে বিরাজিতা। প্রফুল্ল সেখানে একটি নব মুকুলিত শ্যামল পাদপমূলে অমরেন্দ্রনাথকে দেখিতে পাইল। নবযুগের সেই নবীন কর্ম্মবীর যেন

সন্ন্যাসীবেশে আরাধ্যাদেবীর আরাধনায় রত। দেখিয়া প্রফুল্লের হৃদয় কি এক ভক্তির আনন্দে প্লাবিত হইয়া গেল। সে হৃদয়াবেগে সন্ন্যাসিনীর হাত সমধিক বলে চাপিয়া ধরিল।

সন্ন্যাসিনী কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া সেই ধ্যাননিরত অমরেন্দ্রনাথের করপল্লব অপর হস্তে গ্রহণ করিলেন,—বীণানিন্দিত মধুর কণ্ঠে কহিলেন, "আমার সঙ্গে আইস।" অমরেন্দ্রনাথ ধ্যানভঙ্গে নয়ন উন্মীলনপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ সচকিতে কহিলেন,—"মাত! কোথায় লইয়া যাইতেছেন?" সন্ন্যাসিনী কোন উত্তর না দিয়া প্রফুল্ল ও অমরেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া কিয়ৎদূর গমন করিলেন।

সে স্থানে এক প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত। তাহার লোল জিহ্বা যেন আকাশ স্পর্শ করিয়াছে। তাহা হইতে শ্বেতবর্ণ ধূম নির্গত হইতেছে। অমরেন্দ্রনাথ চিত্রার্পিতের ন্যায় নীরব নিশ্চল। জ্যোতির্ম্ময়ী সন্ন্যাসিনী দুইজনকে আদেশ করিলেন—"এই অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ কর।" দৈববাণীর ন্যায় সেই অলঙ্ঘনীয় বাক্য হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া দুইজনে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বিনা বাক্যব্যয়ে সেই প্রজ্জ্বলিত অনলমধ্যে প্রবেশ করিল।

কি এক স্বর্গীয় মন্দার সৌরভে সে স্থান অকস্মাৎ আমোদিত হইয়া উঠিল। সুদূর বৈজন্তপুর হইতে মৃদুমধুর দুন্দুভিধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় রূপ ধারণ করিয়া অমরেন্দ্র ও প্রফুল্ল অল্পক্ষণ পরই অগ্নিকুণ্ড হইতে বাহির হইল।

সন্ন্যাসিনী কহিলেন,—"তোমরা অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ।"

এই বলিয়া তিনি উভয়ের হস্তকে একত্র করিয়া কুসুমমালো বাঁধিয়া দিলেন। এবং ন্যায় ও কর্ত্তব্যের বিজয় বৈজয়ন্তী তাহাদের হস্তে দিয়া পুনর্ব্বার গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন,—"যাও উভয়ে মিলিত হইয়া জগতের

কার্য্য কর। এই পবিত্র ধ্বজা তোমাদের হস্তে জয়যুক্ত হউক।” নিমেষ মধ্যে সন্ন্যাসিনী কোথায় অদৃশ্য হইলেন। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

প্রফুল্ল জাগরিত হইয়া কি এক ভাবে আত্মহারা হইয়া রহিল। তাহার নিকট স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় সকল বাস্তবের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া মনে মনে ভাবিল,—“দিদির স্বর্গগত আত্মা আমাকে কর্ত্তব্যের পথ দেখাইয়া দিলেন।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

—(*)—

রোষানলে।

প্রফুল্ল প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক কর্ত্তব্য অবধারণ করিল।

আর কাল বিলম্ব না করিয়া তখনই কালী কলম ও কাগজ লইয়া মাতার নিকট একখানি চিঠি লিখিতে বসিল। লজ্জা ও ভয় আসিয়া তাহাকে বাধা দিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু আজ সে প্রাণে এক নবশক্তি লাভ করিয়াছে। প্রাণপণ বলে আপনাকে সংযত করিয়া লইল এবং নিম্নলিখিত কথা কয়টি লিখিয়া ফেলিল,—

শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু—

মা, আমাকে বিবাহ দি'ওনা। আমি অমরেন্দ্রবাবুকে ভালবাসি। আমাকে বলপূর্ব্বক বিবাহ দিলে আমি নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিব। ইতি—

সেবিকা—

প্রফুল্ল।

প্রফুল্ল একনিশ্বাসে এই কথা কয়টি লিখিয়া ফেলিল। লিখিয়া একবার, দুইবার, তিনবার পাঠ করিল। লজ্জায় তাহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া গেল। তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিত লাগিল। "কোন্ লাজে এই চিঠি লইয়া মার কাছে যাইব? বাবাই কি বলিবেন? পৃথিবী এখন কেন দ্বিধা বিভক্ত হয় না, আমি তাহার মধ্যে প্রবেশ করি!" প্রফুল্ল এই ভাবিয়া মনে করিল,—"দূর হউক, চিঠিখানা ছিঁড়িয়া ফেলি।"

প্রফুল্ল পরক্ষণেই হৃদয়ের বল সংগ্রহ করিয়া লইল এবং আর কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া চিঠিখানি সুমতির হাতে দিয়া কহিল,—"মার কাছে দিয়া আইস।" সুমতি তখনই তাহা গৃহিণীর নিকট লইয়া গেল।

ব্রহ্মময়ী চিঠিখানা পাঠ করিয়া মাথায় হাত দিয়া একেবারে বসিয়া পড়িলেন। এরূপ ঘটিবে তাহা তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারেন নাই। যে অমরেন্দ্রকে তিনি এতদিন দেব-চরিত্রজ্ঞানে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিয়া আসিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে কোন প্রকার বিরুদ্ধ চিন্তা করিতে তাঁহার মনঃপ্রাণ কিছুতেই প্রস্তুত নহে।

তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ার ন্যায় বসিয়া রহিলেন। কিপ্রকারে বিষয়টি কর্ত্তার গোচর করিবেন, তাহাই তাঁহার ভাবনার বিষয় হইল। একবার ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া কহিলেন,—"নারায়ণ, তোমার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

তাঁহার প্রাণের ভিতর কে যেন বলিয়া দিল যে, যাহার দ্বারা এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রিত হইতেছে—মানবের অচিন্ত্যনীয় যে গূঢ়তম, গভীরতম ভগবৎ ইচ্ছার নিকট প্রতিপলকে সকলপ্রকার সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিধি ব্যবস্থা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে, বিশ্বাসী তাঁহারই মঙ্গল হস্ত সকল কার্য্যে, অভ্যন্তরে প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে দেখিতে পান।

কিন্তু এই ঘটনায় কালীনাথ বাবুর যে নিতান্ত বিরক্তির কারণ রহিয়াছে, ইহাতে চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি মাতার কর্ত্তব্য স্মরণ

করিয়া ধীরে ধীরে মলিনমুখে স্বামীর নিকট গমন করিলেন।

কালীনাথ বাবু সেইদিনই প্রফুল্লের বর দেখিয়া আসিয়াছেন। তিনি একখানি ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন,—খবরের কাগজখানি রাখিয়া একবার গৃহিণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহাকে নিতান্ত বিষণ্ণ মুখে উপবিষ্ট থাকিতে দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিতভাবে কহিলেন,—"কি হইয়াছে? কারো তো অসুখ হয় নাই?"

ব্রহ্মময়ী,—"না, সকলেই ভাল আছে।"

কালীনাথ বাবু একটু নিশ্চিন্ত হইয়া কহিলেন,—"বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী। সম্পর্কিত ও পরিচিত সকলকেই নিমন্ত্রণ করিতে হইবে। ছেলেটি দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ জন্মিয়াছে। দেখিতে যেমন সুশ্রী তেমনই সুন্দর স্বভাব। লক্ষ্মী, সরস্বতী দুইই যেন তাহাদের ঘরে বাঁধা রহিয়াছে। এখানে যে সম্বন্ধ হইল, ইহা মেয়ের ভাগ্যই বলিতে হইবে।"

গৃহিণী বিষণ্ণ ভাবে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

কালীনাথ বাবু,—"কি হইয়াছে? ব্যাপারখানা কি খুলিয়া বলনা কেন?"

ব্রহ্মময়ী, "ভগবান যাহা করেন, তাহার উপর মানুষের হাত নাই।"

কালীনাথ বাবু গৃহিণীর এই প্রকার উপক্রমণিকা দেখিয়া বড় বিস্মিত হইলেন। কিছু স্থির করিতে না পারিয়া কহিলেন,—"কথাটা কি? কেন বলিতেছ না?"

ব্রহ্মময়ী,—"সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা" এই বলিয়া তিনি প্রফুল্লের চিঠি-খানা স্বামীর হস্তে দিলেন।

কালীনাথ বাবু কিঞ্চিৎ ব্যস্ততার সহিত চিঠিতে দৃষ্টিপাত করিলেন।

চিঠিখানা পাঠ করিয়া কতক্ষণ নিস্তব্ধভাবে রহিলেন। কোন কথাই বলিতে পারিলেন না।

রোষে ও ক্ষোভে কালীনাথ বাবুর মুখমণ্ডল বৈশাখী সন্ধ্যার বায়ু-কোণস্থিত রক্তাভ জলদ পটলের ন্যায় রক্তিমকান্তি ধারণ করিল।

কতক্ষণ পর তিনি সরোষে গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন ;—

"এই প্রকার চঞ্চলমতি তরুণ বয়স্ক বালক ও বালিকাদিগের মিশামিশি কি অন্যায়! তাহার বিষময় ফল প্রত্যক্ষ অনুভূত হইল। একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা এক প্রকার স্থির হইয়াছে, আমি তাহাদের নিকট কি অপদস্থ হইলাম! তোমাকে একজন সুদক্ষ গৃহিণী মনে করিতাম, কিন্তু তাহা আমার ভ্রান্ত ; একটা মেয়েকেই নিজ শাসনাধীনে রাখিতে পারিলে না। কি অন্যায়!"

এই বলিয়া তিনি নীরব হইলেন। সে সময় ব্রহ্মময়ী কোন কথাই বলিতে সাহস করিলেন না।

কালীনাথ বাবু কিয়ৎক্ষণ নীরবে অবস্থানপূর্ব্বক বারেন্দায় পাদচারণায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিঞ্চিৎ পর একটা চেয়ারে উপবেশন করিয়া সংবাদ-পত্রে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। আর কোন কথাই বলিলেন না।

প্রফুল্ল অন্তরাল হইতে দেবতুল্য পিতার এই প্রকার মানসিক কষ্ট দর্শন করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"হা! আমিই স্নেহময় পিতার এইরূপ কষ্টের কারণ হইলাম। আমার মৃত্যুই শ্রেয়স্কর।" এই বলিয়া প্রফুল্ল অশ্রুপাত করিল।

কালীনাথ বাবু সেদিন আর কাছারীতে গেলেন না। আহারাদির পর কোন বাক্য ব্যয় না করিয়া খাটের উপর শয়ন করিলেন।

প্রফুল্ল পিতার আহারাদির পর প্রত্যহ তাঁহাকে বাতাস করিত। আজ আর পিতার নিকট যাইতে তাহার সাহস হইল না। ব্রহ্মময়ী ধীরে ধীরে গমন করিয়া তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিলেন এবং নীরবে তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে কালীনাথ বাবু বলিতে লাগিলেন,—"একজনের সঙ্গে কথা বলিয়া তাহা রক্ষা না করা কি অন্যায় ! তাঁহারা বিবাহের সমস্ত আয়োজন করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে কি উত্তর দিব ? যাহারা বাক্য দান করিয়া তাহা রক্ষা না করে, তাহাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব কি ? আমি কখনও এ প্রকার অপদস্থ হই নাই। এই বিড়ম্বনা কি উঁহাদের মিশামিশির ফল নয় ?"

ব্রহ্মময়ী কোন উত্তর করিলেন না। ধীরভাবে স্বামীকে বাতাস দিতে লাগিলেন।

কালীনাথ বাবু পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন,—"পিতামাতা প্রভৃতি অভিজ্ঞ অভিভাবকগণ এই সমস্ত বালিকাদের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী, ইহা তাহাদের বুঝা উচিত। এই অল্প মতি বালিকারা নিজে কিছুই বুঝিতে পারে না। ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গল বুঝিবার তাহাদের কি শক্তি জন্মিয়াছে ? প্রফুল্ল সবে মাত্র ষোড়শ বৎসরে পড়িয়াছে, উহার বুদ্ধি কিছুমাত্র পরিপক্ক হয় নাই। এই প্রকার একটা ভাব তরুণ বয়সের চঞ্চলতাপ্রসূত খাম-খেয়ালী ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং তাহার মূল্য কি ? বিশেষতঃ যে পাত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির করা হইয়াছে, সেইপ্রকার পাত্রও সচরাচর পাওয়া দুর্ঘট।"

ব্রহ্মময়ী এবার কিঞ্চিৎ সাহস অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—"অমরেন্দ্রও তো ছেলে মন্দ নয়।"

কালীনাথ বাবু সরোষে উত্তর করিলেন—"কি বলিলে ? তোমার কি ইচ্ছা সেই পিতৃমাতৃহীন—সহায় সম্বলশূন্য ভবঘুরে ছেলেটার হস্তে প্রফুল্লকে সমর্পণ করিব ? তোমাকে বুদ্ধিমতী বলিয়া জানিতাম ; কিন্তু এই প্রকার নির্ব্বোধের মত কথা বলায় বিস্মিত হইয়াছি। আমি পিতা হইয়া মেয়েটাকে কেমন করিয়া জলে ফেলিব ?"

স্থিরবুদ্ধি ব্রহ্মময়ী হাল ছাড়িয়া না দিয়া কহিলেন,—"অমরেন্দ্রের চরিত্র তো খুব ভাল।"

কালীনাথ বাবু,—"হাঁ, আমি তাহা স্বীকার করি। কিন্তু তাহার কি আছে? তাহার দাঁড়াইবার স্থান নাই। তাহার অর্থোপার্জ্জনেও মন নাই। সে ইচ্ছা করিলে এই মুহূর্ত্তে ভাল চাকরী পাইতে পারে, কিন্তু সে বলে, প্রাণ গেলেও পরের দাসত্ব করিবে না। কেবল হাটে, মাঠে, সভাসমিতিতে ঘুরিয়া বেড়াইবে বইতো নয়? কোন দিন সে স্বদেশী মোকদ্দমায় জেলে যাইবে। আমি এমন পাত্রে প্রফুল্লকে সম্প্রদান করিতে পারি না।"

ব্রহ্মময়ী,—"সে লেখাপড়াও তো ভাল জানে।"

কালীনাথবাবু,—"হুঁা, স্বীকার করি; সে অতি প্রশংসার সহিত বি-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম-এ, রসায়ন পড়িত। অধ্যাপকগণ আশা করিয়াছিলেন যে, পরীক্ষায় সে প্রথম স্থান অধিকার করিবে। কিন্তু পরীক্ষার কয়েক মাস বাকী থাকিতেই প্রিন্সিপালের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া সেদিন কলেজ ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহার বিদ্যায় কি হইবে? সে কখনও অর্থোপার্জ্জন করিবে না।"

ব্রহ্মময়ী,—"ব্যবসাবাণিজ্যেও তো অর্থলাভ হয়।"

কালীনাথ বাবু—"ব্যবসাবাণিজ্যে অর্থলাভ বঙ্গদেশে কয়জন ভদ্রলোক করিয়াছেন? অনেক ভদ্র সন্তান ব্যবসাবাণিজ্য করিতে গিয়া নিতান্ত দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। আর ব্যবসাদার কি পদমর্য্যাদায় একজন ডিপুটি মাজিষ্ট্রের তুল্য? তাহার মান সম্ভ্রমই বা কোথায়?"

ব্রহ্মময়ী,—"শুনিয়াছি সে শিল্পকলা শিক্ষা করিতে আমেরিকা যাইবে।"

কালীনাথ বাবু,—"তাহা হইলে কি হইবে? শিল্পকলা শিক্ষা করিয়া অর্থ সম্বন্ধে নিজের কোন লাভই নাই। সে যদি ব্যারিষ্টারী

পরীক্ষা দিত, তবু একটা কথা ছিল। কিন্তু তাহা কখনও সে করিবে না। বর্ত্তমান সময়ে এদেশের যে অবস্থা তাহাতে শিল্পকলা শিক্ষা করিয়া তাহার দারিদ্র্য এজন্মেও ঘুচিবে না।”

ব্রহ্মময়ী,—“অনেকেই তো তাহার চরিত্রের প্রশংসা করে। সেদিন দেবীবাবু তোমার নিকটেইতো তাহার কত সুখ্যাতি করিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ‘অমরেন্দ্রের চরিত্র অতি নির্ম্মল ও সে অতি পরিশ্রমী’। সেই ডাকাতির তদন্তের সময় সে নাকি দেবীবাবুর অনেক সাহায্য করিয়াছে। তিনি অমরেন্দ্রকে আন্তরিক স্নেহ করেন।”

কালীনাথ বাবু,—“উহার একটা শক্তি আছে। সহজেই লোকের মন আকর্ষণ করিতে পারে। উহার মনোহর রূপলাবণ্য এবং প্রকৃতির মাধুর্য্য লোকের প্রাণ কাড়িয়া লয়। উহার বক্তৃতা দেওয়ার শক্তিও অতি চমৎকার। সভা সমিতিতে ওজস্বিনী ভাষায় প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা দিয়া থাকে।”

ব্রহ্মময়ী,—“ভিতরে স্বদেশপ্রেম না থাকিলে কি শুধু বক্তৃতায় মানুষের প্রাণ আকৃষ্ট হয়? ভিতরে যদি জিনিষ থাকে তবেই তাহা মুখ দিয়া বাহির হইয়া লোকের প্রাণ মুগ্ধ করে।”

কালীনাথ বাবু,—“উহারা যে স্বদেশপ্রেমিক তাহা কে অস্বীকার করে? স্বদেশের জন্যই তো কোন কাজ কর্ম্ম না করিয়া কেবল ঘুরিয়া বেড়ায়।”

ব্রহ্মময়ী,—“ইহাও তো কম প্রশংসার বিষয় নহে। স্বদেশের জন্ম মান, সম্ভ্রম, ধন, গৌরব সমস্ত ত্যাগ করিয়া স্বদেশবাসীর কল্যাণার্থ জীবন সমর্পণ করিয়াছে।”

কালীনাথ বাবু,—“তাহাতে তো আর কন্যার চিরদারিদ্র্য দূর হইবে না? অর্থজনিত সুখস্বচ্ছন্দতাও সংসারে কম কথা নয়।”

ব্রহ্মময়ী,—"অর্থ ও পদোন্নতিতেই কি লোকের সুখ শান্তি হয়? সুখশান্তি মনে,—বৃক্ষতলেও মনের শান্তিলাভ হইতে পারে।"

কালীনাথ বাবু,—"তবে কি মেয়েকে বৃক্ষতলেই সন্ন্যাসিনী সাজাইতে চাও?"

ব্রহ্মময়ী,—"ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছা এজগতে পূর্ণ হয়। মানুষ যত্ন চেষ্টাপূর্ব্বক যাহা করিতেছে, প্রতিদিন তাহা সেই জগদাতীত শুভ ইচ্ছার নিকট ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে।"

কালীনাথ বাবু,—"তাহাতো জানি। তবে পিতামাতার কর্ত্তব্য সকল দিক্ই দেখা। অমরেন্দ্র যদি একজন গণ্য মান্য লোকরূপে জনসমাজে পরিগণিত হয়, এবং রীতিমত অর্থোপার্জ্জন করে, তবেই তাহার নিকট কন্যা সম্প্রদান করিতে পারি, নচেৎ নহে। যাহার নিজেরই দাঁড়াইবার স্থান নাই, সে আবার স্ত্রী রাখিবে কোথায়?"

কালীনাথ বাবু রোষভরে এই কথা বলিয়া নীরব হইলেন।

ব্রহ্মময়ী,—"আমার বিশ্বাস অমরেন্দ্র সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।" এই বলিয়া তিনি কক্ষ ত্যাগ করিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

প্রফুল্ল অন্তরাল হইতে এই সমস্ত কথা শুনিতে পাইয়া অমরেন্দ্রের জন্য বড়ই ব্যথিত হইল। সে ভাবিতে লাগিল, "সেই সরল ও নির্ম্মল হৃদয় যুবক এসকল বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও অবগত নহেন। একজন সর্ব্বদর্শী, ন্যায়বান ধর্ম্মের রক্ষক পরমেশ্বর অবশ্যই বিদ্যমান আছেন; তিনিই অমরেন্দ্র বাবুকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিবেন।"

দ্বাচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

পথ-প্রদর্শক।

নানা ঘটনার আবর্ত্তে পড়িয়া আমরা এতক্ষণ নলিনীবালার বিষয় বলিতে আর অবকাশ পাইয়া উঠি নাই। নৌকা হইতে দস্যুগণ কর্ত্তৃক নলিনী যে অচৈতন্য অবস্থায় অপহৃত হইয়াছিল, তাহা প্রিয় পাঠিকার অবশ্যই স্মরণ আছে। সেই পূর্ব্ববর্ত্তী বিষয় সকল এক্ষণ সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে।

দস্যুগণ অনেক মূল্যবান জিনিষপত্র এবং সংজ্ঞাহীনা নলিনীকে লইয়া সেই নৌকা হইতে অনেক দূরে এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিল। তন্মধ্যে একটি স্থান অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন। উপরে প্রকাণ্ড বৃক্ষশ্রেণীর শাখা প্রশাখা ছাদের আকার ধারণ করিয়াছে। এস্থান তাহাদের অপরিচিত নহে। তাহারা মশালের আলোতে স্থানটি ভাল করিয়া দেখিয়া লইল, এবং এক বৃক্ষমূলে ধীরে ধীরে নলিনীবালাকে শয়ন করাইল। সেই পাপ-পিশাচগণ জিনিষপত্র লইয়া গোলমাল করিতে করিতে একটা ঝোপের অন্যদিকে গমন করিল। স্বর্ণলতারূপিণী অসহায়া নলিনীবালা সেইস্থানে একাকিনী পড়িয়া রহিল।

তখন সে অচেতনাবস্থায় স্বপ্ন দেখিল,—যেন অতলস্পর্শ অপার সুনীল পারাবার। উপরে অনন্ত আকাশ, নীলদিগন্ত রেখা অম্বুনিধির নীল জলে মিশিয়াছে।

সেই শান্ত স্থির নীলাম্বুবক্ষে এক ক্ষুদ্র তরণী। মৃদুমন্দ অনিলপ্রবাহে কোন্ স্বপ্নময় রাজ্যের বার্ত্তা বহন করিয়া মৃদুমন্দ গতিতে চলিয়াছে। ফেণপরীনিক্কণধ্বনির সহিত অমরাবতীর কিন্নরকণ্ঠের ন্যায় মধুর

সঙ্গীতধ্বনি তরণীমধ্য হইতে সমুত্থিত হইতেছে। নীল ব্যোমবিহারিণী শুভ্র পরিচ্ছদধারিণী কিন্নরীর ন্যায় শুভ্র পাল তুলিয়া কাহার উদ্দেশ্যে ধীরে ধীরে চলিয়াছে।

ক্রমে সেই ক্ষুদ্র তরণী সৈকত বেলাভূমিতে সংলগ্ন হইল। তরণীমধ্য হইতে এক জ্যোতির্ময় পুরুষ তীরে অবতীর্ণ হইলেন। নলিনীবালা যেন নির্ম্মুক্ত আকাশের তলে অনন্ত অম্বুধিকূলে বালুকাশয্যায় শায়িতা। সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ গজেন্দ্র-গমনে নলিনীর সমীপবর্ত্তী হইয়া তাহার শিরোদেশে ধরাসনে উপবেশন করিলেন। তিনি নলিনীর স্বামী। কোমল কর-কমলে তাহার ললাট স্পর্শ করিয়া যেন অমৃতময় মধুর বাক্যে কহিলেন,—"নলিনি! উঠ উঠ, আর অচেতন হইয়া থাকিবার সময় নাই, শীঘ্র পলায়ন কর; নতুবা সম্মুখে মহাবিপদ।" জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ অদৃশ্য হইলেন। নলিনী চৈতন্য লাভ করিল। চাহিয়া দেখিল,—ঘোর অরণ্য,—তিমিরাচ্ছন্ন অরণ্যমধ্যে সে একাকিনী শয়ানা। দস্যুগণ নিকটবর্ত্তী ঝোপের অন্তরালে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি বণ্টনে ব্যস্ত।

নিমেষমধ্যে নলিনী গাত্রোত্থানপূর্ব্বক উঠিয়া বসিল। সেই অন্তরের অন্তরতর চিরপরিচিত মধুর কণ্ঠস্বর ত্রিদিব-বীণাধ্বনির ন্যায় যেন তাহার কর্ণে বাজিতেছিল। নলিনী অশ্রুপূর্ণ নয়নে, আকুল প্রাণে মনে মনে বলিতে লাগিল,—"দেব, একবার মাত্র দর্শন দিয়া কোথায় লুকাইলে? দুঃখিনীর এই ঘোর বিপদবার্ত্তা কি তোমার চরণে পঁহুছিয়াছে? তাই উদ্ধারের নিমিত্ত এই মর্ত্তালোকে আগমন করিয়াছ। আসিয়াছ যখন তখন এসময়ে সহায় হও।" এই বলিয়া নলিনী নিবিড় অন্ধকারে মিশিয়া অলক্ষিতে বিদ্যুৎবেগে পলায়ন করিল। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনীর কথা স্মরণ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে নলিনী দ্রুত গমন করিতে লাগিল।

কোথায় পথ? পিতা মাতার স্নেহ-অঙ্কে লালিতা অষ্টাদশ বর্ষীয়া যুবতী আজ একাকিনী অকুল বিপদ-সাগরে ঝাঁপ দিয়াছে! কে বলিয়া দিবে কোথায় পথ? নলিনী পদে পদে বাধা পাইতে লাগিল। পদে পদে কণ্টকলতাগুল্মে তাহার কোমল সুকুমার কলেবর ক্ষত বিক্ষত করিতেছে; সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। সে চলিতে লাগিল,—অবিরাম অবিশ্রাম, ঊর্দ্ধশ্বাসে চলিল। একবার ঊর্দ্ধমুখে যুক্তকরে ডাকিল—"কোথা হে বিপদের বন্ধু শ্রীহরি! এবিপদ-সাগরে কোথা তুমি? নিরাশ্রয়া অবলা কুলবালাকে রক্ষা কর।"

নলিনী সেই পবিত্রনাম মনে মনে জপ করিতে করিতে দিকৃভ্রান্ত উল্কার ন্যায় অরণ্যপথে চলিতে লাগিল। কতবার সে বৃক্ষগুল্ম, লতার আঘাতে পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া গেল। সে অন্তশ্চক্ষুতে দেখিতে পাইল, সেই স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ যেন তাহার অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিয়াছেন।

নলিনী এইরূপে কিছুকাল গমন করিয়া দূরে দস্যুদের ভীষণ চীৎকার ধ্বনি শুনিতে পাইল। যেন সেই পাপাচারীগণ তাহাকে খুঁজিতেছে। করাল-দশনগত মৃগশিশু মুখভ্রষ্ট হইয়া পলায়ন করিলে শোণিত-লোলুপ শার্দ্দূল যেমন ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়া তাহার অনুসন্ধানে ভ্রমণ করে, সেই প্রকার দুর্দ্দান্ত দস্যুদল যেন উন্মত্তের ন্যায় নলিনীকে অন্বেষণ করিয়া ইতঃস্তত ধাবমান হইতেছে। সে যে এত শীঘ্র চৈতন্যলাভ করিবে দস্যুগণ তাহা মনেও করিতে পারে নাই।

নলিনী ত্রাস-কম্পিত-কলেবরে আবার মনে মনে একপ্রাণে ডাকিল,—"কোথাহে দুর্ব্বলের বল শ্রীহরি, আমাকে আশ্রয় দাও!" অমনি তাহার হৃদয়স্থল হইতে কে যেন বলিয়া দিল—"ভয় নাই, ভগবান্ সতীর রক্ষক"

এই অভয়বাণী শ্রবণ করিয়া অসহায়া নলিনীবালা অধিকতর তেজের

সহিত চলিতে লাগিল। অনেক দূর গমন করিয়া সম্মুখে তৃণশস্য পরিশোভিত বিশাল প্রান্তর দেখিতে পাইল। দস্যুদের চীৎকারধ্বনি তখনও থামে নাই। অরণ্যমধ্যে উন্মত্তের ন্যায় তাহারা চীৎকার করিতেছে।

নলিনী মনে মনে ভাবিল, এখন মাঠের মধ্যে বাহির হইলে ধরা পড়িবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। সুতরাং ঝোপের মধ্যেই লুকাইয়া বিপদের অবলম্বন শ্রীহরিতে আত্মসমর্পণ করিয়া রহিল। তখন রাত্রিপ্রায় শেষ হইয়াছে। বৃষ্টি থামিয়াছে। কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ধরণী ঘোর অন্ধকারে সমাবৃত।

এমন সময় অকস্মাৎ মাঠের মধ্যে আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া একদল লোকের কণ্ঠনিঃসৃত গম্ভীর হরিধ্বনি দূর হইতে তাহার শ্রবণপথে প্রবেশ করিল। মানবসমাগম সম্ভাবনা বুঝিতে পারিয়া দস্যুদল নীরব হইল।

সেই বনের প্রান্তভাগ দিয়া লোক চলাচলের জন্য একটি অপ্রসর রাস্তা প্রান্তর ভেদ করিয়া গ্রাম অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই একদল পথিক ঐ রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা চলিতে চলিতে নলিনী যেখানে ঝোপের অন্তরালে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিল, তাহার নিকট দিয়াই যাইতে আরম্ভ করিল। তাহারা সংকীর্ত্তনের দল। কীর্ত্তনের উদ্দেশ্যে গ্রামান্তরে গিয়া ঝড় বৃষ্টির জন্য আবদ্ধ ছিল। ঝড় বৃষ্টির অবসানে প্রভাতের পূর্ব্বেই নিজগ্রাম অভিমুখে চলিয়াছে। তাহারা নানাকথা বলিতেছে, দুই একবার মৃদঙ্গ শব্দ করিতেছে এবং "জয় রাধারাণী কি জয়" বলিয়া ধ্বনি করিয়া উঠিতেছে।

পথিকগণ কিঞ্চিৎ দূরে চলিয়া গেলে, নলিনী আর কালবিলম্ব না করিয়া প্রান্তর মধ্যে বহির্গত হইল, এবং দূরে থাকিয়া তাহাদের অনুবর্ত্তী হইল। অন্ধকার ও দূরত্ববশতঃ পথিকগণ তাহাকে দেখিতে পাইল না, অথবা ফিরিয়া দেখা আবশ্যক বোধ করিল না।

কি এক স্বাভাবিক নিস্তব্ধতা সেই প্রান্তরমধ্যে বিরাজিত। মাঝে মাঝে দূরস্থ বৃক্ষ-নিকুঞ্জে মৃদু-মধুর ঝিল্লিরব শুনা যাইতেছে। শস্যপত্রের অভ্যন্তরে জোনাকীশ্রেণী ঝিকিমিকি জ্বলিতেছে! নলিনী সেই তৃণপত্র চরণে দলিত করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে চলিল।

প্রান্তরের কিছু দূরে গমন করিয়া নলিনী কতকগুলি কুটীরশ্রেণী নিকটে দেখিতে পাইল। উহা একটি কৃষক-পল্লী। পথিকগণ কিয়ৎক্ষণ পর পল্লীমধ্যে প্রবেশ করিল।

নলিনী মনে মনে ভাবিল, বোধ হয় ইহা দস্যুপল্লী নহে। তথাপি কত ভয়, কত চিন্তা আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিল। তখন সেই উপায়ান্তর বিহীনা তরুণী নিতান্ত অবসন্ন দেহে ব্যাকুল হৃদয়ে পথিকগণের প্রদর্শিত পথে সেই পল্লীগ্রামের ভিতরই প্রবেশ করিল।

কিন্তু পথিকগণ গ্রামের জটিল ও সংকীর্ণ পথে কোন্ দিক্ দিয়া কোথায় চলিয়া গেল, সে তাহা বুঝিতে পারিল না।

নলিনী মৃদুপাদক্ষেপে নিকটস্থ একখানি বাড়ীতে প্রবেশ করিল। তাহার মনে কতই সঙ্কোচ আসিয়া উপস্থিত হইল।

সে বাড়ীতে কয়েকখানি ক্ষুদ্র তৃণ-কুটীর। ক্ষুদ্র অঙ্গনের এককোণে সুন্দর একটি কৃষ্ণতুলসী। একটি পেঁচক সমীপস্থ আম্রবৃক্ষে শব্দ করিতেছে। নলিনী কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া ঐ তুলসীতলে অবস্থানপূর্ব্বক ভগবানের পবিত্র নাম স্মরণ করিতে লাগিল।

এতক্ষণ পর তাহার অনুভব হইল, হস্তের অঙ্গুরীয়কটি দস্যুকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে। বুকের মধ্যে হস্ত দিয়া দেখিল, স্বামীর প্রতিমূর্ত্তিখানি পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে। দস্যুগণ তাহা দেখিতে পায় নাই। সে সর্ব্বদাই স্বামীর একখানা ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তি বক্ষস্থলে লুকাইয়া রাখিয়া স্বর্গীয় শান্তি অনুভব করিত।

নলিনী তখনও বোধ করিতে লাগিল, যেন স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ নিকটে থাকিয়া তাহার শরীর ও মনে বলবিধান করিতেছেন। সে এখন পর্য্যন্তও যে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়ে নাই, মহাপুরুষের শক্তিসঞ্চারই তাহার একমাত্র কারণ।

পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনীকে স্মরণ করিয়া নলিনী অবিরলধারে অশ্রু বিসর্জ্জনে প্রবৃত্ত হইল। মনে মনে ভগবানের নিকট তাঁহাদের কুশল প্রার্থনা করিতে লাগিল।

তখন উষার রক্তিম রাগে পূর্ব্বদিক্ রঞ্জিত হইয়া উঠিল।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সুশীলা।

প্রভাত হইল। তখন গৃহস্থ দ্বার উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক নলিনীকে স্বর্গভ্রষ্টা দেবীর ন্যায় দেখিতে পাইল।

যে ব্যক্তি নলিনীকে বিস্ময়োৎফুল্ল নয়নে দেখিতেছিল, সে একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক।

বৃদ্ধা কহিল,—"মা সুশীলা, ঘরের বাহির হইয়া দেখ, আমাদের দুয়ারে কে আসিয়াছেন।"

তখন একটি ২৫।২৬ বৎসর বয়স্কা বিধবা যুবতী কুটীরবাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার ইতরবংশে জন্ম হইলেও, নলিনী তাহাকে সামান্য রমণী বলিয়া বোধ করিল না। সে যুবতী অপেক্ষাকৃত কৃশাঙ্গী,

তাহার বর্ণ কালো না হইলেও গৌর নহে। তাহার প্রসন্ন ললাট, প্রশান্ত বদনমণ্ডল, শান্ত আয়ত নয়ন দুটি হৃদয়স্থিত মহৎ ভাবের পরিচয় প্রদান করিতেছে। রমণী সুন্দরী নহে; তবু কি এক স্বর্গীয় লাবণ্যময়ী প্রতিভা তাহার মুখচ্ছবিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তিমিরাচ্ছন্ন খনিগর্ভস্থ মণিখণ্ডের ন্যায়, নিজ হৃদয়ের পুণ্যালোকে যেন সুশীলা সে ক্ষুদ্র পল্লী আলো করিয়া বিরাজ করিতেছে।

সুশীলা অতি বিনয়নম্রভাবে নলিনীকে অভ্যর্থনা করিয়া একখানি বসিবার আসন প্রদান করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কে?"

নলিনী অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সে উত্তর করিল,—"সারা-রাত্রি অনিদ্রায় ও কষ্টে আমার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, আমাকে একটু বিশ্রাম করিতে দাও, পরে সব বলিব।"

সুশীলা বৃদ্ধাকে কহিল,—"মা, ইহাকে এখন আর বিরক্ত করিও না। বোধ হয় বিপদগ্রস্ত হইয়া আসিয়াছেন। একটু সুস্থ হইলে সকলই বলিবেন। তুমি ইহাকে একটু সুস্থ করিতে যত্ন কর।"

এই বলিয়া সুশীলা গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল, এবং তাড়াতাড়ি গৃহকর্ম্ম সমাধা করিয়া প্রাতঃস্নানার্থ চলিয়া গেল। স্নান সমাপনান্তে কতকগুলি ফুল ও জল তুলসীমূলে প্রদান করিয়া ভিন্ন কুটীরে নিজ অভীষ্ট দেবতার পূজায় রত হইল।

কয়েকটি প্রতিবেশী বালকবালিকা আসিয়া নলিনীকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল এবং তাহাকে সবিস্ময়ে দেখিতে লাগিল। নলিনী অশ্রুপূর্ণ নয়নে নীরবে অবস্থান করিতে লাগিল।

সারারাত্রি বৃষ্টিতে ভিজিয়া ও মানসিক নিদারুণ ভয় ক্লেশে এবং পথশ্রমে নলিনীর শরীর অবসন্নপ্রায় এবং তাহার বস্ত্র আর্দ্র। বৃদ্ধার যত্ন ও শুশ্রূষায় সে একটু সুস্থ বোধ করিল।

কিয়ৎক্ষণ পর নলিনী স্নান ও উপাসনা অন্তে হৃদয়ে যেন এক নব বল লাভ করিল। ধীরে ধীরে সুশীলার ইষ্ট পূজার কুটীরদ্বারে যাইয়া দাঁড়াইল। সে দুঃখসন্তপ্ত হৃদয়ে আত্মসংযমপূর্ব্বক কুটীরস্থিত সকল দেখিতে লাগিল। ইহারা নিতান্ত নিম্নশ্রেণীস্থ হিন্দুবৈষ্ণব। ভারতের গৌরব-সূর্য্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের প্রচারিত পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম বঙ্গদেশের নিম্নশ্রেণীস্থ হিন্দুদিগের মধ্যেও সামান্য প্রভাব বিস্তার করে নাই।

নলিনী কুটীরমধ্যে দর্শন করিল,—শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দদেবের প্রতিমূর্ত্তি সন্মুখে স্থাপিত। ইহা সেই দেবদ্বয়ের নবদ্বীপস্থ সংকীর্ত্তনের অবস্থার প্রতিরূপ। হরিপ্রেমে বিভোর হইয়া যুগলভ্রাতা সংকীর্ত্তনে নৃত্য করিতেছেন। মহাভাবের তরঙ্গ সমুত্থিত। ভক্তবৃন্দ চতুর্দ্দিকে ভাবোন্মত্ত অবস্থায় সংকীর্ত্তনে রত। চিত্রপটখানি সুদক্ষ চিত্রকরকর্তৃক অতি নিপুণতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে।

চারিশত বৎসর পূর্ব্বে যে দিন হরিপ্রেমরূপ স্পর্শমণি মলিনলৌহপ্রায় বিষয়-নিগড়বদ্ধ শত শত হৃদয়কে বিশুদ্ধ কাঞ্চনে পরিণত করিয়াছিল;—নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে মহামন্ত্র হরিনামের ধ্বনি সমুত্থিত হইয়া অগণিত নরনারীকে এক বিচিত্র ভাবময় নবজীবনের পথে টানিয়া লইয়াছিল, এবং কত দস্যু তস্কর দেবত্ব লাভ করিয়াছিল, হায়, সে দিন কোথায়? আজি সে পুণ্যালোক নির্ব্বাপিত প্রায়।

এই অশিক্ষিত কৃষকপল্লীতে সুশীলার কুটীরে সেই নির্ব্বাণপ্রায় ক্ষীণ জ্যোতিঃর একটি রেখা দেখিয়া নলিনী কৃতার্থ হইল।

নলিনী দেখিতে লাগিল,—চিত্রপটের সেই সমস্ত ভক্তমূর্ত্তির অপর পার্শ্বে একখানি চৌকির উপর চন্দনকুসুম-মাল্যে অলঙ্কৃত কাষ্ঠপাদুকাদ্বয় পরম যত্নে সংরক্ষিত। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, ইহা সুশীলার স্বামীর পাদুকা। সুশীলা কৃষকনন্দিনী। ষোড়শ বৎসর বয়সে সে বিধবা

হইয়াছে। কঠোর ব্রহ্মচর্য্যই তাহার অঙ্গের ভূষণ, এবং স্বামীর পবিত্র স্মৃতি তাহার হৃদয়ের শান্তি। ভক্তিভাবে স্বামীর পাদুকা অর্চ্চনা সুশীলার একটি নিত্য শান্তিপ্রদ দৈনিক কার্য্য।

সুশীলার হৃদয়ের পবিত্রতা, ভক্তি ও প্রেমের নির্ম্মল প্রবাহ তাহাদের নিজগ্রামবাসী অনেক লোকের প্রাণকে স্পর্শ করিয়াছে। পল্লীস্থ আবাল, বৃদ্ধ, বণিতা সকলেই তাহাকে দেবী বলিয়া শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। তাহার ভক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া সেই গ্রামে এক সংকীর্ত্তনের দল গঠিত হইয়াছে। তাহারা সময় সময় গ্রামান্তরেও সংকীর্ত্তন করিতে যাইয়া থাকে। সুশীলার সংসারে আর কেহ নাই। কেবল মাতা ও কন্যা। সাংসারিক অবস্থা মন্দ নহে; জোত জমী কিছু আছে; দুইটি গাভী আছে। তাহাতেই ইহাদের দৈনিক ব্যয় সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হয়। সুশীলার আতিথেয়তা অতি প্রবল; প্রায়ই কত অতিথিসেবা, বৈষ্ণবসেবা নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিয়া থাকে। সে অতিথিসেবা ও সাংসারিক নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য সমাধা করিয়া দিনের বেলা যে সময়টুকু পায় তাহা পূজা অর্চ্চনা এবং নামসাধনে অতিবাহিত করে ও গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত সদালাপ, সৎপ্রসঙ্গ এবং মালা জপ করিয়া থাকে।

সুশীলা অতি যত্নে নলিনীর পাকের আয়োজন করিয়া দিল। নলিনী মাধ্যাহ্নিক পূজা অর্চ্চনা শেষ করিয়া তাড়াতাড়ি পাককার্য্য সমাধা ও আহারাদি সম্পাদন করিল।

আহারাদির পর সকলে একত্র উপবেশন করিলে, নলিনী বিগত দুর্ঘটনা সমস্তই তাহাদের নিকট সবিস্তারে বর্ণন করিল। দুঃসহ দুঃখে তাহার চক্ষু বাষ্পাকুল হইল।

সুশীলা কহিল,—"কলিকাতা আপনার পিতা কি কাজ করেন?"

নলিনী,—"আমার পিতা কলিকাতা সহরে গবর্ণমেণ্টের কোন বড়

কাজ করেন। আমরা পিতার নিকট কলিকাতাই বাস করিতাম। তাঁহাদের জন্য আমার প্রাণ বড়ই আকুল হইয়া উঠিতেছে।" এই বলিয়া নলিনী অশ্রু বিসর্জ্জন করিল।

সুশীলা,—"এখান হইতে কলিকাতা দূরবর্ত্তী হইলেও দুর্গম নয়। আপনার পিতার নিকট লোক পাঠাইতে কোন কষ্ট হইবে না। সংবাদ পাইলেই তাঁহারা আসিয়া লইয়া যাইবেন। এই গৃহ আপনার নিজগৃহ বলিয়াই মনে করিবেন।"

নলিনী,—"তাহারা না জানি আমার জন্য কতই অস্থির আছেন। সুশীলা, কেমন করিয়া তাঁহাদের সংবাদ পাইব?"

সুশীলা,—"এত ব্যস্ত হইতেছেন কেন? কল্য প্রাতেই আপনার পিতার নিকট লোক পাঠাইব।"

নলিনী,—"সুশীলা, আর একটি বিশেষ কষ্ট এই যে স্বামীর প্রদত্ত অঙ্গুরীয়কটী হারাইয়াছি।"

সুশীলা,—"ঐ নামটি কি আপনার হৃদয়ে অঙ্কিত নাই? তুচ্ছ বস্তু দিয়া কি করিবেন?"

নলিনী,—"হাঁ, সেই নামটি আমার হৃদয়ে প্রস্তর শোণিতের ন্যায় অঙ্কিত আছে বটে; তথাপি সেই পবিত্র নামাঙ্কিত তাঁহার এই নিদর্শনটি আমার অতি প্রিয় ছিল। সুশীলা, তুমিও তো প্রিয়নিদর্শনস্বরূপ স্বামীর কাষ্ঠ পাদুকা রাখিয়াছ।"

সুশীলা,—"এই জগতে শ্রীকৃষ্ণই সকলের পতি। মানবের দেহ শ্মশানে ভস্মীভূত হয়, অথবা ধূলায় মিশিয়া যায়; ভবপারাবারে উত্তীর্ণ হইয়া আত্মা অমরলোকে গমন করে। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই সেই আত্মার পতি। সতী যেমন পতিকে প্রীতি করেন, তেমন যদি ভগবানে প্রেম হয়, তবেই জীবের মুক্তিলাভ ঘটে।"

অশিক্ষিতা সুশীলার হৃদয়ে গভীর ধর্ম্মতত্ত্বসকলের এই প্রকার বিকাশ দেখিয়া নলিনী আশ্চর্য্যান্বিত হইল, এবং জিজ্ঞাসা করিল,— "সুশীলা, তুমি এসকল কথা কোথায় শিখিলে ?"

সুশীলা,—"দেবি, জগৎ গুরু ভবকর্ণধার শ্রীহরি এ আত্মাতেই বাস করেন ; তিনিই জীবের হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিতরণ করেন।"

নলিনী,—"তবু তো শিক্ষকের প্রয়োজন ?"

সুশীলা,—"হাঁ, ধর্ম্মশিক্ষক উপলক্ষমাত্র। ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং নির্ভর প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষার মুল। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং স্বপ্রকাশ। তিনি সৎগুরুরূপে জীবকে দীক্ষিত করেন। নতুবা সংসারে গুরুর শিক্ষাদানে কোন লাভ নাই। তথাপি একজন সন্ন্যাসিনী আমাকে কৃপা করিয়াছেন।"

নলিনা,—"সন্ন্যাসিনী ?"

সুশীলা,—"হাঁ, আমি মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে অভিলাষিনী হইলে, ব্রাহ্মণ কিংবা অন্যান্য কোন উচ্চবংশীয় ব্যক্তিই আমাকে দীক্ষদানে সম্মত হইলেন না। কারণ আমি নীচ বংশীয়া।"

নলিনী মনে মনে ভাবিল,—"ধর্ম্মশিক্ষায়ও জাতি-বিদ্বেষ !" কহিল—"তার পর ?"

সুশীলা,—"পরে কৃষ্ণের কৃপায় এই সন্ন্যাসিনী আমাকে দীক্ষা, শিক্ষাদানে কৃতার্থ করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণবংশসম্ভুতা হইলেও সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া জাতি-বিদ্বেষ ত্যাগ করিয়াছেন।"

নলিনী,—"সুশীলা, দেখিতেছি তুমি অনেক বিষয়ই অবগত আছ ; রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বসম্বন্ধে কোন কোন কথা তোমার মুখে শুনিতে ইচ্ছা করি।"

সুশীলা,—"আমি নিতান্তই অশিক্ষিতা, তবে গুরুর কৃপায় যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহা বলিতে বাধা নাই। যিনি রাধা, তিনিই কৃষ্ণ। সচ্চিদানন্দস্বরূপ যুগলমূর্ত্তি একাধারে বিরাজমান। জীব পরমেশ্বরের

নির্ব্বিকার নির্গুণস্বরূপ ধারণা করিতে পারে না, তাই জীব উদ্ধারের নিমিত্ত,—জীবের ভজনের নিমিত্ত, তিনি সচ্চিদানন্দরূপে প্রকাশিত। ভগবানের এই সগুণস্বরূপই রাধাকৃষ্ণ। প্রভু আপন আনন্দ আপান উপভোগ করিয়া জীবকে উহা দান করিতেছেন।"

নলিনী—"তিনি তো জড়দেহ নহেন, তিনি চৈতন্যময়। তবে এ জড়ীয় মূর্ত্তি কেন?"

সুশীলা,—"সীমা ভিন্ন অসীমকে ধরিব কিরূপে? জড় ভিন্ন চৈতন্যকে ধরিতে পারি না। জগৎ আছে বলিয়াই জগৎস্রষ্টার বিষয় কিয়ৎ পরিমাণে অনুভব করিতে পারি। মাতৃপ্রেম অসীম অরূপ;—কিন্তু মা আছেন বলিয়াই মাতৃপ্রেম বুঝিতে পারি। মাতৃপ্রেম প্রেমময়ের অনন্ত প্রেমের সামান্য প্রকাশ মাত্র। সেই অনন্তকে লোকে ধারণাই করিতে পারে না। তাই ভগবানের জড়ীয়মূর্ত্তির কল্পনা করিয়া থাকে,—"

নলিনী—"কল্পনাতে কি প্রাণের তৃপ্তি হয়?"

সুশীলা,—"ইহা সাধনার প্রথমাবস্থার কথা। যোগ, ভক্তি, জ্ঞানের বিকাশের অবস্থায় মূর্ত্তি কল্পনার কোন আবশ্যক করে না।"

নলিনী আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। মনে মনে সুশীলার প্রশংসা করিতে লাগিল, এবং পিতা, মাতা, ভ্রাতা ভগ্নীর চিন্তায় নিমগ্ন হইল। সে ভাবিতে লাগিল,—কল্য যে ব্যক্তি কলিকাতা যাইবে তাহার সঙ্গে একখানা চিঠি লিখিয়া দিবে। চিঠি পাইয়া তাঁহারা কত আনন্দিত হইবেন। ভগবান যে সর্ব্বদাই বিপদে রক্ষা করেন, বাসায় গিয়া এবিষয়টি প্রফুল্লকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবে। নলিনী নিজ মনের ভিতর তাহারই একটা চিত্র আঁকিতে লাগিল।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

সন্ন্যাসিনী।

অনেক অশিক্ষিত হৃদয়ে সময় সময় ধর্ম্মের আশ্চর্য্য বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবান জ্ঞানস্বরূপ। তিনি কূটস্থ চৈতন্যরূপে মানবের প্রাণে নিত্য বিরাজমান। যে ব্যক্তি তাঁহার সহিত যত নিকট সম্বন্ধে যুক্ত হইবেন, ততই তাঁহার হৃদয়ে আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান সকল ক্রমশঃ স্বতঃ বিকাশিত হইতে থাকিবে।

নলিনী যতই সুশীলার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে আলাপে প্রবৃত্ত হইল, ততই বুঝিতে পারিল যে, এই গ্রাম্যরমণী পাপতাপপূর্ণ সংসারে সত্য সত্যই একটি খাটি মানুষ, খনির অন্ধকারে মণি,—কাঁচের বাজারে কষিত কাঞ্চন এবং প্রকৃত পতিব্রতার আদর্শ স্থানীয়া। অল্পক্ষণমধ্যেই উভয়ে উভয়ের হৃদয়ের সৌন্দর্য্যের পরিচয় পাইয়া যেন মুগ্ধ হইয়া গেল।

দুইজনে নানা কথায় প্রবৃত্ত রহিয়াছে; এমন সময় একজন প্রতি-বেশিনী স্ত্রীলোক আসিয়া কহিল,—"সুশীলা, তোমার গুরু, সেই সন্ন্যাসিনী আসিয়াছেন, তিনি ধর্ম্মবটতলায় বাস করিতেছেন।"

এই শুভ সংবাদে সুশীলা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিল। মাতাকে কহিল,—"মা, চল গুরু দর্শনে যাই।" এই বলিয়া নলিনীকে কহিল,—"চলুন তাঁহাকে দেখিলে আপনিও অত্যন্ত আনন্দিত হইবেন।"

নলিনী,—"তুমি তাঁহার শিষ্যা। এখানে না আসিয়া তিনি ধর্ম্ম-বটতলায় রহিলেন কেন?"

সুশীলা,—"সেখানে বিগ্রহ আছে। ঐ স্থানটি এ অঞ্চলের তীর্থরূপে পরিচিত। বিশেষতঃ সেখানে সন্ন্যাসিনীর পিতার অনেক কুম্ভকার শিষ্য আছেন। এই সমস্ত সাধু সন্ন্যাসীরা বিগ্রহ স্থানই ভালবাসেন।"

নলিনীর মন পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনীর জন্য অতিশয় ব্যাকুল ছিল। সে কহিল—"না, আমি যাইব না।"

প্রতিবেশিনী ঐ বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটিকে নলিনীর নিকট রাখিয়া সুশীলা ও তাহার মাতা সন্ন্যাসিনীর নিকট চলিয়া গেল। প্রায় দুই ঘণ্টা পর সন্ন্যাসিনীকে সঙ্গে করিয়া তাহারা বাটীতে প্রত্যাগমন করিল।

সন্ন্যাসিনীকে দর্শন করিবার জন্য পাড়ার আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা অনেক লোক আসিয়া যুটিল। সকলেই নিতান্ত উৎসুক চিত্তে তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। আজ সুশীলার বাড়ী লোক যাতায়াতের বিরাম নাই। নানা লোকে আসিয়া নানা প্রশ্ন করিতেছে। সন্ন্যাসিনী মধুর বাক্যে সকলের সঙ্গেই আলাপ করিতেছেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে লোকের গোলমাল কিছু কমিলে সন্ন্যাসিনী নলিনীকে লইয়া নিভৃতে বসিলেন। সুশীলা নলিনীর পরিচয় সমস্তই সংক্ষেপে কহিল। অল্পক্ষণ মধ্যে কিঞ্চিৎ আলাপের পর নলিনী বুঝিতে পারিল যে, সংস্কৃত বিদ্যায় ইহার পাণ্ডিত্য অসাধারণ।

নলিনী সন্ন্যাসিনীর পূর্ব্বাশ্রমের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। সন্ন্যাসিনী বলিতে লাগিলেন,

"আমি গোস্বামীকুলসম্ভূত কোন অধ্যাপকের কন্যা। নিতান্ত তরুণ বয়সেই উষার অরুণরেখার ন্যায় আমার হৃদয়ে ভগবৎপ্রেম দেখা দিল। পিতা বাল্যকাল হইতেই আমার বিদ্যাশিক্ষায় মনোযোগী ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ শৈশবে আমার মাতৃবিয়োগ ঘটিল। পিতা অধিকতর মনোনিবেশের সহিত আমাকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

"অল্প বয়সেই বেদান্ত কণ্ঠস্থ করিলাম। বেদান্তের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল আমার হৃদয় অধিকার করিল।

"উপযুক্ত বয়সে পিতা আমার বিবাহ দিতে মনস্থ করিলে, আমি কহিলাম,—'বিবাহে আমার প্রয়োজন নাই, বেদান্ত প্রতিপাদ্য ভগবানই আমার একমাত্র স্বামী, অন্য কেহ নহে। আত্মীয়স্বজনগণ বহু চেষ্টায়ও আমার মত পরিবর্ত্তনে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে সমাজিক ভয় প্রদর্শন আরম্ভ হইল। আমার পিতা সমাজে শ্রেষ্ঠব্যক্তি। কুমারী কন্যা লইয়া কি সমাজে জাতিভ্রষ্ট হইয়া থাকিবেন? অগত্যা পিতা আমার অষ্টাদশ বৎসর বয়সে আমাকে লইয়া কাশীবাসী হইলেন।

"হায় হিন্দুসমাজ! পূর্ব্বকালে কত আর্য্যনারী চিরকৌমার্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা করিতেন! আজ সেই সমাজের এই অধঃপতন!

"পবিত্র কাশীধামে পিতা আমার জ্ঞানার্জ্জনবিষয়ে অধিকতর মনোযোগী হইলেন। তিনি স্বয়ং পরমপণ্ডিত। আমি তাঁহার নিকট নানা শাস্ত্র অধ্যাপনায় ব্রতী হইলাম। পিতার বহুসংখ্যক শিষ্য। আমাদের ব্যয়ভার তাঁহারাই গ্রহণ করিলেন। তাহার কয়েক বৎসর পর আমি সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক যোগানন্দ নাম ধারণ করিলাম। কিছুদিন গত হইল, প্রায় অশীতি বৎসর বয়সে আমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। এখন আমার বয়স ৬০ বৎসর।"

নলিনী দেখিল,—এ বয়সেও সন্ন্যাসিনীর তেজঃপূর্ণ শ্রীসম্পন্ন কান্তি যৌবনসুলভ শক্তি সামর্থের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

নলিনী তাঁহাকে প্রায় স্পর্শ করিয়া বসিয়াছিল। তাহার বোধ হইতে লাগিল, চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, কি এক আকর্ষণে সন্ন্যাসিনী যেন তাহার প্রাণকে টানিয়া লইতেছেন। তাঁহাকে যেন আর ছাড়িতে ইচ্ছা হইতেছে না।

সন্ন্যাসিনী তখন নলিনীর সঙ্গে নানা কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়া দিলেন। কহিলেন,—"তোমার পিতা বোধ হয় সমাজে একজন পদস্থ ব্যক্তি ?"

নলিনী,—"হাঁ।"

সন্ন্যাসিনী,—"আজ কাল দেশের এমন অবস্থা যে লোকে সদ্‌গুণের প্রকৃত মূল্য বুঝিতে পারে না। তোমাকে অতি সংস্বভাবা বলিয়াই বোধ হইতেছে। কিন্তু তোমার জন্যই তোমার পিতাকে অনেক নিগ্রহ সহ্য করিতে হইবে।"

নলিনী চমকিয়া উঠিল। বলিল,—"কি বলিলেন ?" বুদ্ধিমতী সুশীলা বাধা দিয়া কহিল,—"তাঁহার পিতা বোধ হয় এসকল কথা গ্রাহ্যই করিবেন না।" এসকল কথা আলোচনাতে নলিনীর মনে কষ্ট হইবে বিবেচনায় সুশীলা তাহার কর গ্রহণ করিয়া কহিল,—"চলুন আরতির সময় হইয়াছে।" এই বলিয়া নলিনীকে লইয়া পূজার ঘরে গমন করিল।

সন্ন্যাসিনীও সন্ধ্যা আহ্নিকে মনঃসংযোগ করিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

গৃহত্যাগ।

সন্ন্যাসিনীর কথা তীরের ন্যায় নলিনীর হৃদয় বিদ্ধ করিয়াছে। এই সুন্দর পৃথিবীর সমস্ত বাহ্য বিষয় যেন পলকের মধ্যে তাহার প্রাণের কাছ হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেছে। সে পূর্ব্বে যাহা ভাবে নাই, হঠাৎ দীপালোকে তাহা যেন অন্তরে প্রকাশিত হইল।

নলিনী অতি পিতৃভক্ত। সে পিতার কোন প্রকার কষ্টের কারণ হইবে, তাহা মনেও স্থান দিতে পারে না। নলিনী একমনে এই সকল কথা চিন্তা করিতে লাগিল।

এমন সময় সুশীলার পূজাগৃহে আরতির শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। একদল কীর্ত্তনীয়া সুশীলার অঙ্গনে মৃদঙ্গকরতাল সহযোগে সুমধুর কীর্ত্তন আরম্ভ করিল,—

"গৌর হে, আমি তোমার সঙ্গে যাব ;
আমার প্রাণ চাহেনা ঘরে রৈতে,
মন বলেছে সঙ্গে যাব।
একে তুমি ননীর পুতলী,
থাক সদা ভাবেতে ভুলি,
তোমার জলপাত্র ভিক্ষার ঝুলি,
বয়ে লয়ে সঙ্গে যাব।
যখন তুমি ভাবে বিহ্বল
পড়বে লুটে ধরাতলে (হায়রে)
তোমায় বুকে করে রাখব তুলে,
আমি মনের সুখে সঙ্গে যাব।"

কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে, এই উদারভক্তিপূর্ণ সঙ্গীতের ধ্বনি নলিনীর হৃদয়ে যেন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

রাত্রিতে শয়ন করিয়া নলিনীর নিদ্রা আসিল না! শয্যা কণ্টকময়ী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সে চিন্তা করিতে লাগিল,—"আমি যে নির্দ্দোষ, নিষ্কলঙ্ক, পিতামাতা অবশ্য বিশ্বাস করিবেন ; কিন্তু সমাজের লোকে তাহা বুঝিবে কেন? দুষ্ট লোকের দুর্ব্বাক্যসকল তাঁহাকে অবনত মস্তকে বহন করিতে হইবে। তিনি বাড়ী গেলে তদীয় নিজ

গ্রামস্থ সামাজিক লোকেরা হয়তঃ তাঁহার সহিত আহারাদি বন্ধ করিবে। কোনরূপ অপবাদ সহ্য করা অপেক্ষা আমার মৃত্যু সহস্রগুণে শ্রেয় ছিল।

"আমি ফিরিয়া না গেলে আমাকে মৃত মনে করিয়া বিপক্ষ লোকেরা আমার পিতাকে নির্য্যাতন করিতে ক্ষান্ত থাকিবে। শত্রুরও মৃত্যু হইলে তাহার প্রতি লোকের একটু দয়া হয়। আমার পিতা কাহারও করুণা প্রার্থী নহেন। তিনি হয়ত কাহারও কথা গ্রাহ্যই করিবেন না, তথাপি আমার কর্ত্তব্য আমি পালন করিতে বাধ্য। আমি পিতার বিন্দুমাত্রও অবমাননার কারণ হইতে পারি না। গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গেলে যদি তাঁহার কল্যাণ হয়, আমি কেননা করিব? আমি পিতার জন্য আমার তুচ্ছ জীবন অনায়াসেই বিসর্জ্জন করিতে পারি।"

কি এক অভিনব ভাবে নলিনীর প্রাণ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। একদিকে সংসারের অনন্ত শৃঙ্খলবন্ধন—পিতা মাতার অপার স্নেহ, ভ্রাতা ভগিনীর অচ্ছেদ্য প্রীতি, অন্যদিকে কি একটি শক্তি প্রবল আকর্ষণে তাহার প্রাণকে যেন সমস্ত বন্ধন হইতে ঊর্দ্ধে টানিয়া তুলিতেছে। এ আকর্ষণে তাহার হৃদয়ের প্রত্যেক শিরাধমনী যেন ছিন্নভিন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে। পিতা মাতার বিষয় চিন্তা করিয়া তাহার অন্তর নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িল।

নলিনীর চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে পিতা মাতাকে উদ্দেশ করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল,—"এ জীবনে আমি তো তোমাদের চরণ ভিন্ন আর কিছুই জানিনা। অভাগিনী বিধবা সংকল্প করিয়াছিল যে, তোমাদের পদসেবা করিয়াই তাহার এ তাপিত প্রাণ জুড়াইবে। বিধাতা সে সাধে বাধ সাধিলেন। আমাকে জন্মের মত বিদায় দাও। পাষাণে বুক বাঁধিয়া তোমাদের নলিনী তোমাদিগকে জন্মের মত ছাড়িয়া চলিল।"

এই বলিয়া নলিনী নীরবে ক্রন্দন করিতে লাগিল। নলিনী সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে কাশীধামে গমন করিতে একেবারে দৃঢ়ব্রত হইল।

তখনও রাত্রি শেষ হয় নাই। তাহার বোধ হইল, সেই স্বপ্নদৃষ্ট জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ নলিনীর সংকল্পিত পথে তাহাকে আহ্বান করিতেছেন। সে ভক্তিভাবে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কহিল,—"দেব, অনেক বিপদে রক্ষা করিয়াছ, এ পথেও দুঃখিনীর সহায় হইও।"

পর দিবস নলিনী সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে পবিত্র কাশীধামে প্রস্থান করিল

সুশীলা কালীনাথ বাবুর ঠিকানা জানিত না, সুতরাং তাঁহাকে আর সংবাদ দিতে পারিল না।

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

নবীন তপস্বিনী।

নলিনী সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে যথাসময়ে কাশীধামে উপনীত হইল। কাশীর অনুপম সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়াও সে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় আত্মীয় জনের বিচ্ছেদ-বেদনা ভুলিতে সমর্থ হইল না।

নলিনী সেখানে সন্ন্যাসিনীর আশ্রমে বাস করিতে লাগিল। সে দেখিল যে, সন্ন্যাসিনীর হৃদয় প্রকৃতই বিশ্বপ্রেমে পরিপূর্ণ। তিনি নলিনাকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন এবং ধর্ম্মের অমৃতময় বাক্য শুনাইতেন। কিন্তু কিছুতেই তাহার হৃদয় সান্ত্বনালাভ করিল না। সে

কতবার মনে করিল যে পিতার নিকট একখানা চিঠি লিখিয়া দিবে। কিন্তু পাছে আবার পিতাকে কোন কষ্টে পড়িতে হয়, এই ভাবিয়া নিবৃত্ত হইল। সে মনে মনে ভাবিল,—"লোকে পুত্রশোকও তো ভুলিয়া যায়; আমাকে মৃত মনে করিয়া তাঁহারা সময়ে আমার কথা ভুলিয়া যাইবেন।"

জীবনে শান্তি কেমন করিয়া লাভ করিবে, নলিনীর তাহাই একমাত্র চিন্তার বিষয় হইল। নলিনী অধিকতর উৎসাহের সহিত ভগবানের ধ্যান ধারণায় মনঃসংযোগ করিয়া সন্ন্যাসিনীর নিকট জ্ঞানার্জ্জনের অভিপ্রায় জানাইল।

রামদেব ন্যায়শাস্ত্রী নামক এক অশীতিবৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ পণ্ডিত নলিনীর অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইলেন। তিনি সন্ন্যাসিনীর পিতৃবন্ধু।

এই প্রকারে এক বৎসর অতীত হইলে, বসন্তের নব আভরণে পুনর্ব্বার ধরণী শোভিতা হইল। নলিনী স্নান করিতে গঙ্গার ঘাটে গমন করিল। সেদিন শুক্লা ত্রয়োদশী। নলিনী ভাবিতে লাগিল,—"গত বৎসর ঠিক এই দিন আমি ও প্রফুল্ল গঙ্গার জল দেখিতে দেখিতে আনন্দে কত কথা বলিতেছিলাম! হায়, সে দিন কোথায়? আমার প্রফুল্ল ও নরেনকে এ জীবনে আর কি দেখিতে পাইব না? আমার বাবা মা কেমন আছেন?" এই কথা স্মরণ হওয়া মাত্র তাহার অশ্রুবারি উচ্ছ্বসিত হইয়া গঙ্গাসলিলে মিশিয়া যাইতে লাগিল। করযোড়ে কহিল,—"হে বিশ্বেশ্বর, আমার কষ্ট হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, তাহাদিগকে কুশলে রাখিও।"

এমন সময় কি একটি শব্দে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল,—সুশীলা ও তাহার মাতা নিকটে দাঁড়াইয়া আছে।

নলিনী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিল,—"সুশীলা, কবে আসিলে?"

সুশীলা—"কাল আসিয়াছি। যাবজ্জীবন কাশীবাসের সংকল্প করিয়া আসিয়াছি।"

নলিনী,—"ভালই হইয়াছে। তোমরা আমাদের আশ্রমে চল।"

নলিনী স্নানান্তে সুশীলা ও তাহার মাতাকে লইয়া আশ্রমে আসিল।

সুশীলার মাতা কহিল,—"আশ্রমের ব্যয় কিরূপে নির্ব্বাহিত হয়?"

নলিনী,—"সন্ন্যাসিনীর পিতার শিষ্যগণ সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়া থাকেন। ঈশ্বর ইচ্ছায় কোন অভাব নাই। তোমরা এখানে থাকিলে বড়ই সুখী হইব।" সন্ন্যাসিনীও সে কথায় আনন্দের সহিত সম্মতিদান

সুশীলা ও তাহার মাতা সন্ন্যাসিনীর আশ্রমেই বাস করিতে লাগিল।

কিছুদিন গত হইলে সন্ন্যাসিনী নলিনীকে কহিলেন,—"মা, আমি সিদ্ধাশ্রমে গুরুদেবের নিকট গমন করিতে আদিষ্ট হইয়াছি। অবিলম্বে সে স্থানে যাত্রা করিব।"

নলিনী,—"আমাকে মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করুন।" সন্ন্যাসিনী সেই দিনই নলিনীকে সাধনমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। এবং বলিতে লাগিলেন,—

"মা, লোকহিতের জন্য যে নিষ্কাম কর্ম্ম তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। তুমি তাহাতে ব্রতী হও। তোমার দ্বারা ভগবানের অনেক কার্য্য সাধিত হইবে। প্রভুর মঙ্গল অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াই তোমাকে কাশীধামে লইয়া আসিয়াছি। নতুবা আনিতাম না। পরহিতে জীবন উৎসর্গ করিয়া তোমার জীবন ধন্য হইবে। শীঘ্রই তোমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনীর সঙ্গে মিলন হইবে। আমি তবে চলিলাম।" নলিনী অশ্রুপূর্ণ নয়নে সন্ন্যাসিনীর চরণ বন্দনা করিল। আশ্রমের ভার নলিনীর উপর দিয়া সন্ন্যাসিনী প্রস্থান করিলেন। তাঁহার গুরুদেবের বয়স শতাধিক বৎসর।

কিছুদিন পর নলিনীও অধ্যয়ন শেষ করিল এবং পরহিতে মন সমর্পণ করিল।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

প্রফুল্ল ও গিরিবালা।

জ্যৈষ্ঠমাস। রাত্রি প্রায় আটটা। প্রফুল্ল ও গিরিবালা তাহাদের বিশ্রামাগারের প্রকোষ্ঠের জানালার নিকট বসিয়াছে। জ্যোৎস্নার নির্ম্মল আলো জানালা দিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে এবং ধবল প্রাসাদশ্রেণীতেও দুএকটি বৃক্ষের শ্যামলপত্রে খেলা করিতেছে।

তাহারা ঘরের প্রদীপ নিবাইয়া বসিয়াছে। ভগ্ন হৃদয়ের আশার ক্ষীণ জ্যোতিকণার ন্যায় এ টি জোনাকী ঝিকি মিকি জলিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশের উদ্যোগ করিতেছে। দুইজনেই নীরব। কিয়ৎক্ষণপর গিরিবালা ডাকিল,—"প্রফুল্ল!"

প্রফুল্ল,—"কি গিরিদিদি!"

গিরি,—"চুলগুলি বাঁধিয়া দিব?"

প্রফুল্ল,—"থাকুক ভাই।"

গিরি,—"চুলগুলিতে যে জট বাঁধিবার যোগাড় হইয়াছে।"

প্রফুল্ল.—"তা বাঁধুক না গিরিদিদি।"

গিরিবালা,—"এ বয়সেই কি সন্ন্যাসিনী সাজিবে?"

প্রফুল্ল আর কোন কথা কহিল না। তাহার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। সে নীরবে চিন্তামগ্ন রহিল।

গিরিবালা কোমল বাহুদ্বারা প্রফুল্লের গলা জড়াইয়া কহিল,—"কি ভাবিতেছ প্রফুল্ল?"

প্রফুল্ল কিছুই বলিল না। তাহার একফোঁটা নীরব অশ্রু গিরিবালার হাতের উপর পড়িল। গিরিবালা তাহাকে আপন কোলের উপর টানিয়া লইল। উষার নবস্ফুট পদ্মবৎ অশ্রুসিক্ত মুখখানি সে দুইহাতে ধরিয়া দেখিতে লাগিল। তাহাতে চন্দ্রকিরণ প্রতিবিম্বিত হইতেছে। গিরিবালা দেখিল, কি সুন্দর! সেই সুন্দর রক্ত-বিম্বাধরে সে ধীরে ধীরে একটি চুম্বন করিল।

কহিল,—"কাঁদিবার জন্যই কি বিধাতা এ রূপরাশি সৃষ্টি করিয়াছেন!"

প্রফুল্ল নীরব।

গিরিবালাও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পরে ধীরেধীরে কহিল,— "অমরেন্দ্রবাবু অনেক দিন যাবৎই আসিতেছেন না।"

প্রফুল্ল এবার কহিল,—"গিরিদিদি! আমার কষ্ট হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু তিনি যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ থাকিয়াও দোষী সাব্যস্ত হইলেন, ইহাই দুঃখ। তিনি তো এখন পর্য্যন্ত ইহার বিন্দু বিসর্গও অবগত নহেন।"

গিরিবালা,—"তাহা তো জানি।"

প্রফুল্ল,—"এ বাড়ীর দ্বার তাঁহার জন্য সর্ব্বদা অবারিত এবং আমার পিতামাতার হৃদয় তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ ছিল। হয়তঃ সে বিশ্বাস ও প্রীতির সম্বন্ধ চিরদিনের জন্য ছিন্ন হইয়াছে। তাঁহার হৃদয় যে কত নির্ম্মল তাহা কেহ বুঝিতেই পারিল না।"

গিরিবালা,—"প্রফুল্ল, যাহা সত্য তাহা কখনও লুকাইয়া থাকে না,—

আপনি প্রকাশিত হয়। ধর্ম্ম আপন মহিমা আপনি প্রকাশ করেন। ন্যায়ের রক্ষক পরমেশ্বর সর্ব্বদা বিদ্যমান আছেন, ইহা অতি সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছি। তিনিই অমরেন্দ্র বাবুর গৌরব রক্ষা করিবেন।"

প্রফুল্ল,—"আমারও তাহাই বিশ্বাস। তথাপি তাঁহার নিমিত্ত প্রাণ কেন ব্যাকুল হইতেছে বুঝিতে পারি না।"

গিরিবালা একটু চিন্তা করিয়া সস্নেহ মধুর স্বরে কহিল,—"প্রফুল্ল, একটি কথা বলিব, রাগ করিবে না তো?"

প্রফুল্ল,—"কি কথা গিরিদিদি!"

গিরিবালা,—"প্রফুল্ল, এখনও তোমার চিন্তা করিবার সময় আছে। ভাবিয়া দেখ, তুমি কি কঠিন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছ; তাঁহার হৃদয়ের ভাব কি, তাহা তো তুমি বিন্দুমাত্রও জান না।"

প্রফুল্ল,—"অনেক বিষয় আছে, যাহা লোকে কঠিন মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা অতি সহজ। নদী যখন কত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সুদূর সাগর উদ্দেশ্যে ধাবিত হয়, তাহাই কি নদীর পক্ষে স্বাভাবিক নহে? তাহার সেই অলজ্ঘ্য গতিতে বাধা দাও, সেই বল আরও দুর্জ্জয় হইয়া উঠিবে। প্রকৃতির যাহা স্বাভাবিক গতি তাহা কখনই কঠিন নহে, তাহা অবরোধ করাই বরং কঠিন।"

গিরিবালা,—"তিনি যে তোমাকে ভালবাসেন, তাহার বিশ্বাস কি?"

প্রফুল্ল,—"গিরিদিদি, নদী যখন সকল হৃদয় মন সমর্পণ করিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে সাগর উদ্দেশ্যে গমন করে, তখন সমুদ্র তাহাকে ভালবাসে কিনা এ চিন্তা কি একবারও তটিনীর হৃদয়ে সমুদিত হয়? সে প্রতিদান প্রত্যাশা করে না। ভালবাসিয়াই তাহার আনন্দ। যে প্রেম বিনিময় চাহে তাহার মূল্য কি? নিষ্কাম ভালবাসা সংসারের বাণিজ্য নহে,—তাহা আপনাতে আপনি পরিতৃপ্ত।"

গিরিবালা প্রফুল্লের এ প্রকার কথায় মনে মনে তাহার অত্যন্ত প্রশংসা করিল। গিরিবালা সুশিক্ষিতা নহে; তথাপি তাহার ধারণাশক্তি অতি প্রবল, এবং প্রকৃত প্রেম কি জিনিষ, সে বিষয় তাহার অজ্ঞাত নহে। সে বুঝিতে পারিল যে প্রফুল্ল স্বর্গের ফুল। পৃথিবীর ধূলা দিয়া বিধাতা তাহাকে সৃষ্টি করেন নাই। সে আর কোন কথা বলিল না।

এমন সময় একজন ঝি সেখানে আসিয়া কহিল,—"দিদি, বাবা তোমাকে ডাকিয়াছেন।"

প্রফুল্ল ধীরে ধীরে উঠিয়া পিতার নিকট চলিয়া গেল। দেখিল, তাঁহার জ্বর হইয়াছে, তিনি খাটের উপর শয়ান। মাতাও সেই ঘরে রহিয়াছেন। প্রফুল্ল মলিন মুখে পিতার খাটের পাশে দাঁড়াইল। তাহার বিষণ্ণ শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া তিনি ব্যথিত হইলেন। স্নেহ-সিক্ত স্বরে ডাকিলেন,—"ফুলু, এখানে এস।"

প্রফুল্ল পিতার পদপ্রান্তে বসিয়া তাহার পদসেবায় প্রবৃত্ত হইল।

প্রাতঃকাল হইতেই সামান্যরূপ শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হওয়াতে আজ আর কালীনাথ বাবু কাছারীতে গমন করেন নাই।

তখন একজন ভৃত্য আসিয়া কহিল,—"বাবু, দেবীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় নীচে দাঁড়াইয়া আছেন।"

কালীনাথ বাবু কহিলেন,—"তাহাকে এখানে লইয়া এস।" ব্রহ্মময়ী গৃহান্তরে গমন করিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই দেবীবাবু সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি আসন গ্রহণ করিয়া কহিলেন,—"আপনার সহিত কতকগুলি আবশ্যকীয় কথা-বার্ত্তা ছিল, কিন্তু দেখিতেছি আপনার শরীর অসুস্থ।"

কালীনাথ বাবু,—"সেই দস্যুদিগের মোকদ্দমা কি শেষ হইয়াছে?"

দেবীবাবু,—"আজ তাহাদের বিচার ফল প্রকাশিত হইয়াছে;

দস্যুদের কেহ কেহ দীর্ঘকালের জন্য কারাদণ্ড, কেহ কেহ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে।"

কালীনাথ বাবু,—"দস্যুদের দ্বারা নলিনীর সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশিত হয় নাই?"

দেবীবাবুর এ সকল কথা বলিবার ইচ্ছা নাই। তিনি কহিলেন,—"আজ এসব কথা থাকুক; বেশী কথা বলিলে হয়তঃ আপনার মাথা ধরিবে। এখন তবে বিদায় হই।" এই বলিয়া দেবীবাবু গাত্রোত্থান করিলেন।

কালীনাথ বাবু তাড়াতাড়ি তাঁহার হাত ধরিলেন। কহিলেন,—"না না, আমার অসুখ বিশেষ কিছুই নয়, সামান্য একটু জ্বর অনুভব করিতেছি মাত্র। সকল কথাই আপনি অসঙ্কোচে বলুন।"

দেবীবাবু নিরুপায় হইয়া পুনর্ব্বার বসিলেন। কালীনাথ বাবু বলিলেন,—"দস্যুরা কি কি বলিয়াছে?"

অগত্যা দেবীবাবু বলিতে লাগিলেন,—"দস্যুরা যে স্বীকারোক্তি করিয়াছে, তাহাতে বিচারক অবিশ্বাস করিতে পারেন নাই। দস্যুরা বলিয়াছে যে, তাহারা নলিনীকে অচেতন অবস্থায় বৃক্ষতলে শায়িত করিয়া একটা ঝোপের অন্যদিকে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি বিভাগ করিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে দস্যুরা ফিরিয়া আসিয়া আর তাহাকে দেখিতে পাইল না। এত শীঘ্র তাহার চৈতন্য লাভ একেবারে অসম্ভব ছিল; বোধ হয় তাহাকে বন্যজন্তুতে হরণ করিয়া গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা সমস্ত রাত্রি খুঁজিয়াও আর নলিনীর দর্শন পায় নাই। তাহার প্রতি কোন অত্যাচারই হয় নাই।

"জজ ও জুরীগণ নলিনীর মৃত্যু সম্বন্ধে একমত হইয়াছেন।"

কালীনাথ বাবু চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। যেন তাঁহার হৃদয় ভেদ

করিয়া অশ্রুজল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি আপনা আপনি বলিলেন, —"হাঁ! আমার নলু বিনে জগৎই অন্ধকার।"

দেবীবাবু প্রস্থান করিলেন।

প্রফুল্ল নিকটেই বসিয়াছিল, সে নীরবে রোদন করিতে লাগিল। তাহার মাতার কথা আর কি লিখিব? সেই রাত্রিতে কালীনাথ বাবুর জ্বর অতিশয় প্রবল হইল।

অষ্টচত্বরিংশ পরিচ্ছেদ।

—(*)—

বিপদের উপর বিপদ।

দুঃখ কখনও একাকী আইসে না। বিপদ সর্ব্বদাই বিপদের অনুবর্ত্তী হয়। এনিমিত্ত একটি দুঃখ বা বিপদ উপস্থিত হইলেই অন্য একটির জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়।

কালীনাথ বাবু জ্বরে শয্যাগত। ৪।৫ দিনেও জ্বর ছাড়িল না। বরং জ্বরের বেগ ক্রমশঃই বৃদ্ধির দিকে চলিয়াছে। তাহার সঙ্গে নানা উপসর্গ দেখা দিতে লাগিল। ডাক্তার কহিলেন,—"জ্বর টাইফাস, তাহার উপর নিমোনিয়ার লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।"

কালীনাথ বাবুর পরিবার যেন অকুল সাগরে ভাসিল।

তখন জ্যৈষ্ঠ মাস। দারুণ গ্রীষ্ম। মনুষ্য, পশু, পাখী পর্য্যন্ত গ্রীষ্মের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। তাহার উপর রোগের যাতনা কি ভয়ানক!

কালীনাথ বাবু অর্থশালী. সম্ভ্রান্ত পদস্থ ব্যক্তি। দাস দাসীতে তাঁহার প্রাসাদ পরিপূর্ণ। কলিকাতায় তাঁহার পরিচিত বন্ধু বান্ধবেরও অভাব নাই। অনেকেই প্রসাদাকাঙ্ক্ষী। কতলোকই তাঁহাকে দেখিতে আসিতেছেন। দুই চারিদণ্ড থাকিয়া চলিয়া যাইতেছেন। সংসার-নাট্য-শালায় ধনীর গৃহ একটি দর্শনীয় অঙ্ক। তাহাতে অনেক দর্শক আছে। কিন্তু সেখানে দর্শকের প্রাণ কোথায়? চিকিৎসকগণ অর্থ লইয়া চিকিৎসা করিতেছেন। মনে মনে আরও অর্থলোভের দাবী গড়াইয়া রাখিতেছেন।

কালীনাথ বাবুর পরিবার যেন চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। সকলে সাধ্যমত শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। শুশ্রূষাই বা ভালরূপ কে করিবে? প্রফুল্লের শরীর সেই জ্বরের পর হইতেই দুর্ব্বল। প্রায়ই মাথা ধরিত। ব্রহ্মময়ীর স্বাস্থ্য স্বভাবতঃই ভাল নহে। প্রতিদিন রাত্রিতেই একটু একটু জ্বর হয়। একা গিরিবালা কি করিবে? সেও ছেলে মানুষ বই তো নয়? দাস দাসীর দ্বারা আর কি সব কাজ চলে?

সুমতি স্বভাবত: অলস প্রকৃতির হইলেও প্রভুর ব্যারামের সময় তাঁহার কার্য্যে সে কিছুমাত্র অমনযোগী নহে। তাহাকে কেহ প্রভুর কোন কার্য্যের জন্য আদেশ প্রদান করে কিনা, এই প্রত্যাশায় সে সর্ব্বদা বিষণ্ণভাবে দাঁড়াইয়া থাকে।

ব্রহ্মময়ী কাঁদিয়া কহিলেন,—"হায়, সময় যখন মন্দ হয়, তখন সকল দিকই মন্দলক্ষণ দেখা যায়। এই বিপদে অমরেন্দ্রও আমাদিগকে ভুলিয়াছে।"

তার পর দিন কালীনাথবাবু প্রায় অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। তখন নিতান্ত ব্যাকুল হৃদয়ে ব্রহ্মময়ী সেইদিনই অমরেন্দ্রের নিকট দরোয়ান পাঠাইয়া দিলেন।

এই অজ্ঞানান্ধ মানব প্রতিদিন যাহা করিতেছে, ভগবানের লীলা-চক্র বিরলে থাকিয়া লোক চক্ষুর অগোচরে তাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আর এক প্রকার করিয়া গড়িয়া তুলিতেছে। ভ্রান্ত জীব লীলাময়ের অপার লীলা দেখিয়াও দেখিতেছে না।

বেলা ৫টার সময় প্রফুল্ল বসিয়া পিতার মাথায় জল দিতেছে, গিরিবালা তাঁহাকে বাতাস করিতেছে। ব্রহ্মময়ী নিকটে বসিয়া রহিয়াছেন, সকলেই নীরব নিস্তব্ধ। কাশীনাথবাবু কখন কখন অচৈতন্য রহিতেছেন, কখন কখন বা সামান্য একটু জ্ঞানের সঞ্চার হইতেছে। এমন সময় অমরেন্দ্র সে ঘরে প্রবেশ করিলেন।

দেখিয়াই ব্রহ্মময়ী কাঁদিয়া কহিলেন,—"বাবা অমরেন্দ্র এসেছ? এস এস,—দেখ আমরা কি বিপদে পড়িয়াছি।"

পথশ্রান্ত ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে অমরেন্দ্র একটা চৌকির উপরে বসিয়া পড়িলেন।

ব্রহ্মময়ী কহিলেন,—"অমরেন্দ্র, এ সময় তুমিও আমাদিগকে ভুলিয়াছ?"

অমরেন্দ্র কহিলেন,—"সভার কার্য্যে এক মুহূর্ত্তও আমার অবকাশ নাই। বিশেষতঃ জ্বরের সংবাদ আমি পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই।"

ব্রহ্মময়ী,—"তুমি তো বাড়ীর ছেলে, সভার কার্য্য অপেক্ষা তোমার এখন এই কার্য্যই বেশী।"

অমরেন্দ্র,—"আমার যথাসাধ্য করিব।"

লজ্জায় যেন প্রফুল্লের পৃথিবীতলে লুকাইতে ইচ্ছা হইল। পিতার মাথায় জল দিতেছে, উঠিবারও সাধ্য নাই। সুমতি নিকটেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

দারুণ গ্রীষ্ম ও পথশ্রান্তিতে অমরেন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া স্বেদজল

পড়িতেছিল। দেখিয়া ব্রহ্মময়ী কহিলেন,—"সুমতি, অমরেন্দ্রকে একটু বাতাস কর্‌না ?"

সুমতি "আসিতেছি" বলিয়া নীচে চলিয়া গেল, কিন্তু আর আসিল না। দেখিয়া প্রফুল্ল মনে মনে ভাবিল,—"নীচেই বুঝি সে পঞ্চত্ব পাইল।" এমন সময় নরেন দৌড়াইয়া তথায় প্রবেশ করিল। তাহার হাতে ছুরি ও আঁব। সে আজ আর অমরেন্দ্রের সঙ্গে কোন কথা বলিল না। সেই চির আনন্দময় চঞ্চল বালক বিমর্ষভাবে পিতার নিকট বসিল।

ব্রহ্মময়ী কহিলেন—"নরেন, তুই এখনই যাইয়া সুমতিকে ডাকিয়া লইয়া আয় তো ? সে অমরেন্দ্রকে একটু বাতাস করুক্।"

নরেন নীচে দৌড়াইয়া চলিয়া গেল। তখনই পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে সুমতি বলিয়াছে যে, এখন তাহার কাজ আছে, সে আসিতে পারিবে না।

প্রফুল্ল বিরক্তভাবে মনে মনে কহিল,—"সুমতির কাজ করিবার একেবারেই ইচ্ছা নাই; তথাপি মা কেবল উহাকেই ডাকেন। আমাদের আরও কয়জন ঝি আছে। কেন, বামা আসিয়া একটু বাতাস দিলে ক্ষতি কি ?" কিন্তু লজ্জায় কিছু বলিতে পারিল না। সে চুপ করিয়া রহিল। ব্রহ্মময়ী আর কিছুই বলিলেন না। অমরেন্দ্র নিজেই বাতাস দিতে লাগিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কয়দিন যাবৎ এ প্রকার অবস্থা ?"

ব্রহ্মময়ী,—"আজ ৪।৫ দিন যাবৎই খারাপ। আজ অনেক সময়ই অজ্ঞান অবস্থায় থাকেন।"

এমন সময় ডাক্তারবাবু সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং বিশেষ মনোযোগের সহিত রোগীকে দেখিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—"রোগীর জীবন ঔষধ অপেক্ষা শুশ্রূষা এবং পথ্যের উপরই অধিক নির্ভর করে। শুশ্রূষার যেন কোন ত্রুটি না হয়।"

এই বলিয়া ঔষধের ব্যবস্থা লিখিয়া চলিয়া গেলেন।

ব্রহ্মময়ী কহিলেন,—"অমরেন্দ্র, তোমাকে অধিক আর কি বলিব? তোমাকে এই কয়দিন রাত্রিতেও থাকিতে হইবে।"

অমরেন্দ্র সম্মত হইলেন।

উনপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

ঘাত প্রতিঘাত।

অমরেন্দ্র কালীনাথ বাবুর বাড়ী থাকিয়া তাঁহার শুশ্রূষায় রত হইলেন। সারাদিন রোগীর কার্য্যে অমরেন্দ্রের একমুহূর্ত্তও বিশ্রাম নাই, সারারাত্রি জাগরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ঔষধ সেবন করাইতে লাগিলেন।

অমরেন্দ্রের ঐকান্তিক যত্ন ও পরিশ্রম দেখিয়া কালীনাথ বাবুর পরিবারস্থ সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাঁহার ক্লেশ-সহিষ্ণুতা, স্থির গম্ভীর তেজস্বিনী মূর্ত্তি সকলেরই প্রাণে কি যেন একটা শ্রদ্ধার ভাব আনয়ন করিল।

গিরিবালা ও প্রফুল্ল অবিরত কাছে থাকিয়া অমরেন্দ্রের কার্য্যের সহায়তা করিতেছে। পিতার ব্যারামের জন্য বাধ্য হইয়া প্রফুল্লকে লজ্জা পরিত্যাগ করিতে হইল। এই বিপদ-সাগরে আর লজ্জার স্থান কোথায়?

অমরেন্দ্র তাহাদের বাড়ী আসিবার পর দুই তিনদিন কাটিয়া গেল। কালীনাথবাবুর ব্যারামের কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। অমরেন্দ্র

অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত কেহকেই রোগীর নিকট বসিতে দিতেন না। কর্ম্ম যাঁহার জীবনের সহচর, সেবাই যাঁহার প্রাণ, এই প্রকার অক্লান্ত পরিশ্রম তাঁহার পক্ষে আশ্চর্য্যের বিষয় কি ?

প্রফুল্ল পিতার রোগমুক্তির জন্ত ব্যাকুলপ্রাণে সর্ব্বদা ভগবানের নিকট প্রার্থনায় রত। এই সময় অমরেন্দ্রের একটি ব্যবহারে প্রফুল্ল হৃদয়ে বড়ই বেদনা পাইতে লাগিল।

তাহার প্রতি পরের মত কেমন একটা ভাব,—কেমন একটা দূরত্ব। অমরেন্দ্র যেন প্রাণপণে প্রফুল্লের নিকট হইতে আপনার দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলিতেছেন। প্রফুল্ল প্রায় সর্ব্বদাই পিতার ব্যারামের জন্য অমরেন্দ্রের নিকট থাকিতে বাধ্য হইতেছে। কিন্তু তিনি ভ্রমেও প্রফুল্লকে কোন কার্য্য করিতে বলেন না। সুমতি কিংবা গিরিবালাকেই বলিয়া থাকেন। প্রফুল্ল মনে মনে ভাবিল,—"ইনি কি আমার প্রতি সামান্য স্নেহ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছেন ?" অভিমানে সেই তরুণী-হৃদয় দিন দিন সন্তপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।

ঘাত প্রতিঘাত একটি নৈসর্গিক সত্য। তুমি যাহাকে আন্তরিক প্রীতি কর, তাহার প্রতি একটি স্নেহের দাবি তোমার হৃদয়ে অজ্ঞাতসারে আসিয়া পড়িবে। তাহার ব্যতিক্রমে প্রাণের উপর একটা অভিমানের আঘাত অনিবার্য্য। বাহ্যজগতের ন্যায় অন্তর্জ্জগতেও এ প্রকার ঘাত প্রতিঘাত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম,—প্রেমের গভীরতারই পরিচায়ক। কেমন একটা নীরব অভিমানজনিত হৃদয়বেদনা তটাভিঘাতিনী তরঙ্গমালার ন্যায় প্রফুল্লের হৃদয়ে আঘাত করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল।

আর ব্রহ্মময়ী ? পতিপ্রাণা সাধ্বী এই ঘোর বিপদে কেবল ভগবানে নির্ভর করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

প্রকৃতির বল।

সুদক্ষ কর্ণধার অপার মহাসাগর-বক্ষে তরণী পরিচালিত করিতে করিতে কখনও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় রত, কখনও বা অজ্ঞাত মহাদেশের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত থাকিতে যেমন তদীয় কম্পাস-যন্ত্রের কাঁটা নিয়তই উত্তরাভিমুখী, তাঁহার দৃষ্টি সুদূর আকাশে ধ্রুব-নক্ষত্রেই স্থির থাকে, দিবারাত্রির শত শত কার্য্য সকল যেমন তাহাকে একমুহূর্ত্তের তরেও লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে না, তেমনই অমরেন্দ্র দিবারাত্রি অবিরাম নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলেও তাঁহার দৃষ্টি একমাত্র স্বদেশভক্তিতে নিবদ্ধ। দেশের কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা সতত তাঁহার জীবনকে পরিচালিত করিতেছে। শান্তিদায়িনী মাতৃমূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়াকাশের একমাত্র ধ্রুব-নক্ষত্র। সেই মাতৃ-ধ্যান সংসারের সমস্ত বিষয় হইতে তাঁহার মনকে কোন্ উর্দ্ধে,—মহা উর্দ্ধে অবিরাম তুলিয়া লইতেছে। সেখানে আর কোন মধ্যবর্ত্তী স্থান নাই;—তিনি আর তাঁহার জননী। সেই দেবী-মূর্ত্তি কৈবল্যদায়িনী-রূপে তাঁহার নিকট নিত্যপ্রকাশিত। সেইখানে সমস্তই এক; ধনী, দীন, পাপী, সাধুর কোন প্রভেদ নাই। তিনি যেন নিষ্কাম যোগীর ন্যায় এক মহাসাধনায় রত থাকিয়া সকলকে প্রীতির আকর্ষণে টানিয়া লইতেছেন।

কালীনাথ বাবুর ব্যারাম উপলক্ষে তিনি এই কয়দিন তাঁহার পরিবারে যেমন মিশিয়াছেন, এমন অবস্থা ও অবকাশ অমরেন্দ্রের জীবনে আর কখনও উপস্থিত হয় নাই।

তিনি অতি সত্বর স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, যেমন চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে,—যেমন পূর্ণিমার চন্দ্রকলা প্রশান্ত মহাসাগরের স্থির জলরাশিকে আকর্ষণ করে, তেমনি একটি তরুণ হৃদয় তাঁহার মাতৃধ্যান-নিরত প্রাণকে অতি ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে থাকিয়া মধুর আকর্ষণে আপনার দিকে টানিয়া লইতেছে। সে বালিকা হইলেও তাহার এ আকর্ষণের প্রভাব সামান্য নহে। তিনি সচকিতভাবে আপনার ভিত্তিতে অধিকতর দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইলেন এবং অন্য একটি শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সে আকর্ষণের শক্তিকে পরাভব করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন।

এ নূতন সংগ্রামটি কাহার সঙ্গে? ইহা কি রাজশক্তি? না সমাজ-শক্তির কোন দূষিত রীতি নীতি বা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম? না, তাহা নহে; দুর্জ্জয় বলশালিনী প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম। অমরেন্দ্র আজ ভ্রান্তিবশতঃ বুঝিতে পারিলেন না, নারীশক্তি ভিন্ন পুরুষ অসম্পূর্ণ,—অর্দ্ধাঙ্গ মাত্র। কিন্তু একদিন তাঁহাকে এ শক্তির নিকট মস্তক অবনত করিতে হইবে,—একদিন তাঁহাকে এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

কাশীনাথ বাবুর পরিবারে বিপদের উপর বিপদ ক্রমাগত উপস্থিত হইতেছে, তথাপি ব্রহ্মময়ীর কি অপরিসীম সহিষ্ণুতা। তিনি ঈশ্বরে হৃদয় স্থির রাখিয়া ধীরভাবে স্বামীর পরিচর্য্যায় রত; এবং এই প্রকার ঘোর বিপদে নিপতিত হইয়াও সকলপ্রকার সাংসারিক কর্ত্তব্য ধীরতা এবং নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিতেছেন। নানাপ্রকার দুখাগ্নিতে প্রাণ দগ্ধ হইলেও তাঁহার স্নেহধারা চান্দ্রমসী জ্যোৎস্নাধারার ন্যায় সকলের উপর সমানভাবে পতিত হইতেছে।

প্রফুল্ল গিরিবালাকে লইয়া ছায়ার ন্যায় মাতার সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার সকল কার্য্যের সহায়তা করিতেছে। সেই সরল কোমল প্রাণের উপর বিধাতা গুরুতর দুঃখভার অর্পণ করিয়া যেন তাহাকে ভাবী কার্য্যক্ষেত্রের জন্য গড়িয়া তুলিতেছেন।

অদ্য প্রাতঃকালে ডাক্তার আসিয়া বলিলেন,—"রোগীর অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সে পরিবর্ত্তন ভালর দিকে।"

একপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।



প্রকৃত আত্মত্যাগ।

আজ কালীনাথ বাবুর জ্বর ত্যাগ হইয়াছে। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, আর চিন্তার কারণ নাই, এ যাত্রা তিনি রক্ষা পাইলেন।

রাত্রি ১২টার পর ব্রহ্মময়ী প্রফুল্ল ও গিরিবালাকে লইয়া নিজ শয়ন কক্ষে গমন করিলেন। আজ রাত্রি জাগরণের কোন আবশ্যক নাই। অমরেন্দ্রকে শয়ন করিতে বলিয়া গেলেন। রাত্রি ১টার পর একখানি তক্তপোষের উপর শয়ন করিয়া অমরেন্দ্র নিদ্রার জন্য ইচ্ছুক হইলেন। তিনি এই কয়দিন শয্যাস্পর্শও করেন নাই। ক্রমাগত রাত্রি জাগরণে ও পরিশ্রমে অতিশয় ক্লান্ত ছিলেন, দেখিতে দেখিতে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

রাত্রি ৩টা বাজিল। সকলেই নিদ্রাগত। প্রকৃতি যেন গভীরা নিশিথিনী-বক্ষে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন।

প্রফুল্ল ও গিরিবালা কি একটা শব্দে হঠাৎ জাগিয়া উঠিল। কালীনাথ বাবু নিদ্রিত অবস্থায় কি যেন বলিয়া উঠিয়াছেন। গিরিবালা তাড়াতাড়ি উঠিয়া কহিল,—"প্রফুল্ল, তুমি উঠিও না। আমিই যাইতেছি।" দরোজাটা

খোলাই ছিল; গিরিবালা উঠিয়া দ্রুতগতি রোগীর কক্ষে গমন করিল। প্রফুল্লের ঘুমের ঘোর তখনও ভাঙ্গে নাই। কহিল,—"গিরিদিদি, তুমি যাও, আমিও আসিতেছি।

গৃহে প্রবেশ করিয়া গিরিবালা যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার মস্তক ঘুরিয়া গেল।

গিরিবালা দেখিতে পাইল, একখানা তক্তপোষের উপর অমরেন্দ্র গভীর নিদ্রায় অচেতন। একটি ভীষণ কালসর্প তাঁহার বক্ষস্থলে নিজ দেহের কিয়দংশ স্থাপন করিয়া মস্তকের উপর ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। অমরেন্দ্রের দক্ষিণ হস্তখানি সর্পকে প্রায় স্পর্শ করিয়া আপন বক্ষস্থলে সংস্থাপিত। অনুপম রূপমাধুরী দর্শন করিয়া সর্পের প্রাণও কি মুগ্ধ হইয়াছে? সে যেন দেখিতে দেখিতে আনন্দে নৃত্য করিতেছে।

কি ঘোরতর বিপদ! নিদ্রাবস্থায় হাতখানি একটু সঞ্চালন করিলে তন্মুহূর্ত্তেই হয়ত সর্প তাঁহাকে দংশন করিয়া ফেলিবে।

গিরিবালা নিমেষমধ্যে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইল। চিন্তা করিবার সময় কোথায়? প্রত্যুৎপন্নমতি গিরিবালা ধীরে ধীরে কালভূজঙ্গের পশ্চাৎভাগে গমন করিল। সে নীরবে রুদ্ধশ্বাসে অতি সাবধানে সেই মৃত্যুর দূতের নিকটবর্ত্তী হইয়া একবার ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া লইল। এবং নিজ জীবনকে অবহেলা করিয়া স্বীয় অঞ্চলে হাত জড়াইয়া সর্পের ঘাড় দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া ফেলিল। অকস্মাৎ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া সর্পও আপনার প্রাণ বাঁচাইবার জন্য স্বীয় লাঙ্গুলদ্বারা দৃঢ়ভাবে গিরিবালার হস্ত বেষ্টন করিল।

পাছে রোগীর কোনরূপ কষ্ট হয়, এই জানিয়া তড়িৎ গতি ব্রহ্মময়ীর শয়ন কক্ষের সংলগ্ন একটি শূন্য কক্ষে যাইয়া গিরিবালা চীৎকার করিয়া

উঠিল। তাহার চীৎকার ধ্বনিতে সকলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ব্রহ্মময়ী ও প্রফুল্ল দ্রুতগতি সে ঘরে প্রবেশ করিলেন। সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

সেই সময় বাড়ীতে এক বিষম গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। ভৃত্যগণ দৌড়াদৌড়ি করিয়া উপরে আসিতে লাগিল। গিরিবালা বলিতেছে, "আমি আর সর্পকে হস্তমধ্যে রাখিতে পারিতেছি না। হাত ক্রমশঃই অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে।" সেই দুরন্ত ভুজঙ্গম লাঙ্গুলদ্বারা গিরিবালার হস্ত দৃঢ়তররূপে আকর্ষণ করিতেছে। গিরিবালা কহিল,—"আমার হাতের অস্থি পর্য্যন্ত যেন ভাঙ্গিয়া যাওয়ার উপক্রম হইতেছে।"

অতি সত্বর একজন হিন্দুস্থানী ভৃত্য তীক্ষ্ণধার অস্ত্র দ্বারা সর্পটাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিল।

তাহারা সকলে রোগীর কক্ষে গমন করিয়া দেখিলেন, তখনও অমরেন্দ্রের ঘুম ভাঙ্গে নাই; গভীর নিদ্রায় নিশ্চিন্তভাবে যেন কি সুখস্বপ্নে বিভোর রহিয়াছেন। ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলোক সমুজ্জ্বল মুখমণ্ডলে, সুবর্ণনিভ শ্যাম দেহকান্তিতে পতিত হইতেছে। সেই লাবণ্যময় দেবকান্তি আরও যেন দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। উষার একটি নব স্বর্ণ কররেখার ন্যায় মৃদু হাস্যরেখা রক্তবিম্ব অধর প্রান্তে এখনও যেন বিরাজিত। প্রশান্ত ও প্রসর ললাটে শুভ্র স্বেদবিন্দু সকল স্বর্ণকমলদলস্থ শিশির বিন্দুর ন্যায় শোভা পাইতেছে। প্রফুল্ল চাহিয়া দেখিল, কি সুন্দর! তাহার চক্ষু যেন ফিরিতে চাহিতেছে না। কিন্তু মাতা নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন মনে করিয়া সলজ্জভাবে সে আপনার তৃষিত নয়নকে বলপূর্ব্বক ফিরাইয়া লইল।

সুমতি নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল, একটু উচ্চৈঃস্বরে কহিল,—"সাবাস ঘুম!"

ব্রহ্মময়ী কহিলেন,—"অমরেন্দ্র কয় রাত্রি যাবৎই ক্রমাগত জাগিতেছে, তাই আজ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ছেলে মানুষ বইতো নয়। দেখিস্ যেন উহার ঘুম না ভাঙ্গে।"

জ্যোৎস্নাস্নাত তরঙ্গিণীর মৃদু বীচিবিক্ষেপের ন্যায় অমরেন্দ্রের সৌন্দর্য্যরাশি প্রফুল্লের প্রাণে খেলিতেছে,—দুলিতেছে। সে একটু হাসিয়া মনে মনে কহিল,—"স্নেহ বাস্তবিকই অন্ধ! এত গোলমালেও যাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই, মাতা স্নেহের বশীভূত হইয়া সামান্য একটু শব্দেই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গের আশঙ্কা করিতেছেন। অমরেন্দ্র বাবু কোন্ মন্ত্রে আমার মাতার সমস্ত স্নেহ কাড়িয়া লইয়াছেন?"

ব্রহ্মময়ী মনে মনে ভাবিতেছেন,—"পূর্ব্বপুরুষের কত পুণ্যফলে আজ ভগবান্ তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন! গিরিবালাই উহার জীবন রক্ষা করিয়াছে। কি করিয়া আমার মা গিরিবালার ঋণ পরিশোধ করিব?"

অমরেন্দ্রের বাম হস্তখানি মস্তকের নীচে উপাধানের কার্য্য করিতেছে।

দেখিয়া ব্রহ্মময়ী কহিলেন,—"উহার মাথার নীচে বালিশ নাই। আমি বালিশটা দিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া উপাধান লইয়া অমরেন্দ্রের মাথার নীচে দিতে গেলেন। অতি সাবধানে ধীরে ধীরে তাহার হাতখানা যেমন নামাইতেছেন, অমনি সেই মাতৃরূপিণীর স্নেহস্পর্শে অমরেন্দ্র জাগিয়া উঠিলেন। তিনি নিদ্রাভঙ্গে শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন।

ব্রহ্মময়ী কহিলেন,—"না না, আর একটু ঘুমাও বাবা; একটু এদিকে এসতো, বিছানাটা ঠিক্ করিয়া দিতেছি।"

অমরেন্দ্র কহিলেন,—"আমি আর ঘুমাইব না।"

ব্রহ্মময়ী বিগত ভয়ঙ্কর ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করিয়া কহিলেন।

অমরেন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে গিরিবালাকে কহিলেন,—"আপনি আমার প্রাণদান করিয়াছেন। আপনি আজ হইতে আমাকে আপনার সহোদর ভ্রাতা মনে করিবেন।"

গিরিবালা সলজ্জভাবে উত্তর করিল,—"আমি আমার কর্ত্তব্য কার্য্যই করিয়াছি। আমি আপনাকে নিজ সহোদর ভ্রাতা জ্ঞান করিয়া আসিতেছি, এবং চিরকালই করিব।"

ব্রহ্মময়ী গিরিবালাকে আপন ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন,—"বাবা, নারায়ণের কৃপায়ই আমি আজ তোমাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছি। আমার মা গিরিবালাকে আমি আর কি বলিব? আমি উহাকে মা বলিয়াছি, যথার্থই সে আজ আমার মার কার্য্য করিয়াছে।"

প্রফুল্ল তখন স্নেহময় পিতার চরণতলে উপবেশন করিল। তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। কিন্তু দুর্ব্বলতা বশতঃ কিছুই বলিতে পারিতেছেন না। সেই পুণ্যপ্রতিভামণ্ডিত মুখমণ্ডল করাল রোগের কালিমায় আচ্ছাদিত। প্রফুল্ল নিজ হৃদয়ের বেদনা কোন মতেই প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। মনে মনে কহিল,—"হা বিধাতা! আমার কোন্ পাপের এ দণ্ড বিধান? আমার জীবন দিলেও যদি পিতা আরোগ্যলাভ করিতেন, আমি তাহাই করিতাম।"

দ্বিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

ব্যাকুলতা।

রাত্রি ৯টা। কলিকাতার রাস্তা দিয়া লোক চলাচলের বিরাম নাই। ফেরিওয়ালা হাঁকিয়া হাঁকিয়া এখনও ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গাড়ী ঘোড়ায় ঘড়ঘড় শব্দ ও লোকের গোলমালে সহরটি গুলজার।

কিন্তু কালীনাথ বাবুর প্রাসাদ নীরব নিস্তব্ধ। রোগীর কক্ষে সকলেই নীরবে উপবিষ্ট। নীচেও দাসদাসীর কোন গোলমাল শুনা যাইতেছে না। নিস্তব্ধ ভাবে কক্ষে কক্ষে আলো জ্বলিতেছে। যদিও গতকল্য কালীনাথ বাবুর জ্বর ত্যাগ হইয়াছে, তথাপি শরীর এত দুর্ব্বল যে কিছুই বলিতে পারিতেছেন না। প্রফুল্ল পিতাকে বাতাস করিতেছে। অমরেন্দ্র নিকটে একখানি চেয়ারে বসিয়াছেন। ব্রহ্মময়ী ও গিরিবালা রোগীর নিকটেই রহিয়াছেন। কিন্তু কেহ কিছু বলিতেছে না।

কালীনাথবাবু গত রাত্রির ভয়ঙ্কর ঘটনা এবং গিরিবালার অদ্ভুত আত্মত্যাগ ও সাহস স্মরণ করিয়া মনে মনে তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন।

অমরেন্দ্র শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে গিরিবালাকে কহিলেন,—"আপনি কল্য রাত্রিতে যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা জগতে অতুলনীয়। ধন্য আপনার সাহস! আপনি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন। আমাকে সহোদর ভ্রাতা জানিয়া আপনার যখন যে অভিপ্রায়, আমার নিকট অসঙ্কোচে প্রকাশ করিবেন। আমি পৃথিবীতে দুর্ল্লভ ভগিনী-স্নেহে বঞ্চিত।

গিরিবালা অবনত মুখে সলজ্জভাবে উত্তর করিল,—"ভগিনীর প্রতি ভ্রাতার যে কর্ত্তব্য তাহা আপনি অবশ্য প্রতিপালন করিবেন। এ ভরসা আমার আছে। আমি আপনার বয়সে কত ছোট; আমাকে নাম ধরিয়াই ডাকিবেন।"

অমরেন্দ্র,—"তাহাই হইবে।"

সেই সময় মঙ্গলময় বিধাতা বিরলে বসিয়া এই দুইটি পূত হৃদয়কে পবিত্র অলঙ্ঘ্য ভ্রাতা-ভগিনী সম্বন্ধে বাঁধিয়া দিলেন। অদৃষ্ট দেবতা সুপ্রসন্নভাবে আজ চিরদুঃখ-নিমজ্জিতা, পতি-পরিত্যক্তা হতভাগিনী গিরিবালার প্রতি যেন শুভ দৃষ্টিপাত করিলেন।

তখন সুমতি নরেনকে ক্রোড়ে করিয়া তাহাদের শয়ন কক্ষের শয্যায় শয়ন করাইল। তাহার ঘুম পাইয়াছে।

ব্রহ্মময়ী কহিলেন,—"নরেন্, খাওয়ার পর কি একটুও পড়িতে পারিস্ না?"

নরেন্ মাতাকে ভয় করিত, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া মুখে জল দিয়া বসিল।

অমরেন্দ্র,—"এখন রোগীর পথ্য দেওয়ার সময় হইয়াছে, একটু বেদানার রসের দরকার।"

ব্রহ্মময়ী কহিলেন,—"ঐ টেবিলের উপর বেদানা নাই? সেই ভৃত্যটা বুঝি বেদানা আনে নাই।"

নরেন্ তখন পুস্তকের উপর দৃষ্টিপাত করিতেছে, এবং এক একবার চক্ষু রগ্‌ড়াইতেছে। সে কহিল,—"মা, আমি যখন বৈকালে আমার খেলার ঘরে আঁব কাটিয়া খাইতেছিলাম, সে আমার হাতে বেদানা দিয়া তাড়াতাড়ি রাস্তা হইতে অন্য কার্য্যে চলিয়া গেল। তাহা নীচে ঐ টেবিলের উপরই রহিয়াছে, আমার আনিতে মনে হয় নাই।"

সুমতি সেখানেই নীরবে দাঁড়াইয়াছিল। সে মলিন ছল্ ছল্ নেত্রে প্রভুর রোগক্লিষ্ট মুখপানে চাহিতেছিল। এই ঘোর বিপদে নিপতিত হইয়া প্রভুভক্তিপরায়ণা সুমতির অলসতা দূর হইয়াছে। নরেনের কথা সমাপ্ত হওয়া মাত্র সে অবিলম্বে বেদানা আনিতে নীচে চলিয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইল, তথাপি সে আসিতেছেনা দেখিয়া অমরেন্দ্র কহিলেন,—"সুমতি এত বিলম্ব করিতেছে কেন? আমি দেখিয়া আসিব?"

ব্রহ্মময়ী,—"আমিই না হয় যাই।"

ব্রহ্মময়ীর এই কথা কয়টি শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই অমরেন্দ্র প্রস্থান করিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই বামা দৌড়াইয়া উপরে আসিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে সংবাদ দিল,—"মা শীঘ্র আসুন! শীঘ্র আসুন! সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে!" এই বলিয়া সে ঊর্দ্ধশ্বাসে পুনর্ব্বার চলিয়া গেল। কেহ কোন কথা আর জিজ্ঞাসা করিবার সময় পাইলেন না।

প্রফুল্লের মাথার ভিতর দিয়া যেন আগুনের গোলা ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। তাহার হৃদয় অমরেন্দ্রেরই বিপদ আশঙ্কা করিল। সে আকুল প্রাণে দ্রুতগতি মাতার সঙ্গে নীচে চলিয়া গেল। গিরিবালা নিতান্ত চিন্তিতভাবে রোগীর নিকট বসিয়া রহিল।

নরেন তখন শয্যার উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

ত্রিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

অভিমানিনী।

এ সংসারে পাপ করিয়া কাহারও নিষ্কৃতি নাই। ইহলোকে হউক,—পরলোকে হউক, তাহাকে একদিন প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে। যাহার যে পরিমাণ অপরাধ, তাহার সেই পরিমাণ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা। ইহাও ন্যায়বান্ পরমেশ্বরের পরম করুণা। তিনি দণ্ড দিয়া সন্তানেকে কল্যাণময় ক্রোড়ে তুলিয়া লন।

নরেনের খেলার ঘরে ঐ কে অচেতনাবস্থায় নিপতিত? তাহার সর্ব্বাঙ্গে ছুরিকাঘাত। উঃ একি, শোণিত-স্রোত! শোণিত-স্রোতে স্থানটি প্লাবিত। একখানি রক্তাক্ত ছুরিকা তাহার নিকটেই ভূমিতলে পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার এ দুর্দ্দশা কেন ঘটিল? প্রিয় পাঠিকা, আপনি হয়তঃ শিহরিয়া উঠিবেন। এ হৃদয়হীন দৃশ্যপট আপনার নিকট কেন খুলিলাম? উহা শোণিত-স্রোত নহে—ভগবানের করুণাধারা।

ব্রহ্মময়ী আসিয়া দেখিলেন, তাহার একজন ভৃত্য রক্তাক্ত কলেবরে পড়িয়া আছে। ক্ষণেক নিস্তব্ধ ভাবে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সুগতি, কি হইয়াছে?"

সে কক্ষটি প্রাসাদের পশ্চাৎভাগে একটি নির্জ্জনস্থানে অবস্থিত। একটি অন্ধকার সংকীর্ণ গলি কক্ষদ্বারের অনতিদূর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। দ্বারের সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র বাগান,—ইহা নরেনের নিজের। ইহাতে তাহার নিজহস্তরোপিত কয়েকটি গোলাপফুলের গাছ। গলির ভিতর

যাইতে সেখানে প্রাচীরগাত্রে একটি দ্বার আছে। কিন্তু তাহা সর্ব্বদা লোক চলাচলের জন্য নহে। প্রাসাদের সম্মুখভাগে বড় রাস্তা। তাহা দিবাভাগের ন্যায় আলোকময়। সর্ব্বদা লোক-কোলাহলে মুখরিত। অন্ধকার সংকীর্ণ গলিপথ দিয়া রাত্রি নয়টার পর প্রায়ই লোক যাতায়াত করে না।

সুমতি কহিল,—"আমি এই ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র দেখিলাম, এই লোকটি অন্য একজনের সঙ্গে বাগানে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে কি বলিতেছে। আমার পায়ের শব্দ পাইয়া সে দ্রুত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমি বেদানা লইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতেই অকস্মাৎ পাপিষ্ঠ আমার হস্ত ধারণ করিল। নরাধম কহিল,—'বন্ধু, শীঘ্র ইহাকে বাঁধিয়া ফেল। রাস্তায় তাহারা রহিয়াছে তো'।" এই বলিয়া সুমতি থামিল।

এই ভৃত্যটি নিতান্ত অর্থলোভী। প্রচুর অর্থ লাভের আশায় সে সুমতিকে আরকাটিদের হস্তে সমর্পণ করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছে! আজ এই দুর্ব্বৃত্তদের ভাগ্যে মাহেন্দ্রযোগ ঘটিয়াছে। প্রাসাদ শূন্যপ্রায়। কারণ সন্ধ্যার পর হইতে নিকটে একস্থানে যাত্রা গান হইতেছে। দাস দাসী প্রায় সকলেই গান শুনিতে চলিয়া গিয়াছে। পাপিষ্ঠ অর্থদ্বারা বামাকে পূর্ব্বেই হস্তগত করিয়াছিল, সুতরাং সে বাসায়ই ছিল। আজ এই সুবর্ণ সুযোগের দিনে আটটার পর হইতেই ৩। ৪ জন যমদূততুল্য আরকাটি অন্ধকার প্রায় জনশূন্য পথে ভ্রমণ করিতেছে।

অমরেন্দ্র গম্ভীরভাবে কহিলেন,—"তার পর?"

সুমতি,—"সেই মুহূর্ত্তে অন্য এক দুরাচার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। আমি নিশ্চয় বুঝিলাম, ইহারা আমাকে জোর করিয়া কোথাও লইয়া যাওয়ার ষড়যন্ত্র করিয়াছে। মা বলিয়াছেন,—'বিপদে নারায়ণকে স্মরণ করিও। ধর্ম্মই মানবের প্রাণ, প্রাণ দিয়াও ধর্ম্মকে রক্ষা করিবে।' আমি ঘোর

বিপদে নিপতিত হইয়া নারায়ণকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। তখন আমার হৃদয়ে কি অপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চারিত হইল। আমি সবলে উহার হাত ছাড়াইয়া লইলাম। ধর্ম্মরক্ষার আর উপায়ান্তর না দেখিয়া টেবিলের উপর হইতে নরেনের আম কাটা ছুরিখানা লইয়া উহার সর্ব্বাঙ্গে বিদ্ধ করিয়াছি। তাহাকে ছুরিকাঘাত করিতে দেখিয়া তাহার বন্ধু পলায়ন করিয়াছে।”

অমরেন্দ্র ইহা শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত হইলেন। মনে মনে কহিলেন,—“নারীর এই প্রকার হৃদয়বলের জন্যই তো ভারত গৌরব লাভ করিয়াছে।” ধীরে ধীরে কহিলেন,—“তার পর ?”

সুমতি,—“সেই সময় আমি চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলাম। সকলেই গান শুনিতে গিয়াছে, শুনিবে কে ? কেবল বামা আসিয়া কি মনে করিয়া দূর হইতে চলিয়া গেল।”

প্রফুল্ল এতক্ষণে বুঝিল, মাতা কেন সুমতিকে এত আদর করেন।

ব্রহ্মময়ী কহিলেন,—“অমরেন্দ্র, ইহা আমারই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত। সেদিন সুমতি যখন এই ভৃত্যের বিরুদ্ধে আমার নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিল, তখনই ইহাকে তাড়াইয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য ছিল। তাহা হইলে এই ভয়ঙ্কর ঘটনা আজ প্রত্যক্ষ করিতে হইত না।” পাপের অঙ্কুরেই বিনাশ করা উচিত। নতুবা সময়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বিষবৃক্ষের ন্যায় অশেষ দুঃখের কারণ হয়।”

অমরেন্দ্র,—“এখন এই লোকটির রক্তপতন শীঘ্র বন্ধ করা কর্ত্তব্য। কিছু ঠাণ্ডা জল চাই।”

সুমতি ইতিপূর্ব্বেই উপরে চলিয়া গিয়াছে। বামা সে স্থানে দাঁড়াইয়াছিল; সে কিছু ঠাণ্ডা জল দিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল।

ভৃত্য প্রায় সংজ্ঞাশূন্য। অমরেন্দ্র তাহাকে সুস্থির করিবার জন্য তাহার শিরোদেশে নিজহস্তে জলসেক করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মময়ী কহিলেন,—"যাহারা পরের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কার্য্য করেন, ভগবান্ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন। তুমি আমাদের জন্যই বা কত করিতেছ।"

অমরেন্দ্র একটু লজ্জিতভাবে কহিলেন,—"আমার কর্ত্তব্য কার্য্যই করিতেছি। কর্ত্তব্য অবহেলা করাই পাপ। ইহার এই ক্ষতগুলিতে একজনের জল ঢালিয়া দেওয়া দরকার।"

ব্রহ্মময়ী,—"প্রফুল্ল, জল ঢালিয়া দাও তো!" প্রফুল্ল সলজ্জ ও সঙ্কুচিতভাবে জল ঢালিয়া দিতে লাগিল।

অমরেন্দ্র,—"সুমতি তো দেখিতেছি চমৎকার মেয়ে।"

ব্রহ্মময়ী,—"উহার হৃদয় ফুলের মত নির্ম্মল। পাপ ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এ জন্য সুমতি বিশেষ কোন কাজ কর্ম্ম না করিলেও আমি উহাকে কিছু বলি না।"

অমরেন্দ্র,—"রোগীকে পথ্য দেওয়ার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আপনার আর বিলম্ব করা উচিত নয়। ইহার ক্ষতগুলি তেমন সাংঘাতিক নয়। কোন চিন্তার কারণ নাই। অধিক রক্তপতন হওয়ায় অস্থির আছে।"

ব্রহ্মময়ী,—"হাঁ, আমি আর দাঁড়াইতে পারি না। উহাকে সুস্থির করিয়া তুমি শীঘ্রই আসিও।"

এই বলিয়া ব্রহ্মময়ী চলিয়া গেলেন।

সে কক্ষে আর কেহ ছিল না। সেই নির্জ্জনতা ও নিস্তব্ধতার মধ্যে অমরেন্দ্র ও প্রফুল্ল নীরবে কার্য্য করিতে লাগিল। কেহ একটি কথা বলিতেছেন না; কেহ কাহারও প্রতি চাহিয়াও দেখিতেছে না। নিকটবর্ত্তী জানালা দিয়া মৃদুমন্দ নৈশ সমীরণ উভয়কে যেন ধীরে ধীরে ব্যজন করিয়া নীরবে বহিয়া চলিয়াছে।

অমরেন্দ্রের মুখমণ্ডল স্থির গম্ভীর। প্রফুল্লের মুখখানি লজ্জায় রক্তিম কান্তি ধারণ করিয়াছে।

কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে কাটিয়া গেল। সমস্ত ঠাণ্ডা জলগুলি একেবারে নিঃশেষিত হইলে, অমরেন্দ্র ধীর গম্ভীরভাবে কহিলেন,—"আরও ঠাণ্ডাজলের দরকার। তোমাদের ঘরে আর কি ঠাণ্ডা জল নাই?"

প্রফুল্ল মনে মনে কহিল,—"ঠাণ্ডা জলের অভাব কি? ঝিরাই বা কোথায় গেল?" কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারিল না। সে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা জল আনিতে চলিয়া গেল।

বাড়ীর মধ্যে কাহারও সহিত এই ভৃত্যের সদ্ভাব নাই। এই পাপিষ্ঠের বিপদ সময়ে কেহই আসিল না। অল্পসময়মধ্যে জল লইয়া আসিয়া প্রফুল্ল অমরেন্দ্রের নিকট রাখিয়া দিয়া নীরবে দাঁড়াইল। অমরেন্দ্র সেই ভৃত্যটির মস্তকে পুনর্ব্বার জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পর বিরক্ত ভাবে প্রফুল্লকে কহিলেন,—"ইহার ক্ষতগুলিতে ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দিতেছ না কেন? ইহাও আবার বলিয়া দিতে হইবে?" প্রফুল্ল জল লইয়া ধীরে ধীরে ঢালিয়া দিতে লাগিল।

অমরেন্দ্র, —"ক্ষতগুলিতে জল ভালরূপ পড়িতেছে না, দেখিতে পাইতেছ না কি?"

প্রফুল্ল প্রাণপণে জল ঢালিয়া দিতেছিল, তথাপি অমরেন্দ্র পুনঃ পুনঃ বিরক্ত হইয়া উঠিতেছেন দেখিয়া প্রফুল্লের বড়ই কান্না পাইল।

অমরেন্দ্র পুনর্ব্বার বিরক্তভাবে বলিলেন,—"কেন তাড়াতাড়ি জল ঢালিয়া দাও না? কি অকর্ম্মা!"

প্রফুল্লের আর সহ্য হইল না, সে কাঁদিয়া ফেলিল। প্রফুল্ল কিছুই না বলিয়া অভিমানে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার চলিয়া যাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু চরণে বল ছিল না। অমরেন্দ্র একবার প্রফুল্লের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; কিন্তু কিছু বলিলেন না। বিশেষ মনোযোগের সহিত নিজকার্য্যে ব্যস্ত রহিলেন। অল্পক্ষণ পরই ভৃত্য সুস্থির হইল, এবং তাহার রক্তপাত বন্ধ হইল।

অমরেন্দ্র অতি সাবধানে তাহার পরিধেয় বসন পরিবর্ত্তন করাইয়া বস্ত্রখণ্ডদ্বারা ক্ষতস্থানগুলি উত্তমরূপে বাঁধিয়া দিলেন এবং পরম যত্নে তাহাকে একখানি শয্যায় শয়ন করাইয়া চলিয়া গেলেন। যাওয়ার সময় প্রফুল্লের প্রতি দৃক্‌পাতও করিলেন না।

তিনি কিয়দ্দূর গিয়া পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়া প্রফুল্লকে কহিলেন,—"এখানেই কি একাকিনী দাঁড়াইয়া থাকিবে?"

প্রফুল্ল ভাবিল,—"দাঁড়াইয়া থাকা চলিবে না; এখনই মাতা আসিয়া গালি দিয়া লইয়া যাইবেন।" সুতরাং সে ধীরে ধীরে অমরেন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ উপরে চলিয়া গেল।

চতুপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

অগ্নি-পরীক্ষা।

রাত্রি ১১টা। কালীনাথ বাবু নিদ্রিত। ব্রহ্মময়ী অমরেন্দ্রকে শয়ন করিতে বলিয়া গিরিবালা ও প্রফুল্লকে লইয়া শয়ন-কক্ষে গমন করিলেন। অদ্যকার ভয়ঙ্কর ঘটনা,—সুমতির চরিত্রের বল এবং অমরেন্দ্রের হৃদয়ের মহত্ত্ব এবং নিঃস্বার্থ পরসেবার ভাব চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

অমরেন্দ্র একখানি চেয়ারে বসিয়া ভাবিতেছেন,—"মা আনন্দময়ি! সংসারের ধনী, দীন, পাপী, সাধু তোমার কাছে তো সকলই তুল্য!

তোমার মন্দিরে মহাপাপীও মুক্তির অধিকারী। কেবল তোমার কার্য্য করিয়া যাইব; বিচার করিবার আমি কে? এই আশীর্ব্বাদ চাই, যেন তোমার প্রকৃত সেবক হইতে পারি।”

টেবিলের উপর ইংরেজী, বাঙ্গলা, সংস্কৃত নানাবিধ গ্রন্থ যত্নে সুসজ্জিত। অমরেন্দ্রের জ্ঞানস্পৃহা অত্যন্ত প্রবল। এই কয়দিন রোগীর জন্য ব্যস্ত থাকায় পড়াশুনা করিবার অবকাশ পাইয়া উঠেন নাই। আজ যদিও তিনি ক্লান্ত চিত্তে নিদ্রার জন্য উৎসুক ছিলেন, তথাপি দুএকখানা পুস্তক পাঠের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না।

অমরেন্দ্র একখানি গ্রন্থ হস্তে তুলিয়া লইলেন। তাহা পাশ্চাত্য কবি সেক্সপিয়রের একখানি কাব্যগ্রন্থ। তিনি দেস্‌দিমানার অদ্ভুত আত্মত্যাগকাহিনী পাঠ করিতে করিতে বিমুগ্ধ চিত্তে সেই গ্রন্থখানি টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন।

সম্মুখে বড় একটা ল্যাম্প জ্বলিতেছে। এমন সময় হঠাৎ একটি পতঙ্গ সেই কাচ মণ্ডিত দীপশিখার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। অমরেন্দ্র মনে মনে কহিলেন,—“হে পতঙ্গ! মানুষের মত তোমারও কি পুড়িয়া মরিবার সাধ জন্মিয়াছে? নাচিতে নাচিতে খেলিতে খেলিতে ঐ দীপ্ত অনলরাশির চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ কেন? প্রাবৃটের উষা-কিরীট-জ্যোতি-উল্লসিত কলাপীর ন্যায় উল্লাসে ঐ ক্ষুদ্র প্রাণটি যেন উছলিয়া উঠিতেছে। মরিতেই কি তোমার এত আনন্দ? জীবন্ত পুষ্পের ন্যায় তোমার ঐ মোহন রূপরাশি যে পলকের মধ্যে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে ভাই!”

অগ্নির সপ্তশিখা। কিন্তু জ্বলন্ত বাসনা-অনলের শিখা সাতটি নয়,—বিশটি নয়,—অনন্ত অগণ্য। ভুবন দীপ্ত করিয়া তাহার বিশ্ব-বিধ্বংশিনী লোল-জিহ্বা আকাশ স্পর্শ করিয়াছে। কোটি কোটি মানব পতঙ্গের মত সেই

অনলশিখার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! মরিবার জন্য উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতেছে। একবার অগ্নিস্পর্শ করিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়াও সাধ মিটিতেছে না, আশা পূরিতেছে না। আমি যেন এ জ্বলন্ত অনলে কখনও পুড়িয়া না মরি।

অমরেন্দ্র অন্যমনস্কভাবে অন্য একখানি পুস্তক হস্তে তুলিয়া লইলেন। সেখানি কুমারসম্ভব, ভারতবাসীর নিজসম্পত্তি।

গৌরীর রূপবর্ণনা পাঠ করিতে করিতে তাহাতেই যেন তাঁহার মনঃপ্রাণ মুগ্ধ হইয়া গেল। সে পুস্তকের অপরপৃষ্ঠা উল্‌টাইবামাত্র তিনি একি দেখিলেন! দৃষ্টিমাত্র তাঁহার হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া গেল। প্রফুল্ল তাহার মাতার নিকট যে পত্রখানি লিখিয়াছিল, তিনি ভ্রান্তিবশতঃ সে পত্রখানি কুমারসম্ভবে রাখিয়া দিয়াছিলেন; তাহা আজ দৈবক্রমে হঠাৎ অমরেন্দ্রের দৃষ্টিপথে পতিত হইল।

দেখিলেন, চিঠিখানিতে মাত্র তিন ছত্র লেখা, হৃদয়ের ভাব অল্প কথায় স্পষ্ট পরিষ্কাররূপে প্রকাশিত।

অমরেন্দ্র ইহা পাঠ করিয়া একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

তাঁহার চক্ষুর নিকট হইতে একখানি নীল যবনিকা সহসা যেন দূরে অপসারিত হইল। যে রহস্যময়ী জটিল প্রহেলিকা রুদ্ধ কবাটের অভ্যন্তরে জগতের চক্ষুর অন্তরালে লুক্কায়িত ছিল, তাহা যেন তিনি আজ অকস্মাৎ নবীন সূর্য্যালোকে প্রকাশিত দেখিতে পাইলেন।

তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"ইহা কি সত্য সত্যই প্রফুল্লের হৃদয়ের একটা গভীরতম ভাব? না তরুণ-হৃদয়-সুলভ সাময়িক চপলতা মাত্র? প্রেম তো স্বর্গের জিনিষ। যেখানে প্রেম, সেখানেই আত্ম-বিসর্জ্জন। যাঁহারা এ প্রকার আত্ম-বিসর্জ্জনে সমর্থ, তাঁহারা এই মর্ত্ত্যলোকে থাকিয়াই দেবত্ব লাভ করেন।

"উহার এই ভাবটি যদি অচিরস্থায়ী চপলতা না হয়, তবে সত্য সত্যই সে মানবী নহে। এই ধন-মান-বিলাস-লালসাপূর্ণ সংসারে সে নারী-রূপিণী দেবী। ক্ষুদ্র বালিকাহৃদয়ে এত বল কোথা হইতে লাভ করিল। প্রফুল্লের বয়সমাত্র ষোড়শ বৎসরে পড়িয়াছে। এই বয়সে মনের এত দৃঢ়তা নিতান্তই বিস্ময়কর।

"চিতোরের ভাগ্য-গণক কি তবে ঐন্দ্রজালিক নহে? তিনি কি সত্য সত্যই একজন যোগসিদ্ধ পুরুষ? কালের রুদ্ধ কবাট খুলিয়া ভবিষ্যতের চিত্রপট আমার সম্মুখে ধরিয়াছিলেন? মহাপুরুষের ভবিষ্যৎ বাণীর সফলতা কেমন করিয়া সম্ভবে? আমি যে ভিন্নপথের যাত্রী। জানিনা হে ভগবান্, তোমার একি লীলা!

"আমি প্রফুল্লের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। উহার জীবনের ভাবী কল্যাণ চিন্তা আমার হৃদয়ে স্বতঃই সমুদিত হইতেছে। যাহাতে উহার এই নব অঙ্কুরিত ভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া সময়ে সংসারসুখের কণ্টকরূপে পরিণত না হয়, আমাকে তাহাই দেখিতে হইবে।"

আজ যেন তিনি সমস্ত ঘটনাই দিব্যদৃষ্টিতে মুহূর্ত্তমধ্যে দেখিয়া লইলেন। প্রফুল্লের সেই স্বাভাবিক সরলতাবেষ্টিত লজ্জাবনত মূর্ত্তি,—নীরব ম্লান মুখচ্ছবি,—সে সলজ্জ সকরুণ ছল্ ছল্ দৃষ্টি,—কি এক মন্ত্রশক্তির প্রভাবে অভিনব ভাবে তাঁহার নিকট যেন স্বর্গের বার্ত্তা আনয়ন করিল। সে মুখচ্ছবিতে কখন কখন অভিমানের বাক্যহীন-রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে—কখন কখন বা কি এক আত্মগৌরবের মহিমাময় আভায় দীপ্তি পাইয়াছে। তাহা হইতে যেন এক গৌরবপূর্ণ প্রীতির তড়িৎশিখা প্রবাহিত হইয়া অমরেন্দ্রের দুর্ভেদ্য গিরিদুর্গসম অটল হৃদয়দ্বারের রুদ্ধ কবাটে সজোরে আঘাত করিয়াছে।

অমরেন্দ্র পুনর্ব্বার ভাবিতে লাগিলেন,—"আমার একটুমাত্র ব্যবহারে

সে একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল। ইহা কি গভীর মনোবেদনার ফল, না স্বর্গীয় প্রেমপ্রসূত অভিমানের চিহ্ন? সম্ভবতঃ দুইই। প্রেম যেখানে গভীর অতলস্পর্শ, সেখানেই তো অভিমানের সৃষ্টি। সে সময়ে শারদীয় শিশির-স্নাত প্রফুল্ল অরবিন্দের ন্যায় তাহার অভিমান-অশ্রুসিক্ত মুখখানি বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল; আমি ইচ্ছা করিলে তখনই তাহাকে সান্ত্বনা করিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা হইলে কি তাহার ভবিষ্যৎ অনিষ্টই সাধিত হইত না?

"আমি মাতৃ-সেবক। মাতৃ-চরণেই জীবন উৎসর্গ করিয়াছি। ভগবান আমাকে কেন এ অগ্নি-পরীক্ষায় নিক্ষেপ করিতেছেন, বুঝিতে পারি না।"

পঞ্চপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

—(*)—

মানুষ না দেবতা?

সেই ভৃত্যটি আজ প্রবল জ্বরে অচেতন প্রায়। কল্যকার অস্ত্রঘাতের বেদনাজনিত যন্ত্রণায় সে চীৎকার করিতেছে। তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধাতাই প্রদান করিয়াছেন। বাড়ীর দাস দাসীরা কেহই ঘৃণাপূর্ব্বক তাহার কাছে আসিতেছে না; তাহাকে স্পর্শ করিতেছে না। দুষ্কৃতির এই ঘোরতর প্রায়শ্চিত্ত দর্শন করিয়া বামার হৃদয়েও অনুতাপের সঞ্চার হইয়াছে, সেও আজ ঘৃণাভরে দূরে সরিয়া রহিয়াছে।

অমরেন্দ্রনাথ আজ তাহার শয্যাপার্শ্বে। মাতা ভগিনীর ন্যায় পরম যত্নে তাহার শুশ্রূষা করিতেছেন।

এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া কহিল,—"ডাক্তার বাবু আপনাকে খুঁজিতেছেন।" অমরেন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া চলিয়া গেলেন। ডাক্তার বাবু কালীনাথ বাবুকে দেখিয়া চলিয়া যাইতেছেন; কক্ষদ্বারে তাঁহার সঙ্গে অমরেন্দ্রের সাক্ষাৎকার হইল।

ডাক্তার বাবু সহাস্যমুখে অমরেন্দ্রের করগ্রহণ করিয়া কহিলেন,—অমরবাবু, এখন তবে বিদায় হই। আপনার শ্রমশীলতা এবং ক্লেশ-সহিষ্ণুতাকে ধন্যবাদ। আপনার দ্বারা দেশের মুখ উজ্জ্বল হইবে।"

অমরেন্দ্র সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিলেন,—"মহাশয়, নীচে একজন রোগী আছে; একটু দেখিয়া যাইবেন।" অমরেন্দ্র ডাক্তার বাবুকে লইয়া নীচে চলিয়া গেলেন।

ডাক্তারবাবু সেই ভৃত্যটির চৌকির নিকট দাঁড়াইলেন। তাহার সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রে আচ্ছাদিত ছিল। ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি ব্যাধি?"

অমরেন্দ্র তাহার ব্যাধির ইতিবৃত্ত বর্ণন করিলেন। ডাক্তারবাবু শুনিয়া ঘৃণা ও বিরক্তির সহিত বলিলেন,—"এখনও এ পাপিষ্ঠকে এখান হইতে দূর করিয়া দেন নাই? ইহার আবার চিকিৎসা!"

অমরেন্দ্র,—"দেখুন না উহার জ্বরটা কত? বেদনার জন্যও একটা ঔষধ দিবেন।"

ডাক্তার,—"অমরবাবু, আপনি কি রকম অদ্ভুত লোক? এই পাপিষ্ঠকে রাস্তায় নিক্ষেপ করুন না। রাস্তায় পড়িয়া মরাই উহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত।"

এখানে অর্থপ্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা ছিল না; সুতরাং ডাক্তার বাবুর ধর্ম্মজ্ঞানটা কিছু প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

পঞ্চপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

অমরেন্দ্র,—"উহারও তো মানবাত্মা আছে। ভগবানের রাজ্যে কাহারও অনন্ত নরকের ব্যবস্থা নাই। বিশেষতঃ, মানবের প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের কর্ত্তব্য রহিয়াছে।"

ডাক্তারবাবু তখন অমরেন্দ্রের নিতান্ত অনুরোধে উহার জন্য ঔষধের ব্যবস্থা লিখিয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন।

অমরেন্দ্রনাথের স্নেহপূর্ণ পবিত্র মুখচ্ছবি ও করুণ-কোমলস্পর্শ তাহার যাতনা অনেক পরিমাণে দূর করিয়া দিয়াছে। এই দুর্ব্বৃত্ত ভৃত্য এত স্নেহ, এত দয়া পৃথিবীতে আর কোথাও দেখে নাই। প্রেমানল স্পর্শে লৌহ গলিল। তাহার পাষাণ হৃদয় ধীরে ধীরে দ্রব হইতে আরম্ভ করিল।

অমরেন্দ্রের এই প্রকার হৃদয়ের মহত্ত্ব এবং নিঃস্বার্থ সেবা দর্শন করিয়া প্রফুল্লের প্রাণ ভক্তিতে প্লাবিত হইয়া গেল। ভক্তির কুলপ্লাবিনী স্রোতস্বিনী যেন বর্ষার আবেগে উচ্ছ্বসিতা হইয়া প্রফুল্লের সমস্ত হৃদয় মনকে ডুবাইয়া দিল। সে ভাবিতে লাগিল,—"ইনি দেবতা; দেবতাকে লোকে দেখিতে পায় না; উদ্দেশ্যে সে পবিত্র চরণে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া করিয়া কৃতার্থ হয়। আমি যে মনে মনে ইঁহাকে অর্চ্চনা করিতে পারি, ইহাই আমার ভাগ্য। আমি নিতান্ত অবোধ; তাই রাগ করি।"

দিনের পর দিন সেই ভৃত্যটি আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল। অমরেন্দ্রের চরিত্রের নির্ম্মল আলোক তাহার প্রাণের উপর ধীরে ধীরে প্রতিবিম্বিত হইল। নিজের দুষ্কার্য্যসকল অলক্ষিতে তাহার হৃদয়ে আঘাত করিতে লাগিল।

সে মনে মনে ভাবিল, ইনি মানব না দেবতা? অমরেন্দ্র তাহার নিকট বসিয়া সস্নেহ মধুর বাক্যে ধর্ম্মের অমৃতময় বাক্য শুনাইতেন! সে পাপতাপদগ্ধ তিমিরাচ্ছন্ন হৃদয়ে অনুতাপের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল।

ভৃত্য অমরেন্দ্রের চরণে নিপতিত হইয়া কহিল,—"আপনি আমার প্রাণদান করিয়াছেন। আমাকে পাপ হইতে উদ্ধার করুন।"

অমরেন্দ্র কহিলেন,—"ভাই, মাকে ডাক। মার পবিত্র নামে সকল অপরাধ হইতে মুক্তি লাভ করিবে।"

অমরেন্দ্রের চরিত্রের সৌন্দর্য্যে কালীনাথ বাবু এবং ব্রহ্মময়ী একেবারে মুগ্ধ হইলেন।

অমরেন্দ্র আজ নিজ আশ্রমে গমন করিলেন। বেলা ২টার সময় প্রফুল্ল পিতার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতেছে।

গিরিবালা নিজ বিশ্রামগৃহে একাকিনী উপবিষ্টা। ইষ্টমন্ত্র সাধনার ন্যায় একখানি সুন্দর প্রিয় মুখের ধ্যানে তাহার হৃদয় নিবিষ্ট ছিল। শত কার্য্যের মধ্যে থাকিয়াও তাহার প্রাণ সেই ধ্যান হইতে বিরত নহে।

সে ভাবিতেছে—"তিনি কেমন আছেন? তাঁহার একটি সংবাদও তো পাই না। তাঁহার একটি সংবাদের জন্য প্রাণ কেমন আকুল হইয়া উঠিতেছে। তিনি আমাকে ত্যাগ করিয়া সুখে আছেন, তথাপি তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্য আমার প্রাণ কাঁদে কেন? হে নারায়ণ! যদি মনেও কখন পাপ করিয়া না থাকি, তবে তুমি আমার স্বামীকে কুশলে রাখিও।"

"গিরি!—একা আছিস্ মা?" বলিতে বলিতে ব্রহ্মময়ী তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি গিরিবালার বিষণ্ন মলিন মুখকান্তি দর্শন করিয়া ব্যথিত চিত্তে তাহাকে আপন কোলে টানিয়া লইয়া কহিলেন—"কি ভাবিতেছিস্ মা?" গিরিবালা উচ্ছ্বসিত অশ্রুজল সম্বরণ করিয়া অবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল—"বেশী কিছু নয় মা?"

এমন সময় অমরেন্দ্র সে ঘরে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন—"মা!" তিনি যে মাতৃহীনের মা। মা বলিয়া অমরেন্দ্র কতই আনন্দ লাভ করিলেন।

ব্রহ্মময়ী কহিলেন,—"এস বাবা।" অমরেন্দ্র যেন শিশুর মত ব্রহ্মময়ীর কাছে বসিলেন। শ্রান্ত পথিক যেমন নিদাঘের রৌদ্রতাপে

শীতল তরুচ্ছায়ায় শ্রান্তি দূর করিয়া থাকে, তেমনি এই মাতৃরূপিণীর স্নেহ-সিক্ত ছায়ায় বসিয়া তিনি প্রাণে এক নির্ম্মল শান্তি অনুভব করিলেন।

ব্রহ্মময়ী কহিলেন,—"অমরেন্দ্র, গিরিবালা অনেক দিন যাবৎ তাহার স্বামীর সংবাদ না পাওয়ায় মর্ম্মান্তিক যাতনা ভোগ করিতেছে। লজ্জা-বশতঃ সে তোমার কাছে কিছুই বলিতে পারিতেছে না।"

অমরেন্দ্র,—"যে প্রকারে হউক, আমি অবশ্যই তাহার সংবাদ আনাইব। আহা কি নির্দ্দয়!"—বাধা দিয়া গিরিবালা কহিল—"না না, তিনি নির্দ্দয় নহেন। আমার অদৃষ্টই মন্দ।"

এই বলিয়া গিরিবালা অবিরলধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

অমরেন্দ্র নিতান্ত লজ্জিত হইয়া কহিলেন,—"গিরিবালা, আমাকে ক্ষমা কর। আমার এই কথায় তুমি মনে বেদনা পাইবে, আমি তাহা পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। যাহাহউক, শীঘ্রই আমি তোমার স্বামীর নিকট চিঠি লিখিয়া দিব।"

গিরিবালার অদ্ভুত পতিভক্তি দর্শন করিয়া অমরেন্দ্র এবং ব্রহ্মময়ী চমৎকৃত হইলেন।

অমরেন্দ্র কতক দিন অবধি তাহাদের বাসায় রহিয়াছেন দেখিয়া নরেনের আর আনন্দের সীমা নাই। অমরেন্দ্র আজ নিজবাসায় যাইবেন শুনিয়া সে অতিশয় বিষণ্ণ হইল। আর প্রফুল্ল? সে আপনার ঘরে গিয়া গোপনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে অমরেন্দ্র আশ্রমে চলিয়া গেলেন।

সেই ভৃত্যটি সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে কালীনাথ বাবুর বাড়ী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেল। তাহার প্রাণে যে অনুতাপের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, তাহাতে সে নবজীবন লাভ করিল।

সে কোন নির্জ্জন স্থানে একান্তে বসিয়া হরিনাম জপ এবং ভিক্ষা

করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। নিজের দোষ বুঝিতে পারিয়া বামা অনুতপ্ত হৃদয়ে সমস্ত অপরাধ স্বীকার করিয়া প্রভুপত্নীর চরণে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। স্নেহময়ী ব্রহ্মময়ী তাহাকে ক্ষমা করিলেন। সে এখন হইতে সুমতিকে কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় স্নেহ করিতে আরম্ভ করিল।

ষট্পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

সত্যের জয়।

কিছুদিন পর ডাক্তার কালীনাথ বাবুকে কহিলেন,—"শারীরিক বল সঞ্চয়ের জন্য আপনার একবার নৌকায় গঙ্গাবক্ষে অবস্থান ভাল। গঙ্গার নির্মুক্ত বায়ুতে শীঘ্রই শরীর সবল হইবে।" দুই চারিদিনমধ্যে তাঁহাদের নৌকায় যাওয়া স্থির হইল।

কালীনাথবাবু এখন বেশ সুস্থ; কিন্তু শারীরিক দুর্ব্বলতা দূর হয় নাই। বেলা ৩টার সময় তিনি খাটের উপর শয়ান আছেন, প্রফুল্ল পিতার পদসেবা করিতেছে। ব্রহ্মময়ী নিকটেই বসিয়াছেন।

কালীনাথ বাবু একটু কি ভাবিয়া কহিলেন,—"ফুলু, সুমতি কোথায়?"

প্রফুল্ল সুমতির উদ্দেশে নীচে চলিয়া গেল।

কালীনাথ বাবু,—"সত্যই অমরেন্দ্রের চরিত্র অতি উত্তম। আমি এই কয় দিন উহার স্বভাবের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছি। উহার যত্ন, পরিশ্রম, এবং শুশ্রূষার গুণেই আমি এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছি। অমরেন্দ্রের ঋণ আমি এ জন্মেও শোধ করিতে পারিব না।"

ব্রহ্মময়ী,—"প্রকৃতই অমরেন্দ্রের চরিত্র অতি নির্ম্মল।

কালীনাথবাবু,—"প্রফুল্লের সেই পত্রটা পাইয়া আমি অমরেন্দ্রের উপর কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু উহার ব্যবহারে এমন আনন্দ জন্মিয়াছে যে, বলিয়া শেষ করিতে পারি না। বিরক্তির স্থান প্রীতি ও শ্রদ্ধাই অধিকার করিয়াছে।" ব্রহ্মময়ী গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন,—"প্রফুল্লের সম্বন্ধে সে নির্দ্দোষ।"

কালীনাথবাবু,—"কেমন করিয়া জানিলে?"

ব্রহ্মময়ী,—"প্রফুল্ল গিরিবালার নিকট বলিয়াছে যে, অমরেন্দ্র এ বিষয় বিন্দু বিসর্গও অবগত নহে। আমার নিকট একথা সত্য বলিয়া বোধ হয়। কারণ, অমরেন্দ্র আমাদের বাড়ী প্রায় ১৫ দিন ছিল, ইহার মধ্যে উভয়ে কথাবার্ত্তা বলার অনেক সুযোগ পাইয়াছে। আমিও এ বিষয়টি সর্ব্বদা লক্ষ্য করিয়াছি। উহাদের পরীক্ষার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করিয়াছি। কিন্তু একদিনও উহাদিগকে কোন কথাবার্ত্তা বলিতে কেহ শোনে নাই। হৃদয়ের ভাব কেহ বেশী দিন গোপন করিয়া রাখিতে সমর্থ হয় না। অমরেন্দ্রের একটি সামান্য চঞ্চলতার চিহ্নও কদাপি দেখা যায় নাই। তাহার হৃদয়টি সর্ব্বদাই স্থির ও শান্ত।"

কালীনাথবাবু,—"ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বটে!"

ব্রহ্মময়ী,—"সেই ভৃত্যটার জন্যও তাহাকে অবিশ্রান্ত খাটিতে হইয়াছিল। অমরেন্দ্রই তাহাকে জীবন দান করিয়াছে।"

কালীনাথবাবু,—"যাহারা নিঃস্বার্থভাবে পরের হিতসাধন করে, ভগবান্ কখনই তাহাদিগকে ক্লেশ দেন না।"

ব্রহ্মময়ী,—"প্রফুল্লকে অমরেন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া কেন উহাদিগকে সুখী কর না?"

কালীনাথ বাবু,—"এখন আমার তাহাতে আপত্তির অপর কোন কারণ নাই। সে যদি অর্থ উপার্জ্জনে একটু মনঃসংযোগ করিত, তবে আর কোন কথাই ছিল না।"

ব্রহ্মময়ী,—"পরিবারের ভার নিজের উপর পড়িলে অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা হৃদয়ে আপনি উপস্থিত হইবে।"

কালীনাথবাবু,—"সে তো পরের কথা। আমাদের দিক্ দিয়াও একটা কর্ত্তব্য আছে। শুনিয়াছি সে আমেরিকা গমন করিয়া শিল্পকলা শিক্ষা করিবে। বিলাত গিয়া ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দিলেই ভাল হইত। অমরেন্দ্র যে প্রকার প্রতিভাসম্পন্ন যুবক তাহাতে সময়ে সে নিশ্চয়ই একজন ভাল ব্যারিষ্টার হইতে পারিবে।"

ব্রহ্মময়ী,—"তাহাতে আর সন্দেহ কি?"

কালীনাথ বাবু,—"সে যদি ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দিতে সম্মত হয়, তাহার সমস্ত ব্যয়ভার আমিই বহন করিব। তাহাকে বুঝাইয়া বলা কর্ত্তব্য যে, ব্যারিষ্টারেরাও স্বদেশের হিতকল্পে অনেক কাজ করিতে পারে। এই স্বাধীন ব্যবসারদ্বারাও স্বদেশের অনেক কল্যাণ সাধন করিতে পারা যায়।"

ব্রহ্মময়ী,—"তাহা তো ভালই।"

কালীনাথবাবু,—"তাহা হইলে আজই উহাকে আনিবার জন্য একজন লোক পাঠাইয়া দাও।"

ব্রহ্মময়ী,—"অমরেন্দ্রের সঙ্গে সাবধানে কথা কহিও। উহার আত্মসম্মান জ্ঞান অতি প্রবল। অসম্মান বোধ করাতে প্রিন্সিপালের এক কথায়ই কলেজ ছাড়িয়া দিল। আমাদের নিকট কোনরূপ অসম্মান বোধ করিলে, হয়ত এ বাড়ীতে আর পদার্পণও করিবে না।"

প্রফুল্ল নীচে গিয়া সুমতিকে অনেক খুঁজিল। কিন্তু তাহার সন্ধান মিলিল না। প্রফুল্ল মনে মনে ভাবিল,—"আমি যতক্ষণ উহাকে খুঁজিতেছি, ততক্ষণ হয়ত সে বাগানে গিয়া আঁব পাড়িয়া খাইতেছে। অথবা কোথাও ঘুমাইতেছে।" সে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল। তাঁহারা নীরব হইলেন।

সেই দিনই অমরেন্দ্রের নিকট দরোয়ান প্রেরিত হইল। কিন্তু তিনি বলিয়া দিলেন, অদ্য আসিতে পারিবেন না; তাঁহার অনেক কাজ আছে।

পরদিন আহারাদির পর কালীনাথ বাবুর নৌকায় যাওয়া স্থির হইল।

সপ্তপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।



জীবনরক্ষাকারিণী।

কালীনাথবাবু আহারান্তে সপরিবারে নৌকায় উঠিলেন। বৈকালে অমরেন্দ্রের জন্য নৌকা হইতে তিনি একজন লোক পাঠাইয়া দিলেন। অমরেন্দ্র নৌকায় আসিবার পর মাঝিরা নৌকা ছাড়িয়া দিল।

কালীনাথবাবু বিশেষ আদরের সহিত অমরেন্দ্রকে নিকটে বসাইলেন। প্রফুল্ল বজ্‌রার অন্য প্রকোষ্ঠে গিয়া বসিল।

কালীনাথবাবু কহিলেন,—"অমরেন্দ্র, তোমার যত্নেই আমি এ যাত্রা ঘোরতর ব্যারাম হইতে রক্ষা পাইয়াছি।"

অমরেন্দ্র,—"আপনি আমার পিতৃতুল্য। আপনার শুশ্রূষা করা আমার কর্ত্তব্য।"

গিরিবালা একটা জানালা খুলিয়া গঙ্গার সৌন্দর্য্য দেখিতেছে। বায়ু অল্প অল্প বহিতেছে। তখন আষাঢ় মাসের প্রথমভাগ। তরঙ্গিণী যেন আনন্দ উচ্ছ্বাসে আত্মহারা। তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উছলিয়া উছলিয়া ছোট ছোট দুষ্ট বালকের ন্যায় ক্রীড়া করিতেছে। সেই ক্ষুদ্র তরঙ্গ ভেদ করিয়া মৃদুমন্দগামিনী বজ্‌রাখানি জমীদারগৃহিণী চৌধুরাণী ঠাকুরাণীর ন্যায় স্থূল উদর বহন করিয়া ধীরে ধীরে উজানে চলিয়াছে। এখন গঙ্গার কি প্রবল স্রোত! একগাছি তৃণ পড়িলে তাহা পলকে কোথায় অদৃশ্য হয়। গঙ্গার জল দেখিয়া আজ নরেনের কি আনন্দ! সে নৌকায় উঠিয়া একবার এদিক্ একবার সেদিক্ ছুটাছুটি করিতেছে; একবার লাফাইয়া সিঁড়ি দিয়া ছাদের উপর উঠিতেছে, আবার নামিতেছে। দেখিয়া অমরেন্দ্র কহিলেন,—"নরেন, এদিকে এস, পড়িয়া যাইবে।" কিন্তু সে কথা সেই চঞ্চল বালকের কর্ণে প্রবেশ করিল না। সে কেবল মাকেই একটু ভয় করিত। কিন্তু মাতা নৌকায় আসিয়াই শিরঃপীড়াবশতঃ শয়ন করিয়া আছেন।

বঙ্গের বর্ত্তমান সমাজ-তরণীর কর্ণধারের মত মাঝী অন্যমনস্কভাবে শূন্যপানে চাহিয়া আছে। তাহার মন হালে নাই,—নৌকায় নাই,—নৌকার আরোহীদিগের প্রতিও নাই। কোন্ সুদূর অদৃষ্ট চিন্তায় নিমগ্ন আছে।

উপার্জ্জনশীল ব্যক্তির গলগ্রহ কুটুম্বগণ যেমন অবিচারে কর্ত্তার আদেশ পালন করিয়া থাকে, মাল্লাগণ তেমনি চক্ষু মুদিয়া ঝুপ ঝুপ করিয়া দাঁড় ফেলিতেছে; তাহাদের কিছুই দেখিবার আবশ্যক নাই।

ভৃত্যগণ তাম্রকূট লইয়া ব্যস্ত। কোন দিকে চাহিয়া দেখিবার তাহাদের অবকাশ কোথায়?

সেই সময় একটি দারুণ দুর্ঘটনা সকলকে সচকিত ও সচেতন করিয়া তুলিল।

নরেন যেমন সিঁড়ী দিয়া লাফাইয়া আবার ছাদে উঠিতেছে, অমনি পদস্খলিত হইয়া হঠাৎ গঙ্গাগর্ভে পড়িয়া গেল।

গিরিবালা জানালা দিয়া গঙ্গার ঢেউ দেখিতেছিল। নরেন্‌কে পড়িতে দেখিয়া নিমেষমধ্যে ঝাঁপ দিয়া গঙ্গায় পড়িয়া গেল। নরেন সাঁতার জানিত না। সে অতলে ডুবিয়া যাইতেই, গিরিবালা সন্তরণ করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে তাহাকে ধরিল এবং তাহাকে উপরে রাখিয়া নিজে ডুবিল।

তখন নৌকায় একটা হাহাকার কোলাহল পড়িয়া গেল। সেই সময় দুইজন ভৃত্য এবং মাল্লা দুইজন ঝাঁপ দিয়া জলে পড়িল। অমরেন্দ্র কালীনাথবাবুর নিকট বসিয়াছিলেন,—তিনিও আর কালবিলম্ব না করিয়া ঝাঁপ দিয়া গঙ্গাগর্ভে পড়িয়া গেলেন। শ্রবণমাত্র ব্রহ্মময়ী সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। প্রফুল্ল রোদন করিতে করিতে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল।

গঙ্গার তখন প্রবল স্রোত; ঢেউও কেবল মন্দ নহে। মুহূর্ত্তমধ্যে গিরিবালা এবং নরেনকে ভাসাইয়া অনেক দূরে লইয়া গেল। সকলে প্রাণপণে সন্তরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু স্রোতের জন্য তাহাদিগকে ধরিতে সমর্থ হইতেছেন না। মাঝি অবিলম্বে নৌকা ফিরাইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চালাইতে লাগিল।

অমরেন্দ্র সন্তরণবিদ্যায় সামান্য পটু নহেন; সর্ব্বাগ্রে তিনিই গিয়া নরেন ও গিরিবালাকে ধরিলেন। তাহার পর ভৃত্যগণও ধরিল। তাঁহারা ৩।৪ জনে ধরিয়া নরেনকে নৌকায় উঠাইলেন। গিরিবালাকে অচৈতন্য অবস্থায় নৌকায় উঠান হইল। নরেনও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া

ছিল, এবং কিঞ্চিৎ জল উদরস্থ করিয়াছিল, কিন্তু অল্প শুশ্রূষায়ই সে সুস্থ হইল।

গিরিবালাকে উঠাইতে যাইয়া অমরেন্দ্র বুকের উপর আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন।

গিরিবালা নরেনকে উপরে রাখিয়া নিজে ডুবিয়া ছিল, সুতরাং সে শীঘ্রই অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছে। আর দুই এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলেই তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যাইত।

কালীনাথ বাবু ও ব্রহ্মময়ী গিরিবালার জন্য নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা কাতরকণ্ঠে কহিলেন,—"অমরেন্দ্র, গিরিবালাকে বাঁচাইতে চেষ্টা কর।" প্রফুল্ল গিরিবালার অবসন্ন মস্তক কোলে লইয়া বসিয়াছে, এবং তাঁহার অবিরল অশ্রুধারায় গিরিবালার ললাট সিক্ত হইতেছে।

অষ্টপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

আকাশ-কুসুম।

নরেনকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া সকলে যেন মৃতদেহে জীবনলাভ করিলেন। আজ ভগবান্ তাঁহাদিগকে কি ভীষণ বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু গিরিবালার জন্য তাঁহারা অতিশয় কাতর ও চিন্তিত হইলেন। প্রফুল্ল এবং তাহার মাতা রোদন করিতে করিতে ভগবানের নিকট তাহার জীবন ভিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন।

অমরেন্দ্র গিরিবালার চৈতন্য বিধানের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পর বহুযত্নে সে সংজ্ঞালাভ করিল। দেখিয়া সকলের আর আনন্দের সীমা রহিল না।

ব্রহ্মময়ী অশ্রুপূর্ণনয়নে কহিলেন,—"আজ ভগবানের অনুগ্রহে আমরা এ বিপদ হইতে রক্ষা পাইলাম। গিরিবালাই নরেনের জীবন দান করিয়াছে। আমি আর কি বলিব? নারায়ণই উহার পুণ্যের পুরস্কার করিবেন।"

এই বলিয়া তিনি মাতৃস্নেহে আদর করিয়া গিরিবালাকে ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন। এখনও তাহার শরীর খুব দুর্ব্বল।

কালীনাথবাবু,—"গিরিবালা নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া আজ নরেনের জীবন রক্ষা করিয়াছে। নরেন সন্তরণ জানিত না। সে যখন জলে পড়িয়াছিল, গিরিবালা নিজ জীবনের মমতা ত্যাগ করিয়া তন্মুহূর্ত্তে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া নরেনকে না ধরিলে সে অতলে ডুবিয়া যাইত সন্দেহ নাই। পরে কেহ আর তারে খুঁজিয়া পাইত না।"

ব্রহ্মময়ী,—"আমার মা গিরিবালাকে দেবতারা আশীর্ব্বাদ করুন।"

কালীনাথবাবু,—"যাহারা পরের মঙ্গলের জন্য নিজের জীবন তুচ্ছ করে, তাহারা ধন্য। তাহাদের দুঃখ নিশ্চয়ই একদিন দূর হইবে।"

গিরিবালা ব্রহ্মময়ীর স্কন্ধে মস্তক স্থাপন করিয়া লজ্জিত ভাবে অবস্থান করিল। প্রফুল্ল এখন গিরিবালাকে সুস্থির দেখিয়া কক্ষান্তরে গমন করিল।

ব্রহ্মময়ী,— "গিরিবালার কষ্টের বিষয় স্মরণ হইলে, আমার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া যায়।"

কালীনাথবাবু সজল নয়নে অমরেন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন—"অমরেন্দ্র, আজ আমার নলুকে স্মরণ হইতেছে। গিরিবালার সদ্‌গুণ সকল তাহারই অনুরূপ দেখিতেছি। তাহারই মত গিরিবালার ক্লেশ-সহিষ্ণুতা অসামান্য। একবার আমি রেমিটেণ্ট জ্বরে কয়েকদিন শয্যাগত ছিলাম; আমার মা নলু মূর্ত্তিমতী করুণার ন্যায় দিবারাত্র অনাহারে অনিদ্রায় শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া আমার সেবাশুশ্রূষা করিত। সেই স্নেহময়ী মাতৃ-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমি সকল রোগযাতনা বিস্মৃত হইতাম। সে আমার সামান্য সুখ সুবিধার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে পারিত। আমি তাহার শোক কোনমতেই সহ্য করিতে পারি না।"

অমরেন্দ্র,—"গিরিবালার ত্যাগস্বীকার এবং স্বভাবের সৌন্দর্য্য বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।"

কালীনাথবাবু,—"সমাজের নিষ্ঠুরতাকে ধিক্! অমরেন্দ্র, নিষ্ঠুর সমাজকর্ত্তৃক আজ নিরপরাধ গিরিবালা নিষ্পেষিতা। তাহার স্বামীর এই প্রকার দুর্ব্বলতা অমার্জ্জনীয়।"

গিরিবালা স্বামীর এই প্রকার নিন্দা শ্রবণ করিয়া প্রাণে বড়ই আঘাত পাইল। সে নীরবে রোদন করিতে লাগিল।

ব্রহ্মময়ী বুঝিতে পারিলেন যে, এইরূপ আলাপে গিরিবালার যারপর নাই মনঃকষ্ট হইতেছে। তিনি ঈঙ্গিতে স্বামীকে ইহা বুঝিতে দিয়া কহিলেন,—"সে যে প্রকারই হউক, তাহার সংবাদ লওয়া আমাদের কর্ত্তব্য।"

কালীনাথবাবু সস্নেহে গিরিবালাকে কহিলেন,—"মা গিরিবালা, তুমি মনে কোন্ কষ্ট করিও না। আমি শীঘ্রই লোক পাঠাইয়া তোমার স্বামীর সংবাদ আনাইব।"

অমরেন্দ্র—"নারীর এই প্রকার পতিব্রত্যধর্ম্মে ভারত সমস্ত পৃথিবীর গুরুস্থানীয়।"

গিরিবালা আর কোন কথা না বলিয়া অবনত মুখে উঠিয়া ধীরে ধীরে কক্ষান্তরে প্রফুল্লের নিকট গিয়া বসিল।

ব্রহ্মময়ী স্নেহভরে অমরেন্দ্রের মাথায় হাত বুলাইয়া কহিলেন,—"বাবা অমরেন্দ্র, নদী [illegible] ও গিরিবালাকে তুলিতে গিয়া তুমি কোনরূপ অসুখবোধ করিতেছ না তো?"

অমরেন্দ্র,—"বুকে সামান্য কিছু আঘাত মাত্র পাইয়াছি। মা, সেজন্য আপনি ভাবিবেন না।"

ব্রহ্মময়ী,—"পরে খারাপ হইতে পারে। এ স্থানটায় একটু ঔষধ মালিশ করিয়া দিব?"

অমরেন্দ্র,—"না না, কিছু দরকার নাই। আপনি সারিয়া যাইবে।"

ইহার পর কালীনাথবাবু অমরেন্দ্রের সঙ্গে নানা কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। অনেকক্ষণ তাঁহাদের মধ্যে নানা বিষয়ে আলাপ চলিতে লাগিল। তিনি অমরেন্দ্রকে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ব্যারিষ্টারেরা ইচ্ছা করিলে দেশের কত কল্যাণ সাধন করিতে পারেন, কত দীন দরিদ্রের উপকার করিতে পারেন, তিনি সুযুক্তিপূর্ণ-

বাক্যে সেই নবীন স্বদেশসেবককে বিশেষ ভাবে বুঝাইলেন। কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইল।

অমরেন্দ্র কহিলেন,—"দেশে শিল্পকলার উন্নতি ভিন্ন দেশব্যাপি দরিদ্রতা আর কিছুতেই দূর হইবার নহে। দেশের প্রতিভাবান্ ব্যক্তি-গণ যদি শিল্পোন্নতি সাধনে নিজ নিজ শক্তি প্রয়োগ করিতেন, তবে ভারতের অবস্থা এ প্রকার দাঁড়াইত না। ব্যারিষ্টার হইলে আমার ব্যক্তিগত আর্থিক সুখসচ্ছলতা হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে দেশের এমন কি বিশেষ উপকার হইবে? দেশীয় শিক্ষিত সমাজের অনেকে ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জ্জন না দিলে ভারতের চিরদারিদ্র্য কেমন করিয়া ঘুচিবে? যে ভারত শিল্পবাণিজ্যের প্রসাদে একদিন কমলার লীলা ভূমি ছিল, শিল্পবাণিজ্যের অভাবে সে ভারত আজ অন্নহীন!"

কালীনাথবাবু,—"মানমর্য্যাদার দিকেও তো লক্ষ্য রাখিতে হয়। দেশের উপকার করিতে হইলে অর্থেরও প্রয়োজন আছে। তুমি ব্যারিষ্টার হইয়া বহু অর্থ হস্তগত করিতে পারিলে, যাহারা বিদেশ হইতে শিল্পকলা শিক্ষা করিয়া আসে, অর্থদ্বারা তাহাদের ব্যবসাবাণিজ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট উপকার করিতে পারিবে। তুমি বিলাত গিয়া ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলে, আমি তোমার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে পারি।"

অমরেন্দ্র,—"আপনার এইরূপ অনুগ্রহে কৃতার্থ হইলাম। মহাশয়, আমাকে যে অর্থ সাহায্য করিতে চাহেন, তাহা দেশের দুর্ভিক্ষভাণ্ডারে প্রদান করিলে বহু লোকের উপকার হইতে পারে।"

কালীনাথবাবুর এইরূপ বিরুদ্ধ যুক্তিতর্কে অমরেন্দ্র মনে মনে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইতেছিলেন। আরও কয়েক কথার পর তিনি কহিলেন,—"আমি এখন বিদায় হই।"

ব্রহ্মময়ী,—"অমরেন্দ্র, যখন অবকাশ পাও আশুই আসিও।"

অমরেন্দ্র অবনত মস্তকে উত্তর দিলেন,—"হাঁ, আপনারা আমাকে স্নেহ-ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন।"

মাঝিরা নৌকা লাগাইল। তিনি আর কাল বিলম্ব না করিয়া দ্রুত চলিয়া গেলেন।

কালীনাথবাবু একটু বিষণ্ণভাবে পত্নীকে কহিলেন,—"মেয়েটার চিরদারিদ্র্যই বুঝি বিধাতার লিপি।"

ব্রহ্মময়ী,—"তোমার একটি ছেলে যদি অর্থোপার্জ্জনে এইরূপ অমনোযোগী হইত, তাহাকে কি বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিতে?"

কালীনাথবাবু একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন,—"যদি অমরেন্দ্রের নিকটই প্রফুল্লকে সমর্পণ করা স্থির হয়, তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন কি? এই আষাঢ় মাসের মধ্যেই তো শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে। কাশী-বাসের জন্য আমার মন অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে। প্রফুল্লের সম্বন্ধে একটু নিশ্চিন্ত হইলেই পেন্‌সন লইয়া কাশীধাম যাত্রা করিব।"

ব্রহ্মময়ী,—"অমরেন্দ্রের নিকট বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিবে কে?"

কালীনাথবাবু,—"দেবীবাবুর সঙ্গে উহার বিশেষ সদ্‌ভাব। অমরেন্দ্রের সঙ্গে এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলিতে দেবীবাবুকে বলিয়া দিব।"

ঊনষষ্ঠিতম পরিচ্ছেদ।



প্রকৃত দেশভক্তি।

বেলা অবসান প্রায়। প্রাবৃটের নীলাকাশ মেঘাচ্ছন্ন। নীল জলদ পটলে ক্ষণপ্রভা ক্ষণে ক্ষণে ক্রীড়ারত,—ভুবনমোহিনী রূপছটায় জগৎ মুগ্ধ করিয়া যেন আপনি বিমোহিতা।

আজ সারাদিন টুপ টুপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। মেঘের স্কন্ধে ভর করিয়া অনিলদেব বন্ধুর প্রীতিসাধন জন্য একটু সজোরেই বহিতেছেন।

অমরেন্দ্র তাঁহার বসিবার ঘরে একটা টেবিলের নিকট বসিয়া সংবাদ পত্রের জন্য প্রবন্ধ লিখিতেছেন। ভেকের উৎকট কণ্ঠরবে বিহগের মধুর কাকলিধ্বনি ডুবিয়া গিয়াছে। নিকটবর্ত্তী আর একখানা চেয়ারে সুন্দর একটি সাদা ধবধবে মার্জ্জার লাঙ্গুল গুটাইয়া অতিশয় গম্ভীরভাবে উপবিষ্ট। বোধহয় সে মানবজাতির স্বার্থপরতার বিষয় চিন্তা করিতেছে। তাহারা মাছ ও দুধগুলি ঢাকিয়া রাখে কেন?

অমরেন্দ্র তাঁহার প্রবন্ধের শিরোভাগে লিখিলেন,—"প্রাচীন ভারতে সমুদ্র যাত্রা।" কি প্রকারে আর্য্যজাতি সমুদ্রগামী তরণী সকল নির্ম্মাণ করিতেন, কি প্রকারে ভারতীয় শিল্পবাণিজ্য দেশ দেশান্তরে বিস্তৃত হইত, এই গভীর গবেষণাপূর্ণ তত্ত্ব সকল সুযুক্তিপূর্ণ ভাষায় লিখিতে লাগিলেন।

এমন সময় দেবীবাবু সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অমরেন্দ্রের কোন প্রকার অভ্যার্থনার পূর্ব্বেই তিনি মার্জ্জার অধিকৃত চেয়ারটিতে বসিয়া পাড়লেন। অমরেন্দ্র যাহাই মনে করুন, অতিথির এই অশিষ্টতায় মার্জ্জারমহাশয় নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন।

দেবীবাবুর বয়স প্রায় পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর হইবে। অমরেন্দ্র তরুণ বয়স্ক যুবক। বয়সের বিশেষ অসমতা সত্ত্বেও দেবীবাবু অমরেন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুবৎ ব্যবহার করিতেন।

দেবীবাবু যখন কার্য্যস্থলে উপবিষ্ট থাকেন, তখন তাঁহার গম্ভীর তেজস্বিতাপূর্ণ ব্যবহার নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী এবং অন্যান্য সকলের হৃদয়ে শ্রদ্ধার সহিত ভীতি উৎপাদন করিয়া থাকে। কিন্তু আবার যখন তিনি বন্ধুগণের নিকট উপস্থিত হন, তখন কে বলিবে যে এই সেই ব্যক্তি? তখন তাঁহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত,—অতিশয় মধুরতা এবং কোমলতা সম্পন্ন বলিয়া প্রতীতি জন্মে। সেই সময় তিনি গল্প এবং হাস্যোল্লাসে সকলকে আমোদিত করিয়া থাকেন।

দেবীবাবু কোন কথা না বলিয়া হঠাৎ অমরেন্দ্রের হস্ত হইতে অর্দ্ধ লিখিত প্রবন্ধটি বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইলেন। দেবীবাবু তাঁহাকে আন্তরিক স্নেহ করিতেন; সুতরাং তাঁহার এই স্নেহসিক্ত অত্যাচার সহ্য করিতে অমরেন্দ্র ক্লেশবোধ করিতেন না।

দেবীবাবু লিখিতাংশ পড়িতে পড়িতে কহিলেন,—"পূর্ব্বে ভারত-বাসীর সমুদ্রযাত্রার বিষয় প্রাচীন গ্রন্থেও উল্লিখিত আছে।"

অমরেন্দ্র,—"ভারতবাসিগণ পূর্ব্বকালে সমুদ্র-তরী নির্ম্মাণে যে আশ্চর্য্য দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা প্রামাণিক কথা। সেই সকল তরী যোগে তাঁহারা দেশবিদেশে বাণিজ্য করিতেন। আর্য্যজাতি পোতারোহণে মহাসমুদ্রে বিচরণ করিয়া কমলার অক্ষয়-ভাণ্ডার ধন রত্নে পূর্ণ করিতেন।

দেবীবাবু,—"আজকাল বিদেশে গমন করিলে হিন্দু সন্তানকে জাতি-ভ্রষ্ট হইতে হয়।"

অমরেন্দ্র,—"এই সমস্ত অন্ধতা এবং কুসংস্কারকে পোষণ করাই পাপ এবং সর্ব্বনাশের কারণ।"

দেবীবাবু,—"দেশবাসীই তো অমঙ্গলকে ডাকিয়া লইতেছেন। নব্য যুবকগণ যে দেশের মঙ্গলসাধনে মনোযোগী হইয়াছেন, তাহাই সুখের বিষয়।" এই বলিয়া দেবীবাবু প্রবন্ধটিতে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

অমরেন্দ্র,—"কি কারণে মহাশয়ের আগমন বুঝিতে পারিলাম না।"

দেবীবাবু,—"হাঁ আবশ্যকীয় কথা আছে।"

অমরেন্দ্র,—'কি কথা প্রকাশ করিয়া বলুন।'

দেবীবাবু হাসিয়া কহিলেন—"অমরবাবু, লাভজনক সুসংবাদ বটে!" অমরেন্দ্র সবিস্ময়ে নীরব রহিলেন।

দেবীবাবু, "উভয় পক্ষেরই লাভ। সংবাদদাতার লাভও মন্দ নহে।"

তখনও "টুপটাপ" বৃষ্টি পড়িতেছে। বাহিরে একটা তালপাতার ছাতা মাথায় দিয়া সেই অল্প অল্প বৃষ্টিতে এক মিঠাইওয়ালা বড় রাস্তায় হাঁকিয়া যাইতে লাগিল।

অমরেন্দ্র দেবীবাবুর কথায় কোন কিনারা না পাইয়া একটু ব্যস্ত-ভাবে বলিলেন,—"কথাটা কি বলিয়াই ফেলুন না?"

দেবীবাবু,—"লাভ ভিন্ন কেন বলিব? পূর্ব্বে কিছু সন্দেশের আয়োজন করুন"

অমরেন্দ্রের ক্রমেই ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতেছে। তিনি কহিলেন,—"মহাশয়, রহস্য ত্যাগ করুন, কথাটা কি প্রকাশ করিয়া বলুন।"

দেবীবাবু এবার গম্ভীরভাবে কহিলেন,—"এইবার বলিতেছি,—কালীনাথবাবু আপনার হস্তে তাঁহার কন্যা সম্প্রদান করিতে উৎসুক হইয়াছেন।"

তিনি এক নিশ্বাসে এই কথাটি সমাপ্ত করিয়া ফেলিলেন। অমরেন্দ্র বিস্মিতভাবে তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

দেবীবাবু,—"আমি কোন কার্য্যোপলক্ষে কালীনাথ বাবুর বাড়ী

গিয়াছিলাম, তিনি এ সম্বন্ধে আপনার অভিমত জানিবার জন্য বলিয়া দিলেন।"

অমরেন্দ্র নীরব।

দেবীবাবু,—"অমরবাবু, নীরব রহিলেন কেন? বিবাহের নিমন্ত্রণটা আমাকে আজই করিয়া রাখিলে ভাল হয় না?"

অমরেন্দ্র,—"তাহার বিবাহের যে সম্বন্ধ ইতিপূর্ব্বে উপস্থিত ছিল, তাহা ফিরিয়া গেল কেন?"

দেবীবাবু,—"কন্যাপক্ষ হইতেই ফিরিয়াছে। কন্যার মাতারই নাকি তথায় অমত। আপনার স্বভাবচরিত্রে সন্তুষ্ট হইয়া কন্যার মাতা আপনার নিকটই কন্যা বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন।"

একথায় অমরেন্দ্র হাস্যসম্বরণ করিতে অসমর্থ হইলেন, ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—"পূর্ব্বে তাঁহারা কি ঘুমাইয়াছিলেন? সহসা আমার প্রতি এ অনুগ্রহ প্রকাশ কেন?"

দেবীবাবু,—"অমরবাবু, আমার নিশ্চয় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, ইহার ভিতর কোন গুপ্ত-রহস্য নিহিত আছে।"

অমরেন্দ্র,—"কেমন করিয়া বুঝিলেন?"

দেবীবাবু,—"কালীনাথ বাবু তো আর ছেলেমানুষ নহেন, তিনি অতি বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান প্রবীণ ব্যক্তি। কিন্তু কাজটি নিতান্ত ছেলেখেলার মত হইয়াছে। ইহাতে একটি অজ্ঞাত প্রহেলিকার অস্তিত্ব অনুমান করিয়া লওয়া স্বাভাবিক; বুঝিলেন তো?"

অমরেন্দ্র,—"হাঁ।" অমরেন্দ্র মনে মনে দেবীবাবুর বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

দেবীবাবু,—"মেয়েটি তো দেখিতে ঠিক অপ্সরারমত সুন্দরী। এ প্রকার সুন্দরী মেয়ে সংসারে অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। আপনি

অবশ্যই তাহাকে দেখিয়াছেন, আপনি তো তাহাদের বাড়ী প্রায়ই যাইয়া থাকেন।"

অমরেন্দ্র,—"হাঁ।"

দেবীবাবু,—"যাহাহউক, এসম্বন্ধে আপনার যথাবক্তব্য শীঘ্র বলুন। আমি আর অধিকক্ষণ বিলম্ব করিতে পারি না; আমাকে শীঘ্রই কার্য্যান্তরে যাইতে হইবে।"

অমরেন্দ্র চুপ করিয়া রহিলেন।

দেবীবাবু,—"অমরবাবু, কথা বলিতেছেন না কেন?"

অমরেন্দ্র,—"জন্মভূমির দুঃখে যাহার প্রাণ জর্জ্জরিত, তাহার পক্ষে কি আর বিবাহের আমোদ প্রমোদ সাজে?"

দেবীবাবু,—"আপনাদের এ সমস্ত ভাবুকতা লইয়া কালবিলম্ব করিতে আমার সময় নাই।"

অমরেন্দ্র,—"আমি সত্যসত্যই আমার হৃদয়ের গভীর বেদনা আপনাকে জানাইতেছি। এখন আর ভারতে পুতুল খেলার সময় নাই। দেখিতেছেন না জননী জন্মভূমি দিন দিন গভীর দারিদ্র্যে নিমগ্ন হইতেছেন। যুবকগণ তরুণী ভার্য্যার আনন-চন্দ্রমা দর্শন করিয়া স্বীয়-কর্ত্তব্যকার্য্য বিস্মৃত হইতেছেন।"

দেবীবাবু,—"এসমস্ত আলোচনা পরে হইবে। আমি কি তাঁহাদিগকে বলিতে পারি যে,এই মাসেই তাঁহারা বিবাহের দিন স্থির করিতে পারেন? বলুন যে,—'হাঁ।' এককথাতেই তো সকল গোল মিটিয়া যায়।"

অমরেন্দ্র,—"বিবাহেই আমার অভিরুচি নাই।"

দেবীবাবু,—"সেকি! বিবাহে আপনার অভিরুচি নাই?"

অমরেন্দ্র,—"না। আমি ঠিকই বলিতেছি।"

দেবীবাবু,—"সেকি অমরবাবু! আপনার মনোগত ভাব তো কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

অমরেন্দ্র,—"কোন একটি লোকের মনোগত ভাব গ্রহণ করিতে না পারা একটা অসম্ভব ও অন্যায় কি? একজনের ভাব ও ইচ্ছা ঠিক-রূপে বুঝিতে পারা সহজ নহে। কোন প্রকার প্রমোদজনক কার্য্যেই আমার প্রবৃত্তি নাই।"

দেবীবাবু,—"তাহা আমি জানি। এ সকল হইতে যে আপনার প্রাণ অনেক ঊর্দ্ধে, তাহা আমি বিশ্বাস করি। তাই আপনাকে ভালবাসি,—শ্রদ্ধা করি। কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতেছি যে, বিবাহ প্রমোদের জন্য নহে। বিবাহ তো ভগবানেরই কল্যাণময় বিধান।"

অমরেন্দ্র,—"আপনার কথার যৌক্তিকতা আমি স্বীকার করিয়া লইলাম। অধিক তর্ক করিতে আমার অভিলাষ নাই। বিবাহ না করার পক্ষে অন্য কারণও আছে।"

দেবীবাবু,—"আমার তাহা জানিতে কোন আপত্ত আছে কি?"

অমরেন্দ্র,—"না, আপত্তির অপর কোন কারণ নাই। কথা এই যে, বিষয়টি আমার গভীরতম সাধনার অঙ্গীয়, ইহা বাজারে পরিহাসের কারণ করিয়া দিতে ইচ্ছা করি না।"

দেবীবাবু,—"আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুদিগের মধ্যে এখনও কি আমাকে গ্রহণ করেন নাই? যদিও অনেক সময় আপনার সঙ্গে বিরুদ্ধ বিষয়ে তর্ক করিয়া থাকি, তথাপি আমি আপনার একজন অকৃত্রিম সুহৃদ।"

অমরেন্দ্র,—"আমি তাহা জানি। আমি সংকল্প করিয়াছি,—চির কৌমার্য্য গ্রহণপূর্ব্বক স্বদেশে শিল্পবাণিজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য যত্ন করিব। দেশব্যাপী সর্ব্বসংহারক চিরদারিদ্র্য দূর করিবার প্রবল ইচ্ছাই এ সংকল্পের মূল।"

এই কথায় দেবীবাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং মনে মনে এই

মহর্ষি ঈশা ক্রুশে দেহত্যাগ করিলেন; লাভ হইল, খৃষ্ট জগতের উদ্ধার এবং অমরত্ব। ত্যাগ ভিন্ন কখনও প্রকৃত শান্তিলাভ হইতে পারে না।

মানব যতই আপনাকে ত্যাগ করিবেন,—আপনার প্রেমকে ক্ষুদ্র সসীমের গণ্ডীর ভিতর হইতে অসীমে ছড়াইয়া দিবেন, ততই তাঁহার পরম শান্তি লাভ হইবে। সুখ লাভের কামনায় যে স্বার্থত্যাগ, তাহা প্রকৃত ত্যাগ নহে। ত্যাগ স্বয়ং নিষ্কাম। আনন্দের জন্য ত্যাগ নহে; নিষ্কাম ত্যাগেরই অমৃত ফল আনন্দ।

নলিনীবালা সেবা ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া দিন দিন প্রকৃত শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইল। নলিনী যোগ ও ভক্তি-পথের যাত্রী; যাহা কিছু আশাভরসা, সংসারের যাহা কিছু অবলম্বন, সমস্ত ত্যাগ করিয়া ভগবানের চরণধ্যানে রত। ক্ষুদ্র গণ্ডী হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া আপনার প্রাণকে সে যতই অনন্তে ছড়াইয়া দিতে আরম্ভ করিল, হৃদয়মধ্যে ততই অভূতপূর্ব্ব শান্তি অনুভব করিতে লাগিল।

নলিনী আপনাকে ত্যাগ করিয়া,—সর্ব্বপ্রকার সুখের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া, পরসেবায় ব্রতী হইল। আপনাকে ত্যাগ অর্থ, বাসনা-ত্যাগ; বাসনাত্যাগের নামেই বৈরাগ্য বা সন্ন্যাস। এইরূপ বৈরাগ্য নহিলে যোগভক্তি কেমন করিয়া সম্ভবে? বৈরাগ্য, যোগভক্তি ভিন্ন কর্ম্মযোগ, সেবাধর্ম্ম মিথ্যা।

কাশীধামে নিরাশ্রয়া দুঃখিনী রমণী এবং অনাথ বালকবালিকার অভাব কি? দিন দিন কত অনাথা বিধবা এবং নিরাশ্রয় বালক-বালিকা সেই করুণহৃদয়া নবীনা ব্রহ্মচারিণীর নিকট আশ্রয় পাইতে লাগিল।

নলিনী সংস্কৃতে অসাধারণ পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছে। পিতা অষ্টাদশ বৎসর পর্য্যন্ত সংস্কৃত অধ্যাপক এবং ইংরেজী শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া

সংস্কৃত, ইংরেজী এবং নানাপ্রকার শিল্প শিক্ষা দিয়াছেন। পরে কাশীধামে রামদেব ন্যায়শাস্ত্রী মহাশয়ের করুণায় সে বিশেষভাবে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছে। নলিনী স্বাভাবিক অসামান্য প্রতিভাবলে অল্প দিনের মধ্যে সংস্কৃত নানাশাস্ত্রে পারদর্শীতা লাভ করিয়াছে। তাহার মার্জ্জিত সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং অসাধারণ প্রতিভা দর্শনে ন্যায়শাস্ত্রী মহাশয় চমৎকৃত হইয়া বলিতেন,—"মা, তুমি যেন সাক্ষাৎ সরস্বতী।" নলিনী অনেক স্ত্রীলোককে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিল। রুচি ও বয়সের তারতম্য অনুসারে কাহাকেও শিল্প, কাহাকেও সাহিত্য, কাহাকেও ধর্ম্ম এবং কাহাকেও দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে লাগিল। নলিনী অনাথের জীবনী স্বরূপ।

যেদিন তাহার পিতা কলিকাতায় জীবনসঙ্কট অবস্থায় উপস্থিত হইলেন, সেদিন হঠাৎ নলিনীর দক্ষিণ চক্ষু পুনঃ পুনঃ স্পন্দিত হইতে লাগিল। কি এক অজ্ঞাত বেদনায় তাহার প্রাণ যেন আকুল হইয়া উঠিল।

নলিনী কহিল,—"সুশীলা, অকস্মাৎ আজ আমার প্রাণ এমন আকুল হইয়া উঠিতেছে কেন? আমার আত্মীয়গণ বিপদ্‌গ্রস্ত হন নাই তো?"

এ সংবাদ কে তাহাকে আনিয়া দিল? প্রেম। প্রেমই প্রকৃত বার্ত্তাবহ।

সুশীলা কহিল,—"তাঁহাদের নিকট একখানা চিঠি লিখিলে দোষ কি?"

নিকটে বসিয়া কয়েকজন বিধবা শিল্পশিক্ষা করিতেছিল; একজন কহিল,—"তাঁহারা আপনার সংবাদ পাইলে অতিশয় আনন্দিত হইবেন।"

নলিনী,—"না না, আমি যে বিশ্বেশ্বরের পাদপদ্মে আপনাকে দান করিয়াছি। সকল প্রকার বাসনাত্যাগই আমার ব্রত। বিশেষতঃ যে

উদ্দেশ্যে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়াছি, তাহা ব্যর্থ হইবে। আমার কষ্ট হউক, তথাপি পিতার যেন কোনরূপ অপমানের কারণ না হয়। আমি পিতা মাতাকে বিশ্বেশ্বরের অংশ বলিয়া মনে করি, যদি আমার হৃদয়ে ভক্তি থাকে, এখান হইতেই আমি তাঁহাদের অর্চ্চনা করিতে সমর্থ হইব।"

নলিনী আপনার পূজাগৃহে গমন করিয়া ভক্তিভরে বিশ্বেশ্বরের চরণে পুষ্পাঞ্জলী অর্পণ পূর্ব্বক কহিল, "হে বিশ্বনাথ! হে দেব দেব! যদি আমি সতী হই, আমার পিতামাতার সকল বিঘ্ন দূর হউক।"

অভীষ্ট দেবতা অন্তরের ভিতর দিয়া জানাইলেন "তথাস্তু।"

নলিনীর গুণে আকৃষ্ট হইয়া কাশীর অনেকে আপন কুমারী কন্যা সংস্কৃত শিক্ষা এবং নানাপ্রকার শিল্প ও গার্হস্থ্যধর্ম্ম শিক্ষার নিমিত্ত নলিনী বালার নিকট প্রদান করিলেন। তাহারা আশ্রমে থাকিয়া শিক্ষা পাইতে লাগিল।

একষষ্ঠীতম পরিচ্ছেদ।

কাশীযাত্রা।

আষাঢ় মাসের শেষ ভাগ। আজ প্রাতঃকালে তপনদেব ঘন আবরণ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া যেন মৃদুমন্দ হাসিতেছেন। আজ রবিবার। অমরেন্দ্র বন্ধুর নিকট চিঠি লিখিতেছেন। চিঠি লিখা সমাপ্ত হইলে, তাহা টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন,— "আমার প্রাণটা কেন এমন অপূর্ণ বোধ হইতেছে? কিছুতেই যেন

সে অপূর্ণতা দূর হইতেছে না। কিসের অভাব? প্রাণের কোনখানে এ অপূর্ণতা? হৃদয়-ভাণ্ডারের কোন ভাণ্ড হইতে আত্মার পরিপোষক কোন জিনিষ অজ্ঞাতে অপহৃত হইতেছে কি? সাধনার পুষ্পোদ্যান হইতে যে সকল ভাব-প্রসূন অবচয়ন করিয়া জননীর রত্নসিংহাসন সজ্জিত করিতেছি, অলক্ষিতে তাহা হইতে দুই একটি কোমলদল ঝড়িয়া পড়িল কি? পূর্ণানন্দময়ী মা আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া; অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাহাতে পরিপূর্ণ। মরি! মরি! কি আনন্দদায়িনী মূর্ত্তি! কেন এ অপূর্ণতার কল্পনা আমার প্রাণের অভ্যন্তরে সমুদিত হইতেছে? না না, বোধ হয় সেবারই কোন ত্রুটি হইয়া থাকিবে।”

এমন সময় নরেন সে ঘরে প্রবেশ করিল। কাছে দাঁড়াইয়া ডাকিল, —“দাদা!”

ক্ষুদ্র শিশুর সামান্য আহ্বানে সেই কর্ম্মবীরের মাতৃধ্যাননিরত হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি নরেনকে আপনার কোলে টানিয়া লইয়া স্নেহউচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিলেন,—“কি ভাই!”

নরেনের কোমল সরল প্রাণে আনন্দ আর ধরে না। সে অমরেন্দ্রকে তাহাদের বাড়ী আহারের নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছে। সেই কথাটি শেষ করিয়া চঞ্চল বালক অমরেন্দ্রের সঙ্গে নানা অর্থশূন্য আলাপে প্রবৃত্ত হইল। একটি পদের সঙ্গে আর একটির সম্বন্ধ নাই। দিদিরই বা কত কথা; তাহাদের গোলাপ গাছে কয়টি গোলাপ ধরিয়াছে, পুষীর কয়টি ছানা হইয়াছে; দিদি কেমন ছবি আঁকিতে পারেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

অনেক মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তির বহুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা অপেক্ষা সরলহৃদয় বালকের প্রেমপূর্ণ অসম্বদ্ধ অসংলগ্ন বাক্যগুলি অমরেন্দ্রের প্রাণের নিকট অধিকতর প্রিয় বোধ হইল। তিনি বুঝিলেন না যে, ইহার মূল কোথায়?

বেলা ১১টা। নরেন তাহাদের বাড়ীর বারেন্দায় বসিয়া দুইটি বিড়াল-

শিশু লইয়া খেলা করিতেছে। তাহারা ছুটিয়া ছুটিয়া থাবা মারিয়া খেলিতেছে। নরেনের আদরের "টম"ও তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছে। বাড়ীতে আর ছোট বালকবালিকা নাই। তাহারাই নরেনের খেলার সাথী।

এমন সময় অমরেন্দ্র সেখানে প্রবেশ করিলেন। নরেন আনন্দে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল,—"এই যে দাদা এসেছেন।"

কালীনাথবাবু পরম সমাদরে অমরেন্দ্রকে নিকটে বসাইলেন। আজ তিনি আপন ধনমর্য্যাদা, পদগৌরব সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছেন।

অমরেন্দ্রের অদ্ভুত দেশ-ভক্তি এবং আত্মত্যাগ দর্শন করিয়া তাঁহার স্বভাবতঃ উচ্চাভিলাষসম্পন্ন হৃদয় শ্রদ্ধাভরে যেন আপনা আপনি নত হইয়া পড়িয়াছে।

তিনি অমরেন্দ্রের করপল্লব আপন হস্তে গ্রহণপূর্ব্বক ধীরে ধীরে গম্ভীর ভাবে কহিলেন,—"অমরেন্দ্র, ধন্য তোমার স্বদেশপ্রেম! তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়া তোমার জননী ধন্যা ও জন্মভূমি কৃতার্থা হইয়াছেন।"

অমরেন্দ্র নিতান্ত লজ্জিত হইয়া কহিলেন,—"আমি আপনার সন্তান। সন্তানের নিকট পিতার এসকল কথা উপযুক্ত নয়। আপনাদের নিকট আমার অনেক শিখিবার আছে।"

সকলে আহারে উপবেশন করিলেন। প্রফুল্লের মাতা অমরেন্দ্রের জন্য কত যত্নে নিজহস্তে রন্ধন করিয়াছেন। কাছে বসিয়া কতই আদরে তাঁহাকে আহার করাইতে লাগিলেন। অমরেন্দ্রের বোধ হইল, তাঁহার সেই জন্মভূমিরূপিণী আরাধ্যাদেবী এই স্নেহময়ী কল্যাণময়ী মাতৃমূর্ত্তিতে যেন সম্মুখে আবির্ভূতা।

আহারান্তে কালীনাথবাবু কহিলেন,—"অমরেন্দ্র, আমি পেন্‌সনের জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলাম। আমার পেন্‌সন মঞ্জুর হইয়াছে। স্থির করিয়াছি, আগামী কল্যই কাশীধাম যাত্রা করিব।"

অমরেন্দ্র,—"সেখানে কতদিন থাকিতে ইচ্ছা করেন?"

কালীনাথবাবু—"জীবনের অবশিষ্ট সময় তথায় বাস করিব, মনন করিয়াছি। নলুকে হারাইয়া আর আমার সংসারে সাধ নাই। অমরেন্দ্র, আমার শরীর সবল নহে। দূরদেশে স্ত্রীলোক লইয়া চলা কত কষ্টকর। বেতনভোগী ভৃত্যদ্বারা কোন কর্ম্মই সুসম্পন্ন হয় না। তুমি আমাদিগকে কাশীতে পঁহুচাইয়া দিলে বড়ই উপকৃত হইব।"

অমরেন্দ্র তাঁহাদিগকে লইয়া কাশীধামে গমন করিতে স্বীকৃত হইলেন।

কালীনাথবাবু একখানা চিঠি দিয়া সতীশ মিত্রের নিকট লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন, লোক ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে, তিনি বাড়ীতে নাই। সপরিবারে কার্য্যস্থলে গিয়াছেন। গিরিবালা শ্রবণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

অমরেন্দ্রও সতীশ মিত্রের নিকট একপত্র লিখিয়া দিলেন।

নরেন দুঃখিতভাবে তাহার স্কুলের সমবয়স্ক বন্ধুদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। প্রফুল্ল বাল্যকাল হইতেই কলিকাতা বাস করিতেছে। কলিকাতায় দুই চারিটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ের সঙ্গে তাহার বিশেষ সৌহৃদ্য জন্মিয়াছে। সে বিষণ্ণচিত্তে সকলের সঙ্গেই দেখাসাক্ষাৎ করিয়া আসিল। কলিকাতার সঙ্গে তাহারা যেন কি এক মায়াবন্ধনে বদ্ধ হইয়াছে।

পরদিন তাঁহারা কাশীধামে যাত্রা করিলেন। ব্রহ্মময়ী সজললোচনে কলিকাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দ্বিষষ্ঠিতম্ পরিচ্ছেদ।

কাশীদর্শন।

কালীনাথবাবু নির্দ্দিষ্ট দিনে সপরিবারে পুণ্যভূমি কাশীধামে উপনীত হইলেন। কতযুগ যুগান্তের অতীত স্মৃতি বহন করিয়া নির্ম্মল সলিলা গঙ্গা মহাতীর্থ বারাণসির পদতলে বহিয়া চলিয়াছে।

অমরেন্দ্র গঙ্গার নিকটবর্ত্তী একটি সুন্দর স্থানে কালীনাথবাবুর বাসের নিমিত্ত একখানা দ্বিতলবাটী মনোনীত করিলেন। পরদিন যখন প্রাতঃ-সূর্য্যকিরণে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল,—সে করস্পর্শে নির্ম্মল গঙ্গা-সলিল উজ্জ্বল বেশে শোভা পাইল, অমরেন্দ্র তখন সহর দর্শনে বহির্গত হইলেন। কয়েকদিন অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণে ক্লান্ত হইয়া আজ যেন বারিদ-বর একটু অবকাশ গ্রহণ করিয়াছেন। সময় বুঝিয়া দিগঙ্গনা সতী যেন ঘুমটা খুলিয়া এই বিশ্বজগৎ দেখিয়া লইল।

অমরেন্দ্র প্রথমেই বিশ্বেশ্বর এবং অন্নপূর্ণা দর্শনার্থ গমন করিলেন। তিনি ভক্তিপরিপ্লুত প্রাণে আদি পিতা এবং আদি মাতার পবিত্রমূর্ত্তি দর্শন করিয়া বিশ্বেশ্বরের মন্দিরসমীপে দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় একটি অভিনব দৃশ্য তাঁহার নয়ন-পথে পতিত হইল।

সেই মন্দির পার্শ্বে গৈরিক পরিহিতা, আলুলায়িত কুন্তলা, অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী, নবযৌবন সম্পন্না এক সন্ন্যাসিনী ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছেন। অমরেন্দ্র ভাবিলেন,—"ইনি কে? ইহাকে যেন পরিচিতার ন্যায় বোধ হইতেছে।" তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত

দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন আর তাঁহার ভ্রম রহিল না। সবিস্ময়ে দেখিলেন, ইনিই নলিনীবালা।

কেহ প্রেতপুরী হইতে এই জীবলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, লোকের হৃদয়ে যে ভাবের সঞ্চার হইতে পারে, অমরেন্দ্রের হৃদয় সেইরূপ বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত হইল।

তিনি নলিনীর ধ্যানভঙ্গমানসে অদূরে দাঁড়াইলেন। কিয়ৎক্ষণ পর তাহার ধ্যানভঙ্গ হইল। অমরেন্দ্র ভাবিলেন,সন্ন্যাসিনী সকলেরই নমস্যা। বয়ঃকনিষ্ঠা হইলেও তাহাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলেন। নলিনী সরিয়া দাঁড়াইল।

অমরেন্দ্র দেখিলেন,—ভগবৎ ধ্যাননিরতা বেদবতীর ন্যায় এই নবীনা ব্রহ্মচারিণী আপনার তেজোরাশিতে দীপ্তি পাইতেছে। নলিনী প্রশান্ত পদ্মপলাশ নয়ন বিস্ফারিত করিয়া শান্ত দৃষ্টিতে অমরেন্দ্রের মুখপ্রতি একবার চাহিল। সে দৃষ্টি অতি স্নিগ্ধ, অতি পবিত্র, অতি স্থির। সে কোন কথা না বলিয়া বিস্মিতার মত দাঁড়াইয়া রহিল।

অমরেন্দ্র বিনম্রভাবে কহিলেন,—"আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন কি?"

নলিনী অবনত মস্তকে উত্তর করিল,—"হাঁ, আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন?"

অমরেন্দ্র,—"কলিকাতা হইতে।"

নলিনী ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"আমাদের বাড়ীর সকলের সংবাদ।"

অমরেন্দ্র,—"তাঁহাদিগকে লইয়াই আসিয়াছি।"

নলিনী পুনর্ব্বার ব্যস্তভাবে কহিল,—"সকলের কুশল তো? বাবা, মা কেমন আছেন? প্রফুল্ল. নরেন—"

অমরেন্দ্র,—"সকলেই শারীরিক ভাল আছেন।"

নলিনী,—"তাঁহারা কোথায় উঠিয়াছেন ?"

অমরেন্দ্র,—"নিকটেই বাসা করিয়াছি। তাঁহারা আপনার জন্য অতিশয় শোকাকুল আছেন।"

নলিনী,—"প্রফুল্লের কি বিবাহ হইয়াছে ?"

এই প্রশ্নে অমরেন্দ্রের হৃদয়ে অলক্ষিতে একটি আঘাত লাগিল। ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন,—"না।"

অমরেন্দ্র দেখিলেন, সন্ন্যাসিনী হইলেও নলিনী স্নেহ ত্যাগ করেন নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাশীতে কেমন করিয়া আসিলেন ?"

নলিনী,—"সে অনেক কথা ; আশ্রমে চলুন।"

অমরেন্দ্র নলিনীবালার সঙ্গে সঙ্গে তাহার আশ্রমে গমন করিলেন।

ত্রিষষ্ঠিতম পরিচ্ছেদ।

সম্মিলন।

অমরেন্দ্র নলিনীর আশ্রম দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলেন। অদূরে কলনাদিনী গঙ্গা প্রবাহিতা। নানাবিধ শ্যামল তরুলতা ও গুল্মরাজিতে আশ্রম সুশোভিত। বেলী, যুঁই প্রভৃতি ফুলের গাছ ঝাড়ের মত শোভা পাইতেছে। ভৃঙ্গকুল ঘনকৃষ্ণ পাখা দোলাইয়া নাচিতে নাচিতে গুন্ গুন্ গুঞ্জরণে ফুলে ফুলে পত্রপল্লবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অশোকের ডালে ডালে ছোট ছোট মধুপায়ী পাখী নৃত্য করিতেছে। এককোণে

একটি কদম্ব বৃক্ষ সপুষ্প দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। প্রকৃতিদেবী শোভাময়ী, আনন্দময়ীরূপে আশ্রমে বিরাজিতা।

জীবন্ত ফুল্ল কুসুমের ন্যায় অমরেন্দ্র কয়েকটি বালিকা সেখানে দেখিতে পাইলেন। নলিনীর সদ্গুণে মুগ্ধ হইয়া শিল্প ও নানাপ্রকার সুশিক্ষার নিমিত্ত অনেকে আপন আপন কুমারী কন্যা তাহার নিকট রাখিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

বহু অনাথা বিধবা এবং নিরাশ্রয় বালকবালিকাও আশ্রমে প্রতিপালিত হইতেছে, একথাও উল্লিখিত হইয়াছে। নলিনী নিজহস্তে সকলেরই শিক্ষা বিধানে রত।

অমরেন্দ্র নলিনীবালার অলৌকিক সেবাধর্ম্ম দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন। ভাবিলেন—"প্রেমই কেবল জগতে পরকে আপন করিতে সমর্থ। এই উন্নত হৃদয়া নারী বেলাভূমিপ্লাবিনী সাগর-উর্ম্মিকার ন্যায় যেন ধরাকে স্নেহ আলিঙ্গনে বুকে তুলিয়া লইতে চাহিতেছে।

অমরেন্দ্র শান্ত ও শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে আশ্রমের সমস্ত কুটীরগুলিই দেখিতে লাগিলেন। কুটীর মধ্যে দেখিবার আর কি আছে? সাজসজ্জা তো কিছুই নাই। মৃগচর্ম্ম, কুশাসন এবং সামান্য সামান্য ব্যবহারোপযোগী জিনিষপত্র। কিন্তু তিনি আরও যাহা দেখিলেন তাহাতে বিস্মিত হইলেন।

একখানি কুটীরে ভারতের সংস্কৃত জ্ঞানভাণ্ডার দেখিতে পাইলেন। গীতা, ভাগবত প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থ, বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ, ষড়্দর্শন এবং নানাবিধ পুরাণ সংহিতা প্রভৃতি হিন্দুর গৌরবভাণ্ডার সযত্নে রক্ষিত। নলিনী নিজেই অধ্যাপনা ব্রতে ব্রতিনী।

অমরেন্দ্র মনে মনে নলিনীর প্রশংসা করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"এই অসামান্য প্রতিভাশালিনী রমণীরত্ন স্বদেশের যে কার্য্য করিতেছেন, তাহার তুলনায় আমাদের কার্য্য কিছুই নয়।"

তিনি আর একখানি কুটীরে গমন করিয়া বিশ্বেশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। বিগ্রহপার্শ্বে একি ! একজন পরম রূপবান সুসজ্জিত নব-যুবকের প্রতিমূর্ত্তি যত্নে রক্ষিত এবং পুষ্পচন্দনে সুশোভিত !

অমরেন্দ্র কহিলেন,—"ইনি কে ?"

নলিনীর ফুল্ল ইন্দীবর নয়ন জলে পরিপূর্ণ হইল। ধীরে ধীরে উত্তর করিল,—"ইনি আমার প্রাণের দেবতা। এসংসারে কিছুদিন ইহার সঙ্গিনী ছিলাম।" বলিতে বলিতে সেই সুন্দর মুখকান্তি অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইল। নলিনী আর কিছুই বলিতে পারিল না।

অমরেন্দ্র ব্যথিত চিত্তে কহিলেন,—"আমাকে মার্জ্জনা করুন, আমি না বুঝিয়া আপনাকে ক্লেশ দিলাম।"

অমরেন্দ্র সে সম্বন্ধে আর কোন কথা না বলিয়া বিষয়ান্তরের অবতারণা করিলেন। কহিলেন,—"কেমন করিয়া দস্যুহস্তে মুক্তিলাভ করিলেন, কেমন করিয়াইবা কাশীতে আসিলেন, জানিতে বড়ই কৌতূহল জন্মিয়াছে।"

নলিনী সমস্তই অকপটে আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া কহিল,—"সকলই ভগবানের করুণা, মানুষ উপলক্ষ্য মাত্র।"

অমরেন্দ্র,—"হাঁ, ঠিক্ কথা। তথাপি মানুষের ভক্তিবল চাই। আপনি ভক্তিবলেই ভগবানের করুণা আকর্ষণ করিয়াছেন।"

নলিনী,—"দস্যুদল কি ধৃত হইয়াছে ?"

অমরেন্দ্র,—"হাঁ।" এই বলিয়া তিনি অঙ্গুরীয়ক দর্শন হইতে গিরিবালার উদ্ধার এবং দস্যুদের কারাদণ্ড পর্য্যন্ত সবিস্তার বর্ণন করিয়া কহিলেন,—"পুরস্কার স্বরূপ দেবীবাবু পদোন্নতি লাভ করিয়াছেন।"

স্বামীর স্মৃতিচিহ্নটি নষ্ট হয় নাই, শ্রবণ করিয়া নলিনী মনে মনে আনন্দলাভ করিল।

এই প্রকার কথাবার্ত্তায় প্রায় দুই প্রহর বেলা হইল! অমরেন্দ্র কহিলেন,—"এখন তবে বিদায় হই।"

পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনীকে দেখিবার জন্য নলিনী অমরেন্দ্রের সঙ্গে যাইতে ব্যাকুল হইল।

কিন্তু তখন বিগ্রহের ভোগ আরতির সময় উপস্থিত। সে অমরেন্দ্রকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিল।

অমরেন্দ্র কহিলেন,—"আমি তাঁহাদিগকে শীঘ্রই আপনার নিকট লইয়া আসিতেছি।"

এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন এবং এই শুভসংবাদ নলিনীর পিতা মাতার নিকট জ্ঞাপন করিলেন। তাহার পূর্ব্বকাহিনী ও বর্ত্তমান জীবনবৃত্তান্তও সংক্ষেপে জানাইলেন। শ্রবণমাত্র সকলে কালবিলম্ব না করিয়া নলিনীর আশ্রমে চলিয়া আসিলেন।

দুঃখের পর সুখ,—বিচ্ছেদের পর মিলন,—বিপদের পর সম্পদ, কি আনন্দ ও কি স্বর্গ-সুখকর! হিমানীর দারুণ স্পর্শে মৃতপ্রায় প্রকৃতি বসন্তের আহ্বানে আবার জাগিয়া উঠে। সর্ব্বত্রই এই কথা।

নলিনীবালা জনকজননীর পদতলে নিপতিত হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। তাঁহারা প্রাণাধিকা কন্যাকে বক্ষে ধারণ করিয়া অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইলেন। নলিনী বহুদিন পর পিতামাতা, ভ্রাতাভগ্নীকে লাভ করিয়া স্বর্গ-সুখ অনুভব করিল।

পিতা কহিলেন,—"মা, এই কি তোর কর্ত্তব্য? হতভাগ্য পুত্রকন্যাকে ত্যাগ করিয়া কোন্ প্রাণে সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে চলিয়া আসিলি?"

নলিনী,—"বাবা, তোমাদের চরণই আমার স্বর্গ। এ সংসারে আর কোন স্বর্গ আমি জানি না। পাছে জনসমাজে তোমাদের কোন অপমান হয়, এ জন্যই আমি কাশীধামে চলিয়া আসিয়াছি।"

পিতা সজল লোচনে কহিলেন,—"মা লক্ষ্মী আমার! তোর চেয়ে কি সমাজ বেশী? এতদিন যে আমার ঘরই অন্ধকার ছিল। তুই যে আমার ঘরের আলো। বৃদ্ধ বয়সে মার হাতে আমাদের পালনভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম; এই কি মার ধর্ম্ম?"

নলিনী,—"বাবা, আমাকে ক্ষমা কর। তোমাদিগকে ছাড়িয়া যে কষ্টভোগ করিয়াছি, কেমন করিয়া জানাইব?"

ব্রহ্মময়ী নলিনীকে কোলে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"মা! কেন এত নির্দ্দয় হইলি?"

নলিনী আর কোন কথা বলিতে পারিল না। সেই স্নেহময় স্বর্গে আজ জীবনের সার্থকতা লাভ করিয়া সে বাক্যহীন।

তাঁহারা নলিনীকে লইয়া আপন বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। সুশীলার উপর আশ্রমের ভার অর্পণ করিয়া নলিনী কিছুদিন পিতামাতার নিকট অবস্থান করিল।

চতুষষ্ঠিতম পরিচ্ছেদ

নির্ম্মাল্য।

কালীনাথবাবু ও ব্রহ্মময়ী নলিনীকে প্রাপ্ত হইয়া যেন মৃতদেহে জীবন লাভ করিলেন। প্রফুল্লের কথা আর কি বলিব? তাহার আনন্দ ভাষায় বর্ণনীয় নহে।

বহুদিন বিচ্ছেদের পর মিলন; এত আনন্দের মধ্যেও নলিনী প্রফুল্লের জন্য প্রাণের ভিতর গভীর বেদনা অনুভব করিতেছে। তাহা

কেহকেই সে বুঝিতে দিতেছে না। নলিনী গিরিবালার নিকট সকলই শুনিয়াছে।

তপনদেব অস্তাচলে আরোহণ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। নলিনী সেই সান্ধ্য-সমীর-নিষেবিত নিস্তব্ধ কক্ষে একাকিনী উপবিষ্টা। দেব-মন্দিরে আরতির বাদ্যধ্বনি সমুত্থিত হইয়া দিগঙ্গনাতে প্রতিধ্বনিত হইল। দুই একটি সান্ধ্যতারকা আকাশ-পটে ফুটিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী তাপসীর ন্যায় স্থিরভাবে যেন বিশ্বেশ্বরের আরাধনায় রত। নলিনী সে দেবাদিদেবের ধ্যানে প্রাণ সমাধান করিল।

কিছুক্ষণ পর সে যুক্ত করে উর্দ্ধমুখে প্রফুল্লের জন্য প্রার্থনা করিল,—"হে অনাথ নাথ, হে দুর্ব্বলের বল! পুষ্প তোমার বড় প্রিয়, তাই এ অপরিস্ফুট বালিকা-কুসুমটি তোমার চরণে অর্পিত হইয়াছে। গ্রহণ কর প্রভো! তোমার পবিত্র চরণে উৎসৃষ্ট এ নির্ম্মাল্য লইয়া দেশ পবিত্র হউক, এই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি।" নলিনীর চক্ষু দিয়া নির্ঝর-বারির ন্যায় অশ্রুধারা অবিরল ধারে পড়িতে লাগিল।

দেবপরিত্যক্ত নির্ম্মাল্যের ন্যায় পতি-পরিত্যক্তা গিরিবালা প্রফুল্লের সরল প্রণয় এবং নলিনী ও ব্রহ্মময়ীর স্নেহামৃত ধারায় অভিষিক্ত হইয়া দিন দিন নবজীবন লাভ করিতে লাগিল।

কালীনাথবাবু, ব্রহ্মময়ী এবং নলিনীবালার অনুরোধে অমরেন্দ্র কয়েক দিন কাশীধামে থাকিতে বাধ্য হইলেন। নরেন তো কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়িতেছে না। সারাদিন ছায়ার ন্যায় অমরেন্দ্রের কাছে কাছে সে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহাকে এখনও স্কুলে দেওয়া হয় নাই। দাদাকে পাইয়া সমবয়স্ক বন্ধুদের বিচ্ছেদবেদনা সে অনেকটা ভুলিয়াছে। প্রফুল্ল তাঁহাকে দেখিলেই অদৃশ্য হয়।

অমরেন্দ্র দেখিলেন,—নলিনীর প্রাণটি যেন ভালবাসার নর্ঝর।

ভগবৎ প্রেমের অরুণ-কর-সম্পাতে সমুজ্জ্বল ;—সমধিক নয়ন-মোহকর চিত্তের বিরামদায়ক। যাহাকে স্পর্শ করিতেছে তাহারই প্রাণ যেন এক স্বর্গীয় আনন্দে পূর্ণ হইতেছে।

অমরেন্দ্র ভাবিলেন,—"নলিনী দুদিনের মধ্যে আমাকে আপনার করিয়া ফেলিয়াছেন ; ঠিক যেন সহোদর ভাই। বুঝি এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডই তাহার আপনার। এমন ভাবে পরকে আপনার করিয়া তুলিতে কেহকে দেখি নাই।"

সত্য সত্যই নলিনী তাহার পিতৃমাতারগৃহের আলোকস্বরূপ। এ আলোক বড়ই পবিত্র,—সন্তাপহারী।

অমরেন্দ্র কিছুদিন কাশীতে রহিলেন। তাঁহার জীবন কর্ম্মময় ;—কর্ম্মই তাঁহার প্রাণ। এই কাশীতেও তিনি দেশহিতকর অনেক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। পণ্ডিতমণ্ডলীপরিপূর্ণ দুই একটি প্রকাশ্য সভায় জ্ঞান ও কর্ম্ম এবং দেশের উন্নতি সম্বন্ধে অতি প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা দিলেন। তাঁহার আবেগময়ী প্রাণময়ী বক্তৃতায় শ্রোতৃগণ মুগ্ধ হইল।

অমরেন্দ্র একদিন বৈকালে বাসার একটি দ্বিতল প্রকোষ্ঠে বসিয়া একাকী একখানি পুস্তকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। প্রাবৃটের স্নিগ্ধ বায়ু মুক্তদ্বারপথে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতেছে। অল্পক্ষণ হয় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। অবগুণ্ঠনবতী নববধূর ন্যায় রবিকররেখা স্বচ্ছ শুভ্র মেঘের ভিতর দিয়া অল্প অল্প হাসিতেছে। কিংবা, হে প্রিয় পাঠিকা, এ হাসি তোমার ক্রোড়স্থ নবপ্রফুল্ল খোকামণির মনোহর হাসিটির মত। সে যেমন একবার কাঁদিয়া চক্ষুর জল না ঘুচিতেই আবার হাসিতে থাকে, তাহারই মত।

অমরেন্দ্র পুস্তকে মনোনিবেশ করিতেছেন। এমন সময় পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। প্রফুল্ল ও গিরিবালা কথা

করিতেছে। অমরেন্দ্র যে সে কক্ষে উপবিষ্ট আছেন, তাহারা তাহা জানিতে পারে নাই; কারণ তিনি ইতিপূর্ব্বে কোন কার্য্য উপলক্ষে বাহিরে গিয়াছিলেন। এইমাত্র বাসায় আসিয়াছেন। তিনি পুস্তকখানি বন্ধ করিয়া তাহাদের কথায় মনঃনিবেশ করিলেন।

পঞ্চষষ্ঠিতম পরিচ্ছেদ।

যৌবনে যোগিনী।

গিরিবালা প্রফুল্লের হাতখানি আপনার হাতের উপর রাখিয়া স্নেহসিক্তকণ্ঠে কহিল,—"ফুনু!"

প্রফুল্ল,—"কি গিরিদিদি!"

গিরিবালা,—"দেখদেখি কেমন একটি চমৎকার গোলাপ!"

প্রফুল্ল,—"হাঁ, তাইত।"

গিরিবালা,—"বল দেখি ফুল কেন ফোটে?"

প্রফুল্ল,—"মানুষকে সুখী করিবার জন্য।"

গিরিবালা,—"চাঁদ কেন হাসে?"

প্রফুল্ল,—"পৃথিবীকে আনন্দ দান করিবার জন্য?"

গিরিবালা,—"তুমি কেন লোককে দুঃখ দিবে ভাই?"

প্রফুল্ল,—"গিরিদিদি, সে অনেক দিনের কথা। একদিন আমাদের বাড়ীর ছাদের উপর বসিয়া দিদিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—"বিধাতা কেন ফুলের সৃষ্টি করিলেন? দিদি কহিলেন,—"দেবতার চরণে উৎ-

সর্গ করিবার জন্য।" তখন একথার অর্থ বুঝিতে পারি নাই। এখন বুঝিয়াছি, ইহাই ঠিক্।"

গিরিবালা প্রফুল্লকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিত। তাই সে সতত আপন প্রাণে অসহনীয় বেদনা বহন করিয়াও প্রফুল্লের ভাবি কল্যাণ-চিন্তায় আকুল হইয়াছে। গিরিবালা প্রফুল্লকে আপনার হৃদয়ে টানিয়া লইয়া ধীরে ধীরে কহিল,—"প্রাণের বোন্! তোমার দুঃখ আমি সহ্য করিতে পারিবনা, তাই তুমি বিরক্ত হইলেও এক কথা পুনঃ পুনঃ বলিতেছি।"

প্রফুল্ল এবার স্থির গম্ভীর ভাবে কহিল,—"পৃথিবীর সুখ বিসর্জ্জন না দিলে কখনও স্বর্গের সুখ মিলে না। আমরা সুখ বলিয়া যাহা কিছু বুঝি, তাহার মূল্য কিছুই নাই।"

গিরিবালা তাহা জানিত,—কিন্তু স্নেহের বশীভূত হইয়া সে যেন কিছুই বুঝিতে চাহিতেছে না। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল,—"ফুলু, বোন্ আমার, কেমন করিয়া কচি বয়সে এত কষ্ট সহ্য করিবে?"

প্রফুল্ল,—"তাহাইতো প্রকৃত শান্তি।"

গিরিবালা,—"অবিবাহিত কন্যা লইয়া তোমায় পিতামাতা কি করিয়া হিন্দু সমাজে বাস করিবেন?"

প্রফুল্ল,—"বিবাহই কি মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য? জীবনের আর কি কোন উচ্চ লক্ষ্য নাই? পূর্ব্বে আমাদের ভারতবর্ষের আর্য্য মহিলা চির-কৌমার্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক তপস্যা করিতেন। বর্ত্তমান সময়েও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে অনেক স্ত্রীলোক আছেন, যাঁহারা চিরদিন অবিবাহিত থাকিয়া দেশের কল্যাণসাধন করিতেছেন।"

গিরিবালা,—"আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা এখন আর সেরূপ নাই।"

প্রফুল্ল,—"ধর্ম্ম তো আছেন। কি করিয়া ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করিব? তিনি যদি আমাকে একেবারে বিস্মৃত হন,—আমার নামটিও যদি তাঁহার স্মরণপথে না থাকে, তথাপি তিনিই আমার একমাত্র প্রাণের দেবতা,—ইহকালে, পরকালে, জীবনেমরণে, তিনিই একমাত্র আমার প্রাণের দেবতা; তাঁহার ধ্যানই আমার একমাত্র শান্তি। অন্যের চিন্তাও আমি পাপ বলিয়া মনে করি।"

প্রফুল্ল ভাব উচ্ছ্বসিত প্রাণে এই কথা কয়টি বলিয়া নীরব হইল। পবিত্র হৃদয়া গিরিবালা আর কোন কথাই বলিতে পারিল না। প্রফুল্লকে হাত ধরিয়া নীচে লইয়া গেল।

অমরেন্দ্র মনোযোগ সহকারে তাহাদের আলাপ শুনিতেছিলেন; প্রফুল্লের শেষ কথা কয়টি শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত হইলেন। বুঝিলেন, তাহার হৃদয়ের প্রেম স্বর্গের জিনিষ;—অমূল্য। সুবর্ণ পরীক্ষায় আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মনে মনে কহিলেন,—"প্রফুল্ল! আমাদের এ অকিঞ্চিৎকর জীবন মাতৃ-সেবায় উৎসর্গীকৃত হউক। রমণী পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি। রমণী যদি ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা না করেন, তবে কে করিবে?" পূর্ব্বে যে তাহার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করিয়াছেন, তজ্জন্য মনে মনে কিঞ্চিৎ সন্তপ্ত হইলেন।

ষট্‌ষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

—(*)—

বিদায়।

অমরেন্দ্র আজ কলিকাতা রওয়ানা হইবেন। নরেন কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে চাহিতেছেনা। অমরেন্দ্রের সঙ্গে যাওয়াই সে ঠিক করিয়া লইয়াছে। তিনি অনেক বুঝাইয়া নরেনকে সুস্থির করিলেন। অমরেন্দ্র এই কয়দিন নিজেই তাহাকে যত্নপূর্ব্বক লেখাপড়া শিক্ষা দিয়াছেন। যদিও সে নিতান্ত চঞ্চল, তথাপি তাহার বিদ্যাশিক্ষার স্বাভাবিক প্রতিভা দর্শন করিয়া অমরেন্দ্র বিস্মিত হইয়াছেন।

প্রফুল্ল অমরেন্দ্রের সেই অঙ্গুরীয়কটি যত্নপূর্ব্বক নিজের নিকট রাখিয়াছে। সেই অঙ্গুরীয়কের অর্চ্চনাই তাহার জীবনের দৈনিক প্রিয় ব্রত।

তাহার প্রাণ এখন অমরেন্দ্রময়। সেই প্রিয় মূর্ত্তিটি সে নিজ হৃদয়ের সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, নশ্বর দেহ ধ্বংশ হইলেও তাহা বিচলিত হইবার নহে। সেই অনুপম মাধুর্য্যময় মূর্ত্তি যেন দেবভূষণে বিভূষিত হইয়া দিন দিনই অধিকতর সমুজ্জ্বলতা লাভ করিতেছে। প্রফুল্ল তাঁহার অর্চ্চনা করিয়াই নিত্য তৃপ্ত। চন্দ্রচূড় ধ্যাননিরতা গৌরীর ন্যায়, তাহার প্রাণ সেই নীরব নিস্তব্ধ গভীর উপাসনায় দিনের পর দিন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। অঙ্গুরীয়কের আর প্রয়োজন কি?

যদিও লোকাতীত দিক্ দিয়া ইহা প্রফুল্লের নিজস্ব, তথাপি লৌকিক রীতি রক্ষার নিমিত্ত প্রফুল্ল নরেনের দ্বারা অঙ্গুরীয়ক অমরেন্দ্রের নিকট পাঠাইয়া দিল।

নরেন জানিত যে দাদার আঙ্গটি হারাইয়া গিয়াছে। সুতরাং এতদিন পর উহা দিদির নিকট দেখিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গিয়াছে। এই অন্যায়ের জন্য সেই তেজস্বী ক্ষুদ্র বালক দিদিকে তিরস্কার করিতে ছাড়ে নাই।

অমরেন্দ্র অঙ্গুরীয়ক হস্তে লইয়া কি চিন্তা করিলেন। মনে মনে কহিলেন,—"সেই সাধ্বীর পবিত্র করস্পর্শে নিশ্চয়ই ইহা পবিত্র হইয়াছে।" পরে ধীরে ধীরে নরেন্দ্রের হস্তে অঙ্গুরীয়ক প্রত্যর্পণ করিয়া কহিলেন,—"ইহা তোমার দিদির নিকটই থাকুক।" অঙ্গুরীয়ক সম্বন্ধে একটি দূর স্নেহপূর্ণ স্মৃতি হৃদয়ে সমুদিত হইয়া সহসা তাঁহার প্রাণকে যেন আকুল করিয়া দিল। নিমেষমধ্যে তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া লইলেন। প্রফুল্লকে উদ্দেশ করিয়া মনে মনে কহিলেন,—"সেই অমরধামনিবাসিনী পুণ্যবতীর স্নেহ-আশীর্ব্বাদ এই সংসার-কর্ম্মক্ষেত্রে শক্তিরূপে তোমার শিরে বর্ষিত হউক।"

অমরেন্দ্রের যাত্রার সময় নিকটবর্ত্তী। অমরেন্দ্র, কালীনাথবাবু ও ব্রহ্মময়ীর চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মময়ী অশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহার শিরস্পর্শপূর্ব্বক কহিলেন,—"বাবা, সর্ব্বদা যেন তোমার কুশল সংবাদ পাই।"

অমরেন্দ্র গিরিবালার নিকট যাইয়া তাহার কাছে বিদায় লইলেন। গিরিবালা কিছু না বলিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল।

অমরেন্দ্র সস্নেহে কহিলেন—"গিরি, কাঁদিওনা; সেই অনাথ নাথের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাক। তিনিই তোমার সকল কষ্ট দূর করিবেন।" গিরিবালা চুপ করিয়া রহিল।

অমরেন্দ্র কহিলেন,—"দিদি কোথায়?" গিরিবালা পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষ দেখাইয়া কহিল,—"দিদি ঐ ঘরে জপ করিতেছেন।"

অমরেন্দ্র সে কক্ষে গমন করিলেন। নলিনী সে ঘরে নাই; জপ সমাপ্ত হইলে তুলসীকে নমস্কার করিতে নীচে চলিয়া গিয়াছে। দেখিলেন,—প্রফুল্ল একটা জানালার নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এতক্ষণ সে নীরবে নিমীলিত নয়না দিদির ধ্যাননিরত পবিত্র মুখখানি শান্তভাবে একমনে দেখিতেছিল; সে চলিয়া গেলেও তাহার হৃদয়ের ভক্তির উচ্ছ্বাস যেন বালিকার প্রাণে খেলা করিতেছে। প্রফুল্ল ভাবিতেছে যে, কতদিনে সে দিদির মত হইবে।

অমরেন্দ্র কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া তাহার সমীপস্থ একখানি চৌকির উপর বসিলেন।

প্রফুল্ল আজ আর পলায়ন করিল না; লজ্জাবতী লতার ন্যায় সেই ব্রীড়াসঙ্কুচিতা তরুণী অবনত মুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

অমরেন্দ্রের হৃদয় স্থির,—নির্ব্বাত নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় শান্ত ও স্থির। বীরত্বব্যঞ্জক তেজঃপুঞ্জ মুখকান্তিতে চাঞ্চল্যের একটি সামান্য রেখাও দেখা দিল না। নবযুগের নবীন কর্ম্মসন্ন্যাসী প্রশান্তচিত্তে সেই শোভাময়ীর অপরূপ রূপমাধুরী নীরবে দেখিতে লাগিলেন। আরও তো কতবার দেখিয়াছেন, তবে আর নূতনত্ব কি? আজ যেন অমরেন্দ্রের নিকট সকলই নূতন বলিয়া বোধ হইতেছে। এ নূতনত্ব আনিল কে? শ্রদ্ধা। সেই আনন্দময়ী দেবীর স্পর্শে শুষ্ক বৃক্ষ মঞ্জরিত,—মরুভূমিতে সলিল সঞ্চারিত হয়।

অমরেন্দ্র দেখিতে লাগিলেন, যখন অন্ধকার পারাপার উত্তীর্ণ হইয়া অতি ধীরে ধীরে উষা,—জগৎ উজ্জ্বলকারিণী, কনক-মুকটধারিণী উষা প্রাচীগগনদ্বারে দাঁড়াইয়া জীবের নয়নানন্দ বিধান করেন, সে সময়ের শোভা একবার দেখিয়াছ কি? প্রফুল্লের সৌন্দর্য্য সেই প্রকার; বড়ই মধুর, বড় প্রীতিকর, অথচ আভাময়। কুঞ্চিত কৃষ্ণকুন্তলজালে পৃষ্ঠদেশ আবৃত।

নলিনীর সৌন্দর্য্য এ শ্রেণীর নহে। উহা মধ্যাহ্ন সূর্য্যরশ্মির ন্যায়; অধিক সমুজ্জ্বল,—চক্ষে অসহনীয়। গৃহখানি একেবারে নীরব নিস্তব্ধ; কেহই কিছু বলিতেছে না। অমরেন্দ্র প্রথমেই সে নীরবতা ভঙ্গ করিলেন। ধীরে ধীরে ডাকিলেন,—"প্রফুল্ল!"

প্রফুল্ল নীরব।

অমরেন্দ্র,—"কি ভাবিতেছ?"

প্রফুল্ল নিরুত্তর।

অমরেন্দ্র,—"প্রফুল্ল, কথা কহিতেছ না কেন?"

কোন উত্তর নাই।

অমরেন্দ্র,—"প্রফুল্ল, রাগ করিয়াছ?" এবার বুঝি সুবর্ণ প্রতিমার চৈতন্য সঞ্চার হইল। ধীরে ধীরে উত্তর করিল—"না।"

অমরেন্দ্র,—"প্রফুল্ল, আমার কয়েকটি কথা বলিবার আছে।"

প্রফুল্ল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অমরেন্দ্রের মুখপ্রতি একবার চাহিল। কিন্তু তাহা ক্ষণমাত্র; তখনই সে দৃষ্টি ভূমিতলে নিবদ্ধ হইল।

অমরেন্দ্র বলিতে লাগিলেন,—"শোন প্রফুল্ল! ভাল করিয়া আপনাকে পরীক্ষা কর। সাধনার পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায়। মানুষ এ পৃথিবীতে আসে কেন? সকলেই তো সময়ের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়া যায়। সেই স্রোতের উপর দাঁড়াইয়া নিজ ইচ্ছাশক্তিকে স্থির রাখাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব; তাহাতেই এ সংসারে আগমনের সার্থকতা হয়। পূর্ব্বে ঋষিগণ অগ্নিতে হবি প্রদান করিতেন, শুনিয়াছ তো? পবিত্র যজ্ঞীয় অগ্নির ন্যায় সাধনার যজ্ঞে আপনাকে আহুতি দান,—অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বাসনায় বলিদান করিতে পারিলেই এ মনুষ্যলোকে থাকিয়াও মানবের দেবত্ব লাভ হয়। কিন্তু এপথ বড়ই সঙ্কটপূর্ণ,—অতিশয় দুর্গম। আপনাকে উত্তমরূপ বুঝিতে চেষ্টা কর। রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয়, তেমনই

হৃদয়ের ভাবগুলি বুঝিতে গিয়া অনেক সময় ভ্রান্তি উপস্থিত হইয়া থাকে। তাহাতে মানুষকে সর্ব্বনাশের পথে লইয়া যায়।”

প্রফুল্লের মুখমণ্ডল মহিমার তেজোরাশিতে দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না।

ধীরে ধীরে উত্তর করিল,—“আমি তাহা জানি। আমাকে বালিকা বলিয়া অবহেলা করিবেন না।” প্রফুল্লের চক্ষু হইতে যেন বিদ্যুৎ শিখা বাহির হইল।

অমরেন্দ্র সেই মহিমাময়ী তেজোগর্ব্বিতা তরুণীমূর্ত্তির প্রতি সবিস্ময়ে চাহিলেন। বুঝিলেন, সে বালিকা সামান্যা নহে। অমরেন্দ্রের আর ভ্রম রহিল না, শ্রদ্ধাভরে সজল নয়নে কহিলেন,—

“প্রফুল্ল, আমাকে ভুল বুঝিও না। তুমি যে হৃদয়ে এক অপার্থিব শক্তি লাভ করিয়াছ, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি; তাই এত কথা বলিলাম, নতুবা বলিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। স্বর্ণই অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া সমুজ্জ্বলতা লাভ করে। কাষ্ঠ ভস্মে পরিণত হয়। কে বলে রমণী অবলা? শত শত বজ্রের বল অপেক্ষা নারীর হৃদয়ের বল সমধিক। পুরুষ কখনও তাহার তুল্য হইতে পারে না। যেমন বৈদ্যুতিক শক্তি পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে মুহূর্ত্ত মধ্যে পরিচালিত হয়, তেমনই নিঃস্বার্থ প্রীতিযোগে এক হৃদয়ের শক্তি শতযোজন দূর হইতেও অন্য হৃদয়ে সঞ্চারিত হইতে পারে। বহুদূর থাকিলেও তোমার ঐ মহিয়সী শক্তি আমার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া নিশ্চয়ই আমাকে কর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা হইতে রক্ষা করিবে।”

এমন সময় নলিনী সে ঘরে প্রবেশ করিল। অমরেন্দ্র সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলেন। নলিনী সরিয়া দাঁড়াইল। অমরেন্দ্র কোমল মধুর কণ্ঠে ডাকিলেন,—“দিদি!”

নলিনী কিছু বলিল না। অমরেন্দ্র তাঁহাকে দিদি বলিয়া ডাকিতেছেন শুনিয়া নলিনী মনে মনে আনন্দ লাভ করিল।

অমরেন্দ্র,—"দিদি! এখন তবে বিদায় হই।" মধুর দিদি ডাক্‌ তো আর অমরেন্দ্রের ভাগ্যে ঘটে নাই; তিনি যেন দিদি ডাকিয়া আপনার একটি চির অভাব পূর্ণ করিয়া লইলেন।

নলিনী সজল নয়নে কহিল,—"আমাদিগকে ভুলিবেন না।"

অমরেন্দ্র,—"দিদি, আপনাদিগকে ভুলিব? আপনাদের স্নেহ-ঋণে আমি চিরদিনের জন্য আবদ্ধ রহিয়াছি।"

নলিনী কহিল,—"আপনি যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা অতি প্রশংসনীয়। কিন্তু কর্ত্তব্যের দিক্‌ একটি নয়। মানবের অসংখ্য কর্ত্তব্য রহিয়াছে। ইহার যে সর্ব্বাঙ্গীন সামঞ্জস্য, তাহাতেই জীবনের সফলতা। এই কর্ত্তব্যের যে কোন দিক্‌ ছেদন করুন—বর্জ্জন করুন, আপনার কার্য্যকে অসম্পূর্ণ,—অঙ্গহীন করিয়া ফেলিবে। আর একটি সত্য এই যে, মানুষ যে কোন কার্য্য করুক, প্রকৃতি তাহার কর্ত্রী,চালয়িত্রী এবং সর্ব্ব বিষয়ে প্রকৃষ্টরূপে সাহায্যদাতৃ। এই প্রকৃতিকে ভগবৎ শক্তি বলিয়া জানিবেন। মানুষ যদি প্রকৃতির নেতৃত্ব অগ্রাহ্য করিয়া আত্ম-শক্তির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে, বরং প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে প্রাণের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে থাকে, তাঁহাকে অনেক সময় বিপদ-গ্রস্ত এবং বিফল মনোরথ হইতে হইবে।"

অমরেন্দ্র নলিনীর কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত ও দুঃখিত হইলেন। তিনি যে প্রফুল্লের আত্মীয়জনের মর্ম্মবেদনার কারণ হইয়াছেন, এ ভাবটি তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তলে বেদনা প্রদান করিল। তিনি মনে মনে কহিলেন,—"অদৃষ্ট দেবতাই এজন্য অপরাধী। আমি মাতৃচরণে বিক্রীত; তিনিই ইহাদিগকে শান্তি প্রদান করুন। আমার আর কি করিবার আছে?"

প্রকাশ্যে ধীরে ধীরে কহিলেন,—"দিদি, আপনাকে আর অধিক কি বলিব? আপনারা রমণী, কল্যাণরূপিণী। নারী যখন ত্যাগের দ্বারা কল্যাণকে বরণ করেন, তখন বসুন্ধরা তাহাতে পবিত্রতা লাভ করে। মূল কথা এই যে, মাতৃরূপিণী নারীরই ত্যাগ স্বীকার পূর্ব্বে চাই। এই মাতৃগণই পুরুষের শিক্ষা দীক্ষাদাতৃ। রমণী যখন এই প্রকার ত্যাগের দ্বারা মঙ্গলমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে আরম্ভ করিবেন, তখন নিশ্চয়ই মৃত ভারতবর্ষ জ্ঞান, ধর্ম্ম এবং সর্ব্বপ্রকার সম্পদে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। আমাকে এই আশীর্ব্বাদ করুন, সাধ্যমত সকল কর্ত্তব্যই পালন করিতে পারি।"

নলিনী,—"আশা করি, শীঘ্রই আবার আপনাকে দেখিতে পাইব।"

অমরেন্দ্র,—"ঈশ্বরের ইচ্ছা। স্নেহবন্ধনে আপনাদের সহিত আমি প্রাণযোগে সর্ব্বদাই যুক্ত থাকিব। এখন তবে বিদায়।"

এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

সপ্তষষ্ঠিতম পরিচ্ছেদ।

প্রিয়নাথ দত্ত।

প্রিয়নাথ দত্তের বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। তিনি অমরেন্দ্রের সহধ্যায়ী বন্ধু, বয়সে এক বৎসরের বড়। উভয়ে একত্রে এম্‌-এ পড়িতেন। অমরেন্দ্র পরীক্ষার কয়েক মাস পূর্ব্বেই কলেজ ত্যাগ করেন; প্রিয়নাথ এম্‌-এ পাশ করিয়া স্বদেশ-সেবায় আত্মোৎসর্গ করেন। "হিত-সাধিনীর" আশ্রমে থাকিয়া মাসিক পত্রিকার পরিচালনা করেন এবং অন্যান্য সৎ-

কার্য্যেরও যথাযোগ্য সাহায্য করিয়া থাকেন। হিন্দু সমাজের নানাপ্রকার আবর্জ্জনা ও দুর্নীতি দূর করাই তাঁহার সাহিত্যচর্চ্চার বিশেষ উদ্দেশ্য। যাহাতে দেশমধ্যে সম্পূর্ণরূপে শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে, প্রিয়নাথ এবিষয়ে বিশেষ যত্নবান্। বর্ত্তমান সময়ে ভারতে ইংরেজ রাজত্বের উপকারিতা, রাজায় প্রজায় প্রীতি এবং রাজভক্তি প্রভৃতি রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনায়ও তিনি উদাসীন নহেন।

যেমন একসূত্রে গ্রথিত দুইটি সুন্দর মুক্তা সূর্য্যকিরণ-স্পর্শে সমধিক উজ্জ্বলতা লাভ করে, তেমনই দুইটি প্রাণ মিলিত হইয়া স্বদেশ প্রেমের উজ্জ্বল নির্ম্মল বেশে শোভা পাইল।

কিন্তু এই যুগলবন্ধুতে আকৃতিতে প্রকৃতিতে প্রভেদ অল্প নহে।

প্রিয়নাথ অমরেন্দ্রের ন্যায় বলিষ্ঠদেহ নহেন। তাঁহার বর্ণ প্রায় কাল, মুখখানি অমরেন্দ্রের অপেক্ষায়ও সুকুমার, কমনীয়, শান্তভাবাপন্ন। তাঁহাতে আরও কিছু ছিল, তাহা সম্পূর্ণ অপার্থিব।

প্রিয়নাথ কিছু অতিরিক্ত নির্জ্জনতা প্রিয়। অমরেন্দ্রের ন্যায় সর্ব্ব-সাধারণের সঙ্গে মিশিতে ভালবাসেন না। কি একটি স্বাতন্ত্র্য লইয়া শত শত লোকের মধ্যেও যেন তিনি একটী। প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দানে তাঁহার অভ্যাস নাই;—অভিরুচিও নাই। সর্ব্বদায়ই মাসিক পত্রিকায় সুন্দর সুন্দর গভীর গবেষণাপূর্ণ, ভক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন, তাহাতে নাম নাই। বন্ধুদিগের সঙ্গেও অধিক কথা কহিতে ভালবাসেন না। নির্জ্জনে বসিয়া দিবানিশি রাশি রাশি ইংরেজী, বাঙ্গলা, সংস্কৃতগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন; তাহাতে শ্রান্তি নাই,—ক্লান্তি নাই। কখন কখন পড়িতে পড়িতে আহার নিদ্রা ভুলিয়া যান।

প্রিয়নাথ স্ত্রীজাতি হইতে একটু দূরে সরিয়া থাকিতেই ভালবাসেন। হৃদয়ের দুর্ব্বলতার জন্য নহে,—এটি তাঁহার স্বভাব। বোধ হয় তিনি

মনে করেন, বিধাতা নারীজাতিকে সৃষ্টিরাজ্য হইতে বাদ দিলেই ভাল হইত। তথাপি তিনি সর্ব্বদাই নারীজাতিকে করুণার চক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন।

ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করা তাঁহার স্বভাব নহে। নিতান্ত কর্ত্তব্যের অনুরোধে অথবা বন্ধুর অনুরোধে বাধ্য হইয়া কোন কোন স্থানে যাইয়া থাকেন।

এইপ্রকার প্রকৃতিগত নানা বৈষম্য সত্ত্বেও দুই বন্ধুর ভালবাসা ক্রমে গভীরতর স্বর্গীয় প্রণয়ে পরিণত হইল।

প্রিয়নাথের আর্থিক অবস্থা মন্দ নহে। তাঁহার পিতা সঙ্গতিশালী বিষয়ী লোক ছিলেন। কিন্তু একমাত্র পুত্রের অনাসক্ত উদাস প্রকৃতি দর্শনে চিত্তে ক্লিষ্ট থাকিলেও স্নেহবশতঃ তাহার কোন কার্য্যে বাধা দিতেন না। প্রিয়নাথ সর্ব্বদা সৎকার্য্যে আপনার ইচ্ছানুরূপ অর্থ ব্যয় করিতেন।

তাঁহার দুই বৎসর বয়সের সময় মাতৃ-বিয়োগ ঘটে। কিন্তু শীঘ্রই একটি স্নেহশীলা তরুণী তাঁহার স্থান পূরণ করিলেন। তিনি দয়ার্দ্র চিত্তে মাতৃহীন শিশুকে বুকে তুলিয়া লইয়া সেই বেদনা-তপ্ত ক্ষুদ্র প্রাণে সান্ত্বনা বিধানের জন্য ব্যস্ত হইলেন। শোককাতর বালক যখন অধীর প্রাণে 'মা' 'মা' বলিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিত,—সে স্নেহময়ী মূর্ত্তি কোথাও দেখিতে না পাইয়া পাগলের মত এ ঘর সে ঘর খুঁজিয়া বেড়াইত, তিনি তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া নানাপ্রকার মধুর বাক্যে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেন। সুন্দর সুন্দর পুতুল আনিয়া, কত খেলার জিনিষ প্রস্তত করিয়া দিয়া তাহার মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইতেন।

প্রকৃত ভালবাসায় বালকবালিকা যেমন বশীভূত হয়, এমন আর কেহই নহে। তিনি অতি সত্বর আপনার সদ্‌গুণে সেই সরল স্বভাব বালককে একেবারে বশীভূত করিয়া ফেলিলেন; তাহার সকল আবদার

ও অত্যাচার আনন্দের সহিত প্রাণপণে পালন করিতে লাগিলেন। বিমাতার আদর যত্ন স্নেহে প্রিয়নাথ মাতৃবিচ্ছেদযাতনা অল্প দিনের মধ্যেই ভুলিয়া গেল। হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা দিয়া তিনি এই ক্ষুদ্র শিশুকে আবরিয়া লইলেন।

কাল হইলেও বালকের সুন্দর নধর দেহকান্তি, লাবণ্যময় মুখ-কমল সকলের প্রাণ আকর্ষণ করিত। প্রতিবেশিনীরা সে বালককে কেহবা কালাচাঁদ, কেহবা কালশশী বলিয়া ডাকিতেন।

আদর করিয়া বিমাতাকে 'কালাচাঁদের মা' বলিয়া ডাকিলে তাঁহার প্রাণে আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। পাছে তাঁহার এই পুত্রটিকে কাল বলিয়া অবজ্ঞা করেন, এজন্য তিনি প্রতিদিন তাহার সর্ব্বাঙ্গে সাবান ঘষিতেন, কিন্তু তাহাতে তাহার কালত্ব দূর হইবার কোন সম্ভাবনা ছিলনা।

দুর্ভাগ্যক্রমে এই করুণাময়ী রমণীর ক্রোড় অন্য কোন শিশুতে পরিশোভিত হইল না। প্রিয়নাথ পিতামাতা উভয়েরই চক্ষের মণি। শৈশব হইতেই তাঁহার প্রাণ দেশভক্তি প্রভৃতি গুণে অলঙ্কৃত হইতে লাগিল।

প্রিয়নাথ যখন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষাগুলি সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইলেন, সেই সময় তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটিল। এখন তিনি পিতার সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। অধিকাংশ অর্থই দেশের হিতার্থে ব্যয় করিতে সংকল্প করিলেন।

পুষ্পদলস্থ দুইটি বিমল শিশির বিন্দু যেমন একটিকে আর একটি আপনার দিকে টানিয়া লয়, তেমনই অমরেন্দ্রের কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, তেজস্বী সরল প্রাণ প্রিয়নাথের স্বভাবতঃ বৈরাগ্য ভাবাপন্ন উদাস হৃদয়কে কি এক আকর্ষণে টানিয়া আপনার করিয়া লইল।

জহরীই জহর চিনে। প্রিয়নাথের হৃদয় যে কত উচ্চ, কত মহৎ

তাহা অমরেন্দ্র যেমন বুঝিতে পারিলেন, এমন আর কেহ নহে।

অমরেন্দ্র কলিকাতা আসিয়া প্রিয়নাথের নিকট প্রফুল্লের বিবাহ-ঘটিত সমস্ত কথাই আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। এতদিন এবিষয়টি অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকটও উল্লেখ করেন নাই। প্রকাশের যোগ্য মনে করেন নাই।

সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া প্রিয়নাথের স্বভাবতঃ দয়ার্দ্রচিত্ত করুণায় প্লাবিত হইয়া গেল।

প্রিয়নাথ কহিলেন,—"অমরেন্দ্র, ইনি সাবিত্রী তুল্যা। ইহাকে বিবাহ না করাটা ঠিক্ নহে। সাধ্বী নারীকে উপেক্ষা করিলে ভগবান্ অপ্রসন্ন হইবেন। তোমার এইপ্রকার সংকল্পেরই বা ফল কি?"

অমরেন্দ্র,—"প্রিয়নাথ, আমি ফলের প্রার্থী নহি। ফল সেই ফলদাতার হস্তে। জননী জন্মভূমির জন্য নিরাকাঙ্ক্ষহৃদয়ে আত্মত্যাগই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।"

প্রিয়নাথ,—"তবু তো একটা যুক্তির আবশ্যক। সকল কার্য্যেরই যুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকা চাই।"

অমরেন্দ্র,—"প্রিয়নাথ, তুমিও তো জন্মভূমির জন্য চিরকৌমার্য্য-ব্রত গ্রহণ করিয়াছ, তাহার যুক্তি কি?"

প্রিয়নাথ,—"আমার এমন কোন সংকল্প নাই। যদি কখনও বিবাহ ভগবানের মঙ্গল বিধান বলিয়া বুঝিতে পারি, দারপরিগ্রহ করিব।"

অমরেন্দ্র,—"আমিও বিবাহ না করাই আমার পক্ষে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য বলিয়া বুঝিয়াছি।"

প্রিয়নাথ,—"আমার তাহা মনে হয়না। অমরেন্দ্র, আমার নিশ্চয় প্রতীতি জন্মিয়াছে, বিবাহই তোমার পক্ষে ভগবানের কল্যাণময় বিধান।"

অমরেন্দ্র,—"কেমন করিয়া বুঝিলে?"

প্রিয়নাথ,—"দেখ, ভগবানের মঙ্গল বিধানে নলিনী দূর গগনমণ্ডলস্থিত তেজোময় দিবাকরের প্রতি আকৃষ্ট হয়।"

অমরেন্দ্র,—"সে সূর্য্যকে লাভ করিতে সমর্থ হয় না। বরং প্রখর রবিকরে ফুল্ল নলিনী দগ্ধ হইয়া ঝরিয়া পড়িয়া যায়। দেখ আমারই জিত।"

প্রিয়নাথ,—"উহা প্রকৃতির একটি দৃশ্য। কবি কল্পনামূলক মাত্র। প্রকৃত কথা এই যে, একটি নিরপরাধা সরলা অবলা চির-দুঃখসাগরে ভাসিল। আমার প্রাণ কোনমতেই তাহা সমথন করিতে পারিতেছে না। অমরেন্দ্র, সে বালিকার জন্য আমার হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিতেছে।"

অমরেন্দ্র,—"প্রিয়নাথ, আত্মত্যাগ ভিন্ন জগতে কোন কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে না। একটি অধঃপতিত জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য কোটি কোটি নর নারীর ত্যাগস্বীকার আবশ্যক। পুরুষেরা যাহা পারিবেন স্ত্রীলোকেরা তাহা কেন পারিবে না?"

প্রিয়নাথ,—"স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃ কোমল হৃদয়া। পুরুষেরা যাহা পারে, স্ত্রীলোকের তাহা অসাধ্য।"

অমরেন্দ্র,—"আমি তাহা স্বীকার করিতে পারি না। ভাই, রমণী শক্তিরূপিণী। প্রথমেই ত্যাগের দ্বারা রমণী পুরুষ হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিবেন। নারীকে এত নিকৃষ্ট কেন ভাবিতেছ? পুরুষের পক্ষে যাহা অসাধ্য, অনেক সময় তাহাই নারীর পক্ষে সুসাধ্য।"

প্রিয়নাথ,—"বিধাতার রাজ্যে নারী আর নর একই উপাদানে গঠিত নয়। আকৃতি ভিন্ন, প্রকৃতি ভিন্ন, এ বিভিন্নতা স্বীকার করিতেই হইবে।"

অমরেন্দ্র,—"এ বিভিন্নতা কে অস্বীকার করে? এই যে প্রভেদ ইহাতে আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য রহিয়াছে। এই যে সমঞ্জসীভূত বৈচিত্র্য ইহা সৃষ্টিকর্ত্তার অতি মঙ্গলজনক সৃষ্টি। এই সামঞ্জসীভূত কশ

হইতে এক মহাশক্তি উদ্ভূত হইয়া থাকে, যাহাতে দেশকে প্রাণদানে সমর্থ হয়।”

প্রিয়নাথ তর্ক করিতে বিশেষ পটু নহেন। সুতরাং তিনি তর্ক ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন,—“অমরেন্দ্র, তুমি যাহাই বল না কেন, কোমলা অবলা জাতিকে কোনপ্রকার কষ্ট দিতে আমার প্রাণ কাতর হইয়া উঠে।”

অমরেন্দ্র,—“প্রিয়নাথ, নারীকে এত হেয় জ্ঞান করিতে পারি না। নারী হৃদয়বলে পুরুষ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন। বিশেষতঃ আমাদের যে আগ্যাশক্তি জগদ্ধাত্রী তিনিও তো রমণী।”

প্রিয়নাথ,—“যাহা হউক, তোমার স্মরণ রাখা উচিত যে আমি তোমার বন্ধু; বিচারক বা দর্শক নহি। তোমার মঙ্গল সম্বন্ধে আমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা অবশ্যই করিতে হইবে। আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, তোমাদের দুইজনের হাত মঙ্গলসূত্রে সম্মিলিত করিব।”

অমরেন্দ্র হাসিয়া কহিলেন,—“প্রিয়নাথ, তোমার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা। কেমন করিয়া আমার সংকল্প ভঙ্গ করিবে?”

প্রিয়নাথ,—“আমার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা নহে। অমরেন্দ্র, যদি তোমার প্রতি আমার যথার্থ ভালবাসা থাকে, ভগবান্ অবশ্যই আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবেন।”

অষ্টষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

দলিতা মঞ্জরী।

অমরেন্দ্র সেবা-ব্রতে দীক্ষিত। সমস্ত হৃদয় মনঃপ্রাণ তাহাতেই সমর্পণ করিয়া তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে দেশবাসীর হৃদয় আকর্ষণ করিলেন। অমরেন্দ্র ধরাধামে পিতামাতা, ভ্রাতাভগিনী প্রভৃতি স্বজনস্নেহে বঞ্চিত। জননী জন্মভূমি যেন শত হস্তে তাঁহাকে সে স্নেহ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অমরেন্দ্র দেখিলেন,—অমৃতময় ক্রোড় প্রসারিত করিয়া মাতা সত্য সত্যই শান্তিদায়িনী মূর্ত্তিতে বিরাজিতা। স্বদেশবাসীর প্রেম-মন্দাকিনীধারায় তাঁহার প্রাণ পরিপূর্ণ হইল। মাতা স্বহস্তে তাঁহার মস্তকে গৌরবের মুকুট পরাইয়া দিলেন।

কি হিন্দু, কি খৃষ্টান, কি মুসলমান সকলেই তাঁহার আপনার। পর তাঁহার আপনার হইল। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দীন সকলেই তুল্যরূপে সেই মহাপ্রাণ জন-সেবকের প্রেমামৃতে অভিষিক্ত হইতে লাগিল। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী নিরাশ্রয়দিগকেও তিনি পিতামাতার ন্যায় প্রাণপণে সেবা করিয়া থাকেন। প্রকৃত সেবকের নিকট জাতিবর্ণ প্রভেদ কোথায়?

সভাতে বক্তৃতা, নিরাশ্রয়ের সেবা, নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে অন্ন বস্ত্রাদি দান এবং শিল্প ও পণ্যাদির উন্নতিকল্পে তাহাদিগকে শিক্ষাদান ইত্যাদি কার্য্যে সমস্তদিন অতিবাহিত হয়; রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন এবং সমাজ ও শিল্পের উন্নতির জন্য প্রবন্ধ

রচনা করিয়া থাকেন। কত রাত্রি যে অমরেন্দ্রনাথের অনাথ রুগ্ন শয্যাপার্শ্বে কাটিয়া যায় কে জানে?

একদিন অমরেন্দ্র প্রিয়নাথকে বলিলেন,—"আজই আমাদের ঢাকা রওয়ানা হইতে হইবে।" প্রিয়নাথ অতি নিবিষ্ট চিত্তে একখানি সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের জটিল তত্ত্বের মীমাংসায় প্রবৃত্ত ছিলেন। অন্যমনে উত্তর করিলেন,—"বেশ তো।"

অমরেন্দ্র,—তোমারও যাওয়া আবশ্যক।"

প্রিয়নাথ,—"কেন? আমি না গেলে এমন কি ক্ষতি?"

অমরেন্দ্র,—"ভাই, তুমি কাছে থাকিলে আমি সকল কার্য্যেই যেন প্রাণে দ্বিগুণ বল পাই।"

প্রিয়নাথ,—"আমার যাওয়া হইবে না।"

অমরেন্দ্র প্রিয়নাথের প্রকৃতি জানিতেন; সুতরাং আর কিছু বলিলেন না।

প্রিয়নাথ যদিও অতিরিক্ত নির্জ্জনতা প্রিয়, এবং সর্ব্বদা জ্ঞানালোচনায় রত থাকিতেন তথাপি ভক্তির পীযূষধারা তাঁহার শিরায় শিরায় যেন নীরবে প্রবাহিত। বিমল পুণ্যময় তরঙ্গে তাঁহার অন্তরাত্মা দিনযামিনী বিধৌত করিয়া ভক্তির সুরতরঙ্গিনী লোকচক্ষুর অগোচরে বহিয়া চলিয়াছে।

অমরেন্দ্র সেই দিনই কয়েকজন বন্ধুসহ ঢাকা রওয়ানা হইলেন।

তিনি দুই দিন ঢাকা থাকিয়া শিল্পোন্নতি এবং জ্ঞানোন্নতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। বিদ্যাভূষণ উপাধিধারী জনৈক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া ঢাকা জেলার অন্তর্গত একখানি পল্লীগ্রামে গমন করিলেন। সত্যরঞ্জন চৌধুরী নামক একজন বন্ধু তাঁহার সঙ্গে গেলেন।

তাঁহারা বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বহির্বাটীতে একখানি সুন্দর তৃণ কুটীরে স্থান প্রাপ্ত হইলেন।

মধ্যাহ্নে আহারাদির পর সকলে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, অর্দ্ধস্ফুট গোলাপ পুষ্পের ন্যায় দ্বাদশ বর্ষীয়া পরমা সুন্দরী বালিকা তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছে।

দেখিয়াই পণ্ডিতমহাশয় সস্নেহে ডাকিলেন,—"অমল!" বালিকা অবনত মস্তকে আসিয়া তাঁহাদের কাছে দাঁড়াইল। বালিকার নব-বিকাশোন্মুখ অনুপম সৌন্দর্য্যরাশিতে বেশভূষা কিছুই নাই।

পণ্ডিতমহাশয়,—"অমল, তোমাদের আহারাদি শেষ হইয়াছে?"

বালিকা,—"হাঁ।"

পণ্ডিত,—"আমার মনুসংহিতাখানা লইয়া এস তো!" বালিকা সলজ্জভাবে চলিয়া গেল।

অমরেন্দ্র কহিলেন,—"ইনি কে?"

পণ্ডিত,—"এইটি আমার ভাগিনেয়ী। ইহার লিখা পড়া শিখিবার শক্তি বড় চমৎকার। কিন্তু অদৃষ্ট দোষে সমস্তই বৃথা।"

অমরেন্দ্র,—"কেন?"

পণ্ডিতমহাশয় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"পঞ্চম বৎসর বয়সেই ইহার বৈধব্য ঘটিয়াছে।"

করুণা ও সহানুভূতিতে অমরেন্দ্রের হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি বিষণ্ণভাবে নীরব রহিলেন।

সত্যরঞ্জন চৌধুরী কহিলেন,—"এই প্রকার দুগ্ধপোষ্য শিশুর বিবাহ দেওয়া কি অন্যায়!"

পণ্ডিত,—"এইরূপ বাল্যবিবাহ যে নানাপ্রকার অনিষ্টের কারণ, তাহা আমি স্বীকার করি।"

অমরেন্দ্র, —যতদিন দেশে এই প্রকার বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠিত হইতে থাকিবে, ততদিন সমাজে বিধবাবিবাহের প্রচলন কি কর্ত্তব্য নয় ?”

পণ্ডিত,—“অমরবাবু, সমস্তই অদৃষ্টের লীলা। মানুষের বিচার করিবার আর শক্তি কত ?”

অমরেন্দ্র,—“সৃষ্টিরাজ্যে মানুষ অতি ক্ষুদ্র, সেই ক্ষুদ্রতার ভিতরেই বিধাতা মানুষকে জ্ঞান, বুদ্ধি এবং বিবেকের অধিকারী করিয়াছেন। তাহাতেই মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠতা। নতুবা আর সে ইতরপ্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ কিসে ? দৈব আর পুরুষকার দুইই রহিয়াছে। পুরুষকারকে বাদ দিলে মনুষ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং মহিমাই চলিয়া যায়। মানব আপনার বিবেক ও জ্ঞানবুদ্ধিকে উপযুক্তরূপ চালিত করিবে এবং সর্ব্বপ্রকার অন্যায়ের প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিবে, ইহাতেই মনুষ্য-জীবনের সফলতা।”

পণ্ডিত,—“হাঁ, তাহাতে আর ভুল কি ?”

অমরেন্দ্র,—“এই দুগ্ধপোষ্য বালিকা যে চির জীবনের মত দুঃখসাগরে ভাসিতেছে, এ অপরাধের জন্য দায়ী কে ?”

পণ্ডিত,—“সমাজই দায়ী।”

অমরেন্দ্র,—“সমাজ যখন এই সমস্ত অবিচারের কোন প্রতিবিধান করে নাই, প্রত্যুত দিন দিন কঠোর হইতে কঠোরতর আকার ধারণ করিয়াছিল, সেই সময় একজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়া শত শত বালিকা-বিধবার দুঃখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, বিধবাবিবাহ যে শাস্ত্রসিদ্ধ তিনিই তো প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন।”

সত্যরঞ্জন,—“এখন অনেকেই মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছেন।”

যে ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে রমণীর চিরকৌমার্য্যের পোষকতা করিয়া বন্ধুর

সঙ্গে তর্ক করিয়াছিলেন, তিনি আজ কেন বিধবাবিবাহের সমর্থন করিতেছেন? ইহাতে প্রিয়পাঠিকা হয়ত বিস্মিত হইবেন। ইহার উত্তর এই যে, যদি কেহ নিজ বিবেকবুদ্ধিদ্বারা চালিত হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক চিরকৌমার্য্য বা ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করে, সে তো স্বর্গের জিনিষ। কিন্তু বলপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত কোন কার্য্যই সুফলপ্রদ নয়। তাহার পরিণাম নিশ্চয়ই মহা অমঙ্গলের কারণ স্বরূপ হইয়া উঠে।

পণ্ডিতমহাশয় উত্তর করিলেন,—"বিধবার ব্রহ্মচর্য্যই তো ভাল।"

অমরেন্দ্র,—"আমি তাহা সহস্রবার স্বীকার করি। কিন্তু যে বালিকা বিবাহই বোঝে না, স্বামী সম্বন্ধে যাহার কোনরূপ ভাবই জন্মে নাই, তাহাকে বিধবা বলিবেন, না কুমারী বলিবেন? যেখানে কৌমার্য্যই বৈধব্যরূপে পরিগণিত তাহার পুনর্ব্বিবাহ বিধিসঙ্গত নয় কেন? বিশেষতঃ, তাহা যখন অশাস্ত্রীয় নহে।"

পণ্ডিত,—"বিধবাবিবাহ যে শাস্ত্রে আছে, তাহার আর ভুল কি? আমাদের শাস্ত্রকার কলির জন্য বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে বিধবাবিবাহের উল্লেখ দেখা যায় না।"

অমরেন্দ্র,—"সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তাহার রীতিনীতিরও পরিবর্ত্তন আবশ্যক। আমাদের বহুদর্শী অভিজ্ঞ শাস্ত্রকারগণ তাহা জানিতেন। তাই নবযুগের জন্য বিধবাবিবাহের বিধান বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে এ বিধান অনুযায়ী কার্য্য করিতে অনেক কৃতী ব্যক্তিকে মনযোগী দেখা যায়।"

পণ্ডিতমহাশয়,—"বিধবাবিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত এবং ন্যায় অনুগত ইহা বহু পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে।"

অমরেন্দ্র,—"তবে আর আপনার আপত্তির কারণ কি?"

পণ্ডিত,—"বিধবাবিবাহ শা—

সমাজে একবার প্রচলিত হইয়া উঠিলে অনেক ব্যক্তি আপনার অধিক বয়স্কা বিধবা মেয়েরও বিবাহ দিতে আরম্ভ করিবেন। বিধবার ব্রহ্মচর্য্য আমাদের দেশে একটা গৌরবের জিনিষ ; এ গৌরবকে নষ্ট হইতে দিতে ইচ্ছা করি না।"

অমরেন্দ্র,—"এ গৌরবকে আমরাও নষ্ট করিতে চাই না। কিন্তু বলুন দেখি যে, পঞ্চম বৎসরের বালিকা কিছুই বোঝে না, তাহাকে বল পূর্ব্বক কষ্ট দেওয়া পাপ কিনা ? স্বামীর স্মৃতিই ব্রহ্মচর্য্যের কারণ। যাহার হৃদয়ে স্বামী সম্বন্ধে কোন ধারণাই নাই, তাহার আবার ব্রহ্মচর্য্য কি ? এই প্রকার দুগ্ধপোষ্য বালিকার পুনর্ব্বার বিবাহে সমাজের অনিষ্ট হইবে, এ আশঙ্কার কোন কারণ নাই। আমি বিশ্বাস করি, ভারতে বিধবার ব্রহ্মচর্য্য তাঁহাদের স্বাভাবিক পবিত্রতা এবং নিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত। কখনও সামাজিক ভয়ের উপর নহে।"

পণ্ডিতমহাশয় কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন,—"আপনার কথার যৌক্তিকতা স্বীকার করি।"

অমরেন্দ্র,—"পণ্ডিতমহাশয়, যদি কর্ত্তব্য বোধ করেন, তবে এ বালিকাটির বিবাহের জন্য আমরা চেষ্টা করিতে পারি।"

পণ্ডিত,—"এই বালিকা পিতৃহীনা। এখন আমিই ইহার একমাত্র অভিভাবক। ভগিনীর মনে বেদনা দিয়া কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি না। আপনি যাহা বলিলেন, আমি সে বিষয়ে বিবেচনা করিব।"

অমরেন্দ্র নীরব রহিলেন।

এই সময় একটি বালক মনুসংহিতাখানি আনিয়া সেখানে রাখিয়া গেল।

পণ্ডিতমহাশয় তখন মনুসংহিতা হইতে দুই একটি শ্লোক পাঠ করিয়া শাস্ত্র সংক্রান্ত নানা সৎপ্রসঙ্গের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

অমরেন্দ্র সেইদিন প্রকাশ্যস্থলে প্রায় সহস্র লোকের মধ্যে "সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি" সম্বন্ধে একটি হৃদয়-হারিণী বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলে অমরেন্দ্রের ভূয়সী প্রশংসা এবং ধন্যবাদ করিল। অনেকে তাঁহার নাম পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন; আজ অমরেন্দ্রের বক্তৃতা শুনিয়া এবং তাঁহার ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইলেন।

ঊনসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

অমলা।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে দুইবন্ধু গ্রামদর্শনে বহির্গত হইলেন। পণ্ডিত মহাশয়ও সঙ্গে গেলেন। গ্রামের প্রান্ত দিয়া নির্ম্মল সলিলা নদী কুলুকুলু রবে বহিয়া যাইতেছে। বায়ু প্রবাহে উচ্ছলিত জলরাশি কুলে কুলে পরিপূর্ণ। ঘন সন্নিবিষ্ট সুন্দর সোপানশ্রেণী প্রায় আকণ্ঠ মগ্ন। কিন্তু এ বর্ষার শেষ ভাগেও নদীর জল কুল অতিক্রম করে নাই। নদীতীরে শ্যামল মকমল শয্যার ন্যায় তৃণ-শয্যায় উপবেশন করিয়া বন্ধুদ্বয় নানা সংপ্রসঙ্গের আলাপ করিতে লাগিলেন। এমন সময় সূর্য্যাস্ত হইল; তপনদেব অস্তাচলশিখরে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইলেন। রক্তিমাভ সজল জলদমণ্ডিত আকাশের প্রতিবিম্ব তটিনীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিবিক্ষেপে নীচে নৃত্য করিতে লাগিল। অমরেন্দ্রের ভাবপূর্ণ হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। ভাবিলেন,—"এই তো

আমার মা; এমন সুন্দর আকাশ, সুন্দর বাতাস, সুন্দর জল আর কার?" অমরেন্দ্র সঙ্গীয় যুবককে কহিলেন,—"সত্যরঞ্জন, তুমি বাসায় যাও। আমি কিঞ্চিৎ পর আসিতেছি।"

সত্যরঞ্জন চৌধুরী মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ নব্য যুবক। কিছুদিন যাবৎ "হিতসাধিনীর" আশ্রমে অবস্থান করিতেছেন।

সেই স্থানটি জনশূন্য। পার্শ্বেই কালীর মন্দির;—প্রাঙ্গণে নাটখানা ও অতিথিশালা। নিকট দিয়া প্রশস্ত পথ নদীর তীরে তীরে চলিয়া গিয়াছে। রাস্তা দিয়া অবিরাম লোক চলাচল করিতেছে। তখন আরতির বাদ্যধ্বনিতে নদীতীর ও দিকসকল প্রতিধ্বনিত হইল। সত্যরঞ্জন কহিলেন,—"অমরেন্দ্র, তুমি শীঘ্রই আসিও; আমি যাই।"

এই বলিয়া তিনি পণ্ডিতমহাশয়ের সঙ্গে বাসায় গমন করিলেন। কারণ, তিনি ব্রাহ্মণ-কুমার, সন্ধ্যাহ্নিক করিতে হইবে। এস্থান হইতে বাসা বেশী দূর নয়।

অমরেন্দ্র একাকী নদীতটে প্রকৃতির সেই অনুপম মাধুরীর মধ্যে, আরাধনা দেবীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

বাসায় গিয়া সত্যরঞ্জন চৌধুরী আহ্নিকে প্রবৃত্ত হইলেন। পণ্ডিত মহাশয়ের অনুরোধে অমলা তাঁহার আহ্নিকের আয়োজন করিয়া দিল। বালিকার বিনম্র স্বভাব ও সৌজন্য দর্শন করিয়া সত্যরঞ্জনবাবু অতিশয় প্রীতি লাভ করিলেন।

এদিকে যখন অমরেন্দ্রের ধ্যান ভঙ্গ হইল, তখন রাত্রি দুই এক দণ্ড। মেঘের ভিতর দিয়া চন্দ্রমা এক একবার দৃষ্ট হইতেছেন। চন্দ্রচূড়ের জটামণ্ডিত ভস্মাচ্ছাদিত ললাটে বাস করিয়া যিনি আপনাকে জগতের নিকট অপ্রকাশ রাখেন নাই, আজ প্রাবৃটের জলদজাল ভেদ করিতে তাঁহার শক্তি কোথায়? তাই বুঝি শশাঙ্ক লজ্জায়

নীল বসনে আপনার সুন্দর মুখখানা ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন। মেঘের উপর মেঘরাশিতে আকাশ ক্রমেই ছাইয়া ফেলিতেছে দেখিয়া, মন্দিরের পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন,—"বাবু, এখন বাসায় যান; বৃষ্টি হওয়ার খুব সম্ভাবনা।"

অমরেন্দ্র একাকী বাসা অভিমুখে চলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া পথিপার্শ্বে কুটিরমধ্যে একটি অসহায়া স্ত্রীলোকের কাতর ক্রন্দনধ্বনি তাঁহার শ্রবণপথে প্রবেশ করিল। কুটীরের দরোজাটা খোলাই রহিয়াছে। অমরেন্দ্র দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিলেন, একটি নিম্নশ্রেণীস্থা, কুষ্ঠরোগাক্রান্তা রমণী অন্তিমশয্যায় শয়ান। রমণী যাতনায় অধীর হইয়া "জল জল" করিয়া ক্রন্দন করিতেছে। অমরেন্দ্র তাহার শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। গৃহস্থিত এক ভাণ্ড হইতে জল লইয়া ধীরে ধীরে তাহার মুখে দিতে লাগিলেন। রমণী কহিল—"বাবা, তুমি কে? তুমি কি দেবতা?"

অমরেন্দ্র কহিলেন,—"মা, আমি তোমার সন্তান।" এই বলিয়া সাধ্যমত তাহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার অসহনীয় যাতনা দেখিয়া অমরেন্দ্র অশ্রুবর্ষণ করিলেন।

এমন সময় প্রবল বেগে ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল, আকাশ পাতাল কম্পিত করিয়া গর্জ্জন্যদেব এক একবার গর্জ্জন করিয়া উঠিল। ঘরের মধ্যে বায়ু প্রবাহ প্রবেশ করিয়া ক্ষীণ প্রদীপটি নিবাইয়া ফেলিল। ক্ষুদ্র কুটীরখানি ঝড়বেগে মরমর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

এদিকে সত্যরঞ্জন অমরেন্দ্রের জন্য অতিশয় চিন্তিত হইলেন। কহিলেন,—"অমরেন্দ্র আসিল না কেন? এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে সে কোথায়? আমি দেখিয়া আসি।" এই বলিয়া তিনি ঝড়বৃষ্টির

মধ্যেই বাহির হইতে উদ্যত হইলে, পণ্ডিতমহাশয় কহিলেন,—"আপনি এই সময় কোথায় যাইতেছেন? দেখিতেছেন না ঘন ঘন বজ্রপাত হইতেছে। তিনি নিশ্চয় কালীবাড়ীর অতিথখানার দালানে আশ্রয় লইয়াছেন। কোন চিন্তার কারণ নাই; ঝড় একটু থামিলে আমিই যাইব।"

কিছুক্ষণ পর ঝড়বৃষ্টির প্রকোপ একটু কমিয়া আসিল। পণ্ডিতমহাশয় সত্যরঞ্জনকে লইয়া অমরেন্দ্রের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন।

তাঁহারা দেখিলেন, অমরেন্দ্রনাথ সেই নিরাশ্রয় কুষ্ঠরোগীর শয্যা পার্শ্বে উপবিষ্ট। জল পড়িয়া ভগ্ন কুটীরের সকল স্থান আর্দ্র। অমরেন্দ্রের সমস্ত শরীর জলে ভিজিয়া গিয়াছে।

বিদ্যাভূষণ মনে মনে কহিলেন,—'ইনিই যথার্থ মাতৃ সেবক।" অমরেন্দ্রের অনুরোধে তিনি সেই অসহায়া স্ত্রীলোকটিকে নিজ বাড়ীরই একগৃহে এক রাত্রির জন্য আশ্রয় প্রদান করিলেন।

অমলা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার শুশ্রূষায় রত হইল; নিজের বিছানা ও কাপড় তাহাকে আনিয়া দিল। তাহার এইপ্রকার সেবাপরায়ণতা, দর্শন করিয়া সত্যরঞ্জনবাবু মুগ্ধ হইলেন।

অমরেন্দ্র পরদিন সেই স্ত্রীলোকটিকে একটি কুষ্ঠাশ্রমে পাঠাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিলেন।

প্রাকৃতিক অনিয়মজন্য অমরেন্দ্রের বুকের বেদনা বৃদ্ধি হইল। গিরিবালাকে জল হইতে উঠাইতে গিয়া তাঁহার এই ব্যাধির সৃষ্টি হইয়াছে।

সপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।



অনুসন্ধান।

পরিশ্রান্ত পথিক! মরুভূমিতে কেন ক্রন্দন করিতেছ? দারুণ পিপাসায় তোমার প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছে; কিন্তু ভয় কি? ধৈর্য্য ধারণ করিয়া পথ চলিতে থাক। শীঘ্র নির্ম্মল বারি প্রাপ্ত হইবে। বিধাতার রাজ্যে দুঃখ কখনও চিরস্থায়ী নহে।

কালীনাথবাবু এবং অমরেন্দ্র গিরিবালার স্বামী সতীশচন্দ্র মিত্রের নিকট যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহা ঘুরিয়া ফিরিয়া অনেক বিলম্বে তাঁহার নিকট পঁহুছিল।

সতীশবাবু আফিস হইতে আসিয়া বৈকালে বিশ্রাম করিতেছেন। দিনমণি পশ্চিম গগনপ্রান্তে অবস্থান করিয়া ধীরে ধীরে সহস্র রশ্মি আকর্ষণে রত,—ধরণী রাণী বিশ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। এমন সময় ডাকপিয়ন পত্র দুইখানি তাঁহার হস্তে দিয়া গেল।

পত্র পাঠ করিয়া সতীশবাবু নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। পত্রমধ্যে গিরিবালার অনেক প্রশংসা ছিল। সতীর মর্ম্মভেদী বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি যেন সে লিপির ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত। হৃদয়-বীণার যে তারটী পূরবী রাগিনীর বিষাদস্বরে বাঁধা ছিল, অকস্মাৎ আজ এই অস্তগমনোন্মুখ রবির সুরক্তিম ক্ষীণালোকে,—স্নিগ্ধ সমীর সঞ্চালনমধ্যে কে যেন মৃদু অঙ্গুলীতাড়নে অতি ধীরে ধীরে তাহাতে আঘাত করিল। উহা কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাজিয়া উঠিল।

সতীশবাবু কিয়ৎক্ষণ পত্রহস্তে বারেন্দায় পাদচারণ করিতে লাগিলেন। সে দিন রাত্রিতে আর তিনি কিছু আহার করিলেন না।

তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া সাহেবের নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক কলিকাতা চলিয়া গেলেন। কিন্তু অমরেন্দ্রের দর্শন তো মিলিল না। প্রিয়নাথের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হইল।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অমরেন্দ্রবাবু পূর্ব্ববাঙ্গালা হইতে কবে প্রত্যাগমন করিবেন?"

প্রিয়নাথ,—"৫।৭ দিন বিলম্ব হইতে পারে।"

সতীশ,—"কালীনাথবাবু বাসায় আছেন কি?"

প্রিয়নাথ,—"তিনি সপরিবারে কাশীবাসী হইয়াছেন।" সতীশ বিষণ্ণচিত্তে নীরব রহিলেন।

প্রিয়নাথের বিশেষ অনুরোধে তিনি সেইদিন আশ্রমে বাস করিয়া পর দিন কর্ম্মস্থানে প্রস্থান করিলেন।

ইহার কিছুদিন পর, তিনি পুনর্ব্বার অমরেন্দ্রের সাক্ষাৎকার কামনায় কলিকাতা আসিলেন। এবার তাঁহার সহিত সতীশের সাক্ষাৎকার হইল।

তিনি অমরেন্দ্রের নিকট সমস্তই সবিস্তার অবগত হইলেন। অমরেন্দ্র গিরিবালার অনেক প্রশংসা করিয়া তাহার বর্ত্তমান জীবনবৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন।

সতীশ মিত্র অমরেন্দ্রের নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া সেই দস্যুদিগের গ্রামনিবাসী চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে দেখা করিলেন। চক্রবর্ত্তীমহাশয় বিচারে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইয়াছেন। তিনি সপরিবারে সেই গ্রামের বাসস্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাওয়ার উদ্যোগ করিতেছেন।

তিনি ও তাঁহার বৃদ্ধামাতা শতমুখে গিরিবালার সদ্গুণ ও পতিব্রতা ধর্ম্মের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা গিরিবালাকে কন্যার ন্যায়

স্নেহ করিতেন। প্রকৃত পক্ষে লোকের প্রাণ আকর্ষণ করিতে গিরিবালার শক্তি অসামান্য।

সতীশ মিত্র বাড়ী যাইয়া মাতা ও ভগিনীর নিকট সমস্ত বিষয়ই সবিশেষ বর্ণন করিলেন। তাঁহার মাতা কহিলেন,—"বাবা! আমার ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আন, আর আমি কাহারও কথা শুনিব না।"

বেগতিক দেখিয়া ভট্টাচার্য্যমহাশয় গিরিবালার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া কহিলেন,—"ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে কিছু দান করিলেই হইবে।"

গ্রামের কয়েকজন সদাশয় লোক গিরিবালার অদ্ভুত সতীত্বের বল ও স্বামীভক্তি অবগত হইয়া তাঁহার জন্য অতিশয় সন্তপ্ত হইলেন। কালীনাথ বাবুর এবং অমরেন্দ্রের চিঠি দুই খানি পাঠ করিয়া কহিলেন,—"এমন সাবিত্রীতুল্যা মেয়ের আবার প্রায়শ্চিত্ত কি?"

গিরিবালাকে আনিবার জন্য সতীশ মিত্র কাশীধামে রওয়ানা হইলেন।

এ দিকে অমরেন্দ্রের বুকের বেদনা আর কিছুতেই হ্রাস পাইল না। মাঝে মাঝে রাত্রিতে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া থাকেন; কিন্তু সেদিকে তাঁহার কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই, দিবারাত্র অবিশ্রান্ত খাটিতেছেন।

প্রিয়নাথ একদিন ডাক্তারদ্বারা জোর করিয়া অমরেন্দ্রের হৃদ্‌যন্ত্র পরীক্ষা করাইলেন।

ডাক্তার কহিলেন,—"কিছুদিন বিশ্রাম আবশ্যক, নতুবা জীবন বিপন্ন হইয়া পড়া অসম্ভব নহে।"

কিন্তু একথা কে গ্রাহ্য করে? অমরেন্দ্র তিলমাত্রও বিশ্রাম করিতে প্রস্তুত নহেন।

একসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

দুঃখ রজনী অবসান।

নলিনী ধীরচিত্তে ভগবানে আত্মসমাধান পূর্ব্বক নানা কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিলেও তাহার প্রাণ প্রফুল্লের জন্য অতিশয় সন্তপ্ত হইল। সে মনে ভাবিল, বিধাতা দুই ভগিনীর অদৃষ্ট কি একইসূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন? বৃদ্ধ পিতামাতা শেষ জীবনে এতকষ্ট কেমন করিয়া সহ্য করিবেন? কিন্তু চিন্তা করিয়া লাভ কি? ভগবানের ইচ্ছাই এ জগতে পূর্ণ হইয়া থাকে।

"ভগবান্ প্রেম স্বরূপ; জগতে পবিত্র প্রেমের দৃষ্টান্ত যাহা কিছু দেখিতে পাই, তাহা ভগবৎ প্রেমেরই কণিকা মাত্র। সেই প্রেম-সমুদ্রের বারিবিন্দু সর্ব্বহৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া জগৎকে এমন সুখময়, আনন্দময় করিয়াছে। প্রকৃতি-রাজ্যের সর্ব্বত্রই তাহার বিকাশ। কিছুই উপেক্ষা করিতে পারি না। বালিকাহৃদয়ের এই ভাবটি সেই বিশ্বজনীন প্রেমেই অনুপ্রাণিত সন্দেহ নাই।"

নলিনী এই প্রকার চিন্তা করিয়া পুনর্ব্বার ভাবিল,—"প্রফুল্ল যে ভাবে আপনার জীবনকে চালিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, তাহার তদনুরূপ জ্ঞানলাভ আবশ্যক। জ্ঞানে ভক্তি ও কর্ম্মের ভিত্তির দৃঢ়তা সংস্থাপিত হয়। প্রফুল্ল রীতিমত শিক্ষালাভ করে নাই। উহাকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতে হইবে। অন্যান্য বিষয়েও জ্ঞানার্জ্জন প্রয়োজন।" এই চিন্তা করিয়া নলিনী প্রফুল্লের শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করিল। নিজেই তাহাকে সংস্কৃত পড়াইতে প্রবৃত্ত হইল।

নলিনী অধিকাংশ সময় আশ্রমেই যাপন করিতেছে। প্রতিদিন একবার আসিয়া প্রফুল্লকে শিক্ষা দিয়া যাইতে লাগিল। ইহাতে তাহার কার্য্য দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। গিরিবালা এখন আশ্রমে নলিনীর নিকট বাস করিয়া বিশ্বেশ্বরের আরাধনায় রত।

ভাদ্রমাস। আকাশ ক্রমে পরিচ্ছন্নতা লাভ করিয়াছে। যেন শ্বেতাম্বরশোভিতা দিগঙ্গনারূপসা আজ বহুদিন পর আপন মনে প্রাণ ভরিয়া হাসিতেছে!

কাশীনাথবাবু প্রাতঃপূজা সমাধান করিয়া ভগবদ্গীতা অধ্যয়ন করিতেছেন; ব্রহ্মময়ী নিকটে বসিয়া আছেন। এমন সময় দরোয়ান আসিয়া সংবাদ দিল, একজন ভদ্রলোক সাক্ষাৎকার লাভের জন্য নীচে দাঁড়াইয়া আছেন।

সেই সময় গিরিবালা নলিনীর সহিত স্নানান্তে বিশ্বেশ্বরের দর্শনার্থে গমন করিয়াছে। সহসা তাহার প্রাণে কি একটি আনন্দধারা প্রবাহিত হইয়া শরীর পুলকে পূর্ণ হইল।

কাশীনাথবাবু নীচে চলিয়া গেলেন। পরিচয় লইয়া অবগত হইলেন, সেই ব্যক্তিই গিরিবালার স্বামী। তিনি বিশেষ সমাদর পূর্ব্বক সতীশ মিত্রকে গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহাকে ব্রহ্মময়ীর নিকট লইয়া আসিলেন।

সতীশ মিত্র, কাশীনাথবাবু এবং ব্রহ্মময়ীকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের নিকট তাহার আগমনের কারণ জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহারা আনন্দিত চিত্তে তখনই নলিনীর আশ্রমে গিরিবালার নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন।

প্রফুল্ল এতক্ষণ যে পিতার নিকট ভগবদ্গীতার কর্ম্মযোগের ব্যাখ্যা শুনিতেছিল, তাহাই সে মনে মনে আলোচনা করিতেছে। ধীরে ধীরে উঠিয়া সুমতিকে লইয়া সতীশ মিত্রের জন্য জলযোগের আয়োজনে প্রবৃত্ত

সংবাদ পাইয়া নলিনী গিরিবালাকে লইয়া পিতামাতার নিকট চলিয়া আসিল। নরেন স্কুলে গিয়াছে।

সতীশ মিত্র কি একটি ভাবে আবিষ্টচিত্তে একটি নির্জ্জনকক্ষে উপবিষ্ট আছেন। কাহার প্রতীক্ষায় তাঁহার প্রাণ ক্ষণে ক্ষণে অধীর হইয়া উঠিতেছে? গিরিবালা একাকিনী সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

সতীশবাবু গিরিবালাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। এই কি সেই গিরিবালা? এক বৎসর পূর্ণ হয় নাই, ইহারই মধ্যে কত পরিবর্ত্তন! অবস্থায় কত পরিবর্ত্তন আনয়ন করে। কোথায় সেই বিলাসচঞ্চলা, রূপগর্ব্ব-উৎফুল্লা তরুণী, আর কোথায় এই স্থিরগম্ভীর, মলিনবেশা, রুক্ষ্ম কেশা, বিষাদময়ী যোগিনীমূর্ত্তি! গিরিবালার শরীর শীর্ণ, কিন্তু তাহা যেন এক স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের বিমল আভায় অধিকতর শোভা পাইতেছে! পুণ্যের একটি আশ্চর্য্য জ্যোতিঃ তাহার মুখমণ্ডল হইতে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। এই কি তাঁহার অঙ্কলক্ষ্মী গিরিবালা? না কোন অভিশপ্ত স্বর্গপরিভ্রষ্ট দেবী?

সতীশবাবু কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে অবস্থান করিলেন। অনুতাপে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছিল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে গিরিবালার পদতলে পড়িবার উপক্রম করিলেন। গিরিবালা তাড়াতাড়ি ব্যস্তভাবে তাঁহাকে হাত ধরিয়া উঠাইল। হৃদয়নিরুদ্ধ প্রবল উচ্ছ্বাসে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গিয়াছিল। সে কিছু বলিতে পারিল না; নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিল।

সতীশবাবু কিঞ্চিৎ আত্মসম্বরণপূর্ব্বক কেবলই বলিতে লাগিলেন,—"গিরিবালা, আমাকে ক্ষমা কর।"

দ্বিসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।



গিরিবালার স্বামীগৃহে গমন।

সতীশ মিত্র কালীনাথবাবুর অনুরোধে কয়েক দিন কাশীধামে বাস করিলেন।

গিরিবালা আজ স্বামীগৃহে যাত্রা করিবে। শুষ্ক লতাটিকে যেমন মালী কত যত্নে বাঁচাইয়া তোলে, তেমনই ব্রহ্মময়ী কত যত্নে, কত স্নেহে গিরিবালাকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া গঠিত করিয়া তুলিয়াছেন। আজ তাহার শুভদিন সমাগত দেখিয়া তিনি মনে মনে অপার আনন্দ লাভ করিলেন।

নারী ক্ষমারূপিণী। এজন্য ক্ষমাকে নারীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। আমরা পুণ্যভূমি ভারতেই এ ক্ষমার আদর্শ দেখিতে পাই। ভারতে হিন্দুর ঘরে ঘরে এ আদর্শ শান্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হউক, এই প্রার্থনা।

যে স্বামী পথের ধূলার ন্যায় ত্যাগ করিলেন,—অবমাননা পূর্ব্বক, বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন, গিরিবালা সেই স্বামীর সুখশান্তির জন্য আপনার সমস্ত আত্মমর্য্যাদা, আত্মাভিমানকে বিসর্জ্জন দিল,—বিনা বিচারে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিল; এদৃশ্য কেবল ভারতেই সম্ভবপর। কারণ, স্বামী হিন্দুনারীর দেবতা; স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুনারী অন্য দেবতার কল্পনা করিতে পারে না। স্বামী যে প্রকারই হউন, তিনি হিন্দুনারীর উপাস্য এবং একমাত্র গতি।

গিরিবালা নিজের বাঞ্ছিত ধন প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিল। কিন্তু যাঁহারা তাহাকে এতদিন আশ্রয় দিয়াছেন, যাঁহাদের স্নিগ্ধ-শীতল ছায়াতলে বিশ্রাম লাভ করিয়া সে সকল দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে গিরিবালার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল।

ব্রহ্মময়ী গিরিবালাকে ক্রোড়ে লইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন পূর্ব্বক কহিলেন,—"গিরি, যাও মা, প্রাণপণে স্বামীসেবা করিও; স্বামীসেবাতেই বিশ্বেশ্বর সন্তুষ্ট হইবেন, তাহার তুলনায় স্বর্গও কিছু নহে।"

নলিনী কহিল,—"গিরি, ধর্ম্মকে প্রাণপণে রক্ষা করিও। সম্পদে বিপদে ধর্ম্মই একমাত্র বন্ধু।"

এমন সময় সতীশ মিত্র সে ঘরে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মময়ীর চরণ বন্দনা করিলেন।

ব্রহ্মময়ী কহিলেন,—"বাবা, সময় সময় যেন গিরিবালাকে দেখিতে পাই।"

সতীশ,—"সেত আপনারই। আপনার যখন ইচ্ছা তখনই আনিতে পারিবেন।"

গিরিবালা আপনার সুন্দর স্বভাবের গুণে সকলের প্রাণ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। নরেনকে তো একেবারে বশীভূত করিয়া ফেলিয়াছে। সে কিছুতেই গিরিদিদিকে ছাড়িয়া থাকিতে রাজী নহে। প্রফুল্লের সঙ্গে তো কথাই নাই, প্রফুল্ল আর গিরিবালা যেন একপ্রাণ।

প্রফুল্ল গিরিবালাকে লইয়া আপনার বসিবার ঘরে কবাট রুদ্ধ করিল। দুই জনে অনেকক্ষণ কত কথা কহিল, কতই কাঁদিল, কিন্তু তাহা অপরে কিছুই জানিল না। কেবল এইমাত্র প্রকাশ পাইল

যে, উভয়ে উভয়ের নিকট সপ্তাহে একখানা করিয়া চিঠি লিখিবে, স্থির হইয়া রহিল। অবশেষে গিরিবালার যাত্রার সময় উপস্থিত হইল।

গিরিবালা নরেনকে ক্রোড়ে লইয়া কাঁদিতে লাগিল। সকলেই নিকটে দাঁড়াইয়াছিলেন। সে কালীনাথবাবু, ব্রহ্মময়ী ও নলিনীকে প্রণাম করিল। তাঁহারা গিরিবালাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সে প্রফুল্লের হাত ধরিয়া কহিল,—"দেখিও ভাই, আমাকে যেন ভুলিয়া না যাও।" প্রফুল্ল সজল নয়নে নীরব রহিল।

কালীনাথবাবু কহিলেন,—"গিরি, ঈশ্বর তোমার কল্যাণ করুন।"

গিরিবালা স্বামীর সঙ্গে প্রস্থান করিলেন।

ত্রিসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

কর্ম্মক্ষেত্রে।

শরতের পূর্ণচন্দ্র! অত হাসিতেছ কেন? কি মধুর রূপরাশি! ষোলকলা সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। পূর্ণতার উচ্ছ্বাসে চন্দ্রিকা তরঙ্গে দিগন্তে উছলিয়া পড়িতেছে; চন্দ্রিকা-স্নাতা দিগঙ্গনাগণ যেন আপনাদের কমনীয় কান্তি প্লাবিত করিয়া সেই মাধুর্য্য ধরণীর অঙ্গে ঢালিয়া দিতেছে। চারিদিকে যেন আনন্দের লহরী। কুমুদ ফুটিয়াছে; সরসী হাসিতেছে, সে সলিল-বীচিমালা অনিলভরে, চাঁদনীস্পর্শে রজত ধারাবৎ উছলিয়া উছলিয়া নাচিতেছে। শশাঙ্ক এ রূপরাশি তুমি কোথায় পাইলে? কে তোমার অঙ্গে এ অপরূপ মাধুরী ঢালিয়া দিল? সূর্য্য। মাথার উপর প্রচণ্ড তাপবিশিষ্ট খরতর অগ্নিময় মূর্ত্তি দেখিয়াছ

কি? সেই মার্ত্তণ্ডদেবই শশীকে এ সৌন্দর্য্য দান করিয়াছেন। নহিলে শশী নিজে তো অন্ধকারময়। তাহার মূলে কে? শক্তি।

জ্ঞানের উজ্জ্বল তপন-কিরণে রঞ্জিত না হইলে কর্ম্ম অন্ধকারময়। কিন্তু সকলের মূল ভক্তিরূপিণী শক্তি। সেই শক্তিস্বরূপকে নমস্কার।

স্বদেশভক্ত কর্ম্মবীর অমরেন্দ্র কলিকাতা থাকিয়া প্রাণপণে জন্মভূমির সেবা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য কৃষ্ণপক্ষীয় শশি-কলার ন্যায় দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। এখন রাত্রিতে প্রায়ই অল্প অল্প জ্বর হয়। বুকের বেদনাও সারিতেছে না। তাহাতে ভ্রুক্ষেপ নাই, কর্ম্মে বিরাম নাই।

দেখিয়া প্রিয়নাথ অতিশয় চিন্তিত হইলেন। বন্ধুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাধ্যমতে সতর্কতা অবলম্বন করিলেন। আজ কাল তাঁহার পুস্তকগুলি কিছু অবসর গ্রহণ করিল।

আশ্বিন মাসের শেষভাগ। শারদীয় নির্ম্মল গগন মনুষ্যের অদৃষ্টদোষে আজ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন। জগজ্জননী আনন্দময়ী দুর্গা তিন দিন বঙ্গবাসীর পূজাগ্রহণ করিয়া কৈলাসে গমন করিয়াছেন, তাই কি প্রকৃতির এই বিষাদময়ী মূর্ত্তি?

প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আজ সূর্য্যদেব মেঘের নীচে মুখ ঢাকিয়া আছেন। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে।

অদ্য রাত্রিতে কোন আত্মীয়ের বাড়তে প্রিয়নাথের নিমন্ত্রণ। নিতান্ত বাধ্য হইয়াই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন; নতুবা ইহা তাঁহার প্রীতিকর নহে। সন্ধ্যার পর যাওয়ার সময় অমরেন্দ্রকে কহিলেন,—"আজ আর বাহিরে যাইও না; বড় ঠাণ্ডা বাতাস, সকালেই শয়ন করিও।"

এই বলিয়া তিনি একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে চলিয়া গেলেন। সে ব্যক্তি প্রিয়নাথের বিমাতার ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব।

আশ্রমে ফিরিয়া আসিতে তাঁহার প্রায় রাত্রি ১১টা বাজিল। রাস্তায় আসিতে আসিতে ভাবিলেন,—"হয়ত অমরেন্দ্র এখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।" শয়নকক্ষে গমন করিয়া দেখিলেন, অমরেন্দ্র শয্যায় নাই। তাঁহারা দুই বন্ধুতে একশয্যায় শয়ন করিতেন।

প্রিয়নাথ অমরেন্দ্রকে শয্যায় না দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইলেন; বাসার মধ্যেই ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিলেন, অমরেন্দ্র কোথাও নাই।

তিনি বসিয়া চিন্তা করিতেছেন,—এমন সময় অমরেন্দ্র তথায় উপস্থিত হইলেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের বস্ত্র আর্দ্র।

প্রিয়নাথ অতিশয় বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনাপূর্ব্বক কহিলেন,—"একি! এত রাত্রি পর্য্যন্ত কোথায় ছিলে? কাপড়ই বা কেমন করিয়া ভিজিল?"

অমরেন্দ্র কহিলেন,—"আমি সন্ধ্যারপর নিতান্ত ঠেকা কার্য্যে এক স্থানে গিয়াছিলাম; রাস্তায় আসিতে আসিতে দেখিলাম, নিম্নশ্রেণীস্থ একব্যক্তি মৃত্যু যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতেছে,—একবিন্দু জলের জন্য আর্ত্তনাদ করিতেছে"—

প্রিয়নাথ,—"তার পর?"

অমরেন্দ্র,—"কাছে থাকিয়া এতক্ষণ তাহার সেবশুশ্রূষা করিলাম। সে লোকটির মৃত্যুর পর এইমাত্র সরকারী লোকে তাহার মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া গেল।"

প্রিয়নাথ,—"কাপড় কি প্রকারে ভিজিল?"

অমরেন্দ্র,—"এক পসলা বৃষ্টি হইয়াছিল, দেখ নাই কি? তাহার কুটীরখানি একেবারেই ভাঙ্গা, ঘরের মধ্যে অবিরত বৃষ্টি পড়িতেছিল। আমার আত্মরক্ষার আর উপায় ছিল না; কারণ ছাতাটা উহাকে দিয়াছিলাম।"

প্রিয়নাথ,—'হাঁ, খুবই বৃষ্টি হইয়াছিল বটে। সে তো দুই ঘণ্টা সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। এতটা সময় ভিজা কাপড়েই রহিয়াছ ?"

অমরেন্দ্র,—"আমার আর কাপড় ছাড়িবার উপায় ছিল না। ঐ লোকটিকে এই অবস্থায় ফেলিয়া তো আসিতে পারি না।"

প্রিয়নাথ নীরব হইলেন। তাঁহার স্মরণ হইল, অমরেন্দ্র যখন পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছিলেন; এইরূপ একজন রোগীর পার্শ্বে বৃষ্টিতে ভিজিয়া তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গের সূচনা হইয়াছে। এ কথাটি প্রিয়নাথ সত্যরঞ্জনের নিকট শুনিয়াছেন। তিনি চিন্তা করিলেন,—"ভগবান্ যাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্রে ডাকিয়া লইয়াছেন, তাঁহার ভার তিনিই গ্রহণ করিবেন। তথাপি আমাদেরও কর্ত্তব্য রহিয়াছে।"

তারপর দুই বন্ধুতে শয়ন করিলেন। প্রিয়নাথ অমরেন্দ্রের হাতখানি আপনার বুকের উপর দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া মধুর স্বরে কহিলেন, "ভাই শরীর রক্ষার জন্য একেবারেই কেন যত্ন করিতেছ না ? এমন ভাবে শরীর কয়দিন টিকিবে।"

অমরেন্দ্র,—"মার কার্য্যে যদি শরীর পাত হয়, সেতো ভাগ্য।"

প্রিয়নাথ আর কোন পথ না পাইয়া কহিলেন,—"প্রফুল্লের দিকে চাহিয়াও তো তোমার শরীর রক্ষার প্রতি যত্ন নেওয়া উচিত।''

অমরেন্দ্র,—"প্রিয়নাথ, এখন ঘুমাও; রাত্রি ১২টা বাজিবে।"

প্রিয়নাথ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিলেন,—"অমরেন্দ্র শোন,—সাধ্বী নারীকে ত্যাগ করা আমাদের শাস্ত্রকারগণ ঘোর অপরাধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভগবানের বিধান কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না।"'

এইরূপ বিরুদ্ধ তর্কে অমরেন্দ্র ক্রমশঃ বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন, প্রিয়নাথের কথায় বাধা দিয়া বিরক্তভাবে কহিলেন,—"প্রিয়নাথ, আজ কি আমাকে ঘুমাইতে দিবে না ? তোমাকে মিনতি করি, এখন চুপ কর।"

প্রিয়নাথ নীরব হইলেন।

অমরেন্দ্র অতিশয় শ্রান্ত ছিলেন, শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িলেন। কিন্তু প্রিয়নাথের শীঘ্র নিদ্রা আসিল না; তিনি যুক্তকরে সজল নয়নে প্রার্থনা করিলেন, "হে প্রভো! অমরেন্দ্রের যদি কোন অপরাধ থাকে, মার্জ্জনা করিও,—তাহাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা কর।"

তথনও ঘরের আলো নিবাইয়া দেওয়া হয় নাই। প্রিয়নাথ প্রার্থনার পর বন্ধুর অনিন্দ্য মুখের প্রতি একবার চাহিলেন। মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"এই মোহন সৌন্দর্য্যরাশিতে আমার প্রাণমন দিন দিন যেন ভরিয়া যাইতেছে। একি মোহ? না শান্তি? কিছুই তো বুঝিতে পারিনা। ইহাকে ছাড়িয়া যেন আমি আর বাঁচিতে পারিব না। পলে পলে মনে হয়, এই অমৃতময় মূর্ত্তি কে যেন আমার কাছ হইতে কাড়িয়া লইতে আসিতেছে। এমন একটি লোক আছে, যেখানে মৃত্যুর পর অমৃতত্ব লাভ হয়। যেখানে রোগ নাই, শোক নাই,—বিচ্ছেদ নাই। যেখানে জরা নাই, মরণ নাই; কেবলই আনন্দ ও শান্তি,—কেবলই মিলন। কিন্তু পৃথিবীর এই দীর্ঘ বিচ্ছেদের দিন কেমন করিয়া সহ্য করিব? ইহা যে কল্পনায়ও অসহনীয়। হউক মোহ; আমি এ মোহ ত্যাগ করিতে চাহি না। এই সুন্দর পবিত্র মুখখানি দেখিতে দেখিতে আজ আমি সেই সুন্দরতম, পবিত্রতম, শিবস্বরূপের ধ্যানে নিমগ্ন হইব।" এই বলিয়া তিনি শান্ত সমাহিত চিত্তে, শান্ত নিশীথ বক্ষে, নিদ্রিত প্রিয়তমের পার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক ভগবৎধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

প্রিয়নাথের ভাব সহজে গ্রহণ করা কাহারও সাধ্য নহে। তিনি এই বিচিত্র বিশ্বচিত্রপটে আপনাকে কেবল লুকাইয়া রাখিতে ব্যস্ত। যখন গভীর নিশীথে অনন্ত জগৎ সুপ্ত ও নিস্তব্ধ, প্রিয়নাথ তখন

ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন হইয়া থাকেন। লোকে মনে করে, তিনি ঘুমাইতেছেন। উচ্চতর ধর্ম্মতত্ত্বে দিন দিন তিনি অগ্রসর হইতেছিলেন ; কিন্তু বন্ধুগণের সঙ্গে সে সম্বন্ধে অধিক আলোচনা কর্ত্তব্য মনে করেন নাই। অন্তঃসলিলা ফল্গুগঙ্গার ন্যায় তাঁহার প্রাণটি নীরব প্রেমে পূর্ণ। তাহা তিনি প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহেন। অমরেন্দ্রকে কতখানি ভাল বাসেন, তাঁহাকেও তাহা জানিতে দিতে চাহেন না। কিন্তু তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-সম্পন্ন এবং ভাবগ্রাহী অমরেন্দ্রের নিকট কিছুই অগোচর নাই। তিনি জানেন,—প্রিয়নাথ এই মর্ত্ত্যলোকে দেবতা।

বলা বাহুল্য, পরদিনই অমরেন্দ্রের জ্বর হইল।

চতুঃসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

ব্যাধিমুখে।

অমরেন্দ্র জ্বরে শয্যাশায়ী। প্রিয়নাথ এবং আরও ২।৩ জন বন্ধু নিকটেই উপবিষ্ট আছেন। এমন সময় অমরেন্দ্রের নামে ডাকযোগে কয়েকখানা চিঠি আসিল। প্রিয়নাথ চিঠিগুলি খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। একখানি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নামাঙ্কিত, প্রিয়নাথ পাঠ করিলেন—

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিশেষ :—

বহুদিন যাবৎ আপনার কুশলাদি সম্বলিত পত্রী অপ্রাপ্তে নিরতিশয় দুঃখিত আছি। মধ্যে মধ্যে শারীরিক ও মানসিক মঙ্গল সংবাদে সুখী করিবেন।

বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে আপনি যে যুক্তিপূর্ণ কথা কয়টি বলিয়াছিলেন,

আমি চিন্তা করিয়া তাহার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছি। আপনি এখান হইতে যাওয়ার কয়েক দিন পরই আমার ভগিনী কলারারোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। অমলাকে পুনর্ব্বার বিবাহ দেওয়াই আমি কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছি। আপনি উহার জন্য একটি সৎপাত্র অনুসন্ধান করিলে নিতান্ত বাধিত হইব। এবিষয়ে আপনার বন্ধুগণকেও আমার অনুরোধ জানাইবেন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক,—

শ্রীরমানাথ শর্ম্মা বিদ্যাভূষণ।

অমরেন্দ্র কহিলেন,—"সত্যরঞ্জন, চিঠিখানার উত্তর লিখিয়া দাও।" সত্যরঞ্জন লিখিলেন ;—

মান্যবরেষু—

মহাশয়, অমরবাবুর নামে যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহা পাইয়াছি। তিনি এখন খুব অসুস্থ। আমরা তাঁহাকে লইয়া বিব্রত আছি। আপনার লিখিত বিষয়ে চেষ্টা করিবার আমাদের এখন অবসর নাই। সময়ে সবিশেষ জানিতে পারিবেন। ইতি—

নিঃ—

শ্রীসত্যরঞ্জন চৌধুরী।

অমরেন্দ্র মনে করিয়াছিলেন যে, সত্যরঞ্জন বিদ্যাভূষণমহাশয়ের অনুকুলেই চিঠি লিখিবেন। কিন্তু এইপ্রকার লিখাতে তিনি কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইলেন।

এখানে বিদ্যাভূষণমহাশয়ের গার্হস্থ্য অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তিনি অধ্যাপক পণ্ডিত। নিজগ্রামের এবং অন্যান্য গ্রামের বহুসংখ্যক বালক তাঁহার টোলে অধ্যয়ন করিয়া থাকে। ছাত্রবৃন্দের নিকট তাঁহার প্রতাপ সামান্য নহে। কিন্তু বাড়ীর ভিতর তাঁহার দর্প

কিছুই নাই। তাঁহার গৃহিণীকে একজন বীরনারী বলিলেও হয়। বাড়ীর দাসদাসী এবং বালকবালিকারা তাঁহার ভয়ে সর্ব্বদা ব্যস্ত সমস্ত। তিনি কখন কখন বা রণরঙ্গিনীবেশে প্রতিবেশিনীর বাড়ীতে অবতীর্ণা হইতেন, প্রতিবেশিনীগণকে বাক্যবাণে অস্থির করিয়া তুলিতেন। পাছে স্বামিটি তাঁহার কোনপ্রকার শাসনের বহির্ভূত হইয়া পড়েন, এ বিষয়ে তিনি সর্ব্বদা সতর্ক। পণ্ডিতমহাশয় কিছু বলিলেই তিনি অভিমানে রোদন করিতে থাকেন, এবং পুনঃ পুনঃ আপনার দুরদৃষ্টকে নিন্দা করেন। সুতরাং অধ্যাপকমহাশয় ভয়ে আর কিছুই বলেন না।

অমলার মাতা তাঁহার সহোদরা ভগিনী। স্বামীর মৃত্যুর পর একমাত্র কন্যা লইয়া ভ্রাতৃগৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। স্বামীর বাড়ীতে অমলার মাতার নিজের কিছু সম্পত্তি ছিল, পণ্ডিতমহাশয় তাহা বিক্রয়পূর্ব্বক তাঁহার নামে কাগজ করিয়া রাখিলেন। কারণ স্বামীগৃহে অবস্থান করা সে বিধবা ব্রাহ্মণকন্যার একেবারেই সম্ভবপর ছিল না। দৈব দুর্ব্বিপাকে পঞ্চম বৎসর বয়সেই অমলা বিধবা হইয়াছে।

ভ্রাতৃগৃহে অমলার মাতার কিছুমাত্র শান্তি ছিল না। ভ্রাতৃবধূর উপদ্রবে সর্ব্বদা অস্থির থাকিতেন। সামান্য কারণে বা অকারণে সর্ব্বদাই তাঁহাকে নিগ্রহ সহ্য করিতে হইত; পণ্ডিতমহাশয় নির্জ্জনে ভগিনীকে সান্ত্বনা করিতেন। কিন্তু পত্নীর ভয়ে প্রকাশ্যে কিছুই বলিতে পারিতেন না।

পণ্ডিতমহাশয় অমলাকে আন্তরিক স্নেহ করেন। বালিকার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় করুণায় প্লাবিত হইয়া উঠিয়াছিল। যাহাতে এই বালিকা ভবিষ্যতে উচ্চ আদর্শ লাভ করিতে পারে, সে বিষয়ে মনোযোগী হইলেন। বিশেষ যত্নসহকারে নিজে তাহাকে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। সেও আপন স্বাভাবিক প্রতিভাগুণে অতি দ্রুত শিক্ষা করিতে লাগিল। দ্বাদশ বৎসর অতিক্রম করিতেই অভাগিনী মাতৃহারা হইল। চিরদুঃখিনী অমলা যেন অকূলে ভাসিল।

অমলার প্রতি মামীঠাকুরাণী বিদ্বেষ-দৃষ্টি দ্বিগুণ বাড়িল। সর্ব্বদাই তিনি এই বালিকাকে "পোড়ামুখী" "অলক্ষ্মী" প্রভৃতি সুমিষ্ট সম্ভাষণে অভিহিত করেন। সে পাছে কোন মাঙ্গলিক দ্রব্য স্পর্শ করে, এবিষয়ে সাবধান থাকেন।—কোন প্রকার মঙ্গলকার্য্যে তাহাকে দূরে থাকিতে আদেশ করেন। অমলা এখন সকলই বুঝিতে পারে; সে বুঝিল যে, সংসারে সমস্ত মঙ্গলকার্য্য হইতে বিধাতা তাহাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। কোন্ অপরাধের এ ঘোরতর শাস্তি? ইহা চিন্তা করিয়া অমলা নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করে। অমলার দুঃখে পণ্ডিতমহাশয়ের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত; কি প্রকারে তাহার সান্ত্বনা করিবেন, স্থির করিতে পারিতেন না।

তিনি এখন অমরেন্দ্রের পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিতে মনস্থ করিলেন। ভাবিলেন,—"নহিলে অমলার আর উপায় কি? আজ যদি আমার মৃত্যু হয়, কাল সে কোথায় দাঁড়াইবে?

"কয়েকদিন সমাজ কিছু গোল করিবে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে দেশের যে অবস্থা, তাহাতে এ গোল আর বেশী দিন থাকিবে না। সময়ে আপনি সমস্ত গোল মিটিয়া যাইবে।" তিনি মনে করিলেন অমলাকে বিবাহ দিয়া নিজ গ্রামেই তাহাকে একখানা বাড়ী করিয়া দিবেন।

এই কর্ত্তব্য স্থির করিয়া পণ্ডিত মহাশয় নিজ বাড়ীর নিকটেই অমলার নামে একখানা বাড়ী ক্রয় করিলেন। কিন্তু সমস্ত বিষয়ই গোপন রাখিলেন। তাঁহার পত্নী শুনিলেন যে, স্বামী একখানা ভাল বাড়ী কিনিয়াছেন; নিজ পুত্রকন্যার জন্য একখান নূতন বাড়ী হইল মনে করিয়া তিনি আনন্দলাভ করিলেন।

একদিন পণ্ডিতমহাশয় বারেন্দায় বসিয়া কতকগুলি কাগজপত্র দেখিতেছেন, এমন সময় সত্যরঞ্জন বাবুর পত্রখানি তাঁহার হস্তগত হইল। পণ্ডিতমহাশয় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"হা দুরদৃষ্ট!" পত্নী

কাছে বসিয়া কন্যার চুল বাঁধিয়া দিতেছেন,—জিজ্ঞাসা করিলেন;—"কি হইয়াছে?"

বিদ্যাভূষণ,—"তুমি সর্ব্বদাই নিজ দুরদৃষ্টকে নিন্দা করিয়া থাক, আমি কি একবারও পারি না?"

গৃহিণী অভিমানে উত্তপ্ত হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, "আমি কি এ বাড়ীতে একটা দাসী চাকরাণীরও সমান নহি?"

বিদ্যাভূষণ ঝগড়ায় আর যোড়া না দিয়া কহিলেন,—"অমলা! একগ্লাস জল।" অমলা সেখানে ছিল না।

গৃহিণী সপ্তমে চড়িয়া কহিলেন,—"কোথায় অমলা? সারাদিন কেবল অমলা—অমলা। আপনিই তো আদর দিয়া মেয়েটাকে অলস বানাইলেন।"

বিদ্যাভূষণমহাশয় রণে ভঙ্গ দিয়া বাহির বাড়ীতে ছেলেদের নিকট চলিয়া গেলেন।

দুরদৃষ্টের বিষয়টা কি, গৃহিণী ভাবিয়া পাইতেছেন না। নিজে তো বর্ণজ্ঞান শূন্য। কহিলেন—"টুনু! চিঠিখানা পড়িয়া দেখ তো।"

তাঁহার ১০ বৎসরের পুত্র টুনু স্কুলে পড়িত, সে চিঠি পড়িয়া কহিল,—"বর্ষাকালে যে বাবুটি এখানে আসিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাঁর অসুখ।"

গৃহিণী চিন্তিত হইলেন। মেয়ের চুল বাঁধা সমাপ্ত হইলে সে কহিল,—

"কেন মা, অমিদিদি তো বেশ লোক! সে কি সারাদিনই তোমার কাজ করে না?"

মাতা রোষভরে কহিলেন,—"যা যা, তোর আর জেঠামী করিতে হইবে না।"

বালিকা,—"মা, তুমি অমি দিদিকে আর কিছুই বলিতে পারিবে না, সে সময় সময় খুব কাঁদে।"

মাতা,—"রেখে দে ওসব নেকামী। আমার চেয়ে তোর উহার প্রতি বেশী মমতা কিনা? শিশুকাল হইতে আমিই তো উহাকে মানুষ করিলাম; আমার উপর সরদারী।"

এই বলিয়া গৃহিণী কন্যার পৃষ্ঠে এক চপেটাঘাত করিলেন।

বালিকা কাঁদিয়া চলিয়া গেল।

পঞ্চসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

স্বর্গের মুক্তা।

তর্—তর্—তর্। সরসীর স্বচ্ছ বারিতে প্রতিহত মৃদুমধুর অনিলের ওকি তর্ তর্ শব্দ। সরোবরতীরস্থ কামিনী, বেলী, গন্ধরাজ, বকুলের শোভন শ্যামল পত্রপল্লবে প্রতিহত পরিমলবাহী অনিলের তর্ তর্ শব্দ। তাহাতে প্রতিধ্বনিত হইয়া সরিদ্‌বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা শরতের রবিকরে শান্তোজ্জ্বলরূপে শোভা পাইতেছে। তর্ তর্ শব্দে কাঁদিতেছে কি? কত ব্যথিতা বঙ্গরমণীর দীর্ঘশ্বাস ঐ তর্ তর্ শব্দে মিশিতেছে;—কত দলিতা, নিষ্পেষিতা চিরদুঃখিনীর তপ্ত অশ্রু ঐ সুশীতল বিমলজলে ঝরিতেছে,—সরসী কাঁদিবে না কেন?

প্রকৃতির এ মধুর দৃশ্যপটে দুইটি প্রায় সমবয়স্কা লাবণ্যময়ী বালিকা বাঁধা ঘাটে কলসী রাখিয়া জলমধ্যে অবগাহন করিতেছে। একটি বালিকার বর্ণ চম্পক কুসুম বিনিন্দিত। অনিন্দ্য মুখচন্দ্রমা কি এক অবর্ণনীয় বিষাদের ঘন ছায়ায় সমাবৃত। পাঠিকা, চিনিয়াছ কি? ইনি আমাদের অমলা।

শুভ্র রজতনিভ সুন্দর দুইটি রাজহংস মন্দমন্থরগমনে সলিলরাশি মথিত করিয়া আপন মনে ভাসিয়া চলিয়াছে।

অরুণ রাশ্মিব্যথিতা অর্দ্ধ মুদিতনয়না কুমুদসুন্দরী আত্ম-কলহ-ভীতা আর্য্যলক্ষ্মীর মত বিষণ্নভাবে একপার্শ্বে বিরাজিতা। ধীর সমীর সঞ্চালনে ঈষচ্চঞ্চল ভাবে শোভা পাইতেছে।

অমলা কিছুক্ষণ পর সঙ্গিনীকে কহিল,—"চারু, শিগ্‌গির চল্‌, দেরী হয়ে গেল যে।"

চারু মাতৃকর্ত্তৃক তিরস্কৃতা বিদ্যাভূষণমহাশয়ের সেই কন্যা। চারু সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া অদূরবর্ত্তী সলিলবিচরণকারী হংসযুগলকে "তই তই" রবে ডাকিতে লাগিল। তাহাদের প্রতি দৃকপাত মাত্র না করিয়া মরালদ্বয় যেন আপন গৌরবভরে গ্রীবা বাঁকাইয়া দূরে চলিয়া গেল।

এই দুইটি বালিকা শৈশব হইতে একত্র খেলা করিয়াছে, একত্র বাস করিতেছে; সুতরাং উভয়ের মধ্যে বিশেষ সৌহার্দ্য জন্মিয়াছে।

কিন্তু এই দুইটি বালিকার মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়।

অমলা বড় ধীর শান্ত, বড়ই লাজুক। লজ্জাবতী লতার মত যেন সে সর্ব্বদা আপনাতে আপনি লুকাইয়া থাকিতে চাহে। সে মুখ ফুটিয়া কোন কথাই বলিতে পারে না। তাহার চক্ষু দুইটি মৃত্তিকাতেই অধিক সময় নিবদ্ধ থাকে। যেন তাহার প্রাণ ধূলায় মিশিয়া থাকিতেই অভিলাষী। হাটিতে ধরণী যেন জানিতেই পারে না।

চারু কিছু তেজস্বিনী, কিছু চঞ্চল। তাহার বয়স দ্বাদশ বৎসর; কিন্তু এখনও সে ছেলেবেলার মত ছুটাছুটি করিতে ভালবাসে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্যকথা মুখের উপর শুনাইয়া দেয়। মধ্যে মধ্যে মাকেও দুএক কথা শুনাইতে ছাড়ে না।

কিন্তু চারুর প্রাণ বুঝি নবনীত অপেক্ষাও কোমল। পরদুঃখে ঝর্ ঝর্ করিয়া তাহার চক্ষে বারিধারা প্রবাহিত হয়। এই সদ্গুণের জন্য বিদ্যাভূষণমহাশয় চারুকে অতিশয় ভালবাসেন।

তিনি দুইটি বালিকাকেই অতি যত্নে স্বয়ং বিদ্যাশিক্ষা প্রদান করেন। অমলা নিবিষ্টচিত্তে পাঠ অভ্যাসে রত। কিন্তু চারুর মন দুরূহ সংস্কৃত শব্দসমূহ অপেক্ষা কুকুর ও বিড়ালশাবক, তাহাদের পালিত হংস ও ময়নার বাচ্চা এবং তাহার নিজহস্তরোপিত ফুলগাছগুলির প্রতিই অধিকতর নিবিষ্ট।

অমলা কহিল,—"আর থাকিতে পারি না ভাই, রান্না করিতে হবে তো?"

এই বলিয়া সে জল হইতে উঠিতে উদ্যত হইল।

চারু একটু ত্রস্তভাবে অমলার কমলদামতুল্য হাতখানি ধরিল; কহিল,—"একটু দাঁড়ানা ভাই!"

তখন সেই আকণ্ঠ নিমজ্জিতা বালিকাদ্বয় স্নিগ্ধ সস্নেহ দৃষ্টিতে পরস্পর পরস্পরের মুখপ্রতি চাহিয়া যেন কি এক শান্তিলাভ করিল।

কি যেন ভাবিয়া চারুর সে সদা-হাস্য উল্লসিত মুখখানি ম্লান হইয়া গেল, ধীরে ধীরে কহিল,—"অমিদিদি! সময় সময় তুই এত কাঁদিস্ কেন ভাই? তোর কান্না দেখিলে আমি যে আর কান্না থামাতে পারি না।"

অমলা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল,—"ভাই, এসংসার আমার নিকটে তো একেবারেই শূন্য। যে দিকে তাকাই সব যেন অন্ধকার। মনে হয়, মার সঙ্গেই যেন সকলই ফুরাইয়া গিয়াছে।"

চারু আর কিছু বলিল না। বিষণ্ণভাবে দুইজন অবগাহনান্তে তীরে উঠিল; স্নান করিল না। উভয়ে জলের কলসী কক্ষে লইয়া

চলিল। চারু দ্রুতগমনে অগ্রে চলিয়া গেল,—অমলা অতি ধীরে ধীরে মৃদুমন্দ গতিতে চলিতে লাগিল।

যখন অমলার মাতা অকালবৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায় আপনার বালবিধবা দুহিতাকে লইয়া ভ্রাতৃ-আলয়ে পদার্পণ করিলেন, তার পরদিন হইতেই ভ্রাতৃবধূঠাকুরাণী রান্নাঘর হইতে অবসর লইলেন। প্রতিবেশিনীদের নিকট বলিতে আরম্ভ করিবেন যে, তাঁহার বায়ুরোগ অতিশয় প্রবল হইয়াছে। অগ্নির উত্তাপ আর কোন মতেই সহ্য করিতে পারিবেন না। তাহা হইলে আর তিনি একদিনও বাঁচিবেন না। কৃতান্ত দূত যেন তাঁহার ঘরের কোণে তাঁহার জন্য বসিয়া আছে। যেন একদিনও বিলম্ব সহেনা।

সংসারের সমস্ত কাজকর্ম্মই অমলার মাতাকে সম্পন্ন করিতে হইত। ভ্রাতৃগৃহে তাঁহার এক মুহূর্ত্তও বিশ্রাম ছিল না। ইহার উপর বধূঠাকুরাণীর অগ্নিবাণ বর্ষণের বিরাম নাই। তিনি আপনার দুরদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিয়া ধীর শান্তভাবে সমস্তই সহ্য করিতেন। অভাগিনী অমলার এই শেষ আলোকরশ্মিও জন্মের মত নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

মাতার মৃত্যুর পর অমলার উপরই সমস্ত কার্য্যভার নিপতিত হইয়াছে এই শোকসন্তপ্ত বালিকার বয়স মাত্র ত্রয়োদশ বৎসর। এই বয়সেই রান্না হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত কার্য্যই তাহাকে সম্পন্ন করিতে হয়। বাড়ীতে একজন দাসী এবং একজন চাকর আছে, তাহারা গৃহিণীর ফরমাইস করিতেই সর্ব্বদা ব্যস্ত। সংসারের কাজ করিতে তাহাদের অবকাশ কোথায়?

অবস্থা যেমন শিক্ষক এমন আর কেহই নহে। অবস্থাগুণেই অমলা এত অল্প বয়সেই সমস্ত কার্য্যে শিক্ষালাভ করিয়াছে। পরদুঃখকাতরা স্নেহময়ী চারু সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহার কার্য্যের সহায়তা করিয়া থাকে।

অমলার ঘাট হইতে আসিতে বিলম্ব দেখিয়া মামীঠাকুরাণী ক্রোধে অগ্নিবৎ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন; সেই ভীতা ম্লানমুখী বালিকাকে তীব্রস্বরে তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

অমলা নীরবে অবনত মুখে চক্ষুর জল মার্জ্জনপূর্ব্বক রান্না ঘরে গিয়া উনুন ধরাইয়া দিল। চারু অমলার প্রতি এই তিরস্কারে ব্যথিতা হইল, কিন্তু ভয়ে কিছু বলিতে পারিল না। সে অবিরত কাছে থাকিয়া অমলার সাহায্যে রত হইল।

কেহই কিছু বলিল না। কিন্তু বারেন্দাস্থিত পিঞ্জরাবদ্ধ ময়নাটি বলিয়া উঠিল,—

"য্যায়ছা দিন নেহি রহে গা।"

এই বুলিটি সে একজন টোলের ছাত্রের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছিল। পুনঃ পুনঃ উহা উচ্চারণ করিত।

অমলা ও চারু সাধ্যানুসারে তাড়াতাড়ি করিয়াও নিয়মিত সময়ে রন্ধন সমাপ্ত করিতে পারিল না। টুনুর স্কুলে যাওয়ার সময় উপস্থিত হইলে সে আসিয়া ভাত চাহিল। অমলা তাহাকে একটু অপেক্ষা করিতে বললে, সে বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল। এমন সময় রাস্তা হইতে টুনুর এক সহপাঠী ডাকিয়া কহিল,—"টুনু, এস ভাই"।

টুনু উত্তর করিল,—"তুমি যাও, আমি যাব এখন"। কথাটা গৃহিণীর কর্ণগোচর হইল। সেই সময় পরিচারিকাটি তাঁহার মস্তকে তৈল মর্দ্দনে রত ছিল। তিনি অবিলম্বে রান্নাঘরের নিকট গিয়া উচ্চৈস্বরে অমলাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

চারু একখানা থালায় টুনুর জন্য ভাত তুলিতেছিল, অমলার প্রতি মাতার এই ব্যবহারে তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, কিন্তু পূর্ব্বদিনের প্রহারের ভয়ে কিছু বলিল না।

নিকটস্থ সুদীর্ঘ বংশশ্রেণী হইতে মৃদু বাতপ্রতিহত স্বন্ স্বন্ শব্দ উত্থিত হইতেছিল। তাহাদের অত্যুচ্চ চূড়ে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখী উপবিষ্ট ছিল, তাহারা যেন ব্যথিত চিত্তে কলরব করিতে করিতে বিমান-পথে উড়িয়া গেল। অসহায় দুর্ব্বলের সান্ত্বনা বিধানের জন্য প্রকৃতির নিভৃত অন্তস্থলে এক নীরব গম্ভীর বাণী, অনন্ত মঙ্গল আহ্বানের ন্যায় নিস্তব্ধভাবে উত্থিত হইয়া থাকে। তাহার নিকট কত বলদর্পিত রাজসিংহাসন ধূলিসাৎ হইয়াছে। কয়জনের কর্ণ তাহা শুনিতে পায়?

গৃহিণী অমলাকে তিরস্কার করিতেছিলেন, তাঁহার মিষ্ট বাক্যগুলি সহসা বিদ্যাভূষণমহাশয়ের কর্ণগোচর হইল। তিনি অধিকাংশ সময় বাহির বাড়ীতেই অবস্থান করিতেন। সেই সময় কোন কার্য্য উপলক্ষে বাড়ীর ভিতর আসিয়াছিলেন।

তিনি কিঞ্চিৎ বিরক্ত ভাবে কহিলেন,—"নিজে ওদের একটু সাহায্য করিলে দোষ কি? ওরা ছেলে মানুষ বই তো নয়?"

তাঁহার এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই গৃহিণীর অভিমান মেঘে আরোহণ করিয়া তুমুল ঝড় উঠিল। তারপর অশ্রুরূপে বৃষ্টি বর্ষণ। কিন্তু সে বৃষ্টিতেও ঝড় থামিল না। শান্তস্বভাব অধ্যাপকমহাশয় ভাবিলেন, আর কথা বলিলে অন্ন আহার বন্ধ হইবে। সুতরাং তিনি ছেলেদের নিকট পলায়ন করিয়া নিস্কৃতি লাভ করিলেন।

গৃহিণী আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন,—"কেহ কি আর অমনি কাজ করে? একটা মেয়ে পালন করিতে কি অল্প খরচ? মেয়েটাকে এত করিয়া পালন করিতেছি, সে কি একটু কাজ করিয়াও দিবে না? একটি মেয়ের ভার বহন করা কি সামান্য কথা? সেও এক আদ দিনের জন্য নয়। চিরকালই তো এই বোঝা আমাকে বহন করিতে হইবে।"

এই কথায় অমলার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সেও তো একদিন পিতামাতার কত আদরের কন্যা ছিল; এক সময় তাহার পিতার গৃহেও কত লোক খাইয়াছে। পাছে লোকের আহার নষ্ট হয়, এনিমিত্ত অমলা প্রাণপণ আত্মসম্বরণ করিয়া রহিল।

সকলের আহার সমাপ্ত হইলে দুই ভগিনী স্নান করিয়া আসিল। অমলা কহিল,—"আমি আজ আর কিছুই খাবনা ভাই। আমার মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেছে।"

চারু উত্তর করিল,—"তুমি না খেলে আমিও যে খাবনা দিদি!" অমলা নীরব রহিল। চারু বালবিধবা, অমলার জন্য তাড়াতাড়ি ভাতে ভাত রাঁধিতে গেল।

তখন শারদীয় নির্ম্মল আকাশে মধ্যাহ্ন সূর্য্যরশ্মি প্রতিভাসিত, শ্বেতবর্ণ সমুজ্জল রজতখণ্ডনিভ উজ্জ্বল শ্বেতবারিদমালা সকল ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রপীড়িতা বালিকার মলিন মুখ দর্শনে যেন ব্যথিত চিত্তে ছুটিয়া যাইতে লাগিল।

এমন সময় তুমুল বাদ্যধ্বনির সঙ্গে একদল কুলবধূ সরোবরের ঘাটে আসিয়া গান গাহিতে আরম্ভ করিলেন। পাড়ার এক বাড়ীতে শুভ বিবাহোৎসব। বর কন্যার স্নানার্থে এয়ো স্ত্রীগণ জলদ্বারা মঙ্গল-ঘট পূর্ণ করিয়া নিতে আসিয়াছেন। চারু ভাবিল, গানবাদ্য শুনিলে হয়ত অমলার মন একটু ভাল হইবে।

ভাত উনুনের উপর রাখিয়া সে ভগিনীর হাত ধরিয়া কহিল,—"চল্ দিদি! একটু গান শুনিয়া আসি।"

অমলা কহিল,—"আমার যেতে ইচ্ছা হয়না। তুই যা, চারু।" তাহাদের বাড়ীর নিকটেই সরোবরের ঘাট।

চারু অমলাকে কিছুতেই ছাড়িল না। তাহার হাত ধরিয়া গানবাদ্য শুনিতে ঘাটে চলিয়া গেল। অমলা ও চারু একপার্শ্বে দাঁড়াইল।

মঙ্গল-জলবহনকারিণী একটি অবগুণ্ঠনবতী বধূর নীলাম্বরীর আভূমি বিলম্বিত, সমীর সঞ্চালিত অঞ্চল দৈবাৎ সহসা অমলার শরীর স্পর্শ করিল। নিকটে দক্ষিণপাড়ার চাটুযোদের পোড়া ভগিনী দণ্ডায়মান ছিলেন, তিনি দেখিতে পাইয়া সরোষে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "ও কে, অমি না? ছি, ছি! একি কাণ্ড, ছুঁয়ে দিল যে! ও জল ফেলে দাও, ফেলে দাও। স্বুরুতেই অমঙ্গল, এর পর কি হবে কে জানে?"

বিদ্যাভূষণের গৃহিণী ইতিপূর্ব্বেই সেই দলে যোগ দিয়াছেন। কেনই বা না দিবেন? তাঁহার মতে গ্রামের মধ্যে বিদ্যা বুদ্ধিতে তাঁহার স্বামীর সমকক্ষ কে? এই ভাবটি তাহার প্রতি সগর্ব্ব পাদবিক্ষেপে প্রকাশ পাইতেছে।

তিনি পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণীর মন্তব্যপূর্ণ কথাগুলি শ্রবণমাত্রে ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইলেন। বাতাহত কদলীর ন্যায় অমলা একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ভয়ে কাঁপিতেছিল। সেই ভীতা ব্যথিতা বালিকাকে মামীঠাকুরাণী গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—"এ লক্ষ্মী[illegible] আবার কেন এখানে মরিতে এসেছে? হতভাগি! তোর কি আর মরিবার জায়গা ছিল না?"

এই বলিয়া তিনি অমলার ঘার ধরিয়া সেখান হইতে তাহাকে বাহির করিয়া দিলেন।

সেই সময় অন্তরালে অদৃশ্য থাকিয়া তাঁহার সৌভাগ্যলক্ষ্মী অকস্মাৎ নীরব ভাষায় ক্রন্দন করিয়া উঠিল।

অমলা ধীর গতিতে গৃহ অভিমুখে চলিয়া গেল।

সেই বধূটি ঈষৎ লজ্জাবনত বদনে বিধবাস্পর্শজনিত অশুচি জল ফেলিয়া দিয়া পুনর্ব্বার জলদ্বারা কলসী পূর্ণ করিয়া লইলেন।

চারু নিস্তব্ধ স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার ইচ্ছা হইয়াছিল যে দুকথা শুনাইয়া দেয়; কিন্তু রোষে ও দুঃখে তাহার কণ্ঠাবরোধ হইয়াছিল। [illegible] দেখিল, অমলা সেখানে নাই।

চারু দ্রুত পাদক্ষেপে অবিলম্বে অমলার অনুসন্ধানে চলিয়া গেল। দেখিল অমলা নিজ শয়নগৃহে ধূল্যাবলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতেছে এবং অবরুদ্ধপ্রায় স্বরে মৃদুভাবে আপন মৃত মাতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে,—"কোথায় তুই মা? আমাকে অকুল পাথারে ভাসাইয়া কোথায় গেলি মা? আর যে সহিতে পারি না। দুঃখিনী কন্যাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লও মা!"

চারু আর থাকিতে পারিল না। সে দুই হাতে অমলাকে ধরিয়া তুলিল। সে কি বলিয়া অমলাকে সান্ত্বনা করিবে, খুঁজিয়া পাইল না। নীরবে বাষ্পাকুললোচনে সেই মর্ম্মাহতা ভগিনীর মুখখানি আপনার কোলের উপর রাখিল। অমলার চক্ষের জলে চারুর বস্ত্র আর্দ্র হইল। চারুর চক্ষের জলে অমলার চুল ভিজিল। একজন নিদারুণ দুঃখভারে কাঁদিতেছে, আর একজনের অশ্রু পরদুঃখে উছলিয়া উঠিতেছে। সে পরদুঃখকাতরা বালিকার করুণার ধারা অশ্রু নয়,—স্বর্গের মুক্তা। যাহারা পরের জন্য কাঁদিতে পারে, তাহার মূল্য পৃথিবীতে নাই।

তখন অঙ্গন প্রতিধ্বনিত করিয়া ময়না আবার ডাকিয়া উঠিল,—"য়্যায়ছা দিন নেহি রহে গা।"

ঠিক সেই সময় অমরেন্দ্রনাথ কলিকাতা নিজ আশ্রমে রুগ্নশয্যার শয়ন করিয়া মুদিত নেত্রে ভাবিতেছেন,—"হা ভগবন্! চিরদুঃখিনী বঙ্গরমণীর দুঃখ দূর কর।" অলক্ষিতে তাঁহার চক্ষু হইতে একবিন্দু স্বর্গের মুক্তা ঝরিয়া পড়িল।

ষট্‌সপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

স্পর্শমণি।

স্পর্শমণি বৈজয়ন্তের শোভা,—দেবতার সম্পদ, কল্প বৃক্ষের ফল। ইন্দ্রাণীর অলকদামস্পর্শী ভুবন সুন্দর মুকুটের অমূল্য রত্ন। এই মর্ত্ত্যলোকে কেহ কখন স্পর্শমণি দেখিয়াছেন কি? ইহার মনোমোহিনী মাধুরী স্বপ্নে দেখিয়াছেন বটে,—ইহার কত অপূর্ব্ব কাহিনী প্রাচীন কাব্যে শুনিয়াছেন বটে, কিন্তু সচেতনে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কি? ঐ যে রাজসম্মান, ভোগবিভব পরিত্যাগ করিয়া রূপ-সনাতন-পথের ভিখারী,—জগৎ উদ্ধার মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন; তরুণ রঘুনাথ, ইন্দ্রের ন্যায় ঐশ্বর্য্য, অপ্সরার ন্যায় ভার্য্যা ত্যাগ করিয়া নবজীবন লাভ করিলেন; দস্যু জগাই মাধাই দেবত্ব পাইলেন, সে কাহার স্পর্শে? যদি মর্ত্ত্যলোকে স্পর্শমণির স্পর্শ সম্ভবপর নয়, তো কাহার গুণে লৌহ কাঞ্চনত্ব লাভ করিল? আজও ভারতে স্পর্শমণির অভাব নাই। দুঃখিনী বঙ্গমাতার ক্রোড়ে আজও স্পর্শমণি অবস্থান করিয়া নীরবে জন্মভূমিকে পবিত্র করিতেছেন। এই দুর্লভ সম্পদের জন্যই তো ভারত আজও জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এই দুর্ল্লভ সম্পদ বিশ্বজনীন প্রেম। হায় ভারতবাসি! অবহেলায় এ অমূল্য ধন হারাইও না।

বেলা এক প্রহর। আশ্রম বাটিকার নীচে দাঁড়াইয়া প্রিয়নাথ বাবু ও সত্যরঞ্জনবাবু এবং আরও ২।৩ ব্যক্তি কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। এমন সময় একজন নিম্নশ্রেণীস্থ ভিক্ষুকবেশী লোক আসিয়া তাঁহাদের

নিকট কাঁদিয়া কহিল,—"অমরেন্দ্র বাবুর নাকি ব্যারাম, আমি একবার তাঁহাকে দেখিতে চাই।"

সত্যরঞ্জনবাবু বিরক্তিভাবে কহিলেন,—"তুই কে? তাঁহার নিকট গিয়া তুই আবার কি গোলমাল করিবি? সেখানে কোন গোলমাল করা নিষেধ।"

সত্যরঞ্জনবাবু সমশ্রেণীস্থ লোকদিগের সঙ্গে বিনীত ও মিষ্ট ব্যবহার করিলেও নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগকে কিঞ্চিৎ অবহেলার চক্ষে দর্শন করিতেন। কখন কখন নিম্নজাতীয় ব্যক্তিগণ এবং ভৃত্যগণের উপর তাঁহার অতিরিক্ত প্রভুত্ব-প্রিয়তা প্রকাশ পাইত।

সে ব্যক্তি কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—"বাবু, একবার মাত্র আমি তাঁহাকে দেখিব।"

শান্ত ভাবাবন্ন প্রিয়নাথবাবু একপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি ধীরে ধীরে মধুর বাক্যে কহিলেন,—"সত্যরঞ্জন, উহাকে যাইতে দাও। অমরেন্দ্র কেবল আমাদের নহে; সে সর্ব্ব সাধারণের।"

সত্যরঞ্জন কিঞ্চিৎ গর্ব্বিতস্বভাব হইলেও প্রিয়নাথকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। সুতরাং তিনি আর কোন কথা বলিলেন না।

তাঁহারা সে লোকটিকে লইয়া উপরে চলিয়া গেলেন। সে আসিয়াই অমরেন্দ্রের পদতলে নিপতিত হইল। অশ্রুবর্ষণ পূর্ব্বক কহিল,—"বাবু, আপনি আমাকে জীবন দান করিয়াছেন; আমাকে পবিত্র মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন। আপনার ত্যাগস্বীকার ও ভক্তিবল আমাকে নবজীবনপথে আনয়ন করিয়াছে।

সে ব্যক্তি প্রফুল্লদের বাড়ীর সেই অস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত ভৃত্য। অমরেন্দ্রের চরিত্রের পুণ্য জ্যোতিতে সে পাপ অন্ধকার হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছে। এখন সে কেবল দিবানিশি নির্জ্জনে বসিয়া হরিনাম জপ করে এবং ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা রক্ষা করে।

সত্যরঞ্জন সকল বিষয় অবগত হইয়া সজল লোচনে কহিলেন,—"অমরেন্দ্র, তুমি পরশমণি; তোমার স্পর্শে লৌহ সোনা হয়। এ অধমকে একবার স্পর্শ কর।"

এই বলিয়া তিনি শ্রদ্ধা ও প্রীতিভরে অমরেন্দ্রকে আলিঙ্গন করিলেন।

প্রিয়নাথ একখানি চৌকির উপর বসিয়া জানালা দিয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। বড় রাস্তায় অনন্ত জনস্রোত,—অশ্রান্ত, অনন্ত ভাবময় জীবকোলাহলে তাঁহার মন নাই। তিনি নীরবে উদাস ভাবে একখানি রৌদ্রদীপ্ত শ্যামাভ মেঘখণ্ডের উপর আপনার আয়ত শান্ত নয়নযুগল স্থাপন করিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে সে নীরদখণ্ড দ্রুত অদৃশ্য হইয়া গেল। তিনি মনে মনে কহিলেন, "হে প্রভু! তুমি মঙ্গলময়, আমি ধূলির অধম; তোমার ইচ্ছার কি বুঝি? কিন্তু তুমি যে এই অধম প্রাণ সৃষ্টি করিয়াছ, তাহা তো বজ্রের আঘাত সহ্য করিতে অসমর্থ।" এই বলিয়া তিনি একটি মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

সে লোকটি কহিল,—"বাবু, আমারদ্বারা আপনাদের কোন কার্য্যের সামান্যরূপ সাহায্য হইলেও আমি নিজকে কৃতার্থ মনে করিতাম। অমরেন্দ্রের অভিপ্রায় অনুসারে তাহাকে আশ্রমে থাকিবার অনুমতি প্রদান করা হইল।

সপ্তসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

ছায়ামূর্ত্তি দর্শন।

অমরেন্দ্রের ব্যাধি দিন দিন ক্রমশঃ সাংঘাতিক আকার ধারণ করিল। সহরের ভাল ভাল চিকিৎসকগণ তাঁহার চিকিৎসায় নিযুক্ত

হইয়াছেন। কিন্তু জ্বরের মাত্রা কিছুমাত্র হ্রাস না পাইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধির দিকেই চলিয়াছে। উপসর্গ সকলও দিনের পর দিন প্রাণ-সংহারক রূপে দাঁড়াইল। সকলেই অমরেন্দ্রের জন্য অতিশয় চিন্তাকুল হইলেন।

ডাক্তারের পরামর্শক্রমে মুক্তবায়ুর নিমিত্ত বন্ধুগণ সভার আশ্রম ত্যাগ করিয়া অমরেন্দ্রকে একটি প্রসর উদ্যান বাটীকায় লইয়া গেলেন। বাড়ীর স্বামী তাহা স্বেচ্ছায় বিনা ভাড়ায় প্রদান করিলেন।

অমরেন্দ্র দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। দেশবাসী কি অকৃতজ্ঞ? তাঁহার জন্য সকলের হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে। ডাক্তারগণ প্রাণপণে চিকিৎসায় রত। কেহ এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিতেছেন না। অযাচিতভাবে আসিয়া অনেক লোক শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল। মিস্ এলিজাবেথ আপনা হইতেই চলিয়া আসিলেন।

দেবীবাবু অবকাশ সময় প্রায়ই আসিয়া বিষন্নভাবে অমরেন্দ্রের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকেন। সেই সুন্দর মূর্ত্তি কৃষ্ণপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় ব্যাধির করাল গ্রাসে ক্ষয় হইতে দেখিয়া তিনি নিতান্তই আকুল হইয়া উঠিয়াছেন। দিবানিশি কত লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে; কিন্তু ডাক্তারগণ অধিক লোক সমাগম একেবারেই নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। অনেকেই তাহা গ্রাহ্য করিতেছে না।

প্রিয়নাথ অমরেন্দ্রের ব্যারামসংবাদ জ্ঞাপনপূর্ব্বক কালীনাথ বাবুর নিকট একখানা চিঠি লিখিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ডাকপিয়নের অসাবধানতায় পত্রখানি তাঁহার হস্তগত হইল না। অমরেন্দ্রের ধর্ম্মভগ্নী গিরিবালার নিকটও পত্র লিখিয়া দিলেন।

কার্ত্তিক মাস। দিনটি যেন দেখিতে দেখিতে অবসান হয়। কাশীধামে আপনার আশ্রমে নলিনী নানাকার্য্যে বিব্রত। রাত্রি ১২টা

পর্য্যন্ত সে ঈশ্বরোপাসনায় অতিবাহিত করিয়া থাকে। আজ রাত্রি ১২টা বাজিয়া গিয়াছে, নাম জপ সমাপ্ত হইলে নলিনী একবার বাহির বারেন্দায় দাঁড়াইল। চন্দ্রিকার শুভ্র কিরণরাশি নীলাকাশে তরঙ্গায়িত, ধরণী-বক্ষে প্রকৃতির শ্যাম অঙ্গে প্রতিবিম্বিত। শ্যাম শুভ্র মিলনে কি অপূর্ব্ব শোভা! নলিনী মনে মনে কহিল,—"একবার এস! হে আমার হৃদয়ের একমাত্র শান্তিদাতা! একবার এস! ঐ সুনীল আকাশ-সমুদ্রে শুভ্রজ্যোৎস্নার রজততরঙ্গ ভেদ করিয়া উদয় হও। কত কাল গত হইল দেখিতে পাই না। যদি এমন ভাবে চলিয়া যাইবে, তবে একদিন দেখা দিলে কেন? দুদিন দাসী বলিয়া চরণে স্থান দিলে কেন? না দেখিলে তো আমি আর ঐ প্রেম-সাগরে ডুবিতাম না। আর একটিবার মাত্র এস, আমি দেখিয়া কৃতার্থ হই।"

নলিনীর নয়ন হইতে অশ্রুধারা শতধারে প্রবাহিত হইল।

নলিনী কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্লান্তহৃদয়ে শয্যার উপর উপবেশন করিল। নাতি উজ্জ্বল দীপশিখায় ঘরখানি আলোকিত। কল্পনায় তাহার হৃদয়মধ্যে একখানি সুন্দর চিত্র ভাসিয়া উঠিতেছিল। শৈশব হইতে যাঁহার চরণে সে দেহমন সমর্পণ করিয়াছে, মৃত্যুর করাল মূর্ত্তি তাহা হইতে এই তরুণীর হৃদয় বিচ্ছিন্ন করিতে পারে নাই। সেখানে জীবন মৃত্যু এক। প্রিয় হৃদয়-দর্পণে সে চিত্র দিন দিন উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতররূপে দীপ্তি পাইতেছে। তাহাতে পূজার অর্ঘ্য প্রদান করিয়া এই বিরহ বিধুরা প্রাণটি কৃতার্থ হইতেছে।

হঠাৎ সম্মুখে কি একটা শব্দ হইল। নলিনী সেই অপ্রখর দীপালোকে যাহা দেখিল, তাহাতে সে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

নলিনী দেখিতে পাইল,—'তাহার সেই বাঞ্ছিত দেবতা সম্মুখে

দণ্ডায়মান। জ্যোতির্ম্মণ্ডিত অনুপম লাবণ্যরাশি যেন উছলিয়া পড়িতেছে। সে দুর্ল্লভ দেবতা তাহার পাশে অনিমেষ স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন।

নলিনী স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইল। কিছুই বলিতে পারিল না। কিয়ৎক্ষণ পর কিঞ্চিৎ আত্মস্থ হইলে, সে বিবশার ন্যায় সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের পদতলে লুটাইয়া পড়িল।

ছায়ামূর্ত্তি অদৃশ্য হইল। নলিনী সংজ্ঞা হারাইল। সে মূর্চ্ছিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিল,—যেন তিনি নলিনীর অবসন্ন মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন। মধুরস্বরে কহিলেন,—"নলিনী, কেন ক্রন্দন কর? আমি কি তোমাকে ভুলিয়াছি? আমি তো তোমার সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছি। সতী পতিকে ত্যাগ করেন না। পতি কি সতীকে ত্যাগ করিতে পারেন? সেদিন দস্যুহস্তে কে তোমাকে রক্ষা করিয়াছিল?

"আমার কথা শোন! অমরেন্দ্রের অতি শঙ্কটাপন্ন পীড়া; প্রফুল্লকে লইয়া অবিলম্বে তাঁহার নিকট গমন কর, মঙ্গল হইবে। ভগবানের কার্য্যে অবহেলা করিও না।" মহাপুরুষ অন্তর্হিত হইলেন।

নলিনী চৈতন্য লাভ করিয়া দেখিল, আর রাত্রি নাই।

অষ্টসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

গরীবের কুটীর।

কত সহস্র বৎসর গত হইল, বাল্মিকীর অমৃতনিস্যন্দিনী বীণা থামিয়াছে। কিন্তু তাহার প্রতিধ্বনি থামিয়াছে কি? ভারতের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, বনে বনে, গিরিকন্দরে আবেগময়ী, মাধুর্য্যময়ী নীরব ভাষাতে সে কীর্ত্তিকাহিনী আজও বাজিয়া উঠিতেছে;—

অপার মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া সুদূর পশ্চিমগগনে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সে সুধাময়ী গাথা ভারতবাসীর হৃদয়ে প্রাণরূপে প্রতিষ্ঠিত। তাহা ভারতের পল্লিতে পল্লিতে আজিও সীতার আদর্শে শত শত সতী ললনার সৃষ্টি করিতেছে।

গিরিবালা স্বামীভবনে সাদরে পরিগৃহীতা হইয়াছে।

প্রিয় পাঠিকা! একবার গরীবের কুটীরে পদার্পণ করুন। দেখিবেন, কমলা তথায় কেমন শান্তিরূপে অধিষ্ঠিতা। ধনীর অট্টালিকার ন্যায় সেখানে বহুসংখ্যক দাসদাসী নাই; দাসদাসী ঘটিত অশান্তিও নাই। বিলাসশূন্য, বাহ্য চাকচিক্য আরম্বর শূন্য কি এক প্রকার সাত্ত্বিক সৌন্দর্য্যে এমপরিপূর্ণ।

দাসী গিরিবালা নিজ প্রকৃতির মাধুর্য্যে এবং মহত্ত্বে স্বামী ও স্বামীর পরিজন প্রে কলের হৃদয়ের উপর অধিপত্যলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। সকলেই কৃ তাহার সদ্‌গুণে মুগ্ধ। তাহার স্বাভাবিক সুন্দর স্বভাব ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ হইয়া পরিবারে এক স্বর্গীয় শান্তি ও আনন্দ প্রদান করিয়াছে। কামনাই সকল দুঃখের কারণ। অনন্ত পিপাসাময়ী কামনা ত্যাগ করিতে পারিলে সংসারে থাকিয়াই স্বর্গসুখ লাভ হয়।

গিরিবালা সমস্ত সংসার, সুখবাসনা পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর পরিচর্য্যায় রত; স্বামীর আত্মীয়জনের মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত। তাহার প্রতি কার্য্যেই অহিংসা, ক্ষমা, দয়া যেন মূর্ত্তিমতীরূপে বিরাজ করিতেছে। সতীশবাবুর গৃহে কেননা কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হইবে?

গিরিবালা সরলার (সতীশ মিত্রের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী) সঙ্গে হিংসা করা দূরে থাকুক, তাহাকে সহোদরার ন্যায় যত্ন করিতে লাগিল; মনোযোগের সহিত তাহার শিল্পশিক্ষায় প্রবৃত্ত হইল। গিরিবালা শাশুড়ীর নিকট কন্যা, ননদার ভগিনী, দাসদাসীর মাতা, প্রতিবেশিনীর নিকট করুণার মূর্ত্তি, স্বামীর কাছে শান্তিদায়িনী।

সতীশবাবুর বাড়ীতে কয়েকখানা তৃণকুটীর মাত্র। কার্ত্তিকমাস, বেলা ২টা। আহারাদির পর কয়েকটি রমণী একখানি ঘরে বসিয়া গল্প করিতেছে।

গিরিবালা শোভার চুল বাঁধিয়া দিতেছে; শোভা তাহার বিধবা ঠাকুরঝির মেয়ে। কাছে বসিয়া সরলা সেলাই করিতেছে, এবং ছোট খাট ভুলভ্রান্তি দিদির নিকট হইতে সংশোধন করিয়া লইতেছে। পাড়ার সেজদিদি, মেজদিদি, ঠাকুরুণদিদি নিকটে বসিয়া নানাপ্রকার গল্প ছাড়িয়া দিয়াছেন। ঠাকুরঝি একখানা রামায়ণ খুলিয়া তাহাতে মনঃসংযোগের চেষ্টা করিতেছেন; আজ তাঁহার সোমবারের উপবাস। কিন্তু সে পুণ্যলাভের চেষ্টা ঠাকরুণদিদির পরনিন্দার স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে।

এমন সময় বিধবা শাশুড়ী ডাকিলেন,—"বউমা!" তাঁহার আহার শেষ হইয়াছে। গিরিবালা তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া বৃদ্ধার নিকট দাঁড়াইল।

বৃদ্ধা কহিলেন,—"বউমা, এই ভাত ও তরকারী লইয়া যাও।"

স্কুল হইতে আসিয়া যতীন খাইবে। (যতীন ঠাকুরঝির ছেলে) গিরিবালা তাহা অতিযত্নে রান্নাঘরে লইয়া গিয়া ঢাকিয়া রাখিল, এবং দরজা বন্ধ করিয়া সঙ্গিনীসভায় চলিয়া আসিল।

বর্ষার জলপ্লাবন উচ্ছ্বসিতা, নানাদিক্ প্রবাহিনী নদীর ন্যায় সেখানে গল্পের স্রোত দ্বিগুণমাত্রায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সেই প্রৌঢ়া ঠাকুরুণদিদিকে গ্রামের টেলিগ্রাফ বলিলেও হয়;—ছোটবড় অনেকেরই শ্রাদ্ধ আরম্ভ হইল। মেজদিদি, এবং সেজদিদিও তাহাতে যোগ দিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া ঠাকুরঝি রামায়ণ বন্ধ করিলেন।

শোভার চুল বাঁধা শেষ হইলে, সে তাহার পুতুলগুলি বাহির করিয়া নূতন ঘরকন্নায় মন দিল। তাহাদিগকে আপন মনোমত সাজাইতে

আরম্ভ করিল; একটু পর কিঞ্চিৎ শ্রান্ত হইয়া কহিল, "ছোটমামী! এক-গ্লাস জল।"

সরলা উঠিয়া জল আনিতে চলিয়া গেল। কিন্তু আসিবার সময় দরজাটি বন্ধ করিতে ভুলিয়া গেল।

আহারলোভী অলীক ব্রাহ্মণের ন্যায় একটি কুকুর উঠানেই বসিয়াছিল; সুযোগ বুঝিয়া সেই ভাত ও তরকারীতে আনন্দে উদর পরিপূর্ণ করিল।

কিয়ৎক্ষণপর বক্তৃতাতে জয়লাভ করিয়া ঠাকরুণদিদি কহিলেন,—"বড়বউ, একটু আগুন দাও না?" বোধহয় জয়লাভের পুরস্কার স্বরূপ সর্ব্বভূক্ অগ্নিদেবকে তামাকপাতা আহুতি প্রদান করিবেন। কিন্তু তাঁহার দাঁতগুলি অধিকাংশই অন্তর্ধ্যান করিয়াছে। গিরিবালা আগুন আনিতে চলিয়া গেল।

গিয়া দেখিল, কুকুরে সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে। মনে মনে ভাবিল যে, এই অসাবধানতার জন্য মা ও ঠাকুরঝি সরলার উপর অতিশয় বিরক্ত হইবেন। সে কেহকে কিছু না বলিয়া, কোন শব্দ না করিয়া, নিজেই কর্ত্তব্য স্থির করিল। গিরিবালার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও বুদ্ধিগুণে সকল দিকই রক্ষা পাইল। সরলা বুঝিল যে, এসংসারে গিরিবালা তাহার যথার্থ হিতৈষিণী।

সেই সময় সতীশবাবু সেখানে প্রবেশ করিয়া গিরিবালার হস্তে একখানি চিঠি প্রদান করিলেন। গিরিবালা চিঠি খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিল,—

সবিনয় নিবেদন,—

আপনি অমরেন্দ্রের ধর্ম্মভগ্নী। এনিমিত্ত আপনাকে জানাইতেছি যে, অমরেন্দ্র সাংঘাতিক ব্যাধিতে শয্যাগত। আপনার ইচ্ছা হইলে

আসিয়া দেখিতে পারেন। সম্প্রতি তাঁহাকে লইয়া আমরা একটি উদ্যান বাটীকায় অবস্থান করিতেছি। কুশল প্রার্থী ইতি—

নিঃ

শ্রীপ্রিয়নাথ দত্ত।

গিরিবালা পত্রপাঠ পূর্ব্বক অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। সতীশ কহিলেন,—"কালই তোমাকে লইয়া কলিকাতা রওয়ানা হইব।"

তার পরদিনই গিরিবালা স্বামীসহ কলিকাতা যাত্রা করিল।

নবসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

জীবন সঙ্কট।

সংসার-লীলাভূমিতে লীলাময় ভগবান্ জীবের সঙ্গে ক্রীড়ারত। এই বিচিত্র রঙ্গ নাট্যালয়ে অসংখ্য বীণাযন্ত্রের কোন্ তার কোন্ রাগিণীর স্বরে বাঁধা আছে, তাহা তিনিই জানেন।

ঐ যে মাতৃভক্ত, সেবারত কর্ম্মবীর রোগশয্যায় ক্লেশ পাইতেছেন, ইহা কি বিধাতার অবিচার? এই কি পুণ্যের পুরস্কার? না, না, ভগবান্ প্রেমময়,—পরম কল্যাণময়। তিনি দুঃখ দিয়া জীবকে কল্যাণের পথে তুলিয়া লন। অগ্নিতে স্বর্ণ বিশুদ্ধ হয়, ইহা অনেকবার বলিয়াছি। মানুষ যতই কেন উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত না হউন,—তথাপি তিনি মানুষ। তাহার পদে পদে ভুলভ্রান্তি, অজ্ঞানতা ও অসম্পূর্ণতা। দুঃখ বিপদের দ্বারাই মানুষ অধিকতর পরিশুদ্ধতা লাভ করে। যাঁহাকে বিধাতা বৈজয়ন্তী চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন, আঘাতের পর আঘাত দিয়া

তাঁহাকে কর্ম্মের উপযোগীরূপে অধিকতর কষ্টগ্রহরূপে কেননা গড়িয়া তুলিবেন ?

দারুণ ব্যাধিতে অমরেন্দ্রের জীবন সঙ্কটাপন্ন। বন্ধুগণ ক্রমেই নিরাশ হইয়া পড়িতেছেন। ধীরে ধীরে, তিল তিল করিয়া দিনের পর দিন তাঁহার জীবনপ্রদীপ যেন নির্ব্বাণের পথে চলিয়াছে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ নিঃস্বার্থ প্রাণে, অক্লান্তভাবে দিবানিশি পরিশ্রম করিতেছেন। কিন্তু হায়, সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে।

ধন্য অমরেন্দ্রের বন্ধুগণ! তাঁহারা অমরেন্দ্রের জন্য যাহা করিতেছেন, অনেকের পিতামাতা, ভ্রাতাভগিনীও তাহা করে না। অমরেন্দ্রের জন্য যেন সকলেই প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

অনেক দিন হইল প্রিয়নাথ তাঁহার প্রিয় পুস্তকগুলি আলমারী পূর্ণ করিয়া তালাচাবি বন্ধ করিয়াছেন। দিবানিশি অমরেন্দ্রের জন্য ভগবানের বরাভয় পদে প্রার্থনা করেন। অধিকাংশ সময় বন্ধুর কাছে বসিয়া মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রমার ন্যায় ব্যাধি-মলিন সেই সুন্দর মুখখানির প্রতি কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকেন, কখন বা গোপনে অশ্রুবর্ষণ করেন।

দেশবাসীর কথা আর কি বলিব ? সর্ব্বদাই বহুতর লোক অমরেন্দ্রকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল। তাঁহার কার্য্য করিবার জন্য কতলোক আসিয়া আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু ডাক্তার বলিয়াছেন, ঘরটি একেবারে শান্ত থাকা আবশ্যক। অধিক লোকসমাগম একেবারেই নিষিদ্ধ। অমরেন্দ্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতিবশতঃ অনেকেই এ বিধি ব্যবস্থা মানিতেছেন না।

অই বৃটন্-নন্দিনী মিস্ এলিজাবেথ! ভারতবাসী তোমার কে ? কোথায় সুদূর নীলাম্বু-বক্ষস্থিত ইংলণ্ড, আর কোথায় ভারতবর্ষ ? 'সাত সমুদ্র তের নদী' পার হইয়া কেন ভারতবাসীর কল্যাণ চিন্তা

করিতেছ? দিন নাই, রাত্রি নাই অবিশ্রাম অমরেন্দ্রের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া মাতাভগিনীর ন্যায় তাঁহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইয়াছ? অমরেন্দ্র তোমার কে? কে তোমাকে ভিন্ন ধর্ম্মী, ভিন্ন দেশীর শয্যাপার্শ্বে, টানিয়া আনিয়াছে? বিশ্বজনীন প্রেম।

এই ইংলণ্ডীয় ধর্ম্মযাজিকার বয়স প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর হইবে। তথাপি যৌবনের উৎসাহ, উদ্যম ও কার্য্যশীলতা তাঁহাতে সম্পূর্ণ বিদ্যমান রহিয়াছে। ধন্য প্রেমময় যীশুখ্রীষ্ট! এই যে জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সেবা ইহা তোমারই শিক্ষার ফল।

ব্যারামের প্রারম্ভ সময়ে অমরেন্দ্রের মনোরঞ্জনার্থে বন্ধুগণ কখন কখন কাছে বসিয়া মাতৃ-বন্দনা গান করিতেন। কিন্তু চিকিৎসকগণের ব্যবস্থানুসারে সম্প্রতি তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ডাক্তারগণ বলিয়াছেন,—"রোগীর হৃদ্‌-যন্ত্রের বর্ত্তমান অবস্থায় কোন প্রকার উদ্দীপনাই মঙ্গলজনক নহে। যাহাতে হৃদয়ের সামান্যরূপ ভাবান্তরও জন্মিতে না পারে, এরূপ কোন কথা যেন রোগীর নিকট বলা না হয়।"

প্রাতঃকালে অমরেন্দ্রের জ্বরের বেগ অপেক্ষাকৃত কিছু কম থাকে। তখন তিনি দুই একটি কথা বলিতে পারেন। কিন্তু শরীর এত দুর্ব্বল যে, অল্পেই অবসন্ন হইয়া পড়েন। বৈকালে জ্বর অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে।

বেলা ১০টা। ডাক্তারগণ এইমাত্র নীচে চলিয়া গিয়াছেন। বন্ধুগণ অমরেন্দ্রের কাছেই বসিয়া আছেন। মিস্ এলিজাবেথ রোগীর মাথায় বরফ দিতেছেন।

অমরেন্দ্র কথা বলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অতি মৃদু স্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন,—"প্রিয়নাথ!" প্রিয়নাথ কাছেই রহিয়াছেন,—সজল নয়নে অমরেন্দ্রের মুখপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

অমরেন্দ্র,—"প্রিয়নাথ, সত্যরঞ্জন কোথায় ?"

মিস্ এলিজাবেথ,—"আপনি কথা বলিবেন না। আপনাকে কোন কথা বলিতেই ডাক্তারগণ নিষেধ করিয়াছেন।" প্রিয়নাথ নীরবে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সত্যরঞ্জন অতি ধীরে অমরেন্দ্রের কাছে আসিয়া তাঁহার রোগতপ্ত হাতখানি আপন কর-পল্লবে গ্রহণপূর্ব্বক স্নেহসিক্ত স্বরে কহিলেন,—"কি ভাই, কেন ডাকিয়াছ ?"

তিনি ডাক্তার। তিনি বুঝিয়াছিলেন,—অমরেন্দ্রের জীবনরক্ষার সম্ভাবনা অল্প। যে প্রিয়তম বন্ধু পৃথিবী ত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, যদি তাঁহার জীবনের শেষ কিছু বলিবার থাকে, তাহাতে বাধা দিতে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত; তাই অমরেন্দ্র কিছু বলিতে চাহিলে তিনি বাধা দিতেন না।

অমরেন্দ্র অস্ফুট স্বরে কহিলেন,—"সেই বিধবা মেয়েটির কথা মনে আছে তো ?"

সত্যরঞ্জন,—"হাঁ, সে কথা এখন কেন ভাই ?"

মিস্ এলিজাবেথ,—"আপনারা কি পাগল হইয়াছেন ? এইরূপ কথাবার্ত্তায় যে কত অনিষ্ট, বুঝিতে পারেন না।"

অমরেন্দ্র,—"ভাই, আমার একটি অনুরোধ তাহার বিবাহের চেষ্টা করিও।"

সত্যরঞ্জন অশ্রুপূর্ণ লোচনে নীরব রহিলেন।

মিস্ এলিজাবেথ অমরেন্দ্রকে কহিলেন,—"আপনাকে মিনতি করি, চুপ করুন। এ অবস্থায়ও কেন অবাধ্য হইতেছেন ?" অমরেন্দ্র চুপ করিলেন।

এই সামান্য পরিশ্রমেই রোগীর ললাট ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল।

তাঁহার মূর্চ্ছার লক্ষণ দেখা গেল। তাড়াতাড়ি বিশেষভাবে শুশ্রূষা করাতে সংজ্ঞালাভ করিলেন।

প্রিয়নাথ নীচে গিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। তিনি মনে মনে কহিলেন,—"প্রফুল্ল! তোমার সুখ-সৌভাগ্যের তরণী বুঝি চিরতরে অতল জলে ডুবিয়া যায়। কেন একবার আসিয়া দেখিলে না?"

সেই দিনই গিরিবালা স্বামীসহ অমরেন্দ্রের নিকট পঁহুছিল।

অশীতিতম পরিচ্ছেদ।



শান্তিদায়িনী।

বেলা অবসান হইয়াছে। অমরেন্দ্র প্রবল জ্বরে অচৈতন্য প্রায়! ডাক্তারগন এবং বন্ধুগণ সকলেই কাছেই বসিয়াছিলেন, এইমাত্র নীচে চলিয়া গেলেন। কেবল প্রিয়নাথ কাছে রহিলেন। গিরিবালা বিষাদপূর্ণ হৃদয়ে অমরেন্দ্রের শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিল।

হায়, সেই কমনীয়মূর্ত্তি যেন শয্যার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। পদ্মপলাশ চক্ষু নিমীলিত;—তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ কালিমাপ্রাপ্ত হইয়াছে। গিরিবালা কোনমতে অশ্রুসম্বরণ করিল। কারণ, রোগীর নিকট কাহারও অশ্রুবর্ষণ করা নিষিদ্ধ। গিরিবালা মনে মনে কহিল,—"হা বিধাত! কোন্‌পাপে আমাদের প্রতি এত নির্দ্দয় হইলে?"

অমরেন্দ্রের অবস্থা সম্বন্ধে ডাক্তারগণ কি বলেন, তাহা জানিবার জন্য সতীশবাবু উঠিয়া নীচে গেলেন।

প্রিয়নাথ ডাকিলেন,—"অমরেন্দ্র,—অমরেন্দ্র!" অমরেন্দ্র নয়নোন্মীলন করিলেন।

প্রিয়নাথ,—"অমরেন্দ্র, গিরিবালা তোমার নিকট বসিয়াছে।"

অমরেন্দ্র শান্তদৃষ্টিতে একবার গিরিবালার মুখপ্রতি চাহিলেন। কিন্তু জ্বরের প্রবলতা বশতঃ কথা বলিবার শক্তি হইল না। অমরেন্দ্র পুনর্ব্বার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

মিস্ এলিজাবেথ অমরেন্দ্রের মাথায় বরফ দিতেছেন, গিরিবালা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"প্রফুল্লেরা কেন আসে নাই? তাহাদের নিকট চিঠি লেখা হয় নাই কি?"

মিস্ এলিজাবেথ,—"গিরিবালা, এখন এসমস্ত কথা ভাল নহে।" প্রিয় পাঠিকার হয়ত স্মরণ আছে, মিস্ এলিজাবেথ গিরিবালার ভূতপূর্ব্ব শিক্ষয়িত্রী।

প্রফুল্লের নামটি শ্রবণ করিয়া প্রিয়নাথের কোমল হৃদয় যেন দ্রবীভূত হইয়া গেল। তিনি মনে মনে কহিলেন,—"হা অদৃষ্ট! কোন্ অপরাধে পুষ্প ভাল করিয়া না ফুটিতেই দলিত হইবার উপক্রম হইল?"

গিরিবালা,—"প্রফুল্লেরা আসিবে না কি?"

মিস্ এলিজাবেথ,—"গিরিবালা, চুপ কর।"

অমরেন্দ্র চকিতের ন্যায় সহসা চাহিলেন। বোধ হইল যেন কাহাকে খুঁজিতেছেন। কিন্তু তখনই আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। সেই মুহূর্ত্তে আপনা আপনি এই কথা কয়টি অতি ধীরে ধীরে তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল,—"শা—ন্তি—দা—য়ি—নী।"

তখন দেখা গেল, অমরেন্দ্র সংজ্ঞাশূন্য। সকলেই অতিশয় ব্যস্ত হইলেন। ডাক্তারগণ নীচেই ছিলেন, তাড়াতাড়ি আসিয়া রোগীর চৈতন্যবিধানের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যত্ন বিফল হইল।

প্রিয়নাথ আর কালবিলম্ব না করিয়া সেই দিনই কালীনাথবাবুর নিকট একখানি টেলিগ্রাম করিয়া দিলেন। অশ্রুবিসর্জ্জনপূর্ব্বক

ঊর্দ্ধমুখে কহিলেন,—"হা ভগবন! কোন্ পাপে আমার হৃদয়রত্ন কাড়িয়া লইতেছ? অমরেন্দ্র বিনে যে আমার জগৎই অন্ধকার।"

রাত্রিতে সতীশ মিত্র গিরিবালার নিকট কহিলেন,—"যে প্রকার অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে আর আশা নাই।"

গিরিবালা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নীরব রহিল।

সতীশ,—"একজন ডাক্তার নীচে গিয়া কহিলেন,—'আর ঊর্দ্ধ সংখ্যায় ২।৩ দিন! তাঁহার আভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদির অবস্থা যে প্রকারে দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আর ২।৩ দিনের বেশী কোন মতেই বাঁচিতে পারেন না।' এই বলিয়া ডাক্তারবাবু অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন।"

গিরিবালা নীরব রহিল। তাহার চক্ষু জলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল।

সতীশ,—"গিরিবালা, ঘুমাইলে?"

গিরিবালা,—"না।"

সতীশ,—"একটি ব্যাপার দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। এখানে থাকিয়া যাঁহারা কার্য্য করিতেছেন এবং যাঁহারা আসিয়া দেখিতেছেন, সকলেই যেন অমরেন্দ্রবাবুর আপনার জন। পিতামাতার ন্যায় সকলেই তাঁহার জন্য কাতর। কেমন করিয়া পরকে আপনার করিতে হয়, অমরেন্দ্রবাবু তাহা দেখাইলেন। সকলেই ভগবানের নিকট অমরেন্দ্রের আরোগ্য প্রার্থনা করিতেছেন। অমরেন্দ্রনাথ কোন্ মন্ত্রে দেশবাসীর প্রাণ কাড়িয়া লইয়াছেন? প্রতিদিন শত শত লোক আসিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে।"

গিরিবালা,—"তিনি দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, দেশবাসী কি তাঁহার প্রতি সামান্য কৃতজ্ঞতাও অর্পণ করিবেন না?"

সতীশ,—"অমরেন্দ্রের বন্ধুগণের চরিত্র কি পবিত্র! আমি দুই দিন

যাবৎ এখানে আসিয়াছি. কে বলিবে আমি তাঁহাদের পর? ইহাদের চরিত্রের সৌন্দর্য্য, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, শ্রমশীলতা, বিনয় ও শিষ্টাচার দর্শন করিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়াছি! সত্য সত্যই ইহাদের সহবাসে সংসার-তপ্ত প্রাণ শীতল হয়। প্রিয়নাথবাবুকে দেখিলে পৃথিবীর লোক বলিয়া মনে হয় না। অনেক সময়ই আকাশে তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে;—যেন আকাশে তাঁহার কি রহিয়াছে। তাঁহার আয়ত শান্ত নীল নয়ন দুইটি দুইখানি নীরদ খণ্ডের ন্যায় প্রায়ই নীল আকাশে ন্যস্ত দেখা যায়। তাঁহার প্রাণটি যেন স্বর্গীয় পুষ্পের মত। কাহারও সঙ্গে বড় একটা মিশেন না। এ স্বাতন্ত্র্যেও যেন তাঁহার মুখে দেবভাব স্ফুরিত হইতেছে।”

গিরিবালা,—“প্রিয়নাথবাবুর সঙ্গে কথা বলিতে আমার কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই।”

সতীশ,—“জল যেমন পদ্মপত্রে সংলগ্ন হয় না, তেমনই সংসারের কোন মলিনভাবই প্রিয়নাথবাবুর পবিত্র প্রাণে সংলগ্ন হইতে পারে না। এইরূপ মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলিলে, আত্মার পবিত্রতাই লাভ হয়। তিনি অভ্যাগতের প্রতি লৌকিক আদর অভ্যর্থনা বেশী জানেন না; কিন্তু স্বাভাবিক বিনয়ে তাঁহার প্রাণটি পরিপূর্ণ। অমরেন্দ্রবাবুর জন্য তিনি বাহ্যিক কোন শোক প্রকাশ করেন না, কিন্তু তাঁহার প্রাণের গভীর বেদনা মুখ দেখিলে বুঝা যায়।”

গিরিবালা,—“হায়, বাঙ্গালী একটি অমূল্য রত্ন হারাইতে বসিয়াছে। বঙ্গভূমির কি দুর্ভাগ্য!”

সতীশ,—“যাহা চলিয়া যায়, তাহা আর ফিরিয়া আসে না। কর্ম্মক্ষেত্রে অমরেন্দ্রনাথের স্থান পূরণ করিতে আর কেহ নাই।”

গিরিবালা,—“তাহাতে আর সন্দেহ কি?”

সতীশ,—"গিরিবালা, আমার ছুটি ফুরাইয়া গিয়াছে; আর বিলম্ব করিতে পারি না। আমি কল্যই কার্য্যস্থলে যাইতে চাই। তুমি আরও কিছুদিন থাক। তোমাকে এই দেবতুল্য ব্যক্তিদিগের নিকট রাখিয়া যাইতে আমার কিছুমাত্র আপত্ত নাই। তাঁহারাই পরে তোমাকে বাড়ী দিয়া আসিবেন।"

গিরিবালা,—"আর ৩। ৪ দিন থাক না কেন?"

সতীশ মিত্র ৩। ৪ দিন থাকিতে সম্মত হইলেন।

গিরিবালা মনে মনে কহিল,—"হায়, এতলোকের ব্যাকুল প্রার্থনা কি ভগবানের সিংহাসন সমীপে পঁহুছিবে না?"

একাশীতিতম পরিচ্ছেদ।

আবদার।

প্রভাত-বিহগের ললিত কাকলিধ্বনিতে দেব দেব মহাদেবের বন্দনা গীতধ্বনি মিশ্রিত হইয়া নলিনীর আশ্রম কি এক আনন্দময় মহাভাবে পরিপূর্ণ হইল। হেমন্তের শিশিরস্নিগ্ধ অনিলে আশ্রমপালিতা ললনাকুলের কমনীয় কণ্ঠ ভাসিয়া উঠিল,—

রাগ ভৈরব।

জয় শিব শঙ্কর, শোভন মহেশ্বর,
ভুবনকারণ তারণ হে,
অখিল পালন, পাতকনাশন,
জয় জয় জগত জীবন হে।

নমস্তে দয়াময়, মঙ্গল আলয়,
নমস্তে ভবভয় দমন হে ;
জয় ভবকাণ্ডারী, যোগী হৃদি-বিহারী,
সুন্দর, ভকতরঞ্জন হে।

নলিনী প্রাতঃপূজা সমাধান করিয়া বীণা গুঞ্জনবৎ মৃদুস্বরে আনন্দ মনে গাইতে লাগিল—

রাগ ভৈরব—তাল একতালা।

বিভু পদারবিন্দে, মজরে আনন্দে,
মম মন-মধুকর।
রবেনা বেদনা, বিষয় বাসনা,
ছোবেনা শমন অনুচর।

নলিনী অতঃপর বালিকাদিগের সংস্কৃতশিক্ষায় মনোনিবেশ করিল। সপ্তস্বরা বীণাতে দুঃখময়ী রাগিণীর স্থায় রাত্রির অদ্ভুত স্বপ্নদর্শন তাহার হৃদয়ে বাজিয়া উঠিতেছিল।

এমন সময় নরেন সে ঘরে প্রবেশ করিয়া ডাকিল,—"দিদি !"

নরেনকে দেখিয়া নলিনীর বিষাদক্লান্ত প্রাণ যেন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহাকে কোলে লইয়া সস্নেহে কহিল,—"কি ভাই !"

নরেন—"দিদি ! বাবা তোমাকে ডাকিয়াছেন।"

নলিনী,—"কেন ?"

নরেন,—"জানি না। শীঘ্র চল ; গাড়ী লইয়া দরোয়ান ঐ রাস্তায় রহিয়াছে।"

নলিনী আর কিছু বলিল না। সুশীলার উপর আশ্রমের ভার অর্পণ করিয়া নরেনের সঙ্গে চলিয়া গেল।

নলিনীকে দেখিয়া পিতা তাহাকে আদর করিয়া কাছে বসাইলেন। মাতা নিকটেই ছিলেন ; কিন্তু প্রফুল্ল সেখানে নাই।

কালীনাথবাবু একখানি টেলিগ্রাম নলিনীর হস্তে প্রদান করিলেন। নলিনী টেলিগ্রাম পাঠ করিল। মর্ম্ম এই—"অমরেন্দ্র সাংঘাতিক ব্যাধিতে শয্যাশায়ী। সে আপনাদের দর্শনের অভিলাষী। বিলম্ব প্রার্থনীয় নহে।"

প্রিয়নাথ দত্ত।

ব্রহ্মময়ী অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

কালীনাথবাবু কহিলেন,—"নলু, আমি আজই কলিকাতা যাত্রা করিব। তোমরা সাবধানে থাকিও। আমার ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত তোমাকে এই বাসায়ই থাকিতে হইবে।"

নলিনী মনে মনে কি একটু চিন্তা করিল। পরে ধীরে ধীরে কহিল,—"বাবা, টেলিগ্রামের অর্থ কি এই নয় যে, তিনি সকলেরই দর্শনের অভিলাষী? তিনি হয়ত মাকেও দেখিতে চাহিতেছেন।"

কালীনাথবাবু,—"নলু, তোমার মাতা কেমন করিয়া যাইবেন? সে তো আর পরিবারের বাসা নয়?"

নলিনী,—"সেখানে স্ত্রীলোকদের থাকিবার বন্দোবস্ত না থাকিলে তাঁহারা লিখিবেন কেন?"

কালীনাথবাবু,—"তাহারা কি আর অতটা ভাবিয়াছে? সেটি কতকগুলি তরুণবয়স্ক সংসার-জ্ঞানবর্জ্জিত ছেলের আশ্রম। স্বীকার করি, উহারা অতিশয় শুদ্ধচরিত্র স্বদেশপ্রেমিক। কিন্তু উহাদের বিষয়জ্ঞান একেবারেই নাই। এই সংসার-জ্ঞানবর্জ্জিত ছেলেদের কাণ্ড দেখ! পূর্ব্বে কোন সংবাদই নাই, হঠাৎ এক টেলিগ্রাম আসিয়া উপস্থিত;—যেন আমরা একেবারে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি। পূর্ব্বে একটা পত্র লিখা কি উহাদের উচিত ছিল না?"

নলিনী,—"বাবা, তিনি মাকে বড়ই ভক্তি করেন। এই অবস্থায় তাঁহাকে কি আর দেখিতে ইচ্ছা হয় না?"

কালীনাথবাবু,—"তোমার মাতার কিছুতেই যাওয়া হইবে না। তাহা হইলে প্রফুল্ল কোথায় থাকিবে? উহাকে তো আর লইয়া যাওয়া কোন মতেই যুক্তি সঙ্গত নহে।"

নলিনী স্পষ্টই বুঝিতে পারিল, পিতা কখনই সেখানে প্রফুল্লকে লইয়া যাইবেন না। নলিনীর নিকট পিতৃবাক্য বেদবাক্যের তুল্য। অন্য সময় হইলে সে উহার উপর কোন কথাই বলিত না, কিন্তু স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষের বাক্য তাহার হৃদয়ে জাগিতেছে। প্রফুল্লকে তথায় লইয়া গেলে মঙ্গল হইবে। কি মঙ্গল তিনিই জানেন? যে প্রকারেই হউক প্রফুল্লকে লইয়া যাইতেই হইবে। কিন্তু স্বপ্নের কথা বলা নিষিদ্ধ।

নলিনী মনে মনে চিন্তা করিল,—পিতা যেরূপ পরিণামদর্শী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি, তাহাতে তাঁহার মত পরিবর্ত্তন সহজ নহে। নলিনী আপন বুদ্ধি কৌশলে কার্য্যোদ্ধারের উপায় দেখিতে লাগিল।

নলিনী বাল্যকাল হইতেই পিতার অতিশয় আদরিণী কন্যা, তিনি সর্ব্বদাই প্রাণপণে তাহার আবদার পালন করিতেন। সে আজ সেই পথই অবলম্বন করিল।

নলিনী আবদার করিয়া কহিল,—"বাবা, তাঁহাকে দেখিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইতেছে। আমি অবশ্যই যাইব।"

পিতা,—"নলু, তুমি একটি আস্ত পাগল। বল দেখি প্রফুল্লকে কোথায় রাখিয়া যাই? পূর্ব্বে চিঠি পাইলে উহার একটা থাকিবার বন্দোবস্ত করিতে পারিতাম। এখন তাড়াতাড়ি কি করা যায়?"

নলিনী,—"আমাকে সঙ্গে লইতেই হইবে। তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমার বড়ই উৎকণ্ঠা হইয়াছে। তিনি তো আমাকে ভগ্নীর মত ভালবাসেন।"

এবার পিতা আদর করিয়া কহিলেন,—"লক্ষ্মী মা আমার! তুমি তো

সকলই বুঝিতে পার। কিছুতেই আমি তোমাদিগকে সঙ্গে লইতে পারিব না। ভগবানের কৃপায় সে শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিবে।"

ব্রহ্মময়ী এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন, তিনি ধীরে ধীরে কহিলেন,—"নলু মন্দই কি বলিতেছে, কলিকাতা তো আমাদের নিজ বাড়ীই আছে। না হয় প্রথমে আমাদের বাসাতেই উঠিব। পরে অমরেন্দ্রকে দেখিয়া আসিব। অমরেন্দ্র তো আমাদের বাড়ীরই ছেলে, তাহাকে একবার না দেখিয়া আমি কেমন করিয়া থাকিতে পারি ?"

কালীনাথবাবু ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন,—"আচ্ছা ; তাই হইবে। তোমাদিগকে নিজবাসায় পাঠাইয়া দিয়া আমি ষ্টেশন হইতেই অমরেন্দ্রের নিকট চলিয়া যাইব।" এইপ্রকার পরামর্শ স্থির হইলে ষ্টেশনে লোক রাখিবার জন্য টেলিগ্রাম করিয়া দিলেন।

নলিনী সেখান হইতে উঠিয়া প্রফুল্লের সন্ধানে গমন করিল। দেখিল, তাহার শয়ন ঘরের দ্বার রুদ্ধ। কপাটে করাঘাত পূর্ব্বক ডাকিল,—"ফুলু !"

প্রফুল্ল উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। নলিনী দেখিল, কাঁদিতে কাঁদিতে প্রফুল্লের মুখ ফুলিয়াছে। চক্ষুর জলে বালিস ভিজিয়া গিয়াছে। সে প্রফুল্লকে আপনার হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া স্নেহপূর্ণ মধুরস্বরে কহিল,—"একি ! এতক্ষণ কেবলই কাঁদিয়াছিস্ ?"

সে কথা কহিল না।

নলিনী প্রার্থনা করিল,—"প্রভু, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

নরেনকে কোন এক আত্মীয়ের বাসায় রাখিয়া কালীনাথবাবু সেই দিনই কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

দ্ব্যশীতিতম পরিচ্ছেদ

রাজসিংহাসন।

কালীনাথবাবু নির্দ্দিষ্ট সময়ে সপরিবারে হাওড়া ষ্টেশনে পঁহুছিলেন। ট্রেণ আসিবামাত্র দুইটী প্রিয়দর্শন নব্য যুবক আসিয়া কালীনাথ বাবু ও ব্রহ্মময়ীকে প্রণাম করিল।

কালীনাথবাবু কিঞ্চিৎ ব্যস্ততার সহিত কহিলেন,—"অমরেন্দ্র কেমন?"

একটি যুবক উত্তর করিল,—"অবস্থা খুবই সাংঘাতিক।" অপর যুবক গাড়ী লইয়া আসিল।

কালীনাথবাবু,—"তথায় কি স্ত্রীলোকদের যাওয়ার সুবিধা হইবে?"

যুবক,—"কোন অসুবিধা নাই। স্ত্রীলোকদের জন্য স্বতন্ত্র কক্ষ আছে। সেখানে আরও স্ত্রীলোক আছেন। অমরেন্দ্রবাবুর এক ধর্ম্মভগ্নী এবং মিস্ এলিজাবেথ রহিয়াছেন।"

কালীনাথবাবু,—"পূর্ব্বে একখানা চিঠি লিখ নাই কেন?"

যুবক,—"হাঁ, কয়েক দিন হয় একখানা চিঠি লিখা হইয়াছে, আপনি পান নাই কি?"

কালীনাথবাবু,—"না, কল্য প্রাতে একখানা টেলিগ্রাম পাইয়াছি মাত্র। ইহার পূর্ব্বে কোন সংবাদই জানি নাই।"

যুবক,—"ডাকবিভাগের ক্রটিতে অনেক সময় এরূপ গোল ঘটিয়া থাকে।"

ব্রহ্মময়ী কিঞ্চিৎ দৃঢ়তার সহিত কহিলেন,—"অমরেন্দ্রকে পূর্ব্বে দেখিয়া তারপর যেখানে যাইতে হয় যাইব। আমাদিগকে সেখানে লইয়া চল।"

সকলে গাড়ীতে উঠিয়া যথাসময়ে অমরেন্দ্রের নিকট পঁহুছিলেন। বর্ত্তমান ঘোর দুঃসময়েও অমরেন্দ্রের বন্ধুগণ তাঁহাদিগকে অতিশয় আদর অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিলেন।

তাঁহারা দেখিলেন,—অস্তমিতপ্রায় বিভাকরের ন্যায় সেই সুন্দর তেজঃপুঞ্জ কান্তি নিষ্প্রভ। চিরদিনের জন্য মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই সে প্রফুল্ল ভাস্কর অস্তগমনোন্মুখ দেখিয়া ব্রহ্মময়ীর হৃদয় যে বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। তিনি কোনমতেই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। অমরেন্দ্রের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। কতবার ডাকিলেন, "অমরেন্দ্র,—অমরেন্দ্র!' কিন্তু হায়! কে উত্তর করিবে? অমরেন্দ্র ঘোর অচৈতন্য।

প্রিয়নাথ স্থির গম্ভীর ভাবে নিকটে উপবিষ্ট। কোন্ মুহূর্ত্তে তাঁহার প্রাণের চির প্রভাতের আলো নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে,—কোন পলকে বিশ্বনিয়ন্তার আদেশে মৃত্যুর দূত তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী ছিন্ন করিয়া অমূল্য রত্ন হরণ করিয়া লইবে, তাহারই জন্য যেন প্রস্তুত হইতেছেন। যে প্রাণের উপর বিধাতা কুঠারের আঘাত প্রদান করেন, হায়, সেই প্রাণকে কেন কুসুম-কোমল করিয়া সৃষ্টি করিলেন?

তিনি প্রফুল্লকে লক্ষ্য করিয়া মনে মনে কহিলেন,—"হা অভাগিনি, আজ কি দেখিতে আসিয়াছ?"

এমন সময় দুইজন ডাক্তার এবং কয়েকজন ভদ্রলোক দ্বারে দাঁড়াইলেন। কালীনাথবাবুর একজন ভৃত্য তাঁহাকে সে সংবাদ জ্ঞাপন করিল।

কালীনাথ বাবু কহিলেন,—"তোমরা ঐ কক্ষে গমন কর।" ব্রহ্মময়ী প্রফুল্লের হাত ধরিয়া সংলগ্ন কক্ষে গমন করিলেন। গিরিবালাও তাহাদের অনুগামিনী হইল। নলিনী মনে মনে ভাবিল,—"আমি

বিশ্বেশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, আমার আবার আপন পর কি? আমার নিকট সকলই তুল্য।" সে মিস্ এলিজাবেথের নিকট বসিয়া অমরেন্দ্রের শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল।

তখন ডাক্তার ও ভদ্রলোকগণ সেখানে প্রবেশ করিলেন। ডাক্তারগণ বিশেষভাবে অমরেন্দ্রের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। একজন ডাক্তার বিমর্ষভাবে কহিলেন,—"আজ জ্বরের ২২ দিন পূর্ণ হইল,?"

সত্যরঞ্জন,—"হাঁ।"

ডাক্তার,—"আজ বিশেষ একটা পরিবর্ত্তনের দিন। অদ্যকার দিনরাত্রি খুব সাবধানে থাকা আবশ্যক।"

একজন ভদ্রলোক দূরে সরিয়া যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ডাক্তারবাবু, রোগীর অবস্থা কেমন দেখিতেছেন?"

ডাক্তার,—"মহাশয়, এ সম্বন্ধে আমাদিগকে কিছু জিজ্ঞাসা না করাই ভাল। কেবল সেই মঙ্গলময় বিধাতা ভগবানের নিকটই প্রার্থনা করুন। তাঁহার কৃপায় সকলই সম্ভবপর।"

কালীনাথবাবু গম্ভীরভাবে নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ব্যারামটি যে কি প্রকার অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, তাহা তিনি এখনও সম্যক্ বুঝিতে পারেন নাই। তিনি মনে মনে ভাবিতেছিলেন, সারাদিন অমরেন্দ্রের নিকট থাকিয়া সন্ধ্যার পর বাসায় যাইবেন।

ডাক্তারদ্বয় কিয়ৎক্ষণ পর চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, প্রিয়নাথ দ্বারের নিকট যাইয়া তাঁহাদের হস্তে অর্থ প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন,—"অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করুন। আজ সমস্ত রাত্রিই এখানে থাকিতে হইবে।"

ডাক্তারদ্বয় অর্থ প্রত্যর্পণ করিয়া সজল নয়নে কহিলেন,—"প্রিয়নাথ-

বাবু, আপনাদের এই প্রকার ব্যবহারে আমরা প্রাণে বড়ই বেদনা পাই। আমরা অর্থের জন্য এখানে আসি না। শরীরের রক্ত দিয়াও ইহাকে বাঁচাইতে পারিলে কুণ্ঠিত হইতাম না। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আবার আসিব।" সত্যরঞ্জনবাবুকে কোন কোন বিষয়ে উপদেশ দিয়া ডাক্তারদ্বয় চলিয়া গেলেন।

প্রফুল্লের কথা আর কি কহিব? তাহার হৃদয়ের অবস্থা বর্ণনীয় নহে। সেই বিষাদময়ী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সকলেরই দুঃখ দ্বিগুণ প্রবল হইল। সে কাহাকেও কিছু বলে না; কেবল নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল।

নলিনী মিস্এলিজাবেথকেঅতি মৃদু স্বরে কহিল,—"আপনি একবার যাইয়া প্রফুল্লকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করুন।" মিস্ এলিজাবেথ উঠিয়া গেলেন।

নলিনী অমরেন্দ্রের মাথায় বরফ দিতে দিতে সজল নয়নে দেখিতে লাগিল। মুদিতোন্মুখ সান্ধ্য-পদ্মের ন্যায়, রোগ যাতনায় ম্লান সেই মুখপ্রতি শান্তদৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে একান্ত আকুল চিত্তে ভগবানের নিকট তাহার আরোগ্য প্রার্থনা করিল। ভাবিল,—"একবার কি সে চাহিবে না? আবার কি তাহাকে 'দিদি' বলিয়া ডাকিবে না?"

বেলা অপরাহ্ন। প্রিয়নাথ ও সত্যরঞ্জন নীচে বহিঃস্থ বারেন্দায় পাদচারণ করিতেছেন। প্রিয়নাথের মুখমণ্ডল সজল-জলদমণ্ডিত আকাশের ন্যায় দারুণ দুঃখভারাক্রান্ত। তিনি কি অসহনীয় মর্ম্মবেদনা নীরবে বহন করিতেছেন, তাহা কেবল সেই অন্তর্য্যামীই জানেন।

তিনি ভাবিতেছেন,—"প্রফুল্লের অবস্থা দেখিলে পাষাণও ভেদ হয়। হা বিধাত! এ সরলা তোমার চরণে কি অপরাধ করিয়াছে? একবার তাহার প্রতি করুণা-কটাক্ষ পাত কর।"

এমন সময় কালীনাথবাবু সেখানে প্রবেশ করিয়া কহিলেন,—"ডাক্তারগণ অমরেন্দ্রের অবস্থা সম্বন্ধে কি মত প্রকাশ করিলেন, ভাল বুঝিতে পারিলাম না।"

প্রিয়নাথ অন্যমনস্ক ছিলেন। সত্যরঞ্জন উত্তর করিলেন,—"ডাক্তারগণ বেশী আর কি বলিবেন? এখন ঈশ্বর কৃপাই একমাত্র ভরসা। অনেক সময় খুব খারাপ অবস্থা হইতেও হঠাৎ ভালর দিকে পরিবর্ত্তনের গতি দেখা যায়।"

কালীনাথবাবু,—"চিকিৎসা, শুশ্রূষা এবং অন্যান্য বিষয়ে সুব্যবস্থা এবং সুশৃঙ্খলা দেখিয়া সুখী হইয়াছি। অর্থের তো কোন অভাব নাই? যত অর্থেরই আবশ্যক হয়, আমি দিতে প্রস্তুত আছি।"

সত্যরঞ্জন কালীনাথবাবুকে ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন,—"অর্থের কোনই অভাব নাই। তাঁহার চিকিৎসার জন্য দেশবাসিগণ অযাচিতভাবে সভার ফণ্ডে অর্থ প্রদান করিতেছেন। অনেকেরই নাম ঠিকানা জানিতে পারা যায় না। যাঁহাদের নাম জানিতে পারা গিয়াছে, তাঁহারাও তাঁহাদের নাম সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। শত শত হৃদয়ের ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা সেই দানের সঙ্গে মিশ্রিত রহিয়াছে।"

এই প্রকার কথাবার্ত্তা হইতেছিল, এমন সময় একজন সামান্যবেশধারী ব্যক্তি তাঁহাদের নিকট কয়েকটি বেদানা এবং আঙ্গুর ফলের বাক্স রাখিয়া কহিল,—"এগুলি অমরেন্দ্রবাবুর জন্য আনিয়াছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব।"

সত্যরঞ্জন বিমর্ষভাবে কহিলেন,—"প্রতিদিন কত লোকেই তো দিয়া যাইতেছে, আর আবশ্যক নাই।"

লোকটি জিনিষগুলি রাখিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়া গেল।

প্রিয়নাথের দৃষ্টি সেদিকে পতিত হইল। তিনি মনে মনে কহিলেন—

"আজ রাত্রি প্রভাত হইলে তো এসকলের প্রয়োজন? কাল হয়ত এ সমস্ত জিনিষ কষ্টেরই কারণ হইবে।"

কালীনাথবাবু মনে মনে কহিলেন,—"এই সমস্ত দেশভক্ত ব্যক্তিই দেশের প্রকৃত রাজা। দেশবাসীর হৃদয়ই তাঁহাদের রাজসিংহাসন। অমরেন্দ্রনাথ যথার্থই সৌভাগ্যবান্ পুরুষ। প্রফুল্ল এমন কি পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছে যে তাহাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবে?"

এই ভাবিতে ভাবিতে কালীনাথবাবু উপরে চলিয়া গেলেন।

প্রিয়নাথ উদাস প্রাণে সুদূর আকাশপানে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন,—মহাশূন্যে বায়ু তরঙ্গ মথিত করিয়া দুই একটি বিহঙ্গম ভাসিয়া চলিয়াছে। এ পৃথিবীতে তাঁহার যাহা কিছু ছিল, সকলই যেন ফুরাইবার উপক্রম হইয়াছে। হয়ত কল্য সমস্তই শূন্যে পরিণত হইবে। তিনি ভাবিতেছেন,—"অন্তরের অন্তরতর প্রদেশে যে প্রিয়তম আমাকে অচ্ছেদ্য প্রণয়-বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, আজ সে ঐ নির্ম্মুক্ত বিহঙ্গের মত ছুটিয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইয়াছে। জানিনা কত যুগযুগান্তর বিচ্ছেদ বেদনা বহন করিতে হইবে। আমি কেমন করিয়া এ শোকভার সহ্য করিব?"

সত্যরঞ্জন ডাকিলেন,—"প্রিয়নাথ!"

প্রিয়নাথ চিন্তামগ্ন ছিলেন; তাঁহার কর্ণে একথা প্রবেশ করিল না।

সত্যরঞ্জন তাঁহার হাত ধরিয়া কহিলেন,—"প্রিয়নাথ! চল উপরে যাই।" উভয়ে উপরে চলিয়া গেলেন। প্রিয় পাঠিকা! চলুন একবার দেখি প্রফুল্ল কি করিতেছে।

একটি নিভৃত কক্ষে দ্বাররুদ্ধ করিয়া মিস্ এলিজাবেথ প্রফুল্লকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়াছেন, এবং তাহাকে নানা প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিতেছেন। কিন্তু প্রফুল্ল কিছুই শুনিতেছে না। সে সেই সহৃদয়া ইংরেজ রমণীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া নীরবে অবিরত কাঁদিতেছে।

ত্র্যশীতিতম পরিচ্ছেদ

—(*)—

তরি ডুবু ডুবু।

সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই ডাক্তারগণ পুনর্ব্বার অমরেন্দ্রের নিকট আগমন করিলেন। বাহিরের লোকও অনেকে আসিয়া বসিলেন। গৃহখানি একবারে নিস্তব্ধ। কাহারও মুখে একটি বাক্য নাই। নীরব বেদনায় সকলেরই প্রাণ সমাচ্ছন্ন।

প্রফুল্লেরা যে কক্ষে ছিল, তাহার দ্বারে দাঁড়াইয়া নলিনী নিস্তব্ধভাবে মনে মনে শ্রীহরিকে ডাকিতে লাগিল।

ডাক্তারগণ আবার রোগীর ব্যারাম পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। হৃদ্‌যন্ত্র পরীক্ষা করিয়া কহিলেন,—"আর রক্ষা নাই।" এই বলিয়া একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক বিষাদভরে হস্তস্থিত যন্ত্র ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন।

তখন একটি নীরব শোকের প্রবাহে ঘরটি পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সকলেরই চক্ষে অশ্রুবারি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

সেই সময় প্রফুল্ল কি করিতেছে তাহা দেখিবার জন্য নলিনী ঘরের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল, সে একটা প্রাচীর অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার মূর্ত্তি শ্বেত প্রস্তরবৎ নীরব,—স্পন্দহীন। শ্বেত প্রস্তরের ন্যায় বদনমণ্ডল শ্বেতবর্ণ—রক্তশূন্য। দৃষ্টি স্থির—পলকশূন্য। সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া স্বেদজল নির্গত হইতেছে।

প্রফুল্লের এই প্রকার শ্বেত প্রস্তরীভূত মূর্ত্তি দেখিয়া নলিনী ভীতা হইল। সে যেমন প্রফুল্লকে ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিল, অমনি ধরিতে না ধরিতে প্রফুল্ল ছিন্নমূল বল্লরীর ন্যায় ধরাতলে লুটাইয়া পড়িল।

ত্রয়শীতিতম পরিচ্ছেদ।

নলিনী অবিলম্বে তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া বসিল। প্রফুল্ল সংজ্ঞা-শূন্য। ফুল্ল মল্লিকার ন্যায় তাহার সুন্দর কোমল কলেবর একেবারে শিথিল। অতসীপুষ্পের ন্যায় বর্ণ কালিমাপ্রাপ্ত হইয়াছে। নলিনীর অশ্রুজলে সে কমনীয়কান্তি সিক্ত হইতে লাগিল। প্রফুল্লের মাতা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "হা, কি হইল! হা নারায়ণ, অবশেষে কি প্রফুল্লকেও হারাইলাম? আমার অদৃষ্টে কি এত কষ্ট ছিল! আর যে সহিতে পারি না!" এই বলিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

প্রফুল্লের মাতার ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া কালীনাথবাবু তাড়াতাড়ি সে ঘরে প্রবেশ করিলেন। গিরিবালা এবং মিস্ এলিজাবেথও দ্রুতগতি চলিয়া আসিলেন।

মিস্ এলিজাবেথ কহিলেন,—"কাঁদিবেন না, প্রফুল্ল এখনই সুস্থ হইবে। নলিনি, শান্ত হও।" এই বলিয়া তিনি প্রফুল্লের মাথায় গোলাপ জল দিতে আরম্ভ করিলেন। গিরিবালা তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল।

কালীনাথবাবু প্রফুল্লের ললাট স্পর্শপূর্ব্বক প্রশান্তভাবে সেই চৈতন্য বিহীনা প্রাণসমা কন্যার পার্শ্বে নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহারও চক্ষু জলে পরিপূর্ণ। গভীর হৃদয়বেদনা তাঁহার প্রশান্ত মুখমণ্ডলে প্রস্ফুট। এই ঘোর বিপদেও কালীনাথবাবুর অপরিসীম ধৈর্য্য দর্শন করিয়া মিস্ এলিজাবেথ বিস্মিত হইলেন।

অল্পক্ষণ পরে একজন প্রবীণ ডাক্তার সঙ্গে প্রিয়নাথবাবু সে ঘরে প্রবেশ করিলেন। ডাক্তারবাবু অমরেন্দ্রের নিকট উপস্থিত ছিলেন।

ডাক্তারবাবু উত্তমরূপে প্রফুল্লের হৃদ্‌যন্ত্র পরীক্ষা করিলেন এবং বিমর্ষ-ভাবে মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক ঔষধের ব্যবস্থা লিখিতে লাগিলেন।

কালীনাথবাবু কহিলেন,—"এখন ইহাকে আমার নিজ বাসায় লইয়া যাইতে পারা যায় কিনা ?"

ডাক্তার,—"বর্ত্তমান অবস্থায় অসম্ভব। কোনমতেই ইহাকে স্থানান্তর করা যাইতে পারে না।" এই বলিয়া ডাক্তারবাবু সেখান হইতে উঠিয়া বিষণ্ণভাবে পুনর্ব্বার অমরেন্দ্রের নিকট গিয়া বসিলেন। গোপনে প্রিয়নাথবাবুকে জানাইলেন,—"মেয়েটির জীবনের আশা নাই। উহার হৃদ্‌যন্ত্রের কার্য্য আগামী প্রভাত পর্য্যন্ত চলিতে পারে।"

প্রিয়নাথ অশ্রু বর্ষণ করিলেন।

সকলে মিলিয়া কত যত্ন চেষ্টা করিলেন, কিন্তু প্রফুল্লের কিছুতেই চৈতন্যলাভ ঘটিল না। হায়, প্রফুল্লের এ কি অবস্থা! নীলোৎপল নয়ন নিমীলিত। শরীর ক্রমশঃ অধিকতর শীতল হইয়া উঠিতেছে।

নলিনী কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিতে লাগিল,—"হায়, স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষের বাক্য কি মিথ্যা হইল? তবে কেন এত যত্ন করিয়া প্রফুল্লকে লইয়া আসিলাম? হা ভগবন্! একি করিলে? বৃদ্ধ বয়সে পিতামাতা এ শোক-শেল কেমন করিয়া বক্ষে ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন ?"

নলিনী তখন ঊর্দ্ধমুখে করযোড়ে প্রার্থনা করিল,—"হে বিপদভঞ্জন শ্রীহরি! তুমি এসময় কোথায় ?"

চতুরশীতিতম পরিচ্ছেদ



পুনর্জ্জীবন ।

দেখিতে দেখিতে ঘোর তমসাচ্ছন্ন রজনী সমাগত হইল। সেই সুন্দর উদ্যান-বাটিকা যেন প্রেতপুরীর ন্যায় প্রতীয়মানা। স্তরে স্তরে স্তূপীকৃত ভীষণ অন্ধকাররাশি মানব-হৃদি-গহ্বরস্থিত পুঞ্জীকৃত, ঘনীভূত পাপরাশির ন্যায় পরিলক্ষিত হইতে লাগিল।

নীরবে কতলোক আসিতেছেন,—কাহারও মুখে একটিও বাক্য নাই। দেশবাসীর শোক-সমাচ্ছন্ন প্রাণও যেন ঘোর অন্ধকার। সকলেই নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন।

অমরেন্দ্র অচৈতন্য; সে সুন্দর মূর্ত্তি ব্যাধির করালগ্রাসে নিপতিত; তবু কি মাধুর্য্যময় কান্তি। মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্তে ধীরে ধীরে,—তিল তিল করিয়া তাঁহার পবিত্র আত্মা অনন্তধামযাত্রার উদ্দেশ্যে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছে। ডাক্তারগণ নীরব নিস্তব্ধ ভাবে বিষাদ গম্ভীর প্রাণে সমীপে উপবিষ্ট। আজ সামান্য মনুষ্য-শক্তি পরাজিত।

এক নীরব ব্যাকুল প্রার্থনা আজ শত শত হৃদয় হইতে সেই অনন্ত শক্তিসম্পন্ন পুরুষের সিংহাসন সন্নিধানে সমুত্থিত।

এমন সময় কাঁদিতে কাঁদিতে এক ব্যক্তি কতকগুলি পুষ্পমালা হস্তে সেখানে প্রবেশ করিল। সে আমাদের সেই নবজীবনপ্রাপ্ত ভৃত্য; নিজ হইতেই কয়েকদিন যাবৎ আসিয়া অমরেন্দ্রের কাজকর্ম্ম করিতেছে। সে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—"আমি এগুলি অমরেন্দ্রবাবুকে দিতে চাই।" অমরেন্দ্রের একজন বন্ধু বিরক্তভাবে কহিলেন,—"এ সময় এখানে কি গোল করিতেছ? বাহিরে চলিয়া যাও।"

প্রিয়নাথ গম্ভীরভাবে কহিলেন,—"তোমার যাহা অভিরুচি দিয়া যাও। অমরেন্দ্র দেশবাসীর, সে দেশের সকলেরই নিজস্ব ধন; দেশবাসী তাঁহাকে এ সময় সকলেই হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তি অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইবে, কেন বারণ করিব?"

সে ধীরে ধীরে অমরেন্দ্রের শয্যাপার্শ্বে গমনপূর্ব্বক ভূমিতলে উপবেশন করিয়া অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে সেই পুষ্পমাল্য তাঁহার চরণতলে সমর্পণ করিল,—পবিত্রদেহ স্পর্শ করিল না। ভূমিতে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

আজ কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণা-চতুর্থী। ক্রমে ঘোর তিমির-পারাবার সমুত্তীর্ণ হইয়া চন্দ্রমা সুনীল আকাশে সমুদিত। ভুবন প্রকাশক রজনী-রঞ্জন কি বঙ্গবাসীর নিরাশ হৃদয়ের দুঃখ-অন্ধকার দূর করিতে সমর্থ হইলেন?

আর প্রফুল্ল? বৃন্তচ্যুত ফুল্ল কমল-কলিকার ন্যায় সে আজ কালের কর-কবলিতা। নিমীলিত নয়না,—শয্যাশায়িনী। পিতামাতা শোকাকুল প্রাণে পার্শ্বে উপবিষ্ট। গিরিবালা ও মিস্ এলিজাবেথ তাহার কাছে বসিয়া শুশ্রূষায় রত। নলিনী স্নেহময়ী প্রাণতুল্যা ভগিনীর মস্তক ক্রোড়ে লইয়া সেই সুন্দর মুখখানির প্রতি চাহিয়া আছে। সে অশ্রুবিসর্জ্জন পূর্ব্বক অমরেন্দ্রকে উদ্দেশ্য করিয়া মনে মনে কহিল,—"হা অমরেন্দ্রনাথ! কোন্ পাপে তোমাকে ভগবান্ শোকদগ্ধা জননীর অঞ্চল হইতে কাড়িয়া লইতেছেন? হায়, আজি কোথায় চলিয়াছ? দেখিতেছ না জননী জন্মভূমি তোমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া রোদন করিতেছেন? আর অভাগিনী প্রফুল্ল? সে তো তোমা বই আর কিছুই জানে না। তাহাকে অকূলে ভাষাইয়া কোথায় চলিলে?"

দেখিতে দেখিতে ঘড়িতে ১২টা বাজিয়া গেল। প্রকৃতি কি গভীর

নিস্তব্ধ। সেই গভীর নিশীথে—ঘোর নিস্তব্ধতার মধ্যে দূরে দুই একটি কুকুর, দুএকটি পেঁচক শব্দ করিতেছে। কক্ষমধ্যে অমরেন্দ্রের বন্ধুগণ, ডাক্তারগণ নীরবে অবস্থান করিতেছেন। মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত অনন্ত কাল-সমুদ্রে ডুবিয়া যাইতেছে। সকলেই শেষ মুহূর্ত্তের অপেক্ষায় শোক-দগ্ধ প্রাণে উপবিষ্ট।

এখন সকলেই বুঝিতে পারিলেন, আর বিলম্ব নাই, সময় নিকটবর্ত্তী।

তখন প্রিয়নাথ নিতান্ত অধীর প্রাণে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রিয়তমের কমনীয় কলেবর আলিঙ্গনপূর্ব্বক উন্মাদের ন্যায় কহিলেন,—"ভাই কোথায় যাও? কেন কথা কহিতেছ না? আমি সময় সময় তোমাকে তিরস্কার করিতাম, তাই কি অভিমানে আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিলে? হা অমরেন্দ্র! হা আমার জীবনসর্ব্বস্ব! তোমাকে বিসর্জ্জন দিয়া আমি আর গৃহে বাস করিব না। হিমালয়ের নিভৃত অরণ্যে উপবিষ্ট থাকিয়া অবশিষ্ট জীবন যাপন করিব। হায়, তুমি যে সতী লক্ষ্মীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলে, সেই সাধ্বী নারীও তোমার পশ্চাৎ-বর্ত্তিনী হইতে চলিয়াছে। বড় সাধ করিয়াছিলাম, দুইটি পবিত্র হস্ত বিবাহ-বন্ধনে সম্মিলিত করিব! বিধাতা সে সাধে বাদ সাধিলেন। সুখের বাসর-শয্যা শ্মশান-শয্যায় পরিণত হইল!"

সহসা একি শুনি! সেই সময় গভীরা নিশীথিনী-বক্ষে গভীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া একটি সঙ্গীত-তরঙ্গ উদ্যান-বাটিকার বাহিরে দূরে সমুত্থিত হইল। যেন কোন অদৃশ্য বৈজয়ন্ত নিকেতন হইতে কিন্নর কণ্ঠে গম্ভীর মধুর নিনাদে গায়ক গাহিতেছেন,—

"তমীশ্বরাণাং পরমংমহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ
বিদাম দেবং ভুবনেশ মীড্যম্॥"

তখন মৃদুল অনিলহিল্লোলে সে গম্ভীর সঙ্গীতধ্বনি দিগঙ্গনা প্রতিধ্বনিত করিয়া উদ্যান-বাটিকার অঙ্গন বিকম্পিতপূর্ব্বক সমুত্থিত !

"বেদাহমেতৎ পুরুষঃ মহন্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃপন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥"

অকস্মাৎ কোন দৈববাণী শ্রবণ করিলে মানব যেমন চমৎকৃত হয়, সেই প্রকার সেই গভীর নিশীথে, ঘোর নিস্তব্ধ প্রকৃতির বক্ষে সহসা বিশুদ্ধ দেবভাষায় সেই গম্ভীর সঙ্গীতধ্বনি শুনিতে পাইয়া কক্ষস্থ সকলে ভীত, বিস্মিত এবং চমকিত হইলেন।

সঙ্গীত-লহরী পুনর্ব্বার বহিতে লাগিল,—

"একো হংস ভুবনস্যাস্য মধ্যে
স এবাগ্নি সলিলে সন্নিবিষ্টঃ
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃপন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥"

দেখিতে দেখিতে সেই স্থলে এক অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী সমুপস্থিত হইয়া জলদ-গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—"ওঁম্।"

সেই কক্ষের সংলগ্ন কক্ষেই নলিনী, গিরিবালা এবং মিস্ এলিজাবেথ চৈতন্য-বিহীনা প্রফুল্লের শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্টা ছিলেন। এই আকস্মিক গম্ভীর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া দ্রুতগতি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহারা দ্বারদেশে দাঁড়াইলেন।

সকলে ভীত স্তম্ভিত হৃদয়ে সমাগত মহাপুরুষকে দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিশাল সমুচ্চদেহ, আজানুলম্বিত ভূজদ্বয়, আকর্ণ বিশ্রান্ত পদ্মপলাশ লোচন, তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় শ্যামবর্ণ, সমুজ্জ্বল তেজঃপুঞ্জ

কান্তি, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিহিত। তাঁহার বিস্তৃত জটাজাল মৃত্তিকা পর্য্যন্ত বিলম্বিত ;—সন্ন্যাসী প্রভাত কালীন বিভাকরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন। কাহারও প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া মহাপুরুষ নিমেষমধ্যে অবলীলাক্রমে, সেই পরলোকগমনোন্মুখ সংজ্ঞাবিহীন অমরেন্দ্রের সুন্দর কলেবর ক্রোড়ে তুলিয়া ভূমিতলে উপবেশন করিলেন। সেখানে তখন বহুলোক উপস্থিত ছিলেন, কাহারও দৃষ্টি বিভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কি এক মোহ-মন্ত্রে যেন সকলেই নীরব নিস্তব্ধ। একটি কথা বলিবারও যেন কাহারও সাধ্য নাই।

মহাপুরুষ অমরেন্দ্রের সর্ব্বশরীরে সমুজ্জ্বল দৃষ্টি সঞ্চালন পূর্ব্বক এক প্রকার বৃক্ষপত্র করে বিমর্দ্দিত করিয়া সেই রস তাহার সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া দিলেন। এবং অমরেন্দ্রের কর্ণে "ওঁম্" ধ্বনি উচ্চারণপূর্ব্বক মন্ত্রশক্তি প্রদান করিলেন।

সকলে দেখিতে পাইলেন,—অমরেন্দ্রের মুখমণ্ডলে যে আসন্ন মৃত্যুর করাল কালিমাচ্ছায়া পড়িয়াছিল, তাহা দূর হইয়া রাহুমুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় সেই মুখখানি যেন স্বাভাবিক শ্রীলাভ করিল।

গৃহস্থিত সকলেরই হৃদয়ে এমন একটি বিহ্বলতা উপস্থিত হইল যে, সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে কোন প্রকার অভ্যর্থনা করিতে বিস্মৃত হইয়া গেলেন। ,ধীরে ধীরে যেন অমরেন্দ্রের দেহে চৈতন্যলাভের লক্ষণ প্রকাশিত হইল।

নলিনী তাহাদের প্রকোষ্ঠের দ্বারে দাঁড়াইয়া সেই অলৌকিক তেজোময়ী মূর্ত্তি দর্শন করিতেছিল, সে আর কালবিলম্ব না করিয়া প্রফুল্লকে ক্রোড়ে লইয়া মহাপুরুষের পাদপ্রান্তে শায়ীত করিল।

মহাপুরুষ কিয়ৎকাল ধ্যানস্তিমিত নয়নে নিস্তব্ধভাবে অবস্থান করিলেন,—পরে অপর একটি শ্লোক উচ্চারণ পূর্ব্বক অমরেন্দ্র ও প্রফুল্লের সর্ব্বাঙ্গে নিজ কমণ্ডলুর পবিত্র বারি সেচন করিতে লাগিলেন।

এই প্রকারে এক ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হইল। সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন, অমরেন্দ্র নয়ন উন্মীলন করিলেন। যেন তিনি গভীর নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়াছেন।

অমরেন্দ্র চৈতন্যলাভ করিলেন, কিন্তু কোন কথা বলিবার শক্তি হইল না। প্রফুল্লও সংজ্ঞা লাভ করিল।

বজ্রগম্ভীর স্বরে মহাপুরুষ কহিলেন,—"অমরেন্দ্র নাথ! তুমি প্রকৃত দেশ-সেবক। তোমার অকৃত্রিম নিষ্কাম ভক্তিতে যথার্থই বিশ্বপতির অর্চ্চনা হইয়াছে। এই অরুন্ধতীর ন্যায় পবিত্র স্বভাবা কুমারীকে পত্নীত্বে বরণ কর। সংকল্প ভঙ্গের ভয় করিও না; ইহা ভগবানের আদেশ জানিও।

"হে ভারতের প্রিয় সন্তান! যাও উভয়ে মিলিত হইয়া জগতের কল্যাণ সাধন কর। ভারতে সার্ব্বভৌমিক প্রেমের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া ন্যায়ের ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা সংস্থাপিত কর।"

এই বলিয়া পুনর্ব্বার জলদ গম্ভীরনাদে কহিলেন,—"হে মাতৃভক্ত দেশ-সেবিগণ! ধর্ম্ম দ্বারাই ভারত জগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। জানিও অন্যায় কার্য্য দ্বারা কখনও ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয় না। ধর্ম্মই ভারতের প্রাণ। ধর্ম্ম ও ন্যায়কে কদাপি লঙ্ঘন করিও না। হিংসা, বিদ্বেষ, আত্মকলহ বর্জ্জন করিবে। পৃথিবীর সকল জাতিকে ভ্রাতা বলিয়া জ্ঞান করিবে। গুপ্ত হত্যা পাপকে ঘৃণার সহিত বর্জ্জন করিও; নচেৎ এই মহাপাপ চরমে নিজদেশকেই বিনাশের পথে লইয়া যাইবে। গুপ্ত হত্যা পাপে ভারতবাসী কদাপি যেন পবিত্র হস্ত কলঙ্কিত না করে।"

এই বলিয়া মহাপুরুষ নীরব হইলেন। নিমেষমধ্যে কোন্ পথে অদৃশ্য হইলেন, কেহই দেখিতে পাইল না।

মহাপুরুষের কৃপাবলে সেই দিনই অমরেন্দ্র রাহুমুক্ত বিভাকরের ন্যায় ভীষণ ব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করিলেন।

অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ কহিলেন,—"অমরেন্দ্র দৈবশক্তি বলেই পুনর্জ্জীবন লাভ করিলেন। এমন আশ্চর্য্য ঘটনা আর কখনও প্রত্যক্ষ করি নাই। চিকিৎসা-শক্তি এখানে সম্পূর্ণরূপেই পরাজিত। মহাপুরুষের আদেশবাক্য অমরেন্দ্রের এবং দেশবাসী সকলেরই পালনীয়।"

এই বলিয়া ডাক্তারগণ এবং বাহিরের সকল লোকই প্রস্থান করিলেন।

এই ঘটনার দুইদিন পর অমরেন্দ্রকে অন্ন পথ্য দিয়া কালীনাথবাবু স্ত্রী কন্যাগণ এবং গিরিবালার সহিত আপন বাস ভবনে গমন করিলেন। সতীশবাবু গিরিবালাকে সেখানে কিছুদিনের জন্য রাখিয়া কার্য্যস্থানে চলিয়া গেলেন। কালীনাথবাবু কিছুদিন কলিকাতা থাকাই স্থির করিয়া নরেনকে কাশী হইতে আনাইলেন।

পঞ্চাশীতিতম পরিচ্ছেদ।

সম্মতি।

আজ বঙ্গের কৃষককুটীরে নবান্নের উৎসব। সুশ্যামা, সুজলা বঙ্গভূমির পল্লীতে আনন্দের আর সীমা নাই। সুখের অগ্রহায়ণ মাস, কৃষকের অঙ্গনে আজ সোনার আস্তর;—নূতন ধান্যে কৃষকের অঙ্গন পরিপূর্ণ। ঘরে ঘরে নবান্নের আনন্দধ্বনি। কৃষকগৃহিণী ধান ঝাড়িতেছে,—ছেলেরা ঘুরিয়া, ঘুরিয়া, নাচিতেছে, খেলিতেছে, হাসিতেছে। সোনায় সোনা মিশিয়া কি অপূর্ব্ব শোভা! বধূরা কেহ রান্না করিতেছে, ঘর ঝাট দিতেছে, কেহবা জল আনিতেছে, এবং স্নানের উপলক্ষে ঘাটে গিয়া সমবয়স্কা তরুণীরা সকলে মিলিয়া হাস্যকৌতুক

গল্প যুড়িয়া দিয়াছে। কৃষকের কুটীরে আজ ধান্যরূপে কমলা আবির্ভূতা! তবে দাঁড়াও মা! অই সর্ব্বমঙ্গলদায়িনী আনন্দময়ী ইন্দিরে! নিরন্ন বাঙ্গালীর প্রতি প্রসন্না হও মা! বঙ্গের ঘরে ঘরে ধান্যরূপে চির-প্রতিষ্ঠিতা হও।

এহেন সময়ে একদিন সন্ধ্যার পরে কলিকাতার হিতসাধিনী সভার আশ্রমে প্রিয়নাথ আপন পাঠাগারে গ্রন্থ অধ্যয়নে রত। ঠাণ্ডা হাওয়ার জন্য জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পার্শ্বে একখানি তক্তপোষের উপর অমরেন্দ্র অর্দ্ধ শয়ানবস্থায় রহিয়াছেন। গত নিদারুণ ব্যাধিজনিত শারীরিক দুর্ব্বলতা এখনও সম্পূর্ণরূপ দূর হয় নাই। সে ঘরের মধ্যে আর কেহ নাই। আশ্রমের অন্যান্য কার্য্যকারকগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে নিজ নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত।

প্রিয়নাথ অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে একখানি সংস্কৃত পুস্তক পাঠ করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণপর তিনি পুস্তক বন্ধ করিয়া কহিলেন,—"জ্ঞান-ভাণ্ডার অনন্ত সমুদ্রের তুল্য। মানুষ কতটুকুই বা বুঝিতে পারে? জ্ঞান-পথে যতই অগ্রসর হইতেছি, ততই বুঝিতে পারিতেছি যে, মানুষ সেই জ্ঞান-সিন্ধুর তুলনায় অণু পরমাণুমাত্র।"

অমরেন্দ্র তক্তপোষের উপর উঠিয়া বসিলেন; ধীরভাবে কহিলেন, "লোকচক্ষুর উপর অহোরাত্র যাহা ঘটিতেছে, সেই জড়বিজ্ঞানের গভীর গবেষণায় অভিনিবিষ্ট থাকিয়া মনিষিগণ শ্রান্ত ক্লান্ত কখন বা দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছেন, কিন্তু যাহা জড়ীয় দৃষ্টির বিষয়ীভূত নহে, সেই অধ্যাত্ম-তত্ত্ব আরও কত দুর্জ্ঞেয়।"

প্রিয়নাথ,—"এই যে সেদিন মহাপুরুষের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ দর্শন করিলাম, এই জড় বিজ্ঞান গবেষণার দিনে তাহা কি অধিকতর আশ্চর্য্য-জনক নহে? প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে অসম্ভব কিছুই নাই। যোগ,

জ্ঞান, ভক্তি দ্বারা জীব অধ্যাত্ম জগতে অলৌকিক শক্তি লাভ করিতে পারে। সে তেজোময় মূর্ত্তি যেন এখনও আমার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিতেছে।”

অমরেন্দ্র,—“সেইদিন হইতে আমিও যেন জীবনে এক নববল অনুভব করিতেছি। আমার প্রতি শিরায় শিরায় শোণিত স্রোতে যেন এক অভিনব শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে।”

প্রিয়নাথ,—“মহাপুরুষ ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা বুঝিয়াছেন এবং যাহা তোমার কল্যাণকর বলিয়া জানিয়াছেন, সেই পথেই তোমাকে চলিতে আদেশ করিয়াছেন। দৈববাণীর ন্যায় তাহার বাক্য তোমাকে মান্য করিতে হইবে।”

অমরেন্দ্র কোন কথা বলিলেন না।

প্রিয়নাথ,—“অমরেন্দ্র, আমরা ক্ষুদ্রজীব। নিজের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য এবং মঙ্গলামঙ্গল কতটুকু বুঝিবার আমাদের শক্তি আছে? মানবের পদে পদে ভুলভ্রান্তি। আমাদের মত অজ্ঞানীর নিকট যে মহাপুরুষের আবির্ভাব তাহা ভগবানেরই করুণা।”

অমরেন্দ্র,—“তাহা নিশ্চয়।”

প্রিয়নাথ,—“আমরা যদিও ভ্রান্ত, যদিও সেই অনন্ত মঙ্গলবিধানের অণু পরমাণুও বুঝিতে পারি না, তথাপি একথা স্বীকার করি একটি মহৎ সংকল্প লইয়া সকলেরই কার্য্য করিবার অধিকার রহিয়াছে। কিন্তু অবস্থা বিশেষে অর্থাৎ ভগবানের মঙ্গলবিধান মানবাত্মার নিকট অন্যপ্রকার প্রতীয়মান হইলে জীব তাহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য। ইহা উন্নতিশীল এবং পরিবর্ত্তনশীল প্রাকৃতিক জগতেও অপরিহার্য্য বিধান।”

অমরেন্দ্র কথাটা এবার স্পষ্ট করিয়া কহিলেন,—“প্রিয়নাথ! তোমার প্রত্যেক কথার যৌক্তিকতা স্বীকার করিতেছি। তথাপি

আমার প্রাণ কেন বিবাহ-বন্ধনে প্রবৃত্ত হইতে চাহে না, বুঝিতে পারি না।"

প্রিয়নাথ,—"তোমার দারপরিগ্রহ যে একান্ত কর্ত্তব্য মহাপুরুষের শ্রীমুখাৎ ভগবান্ তোমাকে জানাইলেন। ইহা লঙ্ঘন করিলে তোমার সমস্ত কার্য্যই ব্যর্থ হইবে। সেদিন প্রফুল্লের অলৌকিক অনুরাগ দর্শন করিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ সে যেন ভক্তির জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। তাহারই ভক্তিবলে মহাপুরুষের করুণা আকৃষ্ট হইয়াছে, সন্দেহ নাই; অমরেন্দ্র, এই সাবিত্রীতুল্যা সাধ্বীকে গ্রহণ না করাতেই তুমি এত কষ্ট পাইয়াছ।"

অমরেন্দ্র নীরব রহিলেন।

মহাপুরুষের পদপ্রান্তে শায়িতা প্রফুল্লের মেঘাচ্ছন্ন শরদিন্দুর ন্যায় বিষাদ ম্লান মুখমণ্ডল এবং বৃন্তচ্যুত মল্লিকাদাম তুল্য সেই শিথিল কোমল কলেবর অমরেন্দ্রের মানস-পটে ভাসিয়া উঠিল।

প্রিয়নাথ,—"এ সম্বন্ধে আর বাক্‌বিতণ্ডা নাই। এই অগ্রহায়ণ মাসেই তো শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে।"

অমরেন্দ্র মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন। পরে ধীরে ধীরে কহিলেন,—"প্রিয়নাথ, এত তাড়াতাড়ি কেন? আমার শরীরটা একটু সারুক না?"

বিবাহে অমরেন্দ্রের সম্মতি বুঝিতে পারিয়া প্রিয়নাথ অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি প্রফুল্ল চিত্তে চেয়ার ছাড়িয়া অমরেন্দ্রের পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। মৃদু মধুর বাক্যে কহিলেন,—"তোমার যখন অভিরুচি তখনই হইবে। ইতিমধ্যে কিছুদিন পশ্চিমে বাস করিলে তোমার শরীর শীঘ্রই সবল হইতে পারে।"

এমন সময় সত্যরঞ্জন সে ঘরে প্রবেশ করিয়া একখানি চ্যায়ারে

উপবেশন করিলেন। অমরেন্দ্রকে কহিলেন,—"আর কিছুদিন খুব সাবধানে থাকা আবশ্যক। দুর্ব্বলতা দূর হইতে এখনও বিলম্ব আছে।"

প্রিয়নাথ,—"অমরেন্দ্রকে লইয়া কিছুদিন পশ্চিম অঞ্চলে থাকিতে চাই। তথাকার স্বাস্থ্যকর জল বায়ুতে খুব উপকার হইবার সম্ভাবনা।"

সত্যরঞ্জন, "ইহা উত্তম পরামর্শ।"

অমরেন্দ্র,—"রমানাথ বিদ্যাভূষণের চিঠিখানা তোমার নিকট রহিয়াছে।"

সত্যরঞ্জন,—"হাঁ।"

ষড়াশীতিতম পরিচ্ছেদ।

বিধবাবিবাহের আয়োজন।

যেমন কুমুদরঞ্জন সরসীর স্বচ্ছ সলিলে প্রতিবিম্বিত হইলে প্রতি জলকণা সে বিশদ সুন্দর চন্দ্রিকা-আভায় রঞ্জিত হইয়া উঠে, তেমনি অমরেন্দ্রের হৃদয়স্থিত স্বদেশ প্রেম যাহাকে স্পর্শ করিল, তাহার হৃদয়ই সে প্রেমের পবিত্র প্রতিবিম্বে সুন্দর হইয়া উঠিল। অমরেন্দ্র সত্য সত্যই স্পর্শমণি।

সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে ত্যাগ স্বীকারের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া ডাক্তার সত্যরঞ্জন চৌধুরী সেই পিতৃমাতৃহীনা, চিরদুঃখ-লাঞ্ছিতা, সমাজ-শাসন-দলিতা অমলাকে নিজেই গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন।

তিনি মেডিকেল কলেজের পরীক্ষাগুলি সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া এখন সমাজ-সংস্কার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন; শীঘ্রই দেশে একজন

প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তিরূপে গণ্য হইবেন। সমাজের পদমর্য্যাদা পরিত্যাগ করিয়া এই দুঃখিনী বালিকাকে গ্রহণ করার তাঁহার আবশ্যক কি? স্বদেশ প্রেমই তাঁহাকে এপথে চালিত করিয়াছে। তিনি বুঝিয়াছেন, সমাজের উন্নতি করিতে হইলে নিজের ত্যাগ স্বীকার আবশ্যক; নতুবা শুধু বাহ্য বাগাড়ম্বরে কোন ফল নাই।

প্রিয়নাথ কহিলেন,—"সত্যরঞ্জন, তোমার সৎসাহস প্রশংসনীয়। কিন্তু তোমার পিতা একজন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। তাঁহার তো কোন অশান্তির কারণ হইবে না?"

অমরেন্দ্র,—"ন্যায় এবং কল্যাণের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অনেক সময় অশান্তিকে বরণ করিয়া লইতে হইবে।"

প্রিয়নাথ,—"সকল কার্য্যেই পিতামাতার সম্মতি থাকা আবশ্যক। শাস্ত্রে লিখিত আছে, দেবতার ন্যায় পিতামাতা অর্চ্চনীয়। পিতামাতা প্রসন্ন হইলে সকল দেবতা প্রসন্ন হন।"

সত্যরঞ্জন ধীরে ধীরে কহিলেন—"তোমার একথা শিরোধার্য্য। একার্য্যে আমার পিতামাতার অমত নাই।"

প্রিয়নাথ,—"দেশ হইতে বাল্যবিবাহ উঠিয়া গেলে বিধবাবিবাহের আর কোন প্রয়োজনীয়তাই থাকিবে না। যে সমস্ত বালিকার বিবাহ বিষয়ে কোন জ্ঞানই জন্মে নাই, তাহাদের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু যাহারা স্বামী চিনিয়াছে, স্বামী কি জিনিষ বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহাদের পুনর্ব্বার বিবাহ যে অন্যায় তাহা নহে, আমি তাহাকে মহাপাপ বলিয়া মনে করি।"

সত্যরঞ্জন,—"এই সমস্ত পাপপুণ্যের ব্যবস্থা কি শুধু নারীর জন্য?"

প্রিয়নাথ,—"না না, ধর্ম্মের নিকট পুরুষ ও নারী উভয়ই সমতুল্য। শরীর ধ্বংশ হইয়া যায়, কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর। বিবাহ অর্থে আত্মার

মিলন---শরীরের নহে। বিবাহ কয়বার হয়? পুরুষ কিংবা নারীর কাহারও বহুবার বিবাহ ধর্ম্মসঙ্গত নহে। তবে নারীর সম্বন্ধে এ বিশেষত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ রমণীই ধর্ম্মের রক্ষাকারিণী। এ পৃথিবী পাপভারে রসাতলে যাইত যদি রমণী ধর্ম্মকে রক্ষা না করিতেন। বিশেষতঃ নারীর পতিপরায়ণতা ধর্ম্মের জন্য এ ভারতবর্ষ পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতে বিধবার ব্রহ্মচর্য্য জগতের আদর্শ। এ আদর্শ যাহাতে দিন দিন উজ্জ্বল হইয়া উঠে,সকলেরই তৎপ্রতি যত্ন করা উচিত।

অমরেন্দ্র,—প্রিয়নাথ, এ সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ এক মতাবলম্বী। বিধবার ব্রহ্মচর্য্য যে আমাদের দেশের একটি মহা গৌরবের জিনিষ, তাহা শতবার স্বীকার করি। কিন্তু পাঁচ বৎসরের দুগ্ধপোষ্য বালিকার জন্য এ সমস্ত বিধি ব্যবস্থা নয়।"

প্রিয়নাথ,—"তাহা নিশ্চয়; কিন্তু সমাজনেতৃগণের অতি সাবধানে এই গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। ভারতে আর কি অবশিষ্ট আছে? সকলই তো গিয়াছে। কিন্তু আজও ভারতে যদি পূর্ব্বগৌরবের কিছু অবশিষ্ট থাকিয়া থাকে, তবে সে নারীর পতিব্রতাধর্ম্ম। ইহা ভারতবর্ষের অনাদি কাল হইতে রক্ষিত মহামূল্য সম্পদ। প্রধানতঃ ইহার প্রসাদে ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্যান্য জাতি হইতে অনেক উর্দ্ধে উঠিয়াছে।"

এই কথায় অমরেন্দ্র একটু উত্তেজিত ভাবে কহিলেন,—"প্রিয়নাথ, দুগ্ধপোষ্য বালিকার উপর এই সমস্ত সামাজিক শাসন অত্যন্তই নিষ্ঠুরতা এবং অধর্ম্মের কার্য্য। তাই আমি ইহার প্রতিবিধানের জন্য দৃঢ় সংকল্প হইয়াছি। আমাদের মাতৃগণ ধর্ম্মের যে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন, কোন ঘটনাই তাঁহাদিগকে তাহা হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত

করিতে পারিবে না। চারিহাজার বৎসরের অধিককাল যাঁহারা ধর্ম্ম, সর্ব্বপ্রকার নিষ্ঠা এবং জীবনের ব্রতকে নানা প্রতিকূলতার হস্ত হইতে প্রাণপণে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, যাঁহারা হাসিতে হাসিতে অনায়াসে জ্বলন্ত অনলে ঝম্প প্রদান করিয়াছেন,—কত যুগের পর যুগ, কত রাজার পর রাজা যাহাদিগকে ধর্ম্মনিষ্ঠা হইতে একচুলও পরিভ্রষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই, তাঁহাদের ধর্ম্ম এবং ব্রতরক্ষা কি সমাজনেতৃদের সাবধানতার উপর নির্ভর করে? কখনই নহে। তাঁহারা আপনাদের দ্বারাই আপনারা সুরক্ষিতা। আমাদের মাতৃগণ আপনাদের ধর্ম্মের উজ্জ্বল আলোকে চিরদিন আলোকিত থাকিবেন।” ভাবউচ্ছ্বসিত প্রাণে অমরেন্দ্র এই কথা বলিতে বলিতে শারীরিক দুর্ব্বলতা বশতঃ কিঞ্চিৎ ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। এই অগ্রহায়ণের শিশিরসিক্ত রাত্রিতেও তাঁহার শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইল।

দেখিয়া সত্যরঞ্জন বাধা দিয়া কহিলেন,—“ভাই, ক্ষান্ত হও! অন্য একদিন এই সমস্ত কথার আলোচনা হইবে।”

সেই দিন সকলেই কথাবার্ত্তা বন্ধ করিলেন।

পরদিন অমরেন্দ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে পত্র লিখিয়া দিলেন। পত্রপাঠ মাত্র তিনি কলিকাতা চলিয়া আসিলেন।

সত্যরঞ্জনবাবু স্বয়ং অমলার পাণিগ্রহণের অভিলাষী হইয়াছেন, এ সংবাদে বিদ্যাভূষণমহাশয়ের আনন্দের আর সীমা রহিল না; তিনি মনে মনে ভাবিলেন, এ চিরদুঃখিনীর প্রতি এতদিনে বুঝি ভগবান্ মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

অমরেন্দ্র কহিলেন,—“আমি অদ্যই পশ্চিম অঞ্চলে যাত্রা করিব! আপনি বাড়ী গিয়া বিবাহের আয়োজনে প্রবৃত্ত হউন। আমি ফিরিয়া

আসিয়া শুভকার্য্যে যোগদান করিব।” ফাল্গুন মাসে বিবাহের দিন ধার্য্য হইল।

সেই দিনই অমরেন্দ্র এবং প্রিয়নাথ পশ্চিম অঞ্চলের কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে রওয়ানা হইলেন।

রমানাথ বিদ্যাভূষণমহাশয় বাড়ী গিয়া অমলার বিবাহের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

গৃহিণী যখন শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার স্বামী অমলাকে পুনর্ব্বার বিবাহ দেওয়ার উদ্যোগ করিয়াছেন, তখন তাঁহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি বাড়ীর মধ্যে তুমুলকাণ্ড বাধাইয়া দিলেন। তাঁহার বাক্যতাড়ণারূপ ঝড়বৃষ্টিতে বাড়ীর সকল লোক অস্থির হইয়া উঠিল। বালকবালিকা হইতে দাসদাসী পর্য্যন্ত কাহারও আর স্বস্তি রহিল না। অধ্যাপকমহাশয় বাহির বাড়ীতে গিয়া ছেলেদের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

গৃহিণী কপালে করাঘাতপূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—“ওঁর ঘাড়ে ভূত চাপিয়াছে। আমাদের বংশে বিধবার বিবাহ কোন পুরুষে হয় নাই। ইঁহার এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন ঘটিল? এ পাপে যে কি সর্ব্বনাশ হইবে, কে জানে? পণ্ডিত ব্রাহ্মণের এত অনাচার সহিবে কেন?” প্রতিবেশিনী অনেক নিষ্কর্ম্মা স্ত্রীলোক আসিয়া আগুনে ঘৃত ঢালিতে আরম্ভ করিল।

গ্রামের প্রাচীন শ্রেণীর একদল লোক পণ্ডিত মহাশয়ের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল। তাহারা বলিতে আরম্ভ করিল,—“পণ্ডিত ব্রাহ্মণের এ মতিভ্রম নিতান্তই নিন্দনীয়। ইহার পর তাঁহাকে একেবারেই জাতিভ্রষ্ট হইয়া থাকিতে হইবে, এবং তাঁহার পুত্রকন্যার বিবাহ দেওয়াও কঠিন হইয়া উঠিবে। এই আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণের নিকট আর কে ছেলে পড়িতে দিবে?”

তাহারা টোলের ছাত্রগণের পিতা মাতার নিকট লিখিয়া জানাইল যে, "বিদ্যাভূষণমহাশয় স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বিপথগামী হইবার উদ্যোগ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি তাঁহার নিকট অধ্যয়নের জন্য বালক রাখিবেন, তিনিও জাতিভ্রষ্ট হইবেন।"

পণ্ডিতমহাশয় এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—"আমি যাহা ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত এবং কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছি, তাহা অবশ্যই করিব। কিন্তু বিচার না করিয়া পৃথিবীর সকলে ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেও আমি তাহা গ্রাহ্য করিব না। ইহাতে যদি আমাকে জাতি-ভ্রষ্ট হইয়া থাকিতে হয়, তাহাতেও স্বীকৃত আছি। আমি এ বিষয়ে সকলেরই সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি।"

অতঃপর মামীঠাকুরাণীর যত আক্রোশ সেই নিরপরাধা অনাথা অমলার উপরই পতিত হইল। তাহার লাঞ্ছনা শতগুণ বাড়িয়া গেল। উপায়ান্তর না দেখিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয় অমলাকে দুইমাসের জন্য তাহার মাসীবাড়ী রাখিয়া আসিলেন।

তিনি ফাল্গুনমাসের প্রথমভাগে বিবাহকার্য্য নিজ বাটীতেই সম্পন্ন করা স্থির করিলেন।



সপ্তাশীতিতম পরিচ্ছেদ।

ন্যায়ের জয়।

বসন্তের মধুর মলয়ানিল সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে অমলার বিবাহের দিন ক্রমে নিকটবর্ত্তি হইল। ঘরে ও বাহিরে দুর্ব্বিসহ নির্য্যাতন এবং অপমানের মধ্যেও বিদ্যাভূষণমহাশয় স্থির,—অবিচলিত। তিনি জানেন যে, তিনি ন্যায়কে রক্ষা করিয়া কর্ত্তব্যপালনে রতা। ন্যায়ের রক্ষক ভগবান্ তাঁহাকে কেন পরিত্যাগ করিবেন ?

এ সঙ্কটজনক ব্যাপারে পৃথিবীতে তাঁহার সহায়কারী কে ? তিনি ভাবিলেন,—"প্রথম সহায় অমরেন্দ্রবাবু। তিনি যেপ্রকার কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সত্যপরায়ণ ব্যক্তি, তিনি কার্য্যকালে কখনও আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না।"

দ্বিতীয় সহায়,—টোলের ছাত্রগণ। অমানিশিতে জোনাকীশ্রেণীর ন্যায় তাহারা প্রীতি ও শ্রদ্ধার আলোক লইয়া এরূপ ঘোর অন্ধকারেও তাঁহাকে কিঞ্চিৎ পরিমাণ শান্তিদান করিতেছে।

তৃতীয় সহায়,—গ্রামের নিম্নশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ। তাহারাও যথাসাধ্য পণ্ডিতমহাশয়ের সাহায্যার্থে প্রবৃত্ত হইল।

পণ্ডিতমহাশয়ের চরিত্রের একটি বিশেষত্ব এই যে, তিনি নিম্নশ্রেণীস্থ পতিত জাতির উপর অতিশয় সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহাদিগকে মানুষ বলিয়া শ্রদ্ধা করেন। কাহারও কোন বিপদ উপস্থিত হইলে নিজের কুলমর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া সেই অধ্যাপক প্রবীণ ব্রাহ্মণ নিজ সন্তানসম ছাত্রগণকে সঙ্গে করিয়া প্রাণপণে তাহাদের উপকারের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। অন্নাভাব উপস্থিত হইলে নিজবাটীতে শত শত

লোক ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্তি লাভ করেন। কখন কখন বা দ্বারে দ্বারে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহাদের অভাবমোচনে যত্নবান্ হন। পণ্ডিতের প্রশান্ত সৌম্যমূর্ত্তি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া থাকে; কিন্তু হিংসা ও নীচতাবশতঃ সমাজের অনেক দুষ্টলোক এহেন উদার হৃদয় ব্রাহ্মণের অনিষ্ট চেষ্টার ত্রুটী করে না।

ছাত্রগণের সরলতাপূর্ণ তরুণ হৃদয়ে সংসারের কুটিল বুদ্ধির স্থান নাই। পণ্ডিতমহাশয়ের সুশিক্ষা ও সদ্দৃষ্টান্তে তাহাদিগের প্রাণকে মনুষ্যত্বের পথে ধীরে ধীরে বিকশিত করিয়া তুলিতেছে। বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নৈতিক জীবনও গঠিত হইয়া উঠিতেছে। তাহারা সকলেই অধ্যাপকের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত; তিনি যাহা বলেন, তাহা সেই সরল স্বভাব বালকগণের নিকট বেদবাক্যের তুল্য। তিনি বুঝাইয়া দিয়াছেন, বালিকা বিধবার বিবাহ ধর্ম্ম ও নীতিবিরুদ্ধ নহে এবং তাহা হিন্দুশাস্ত্রসম্মত। তাহারা প্রতিকার্য্যে পিতৃপ্রতিম পণ্ডিতমহাশয়ের সহায়তা করিতে লাগিল।

অমলার বিনীত ও সুন্দর স্বভাব, বিদ্যানুরাগ এবং সেবা-পরায়ণতার জন্য ছাত্রগণ তাহাকে ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ করিয়া থাকে। অমলার বিবাহে তাহাদের প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহাকে বিবাহের সময় কে কি উপহার দিবে, সকলে মিলিয়া তাহারই মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইল। চারু এবং টুনুরও আজ আনন্দের সীমা নাই।

ছাত্রগণ বিবাহের পূর্ব্বদিন অধ্যাপকের বাড়ী ঘর অতি পরিপাটিরূপে সাজাইতে আরম্ভ করিল। চন্দ্রাতপ, কদলীবৃক্ষ এবং নানাপ্রকার পুষ্পমাল্য, পল্লবপত্রে অঙ্গন, বাহির বাটী, তোরণদ্বার সজ্জিত হইল। প্রভাতের পূর্ব্বেই অনেকের পুষ্পবৃক্ষ পুষ্পশূন্য, এবং অনেক আম্রবৃক্ষ পল্লবশূন্য হইয়াছে। সমস্ত কার্য্যই তরুণ প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের প্রীতি ও শ্রদ্ধা

মিশ্রিত হইয়া এক অব্যক্ত মঙ্গলকে জাগ্রত ও অভিনব আনন্দের ভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

গৃহিণীর উপদ্রব এই সমস্ত বালকগণের উপরও অল্প নহে। তিনি রোষভরে বলিতে লাগিলেন,—"এইজন্যই বুঝি পিতামাতা তোমাদিগকে এখানে রাখিয়াছেন? লেখাপড়া পরিত্যাগ করিয়া এইক্ষণ বাজে বিষয়ে সময় নষ্ট করিতেছ? উনি নিজের তো ইহকাল পরকাল দুইই নষ্ট করিতেছেন, আবার ছেলেদেরও মাথা খাইতে আরম্ভ করিয়াছেন।" ছাত্রগণ অবনত মস্তকে নীরব রহিল।

মঙ্গল বাদ্যধ্বনির মধ্যে সেই দিন পূর্ব্বাহ্নেই বর ও বরযাত্রিগণ বিদ্যাভূষণমহাশয়ের বাড়ী আগমন করিলেন। তৎসঙ্গে অমরেন্দ্রনাথও আসিয়াছেন। কন্যাকর্ত্তা পরমানন্দসহকারে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। ছাত্রগণ তাঁহাদের অভ্যর্থনার ভার লইল। কিছুদিন পূর্ব্বে অমরেন্দ্র পশ্চিমাঞ্চল হইতে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

গ্রামের সমস্ত লোকই অমরেন্দ্রকে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধাভক্তি করিত। তাঁহার সদ্‌গুণে আবাল বৃদ্ধ বণিতা মুগ্ধ হইয়াছিল। এ বিবাহে অমরেন্দ্রনাথের আগমন বার্ত্তা পাইয়া সকলেই কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। আরও অবগত হইলেন,—অমলার বর তাঁহারই একজন অন্তরঙ্গবন্ধু। এ সংবাদে বিরুদ্ধবাদীরাও নীরব হইল।

অপরাহ্নে "সমাজের উন্নতি" সম্বন্ধে একটি প্রকাশ্যস্থলে অমরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা হইবে, একথা শীঘ্রই রাষ্ট্র হইল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে বক্তৃতা আরম্ভ হইল। ইহা রাজনৈতিক সভা নহে—দেশের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য রাজশক্তির সঙ্গে সংগ্রাম নহে। স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের নিকট সমাজের আভ্যন্তরীণ দুরবস্থা প্রকাশ করিয়া নিজ হৃদয়ের গভীর মর্ম্মবেদনা জ্ঞাপন করাই এ বক্তৃতার উদ্দেশ্য। অমরেন্দ্রের

সর্ব্বজনপ্রিয় তেজঃপূর্ণ অমৃত নিস্যন্দিনী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ হইল। সমাজের দুর্গতির বিষয় তিনি হৃদয়স্পর্শী জ্বলন্ত ভাষায় এমন ভাবে বর্ণনা করিতে লাগিলেন যে, অনেকে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। ভাবোচ্ছ্বাসে বক্তা নিজেও অশ্রু বর্ষণ করিলেন।

অমরেন্দ্রের বক্তৃতার সংবাদ পাইয়া নানাস্থান হইতে শত শত লোক আসিয়াছেন। নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতেও অনেক গণ্য মান্য লোক আগমন করিয়াছেন। পদস্থ গণ্য মান্য সমাজনেতৃগণ মনোযোগ সহকারে বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বিদ্যাভূষণমহাশয়ের কার্য্যের সমর্থন করিলেন।

বক্তৃতার অবসানে অনেক লোক অমরেন্দ্রকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিলেন। তাঁহার স্বাভাবিক অনুপম শ্রীযুক্ত-কলেবর অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।

বিবাহের দিন প্রাতে নিজগ্রামের সমস্ত লোক এবং নিকটবর্ত্তী অন্যান্য গ্রামের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সাদরে বিদ্যাভূষণমহাশয়কে জানাইলেন, বিবাহে যোগদান করিতে আর কাহারও আপত্তি নাই। যাহারা বিরুদ্ধ-বাদী তাহারাও নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সন্তপ্ত হইল।

শুভক্ষণে শুভ গোধূলী লগ্নে যথাসম্ভব সমারোহে বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। রমানাথ বিদ্যাভূষণমহাশয় যথারীতি হিন্দুশাস্ত্রমতে ডাক্তার সত্যরঞ্জন চৌধুরীর হস্তে আপন ভাগিনেয়ী সম্প্রদান করিয়া এতদিনে নিশ্চিন্ত হইলেন।

বিবাহের পর সভাস্থলে বহুতর শিক্ষিত ব্যক্তি ও পণ্ডিতমণ্ডলী নানা প্রসঙ্গে সদালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বহুলোক পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ীতে বিনা আপত্তিতে আহারাদি সম্পন্ন করিলেন।

অষ্টাশীতিতম পরিচ্ছেদ।

প্রকৃত বন্ধুতা।

আজ বাসন্তী পূর্ণিমা। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আশ্রমের ছাদের উপর প্রিয়নাথ একাকী উপবিষ্ট। দুই একটি শ্রান্ত বিহঙ্গম মাথার উপর দিয়া কুলায় অন্বেষণে চলিয়া গেল। ক্রমে জবাকুসুমপ্রতিম দিবাকর অস্তাচল চূড়ায় আরোহণ করিলেন। সূর্য্যাস্তের কি অপরূপ শোভা! নীল আকাশে কে যেন সোনা ঢালিয়া দিল। সে সোণালী আভায় ধরণী রঞ্জিত হইয়া উঠিল। প্রিয়নাথ অনিমেষ নয়নে অস্তগামী রবির ভুবনমোহন কান্তি দর্শন করিতে লাগিলেন।

প্রকৃতির মহিমাময় দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তাঁহার মানস-পটে একটি জীবন্ত চিত্র ভাসিয়া উঠিল। সেই মহাপুরুষের জটাবিলম্বিত,—বিভূতি-ভূষিত,—জ্যোতির্ম্ময় মহামহিমান্বিত মূর্ত্তি! এ মূর্ত্তি যেন তাঁহার হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। মানস-চিত্রপটে স্মৃতির-তুলিকায় রঞ্জিত এ ছবি দেখিতে দেখিতে ক্রমে বাহ্য জগৎ বিস্মৃত হইলেন।

তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—"জ্ঞান-সমুদ্র মন্থন করিয়া কুলের চিহ্ন ও তো দেখিতে পাইতেছি না। এ যে অনন্ত, অপার। কিছুতেই প্রাণ তৃপ্ত হইতেছে না। শ্রুতিতে পাঠ করিয়াছি, ভগবান্ একমাত্র সুখস্বরূপ—আনন্দময়। তাহার একবিন্দুও পাইতেছি না কেন? দিবানিশি গভীর জ্ঞানালোচনায় আমার প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে কই? সা পূর্ণানন্দ তবে কোথায়? তাঁহাকে কেমন করিয়া লাভ করিব? বোধ হয় নির্জ্জন গিরিকন্দরে সাধনা করিলেই সে পরমানন্দস্বরূপের দর্শন লাভ

হইবে। লোককোলাহলই যত অনিষ্টের মূল। জন-সমাজ ত্যাগ না করিতে পারিলে আমার সকলই বৃথা।”

প্রিয়নাথ ভ্রান্তিবশতঃ বুঝিতে পারিলেন না যে, যোগ ও কর্ম্ম ভিন্ন সমস্ত সাধনাই নিষ্ফল। আমরা জগতের সকল মহাপুরুষগণকেই দেখিতে পাই, তাহারা জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্মের সম্মিলিত ভিত্তির উপর আজীবন দণ্ডায়মান।

প্রিয়নাথ পুনর্ব্বার ভাবিতে লাগিলেন,—“অমরেন্দ্রকে দেখিলে আমার বনে যাইতে ইচ্ছা হয় না।

“অমরেন্দ্র—অমরেন্দ্র! কি আনন্দময় মূর্ত্তি! তাহার স্মরণেও সুখ। ঐ প্রেম-প্রস্রবণ এ সংসার-মরুতে আমার প্রাণকে শান্তি-বারি সিঞ্চনে সিক্ত করিতেছে। কিন্তু ঈশ্বরলাভের জন্য আমি অমরেন্দ্রকেও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইব।” এই বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

এমন সময় অমরেন্দ্র সেখানে প্রবেশ করিলেন। প্রিয়নাথ এতদূর চিন্তামগ্ন ছিলেন যে, প্রিয়বন্ধুর আগমনও জানিতে পারিলেন না।

অমরেন্দ্র প্রিয়নাথের পার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক ধীরে ধীরে তাঁহার হাত ধরিয়া ডাকিলেন,—“প্রিয়নাথ!”

অকস্মাৎ ধ্যানভঙ্গে প্রিয়নাথ কিঞ্চিৎ চমকিত হইলেন। প্রিয়স্পর্শে তাঁহার প্রাণ আনন্দিত হইল; কিন্তু কিছু আর বলিলেন না। বাহ্যিক আদর তিনি জানিতেন না।

অমরেন্দ্র,—“প্রিয়নাথ, কি ভাবিতেছ?”

প্রিয়নাথ,—“বেশী কিছু নয় ভাই।”

এই অল্প সময়মধ্যেই যে দুই ঘণ্টা সময় চলিয়া গিয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই।

অমরেন্দ্র তখন সত্যরঞ্জনের বিবাহবিষয়ক সমস্ত কথাই আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন।

প্রিয়নাথ এই অবসরে আপনার মনকে পৃথিবীর কার্য্যের দিকে টানিয়া লইলেন।

অমরেন্দ্র,—"সেই পণ্ডিতদিগের সভায় উপস্থিত থাকিলে তুমি অতিশয় আনন্দ লাভ করিতে।"

প্রিয়নাথ,—"সে আনন্দের ভাগটা তোমার বিবাহ সভায়ই পূর্ণ করিব।"

অমরেন্দ্রের মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল।

প্রিয়নাথ,—"এই মাসের মধ্যেই তোমার বিবাহের দিন ধার্য্য করিতে চাই।"

অমরেন্দ্র,—"এত ব্যস্ততা কেন?"

প্রিয়নাথ,—"তোমার বিবাহ হইলেই আমি একটু নিশ্চিন্ত হইতে পারি।"

অমরেন্দ্র,—"এখন কাজের কথা বল। আমেরিকা কবে যাওয়া হইবে? সেখানে যাইয়া শিল্পশিক্ষার জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে। আর বিলম্ব করিতে পারি না।"

প্রিয়নাথ,—"বিবাহের পর আমেরিকা যাইও।"

অমরেন্দ্র,—"পূর্ব্বেই সেখানে যাইতে মনস্থ করিয়াছি।"

প্রিয়নাথ,—"কালীনাথবাবু সেদিন জানিতে চাহিয়াছিলেন যে, বিবাহের দিন কবে স্থির করিতে পারিবেন। শীঘ্র বিবাহ হওয়াই তাঁহার ইচ্ছা।"

অমরেন্দ্র,—"তা হবে না প্রিয়নাথ! আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসি, বিবাহ যখন হয় হইবে।"

প্রিয়নাথ অমরেন্দ্রের প্রকৃতি জানিতেন। সুতরাং বিরুদ্ধ তর্ক নিষ্ফল জানিয়া কহিলেন,—"তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে।"

অমরেন্দ্র,—"এখন তবে আমেরিকা যাত্রার দিন স্থির কর। তোমার মার সঙ্গে দেখা করিতে যাইবে না ?"

প্রিয়নাথ,—"আমার আমেরিকা যাওয়া হইবে না।"

অমরেন্দ্র,—"সেকি প্রিয়নাথ !! এরই মধ্যে মত পরিবর্ত্তন ?"

প্রিয়নাথ,—"আমার যাওয়ার ইচ্ছা নাই।"

অমরেন্দ্র,—"সেকি ভাই !"

প্রিয়নাথ,—"কোন একটি বিশেষভাব আমার প্রাণে প্রবিষ্ট হইয়া আমাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। কিছুদিন যাবৎ তাহার প্রগাঢ়তা বুঝিতেছি।"

অমরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন,—"এমন কি কথা যে আমি জানিতে পারি না।"

প্রিয়নাথ,—"তোমার নিকট আমার কিছুই গোপন নাই, পাছে তুমি প্রাণে বেদনা পাও; এজন্য তোমাকে বলিতে পারিতেছি না।"

উভয়ের করে করবদ্ধ তেমনিভাবে রহিয়াছে। অমরেন্দ্র আভাসে পূর্ব্বেই কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বিষণ্ণভাবে কহিলেন,—"কি কথা প্রকাশ করিয়া বল।"

প্রিয়নাথ,—"অমরেন্দ্র, প্রাণের ভাই ! আমি জানি তুমি সাধারণ লোক হইতে ভিন্ন। ভগবান্ তোমাকে পতাকা চিহ্নিত করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছেন; মায়ের চরণতলে তুমি সমস্ত আকাঙ্ক্ষাকে বলিদান করিয়া অগ্রসর হইতেছ; তাই তোমাকে বলিতে পারিতেছি। আমার আর সংসারে মন নাই। হিমালয়ের কোন নির্জ্জন অরণ্যে চলিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছে।"

এই কথায় অমরেন্দ্র নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে কহিলেন,—"একি কথা প্রিয়নাথ !"

প্রিয়নাথ,—"অমরেন্দ্র, আমি যাহা বলিতেছি শোন। তুমি আমেরিকা যাও; ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত আমি এই কলিকাতায়ই তোমার প্রতীক্ষায় বাস করিব। পরে তোমাদের দুজনের হস্ত বিবাহ-বন্ধনে সম্মিলিত করিয়া আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিব।"

অমরেন্দ্র বুঝিতে পারিলেন যে, জীবন-পথে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য রক্ষা না করাতেই তাঁহার এপ্রকার মতিভ্রম ঘটিয়াছে। কিয়ৎক্ষণ মৌন অবলম্বনপূর্ব্বক বিষণ্ণ মলিন মুখে উত্তর করিলেন,—

"প্রিয়নাথ, তোমার তুল্য পবিত্রাত্মা ব্যক্তির আবার সংসার ও বনে প্রভেদ কি? সর্ব্বত্রই তোমার সন্ন্যাস। মূলেই কেন ভুল বুঝিতেছ? নিষ্কাম কর্ম্মই কি প্রকৃত সন্ন্যাস নহে? কর্ম্মফল ত্যাগই কি যথার্থ যোগ নয়? তুমি নানাশাস্ত্রে পারদর্শী; তোমাকে আর কি বুঝাইব?"

প্রিয়নাথ,—"কত প্রাতঃস্মরণীয় লোক সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন।

অমরেন্দ্র,—"তাঁহাদের উদ্দেশ্য কর্ম্মত্যাগ নহে। ত্যাগের অর্থ কর্ম্মত্যাগ নয়;—স্বার্থত্যাগ। যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই কর্ম্মবীর। বুদ্ধ, চৈতন্য কি কর্ম্ম ত্যাগের জন্য সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন?—না। কর্ম্মের সফলতাই তাঁহাদের সংসার ত্যাগের উদ্দেশ্য। সেই কর্ম্মের সফলতার জন্য তাঁহারা জগৎপূজ্য; তাঁহারা যে কার্য্য করিয়াছেন তাহার তুলনা নাই।"

প্রিয়নাথ,—"নির্জ্জন ধ্যানই আমার একমাত্র শান্তি। কর্ম্মে তৃপ্তি পাই না।"

অমরেন্দ্র,—"এই প্রকার সংসার ত্যাগ কি একপ্রকার স্বার্থপরতা নহে? জগতের কল্যাণের জন্যই ভগবান্ জীবকে সংসারে প্রেরণ করেন নতুবা সংসারে আগমনের আমাদের স্বার্থকতা কি? বিশেষতঃ, তোমার তুল্য পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ যদি বনে গমন করেন, তবে পাপতাপপূর্ণ সংসার রক্ষা করিবে কে?"

প্রিয়নাথ,—"নিষ্কাম কর্ম্মই যে প্রকৃত সন্ন্যাস তাহা আমি জানি। তবু আমার মন কি এক অপূর্ণতা বহন করিতেছে। অমরেন্দ্র, মন কোন যুক্তি শুনিতে চাহে না,—হিমালয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। তুমি জগতের কার্য্য কর; আমাকে বিদায় দাও!"

অমরেন্দ্র,—"প্রিয়নাথ, তুমি আমার বাহুতে শক্তি। তোমাকে হারাইলে আমার সেই শক্তিরই বিনষ্ট হইবে। আমি কাহার বলে কার্য্য করিব? আমাকে কোন্ অপরাধে পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছ?"

প্রিয়নাথ,—"তোমার অপরাধের জন্য নহে। আমার প্রাণ জানি না কেন সংসারে তিষ্ঠিতে চাহে না।"

অমরেন্দ্র অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন,—"প্রিয়নাথ, তুমি আমার প্রাণ-স্বরূপ। তোমাকে ছাড়িয়া আমি কিছুতেই জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইব না।"

প্রিয়নাথ,—"কিছুদিন অতীত হইলে নিশ্চয় তুমি আমাকে ভুলিতে পারিবে।"

অমরেন্দ্র, প্রিয়নাথের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিয়া কহিলেন,—"প্রিয়নাথ, তুমি আমাকে আজ পর্য্যন্তও চিনিতে পার নাই। তোমাকে হারাইলে আমার জীবন শ্মশানসদৃশ হইবে। সংসারে কিছুই তোমার তুল্য নহে। তুমি আমার কেবল বন্ধু নহ। তুমি স্নেহে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, উপদেষ্টায় গুরু মনোরঞ্জনে সুহৃদ, বিপদে পথ-প্রদর্শক; তুমি আমার অন্ধকারের আলোক। আমাকে কখনই পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি বনে গেলে আমি নিশ্চয়ই তোমার অনুগমন করিব। যেস্থানে তোমার বাস সেইস্থানেই আমার স্বর্গ।" অমরেন্দ্রের অশ্রুজলে প্রিয়নাথের বক্ষস্থল সিক্ত হইল।

এপ্রকারে উভয়ে কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করিতে লাগিলেন। পূর্ণিমার

পূর্ণচন্দ্র নিস্তব্ধ থাকিয়া সেই দুইটি প্রেমের সুন্দর চিত্র যেন দেখিতে লাগিল। কি মনোহর নীলমণি কাঞ্চনে যোগ! নীল পদ্মে কনক-পদ্ম; মরি মরি কি অপূর্ব্ব মাধুরী!

সেই সময় নীরব ধ্বনিতে অন্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া প্রিয়নাথের হৃদ্‌পদ্মে একটি বাণী সমুত্থিত হইল, "কর্ম্মত্যাগে কখনও প্রাণের অপূর্ণতা দূর হইবে না। ভক্তিতেই মুক্তি। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্মের মিলনই প্রকৃত শান্তির পথ। ভক্তি ভিন্ন কর্ম্মত্যাগে কোন ফল নাই।"

প্রাণের মধ্যে এ বাণী লোকে বলে বিবেক, প্রিয়নাথ বুঝিলেন, ইহা ঈশ্বরের বাক্য।

তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—"এখন স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম, এই প্রকার কর্ম্মত্যাগ স্বার্থপরতারই নামান্তর মাত্র। বিশেষতঃ অমরেন্দ্রকে ত্যাগ করিয়া যাইতে আমি কোনমতেই সমর্থ হইব না। অমরেন্দ্র গেলে প্রফুল্ল কি বাঁচিবে? সাধের গৃহ গঠিত করিতে যাইয়া নিজেই কি তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিব? কে যেন আজ সূর্য্যাস্তের পর আমাকে জানাইয়া গেল, এই যে প্রেম ও আনন্দের মূর্ত্তি অমরেন্দ্ররূপে আমার বক্ষস্থলে রহিয়াছে তাঁহাকে ত্যাগ করিলে, আমার সমস্ত সাধনাই ব্যর্থ হইবে।"

তখন প্রিয়নাথ অমরেন্দ্রকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া কহিলেন, —"ভাই, চিরদিন যে আমি তোমারই।"

নবতিতম পরিচ্ছেদ।

বিদেশযাত্রা।

জন্মভূমির কল্যাণার্থ ভারতের দুইটি প্রিয় সন্তান আমেরিকা গমন করিবেন। আজই তাঁহাদের যাত্রা করার দিন। মায়ের অমৃতময় ক্রোড় অল্পদিনের জন্য পরিত্যাগ করিতেও উভয়ের প্রাণ কাতর হইয়া উঠিল।

ভারতের আকাশ, ভারতের বন,—ভারতের মাঠ, কি মধুরতাময়! এমন আর কার? অই নীল আকাশে মেঘের খেলা,—তটিনী তরঙ্গে অনিলের নৃত্য আমি দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ হইয়া যাই। ভারতের গৃহ দুঃখদারিদ্র্যপূর্ণ হইলেও স্বর্গ হইতে শ্রেষ্ঠ। কাঙ্গালিনী মা আমার! তোমার মোটাভাত মোটাকাপড় লইয়া আমার জন্ম সফল হউক। তুমি যে আমার হৃদয়রাজ্যের রাণী।

প্রিয়নাথ ইতিপূর্ব্বেই বাড়ী গিয়া মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎকার করিয়া আসিয়াছেন। প্রিয়নাথের বিমাতার কথা একবার উল্লেখ করা গিয়াছে। এই স্নেহময়ী মহিলা যে তাঁহাকে গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় স্নেহ করেন তহাও বলিয়াছি। তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে সর্ব্বমঙ্গলাকে স্মরণ করিয়া অক্ষতণ্ডুল দূর্ব্বা তাঁহার কাপড়ে বাঁধিয়া দিয়াছেন।

যাত্রার সময় নিকটবর্ত্তী হইলে অমরেন্দ্র প্রিয়নাথকে লইয়া কালীনাথ বাবুর বাড়ী গমন করিলেন। অমরেন্দ্রের স্বদেশে পুনরাগমন পর্য্যন্ত কালীনাথবাবু সপরিবারে কলিকাতাই বাস করিবেন। তাঁহারা সকলের সঙ্গে বিদায় লইয়া শুভক্ষণে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিলেন।

তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন,—"স্বদেশ! স্বদেশ! কি মধুর কথা! মায়ের ক্রোড়ে দিনান্তে শাকান্ন ভোজন তাহাও শান্তিপূর্ণ। তবু তো মায়ের স্নেহনিকেতন! মা, আশীর্ব্বাদ কর, ফিরিয়া আসিয়া যেন তোমার সেবা করিতে পারি।"

যথাসময়ে দুই বন্ধু অর্ণবযান আরোহন পূর্ব্বক সজল নয়নে অনিমেষে ভারতের ভুবনমোহন শ্যামলমূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে বক্ষে লইয়া তরণী ছুটিয়া চলিল। দেখিতে,—দেখিতে—দেখিতে, ক্রমে সেই শেষ শ্যামরেখা নীলাম্বুর নীলজলে অদৃশ্য হইয়া গেল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে অমরেন্দ্র ও প্রিয়নাথ স্বাধীনতার লীলা নিকেতন, নবীন সভ্যতার রঙ্গভূমি, বিজ্ঞান আলোকময়ী আমেরিকায় পদার্পণ করিলেন।

যোগ, ভক্তি, বৈরাগ্য অলঙ্কৃতা মহাযোগেশ্বরী ভারত জননীর তুলনায় আমেরিকার চঞ্চলতাপূর্ণ বাহ্য সৌন্দর্য্যের আলোক তাঁহাদের নিকট নিতান্তই অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হইল।

সেখানে ইউনাইটেডষ্টেটের কোন একটি বৃহৎ শিল্পকারখানায় প্রবেশ করিয়া দুই বন্ধু শিল্পশিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন।

একদিন অমরেন্দ্র নির্জ্জনে প্রিয়নাথকে কহিলেন,—"ভাই, আবার কতদিনে মার কোলে যাইয়া প্রাণটা বাঁচিবে?"

প্রিয়নাথ,—"আমিও তো তাই ভাবিতেছি, একদিন যে মরিতে হইবে ইহারা যেন তাহাও ভুলিয়া গিয়াছে।"

দেখিতে দেখিতে একটি বৎসর কাটিয়া গেল। অমরেন্দ্র ও প্রিয়নাথ আবার স্বদেশগমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

ভারতের দুইটি অমূল্যরত্ন বৎসরান্তে আবার স্বদেশে আগমন করিলেন। স্বদেশবাসীর একবৎসরের বিচ্ছেদসন্তপ্ত প্রাণ শীতল হইল।

দুইটি কৃতী সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া মায়ের বুক জুড়াইল। প্রিয়নাথ ও অমরেন্দ্র পুনর্ব্বার স্নেহময়ী জননীর পদাম্বুজে আশ্রয় লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

তাঁহারা স্বদেশে আগমন করিলে, দেশবাসীগণ তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। সমাজনেতৃগণ কেহ কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখও করিলেন না। প্রকাশ্যভোজে সকলেই তাঁহাদিগকে লইয়া আহারাদি সম্পন্ন করিলেন। প্রবীণ ব্যক্তিগণ বলিতে লাগিলেন, ইহারাই প্রকৃত হিন্দু। ইহাদের আবার প্রায়শ্চিত্ত কি ?

নবতিতম পরিচ্ছেদ

বিবাহ-বন্ধন।

নববর্ষের সমাগমে ভারতের কৃতীসন্তানগণের প্রাণ নব উৎসাহে পূর্ণ হইয়া উঠিল! মানবহৃদয়ের অনন্ত সুখ, দুঃখ, হাস্য, অশ্রুজল বহন করিয়া একটি বৎসর কালের অতল জলধিতলে চিরতরে অদৃশ্য হইয়া গেল। বৈশাখমাসের শেষভাগে, কালীনাথবাবুর বাড়ী বিবাহ-উৎসবের মঙ্গল-বাদ্য বাজিয়া উঠিল।

মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রমাকে প্রকাশিত দেখিলে চকোরের প্রাণ যেমন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, দীনহীন ব্যক্তি মণিরত্ন লাভ করিলে যেমন আনন্দিত হয়, বহুদিন পর চক্ষুরত্ন লাভ করিলে মানব যেমন সুখসাগরে ভাসমান হয়; বহু দুঃখের কষাঘাতে সন্তাপিত কালীনাথবাবু ও তাঁহার পরিবার এ বিবাহে তেমনই আনন্দলাভ করিলেন।

গিরিবালা স্বামীসহ নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করিল। দূরস্থিত সমাগত কুটুম্বগণের কোলাহলে কাশীনাথবাবুর বাড়ী পূর্ণ হইল। সকলেই পরমানন্দে উৎসবে যোগদান করিলেন। প্রফুল্লদের বৃহৎ অট্টালিকা নবীন সজ্জায় সজ্জিত হইল। আজ নরেনের আনন্দ দেখে কে? সমবয়সী বালকগণকে লইয়া ফুল্ল গোলাপের ন্যায়, সেই চঞ্চল বালক হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত উল্লাস বিতরণ করিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিল।

বিবাহের পূর্ব্বদিন গিরিবালা প্রফুল্লকে লইয়া ছাদের উপর বসিল। সে প্রফুল্লের চুল বাঁধিয়া দিতেছে; গিরিবালা আজ তাহাকে আপন মনের মত সাজাইবে। অনেক দিন পর প্রফুল্ল চুল বাঁধিতে বসিয়াছে। উভয়ে চাহিয়া দেখিল,—সুদূর আকাশে চাঁদ হাসিতেছে। হাসিতে হাসিতে, নাচিতে নাচিতে জ্যোৎস্না খেলা করিতেছে। স্বচ্ছ শুভ্র মেঘের ভিতর সে হাসি যেন জমাট বাঁধিয়া ছোট ছোট শিশুরমত আনন্দে দুলিতে দুলিতে ছুটিয়া চলিয়াছে।

গিরিবালা প্রফুল্লের চিবুক স্পর্শ করিয়া কহিল,—"ফুলু, আজ চাঁদের আলো কেমন?"

প্রফুল্ল সলজ্জভাবে অবনতনয়নে নীরব রহিল। হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য তাহার ভাষা ছিল না।

নলিনী পিতামাতার নিকটই রহিয়াছে। আজ সে মুক্ত করে, প্রশান্তচিত্তে প্রার্থনা করিল,—"প্রভো, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

মধুর নহবত বাদ্যধ্বনির সঙ্গে ঊষালোকে সকলে জাগিয়া উঠিল। আজ প্রফুল্লের বিবাহ। ব্রহ্মময়ী প্রফুল্লকে ক্রোড়ে লইয়া কহিলেন,—"নারায়ণ, আমার এত যত্নের ধন তোমার পাদপদ্মে সমর্পণ করিতেছি।" এত আনন্দেও তাঁহার নয়নে দুঃখের অশ্রু দেখা দিল। প্রাণাধিকা কন্যারত্ন চিরদিনের জন্য অপরের হস্তে সমর্পণ করিতে যাইতেছেন।

কালীনাথবাবু গম্ভীরভাবে কহিলেন,—"পিতার যাহা কর্ত্তব্য তাহা সম্পন্ন করিলাম, এক্ষণ ফলাফল সেই ফলদাতার হস্তে। তাঁহাকে নমস্কার!"

শুভক্ষণে অমরেন্দ্রনাথের সহিত প্রফুল্লবালার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। অচ্ছেদ্যসূত্রে উভয়ের হস্ত সম্মিলিত হইল। অমরেন্দ্র আরাধ্যাদেবীকে বন্দনা করিয়া মনে মনে কহিলেন,—"ইহা সুখ কি দুঃখ, জানি না। যাহাই হউক মহাপুরুষের আদেশ অবশ্য প্রতিপাল্য।"

বিবাহ সভায় সমাসীন প্রিয়নাথ স্থিরচিত্তে উপাস্যদেবে আত্মসমাধান করিয়া মনে মনে প্রার্থনা করিলেন,—"হে ইচ্ছাময়! তোমার মঙ্গল ইচ্ছার জয় হউক।"

নিমন্ত্রিত হইয়া দেবীবাবু ও কলিকাতার বহু গণ্যমান্য লোক পরমানন্দে বিবাহে যোগদান করিয়াছেন। দেবীবাবু গিরিবালার সঙ্গে সাক্ষাৎকার করিলে সে তাঁহাকে প্রণাম করিল। ঈশ্বরকৃপায় গিরিবালার যে সকল দুঃখের অবসান হইয়াছে, ইহাতে তিনি আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

বিবাহের পরদিন অপরাহ্নে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সভাস্থলে একত্র উপবেশন করিলেন। হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইল।

দেবীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব কিসে?"

প্রিয়নাথ উত্তর করিলেন, "উদারতা এবং ত্যাগেই হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব।"

দেবীবাবু,—"দুই একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করুন।"

প্রিয়নাথ,—"প্রথমে পরলোকের বিষয় উল্লেখ করিতেছি। হিন্দু ধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস এ সম্বন্ধে অতিশয় উদারতা প্রদর্শন করিতেছে। হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে অনন্ত নরকের ব্যবস্থা নাই। আত্মা অনন্ত উন্নতিশীল

মহা দুস্কৃত দুরাচারেরও একদিন মুক্তি হইবে। জন্মান্তরের বিধান আছে বটে. তাহাও আত্মার উন্নতির পরিচায়ক।"

দেবীবাবু,—"সেতো পরলোকের ব্যবস্থা। ইহলোকের ব্যবস্থায় হিন্দুধর্ম্মের উদারতা কেমন?"

প্রিয়নাথ,—"তারপর উপাসনাতত্ত্বের বিষয় আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন, এমন গভীর আধ্যাত্মিকতা পূর্ণ উদার উপাসনা—সাধনতত্ত্ব পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে নাই। দেখুন না কেন খ্রীষ্টীয় ত্রিনীতিবাদ,—ইহা হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের সোপান মাত্র। সমস্ত বাইবেল, কোরাণ খুঁজিয়া আমরা যাহা লাভ করিব, হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের মূলেই তাহা প্রাপ্ত হই।"

অমরেন্দ্র,—"এমন চমৎকার যোগভক্তি জ্ঞানের সমন্বয়, এমন সুন্দর অধ্যাত্ম দর্শনের ব্যবস্থা, অন্য কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে নাই! হিন্দুশাস্ত্র সূক্ষ্মভাবে আলোচনা এবং উহার আমূল মন্থন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় আমাদের শাস্ত্রকারগণ পৃথিবীর সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় করিয়া গিয়াছেন।"

ডাক্তার সত্যরঞ্জনবাবু কাহলেন,—"হিন্দুধর্ম্মের তেত্রিশকোটি দেবতার অর্চ্চনা এ কেমন উদারতা?"

প্রিয়নাথ,—"হিন্দুধর্ম্ম এক মহাসমুদ্র বিশেষ। সমুদ্র যেমন শৈবাল-জাল, মকর কুম্ভারে পরিপূর্ণ, কিন্তু তাহাকে রত্নরাজি, মণিমুক্তারও অভাব নাই। এমন মহামূল্য তত্ত্বজ্ঞানরূপ মণিরত্নে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র পরিপূর্ণ যে দেখিলে অবাক হইতে হয়।"

সত্যরঞ্জন,—"হিন্দুধর্ম্মে যে বহুদেববাদ ইহা তো প্রাণের সংকীর্ণতাই আনয়ন করে।"

প্রিয়নাথ,—"হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃততত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে হিন্দুধর্ম্মে বহুদেববাদ নাই।"

দেবীবাবু,—"এ কথাটা ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলুন।"

প্রিয়নাথ,—"হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের আদ্যোপান্ত তন্ন তন্ন করিয়া গভীর ভাবে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন যে ইহাতে বহুদেববাদ কল্পনা মাত্র। তেত্রিশকোটি দেবতা যে সমস্তই কল্পনামূলক তাহা একটি একটি করিয়া পরিষ্কাররূপে দেখাইয়া দিতে পারি, কিন্তু তাহা বহু সময় সাপেক্ষ। তেত্রিশকোটি কেন? ভগবান্ অনন্তস্বরূপ। তিনি অনন্তরূপে প্রকাশিত। তাঁহার এক একটি স্বরূপ এক একটি দেবতা কল্পনা করা হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের সারতত্ত্ব "একমেবাদ্বিতীয়ং" "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" "শিবমদ্বৈতম্ ভূমা মহেশ্বর।" সেই নির্ব্বিকার, অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয় পরব্রহ্মের সগুণত্ব আরোপ করিতে যাইয়া সাধকগণ তাঁহার রূপ কল্পনা করিয়াছেন। উন্নত অবস্থায় এরূপ কল্পনার আবশ্যক নাই। জীব যখন সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপে সম্পূর্ণরূপে যোগযুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হন, তখন তিনি কেন কল্পনাকে আশ্রয় করিবেন?"

অমরেন্দ্র,—"জীবের ভজনের জন্য সেই সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মে যখন ব্যক্তিত্ব আরোপিত হয়, তখনই তিনি সগুণব্রহ্ম। তিনি প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত। জগতাতীত নির্গুণ ব্রহ্মের ভজনা জীবের পক্ষে সম্ভবপর নহে। সেই সগুণ ব্রহ্মই সচ্চিদানন্দ।"

প্রিয়নাথ,—"সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কারী পরমেশ্বর নির্ব্বিকার, নিষ্পাপ হৃদ্‌রূপে বৈকুণ্ঠে প্রকাশিত হন। সেই যোগীর আরাধ্য যোগেশ্বরে কোন জড়ীয়রূপ নাই। যুগে যুগে সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের সাধকগণ তাঁহাকে নির্ম্মল হৃদয়ে লাভ করিয়া মানবজন্ম সফল করিয়াছেন। সেই দেবাদিদেবকে নমস্কার।"

অমরেন্দ্র,—"ত্যাগই যে ধর্ম্মের ভিত্তি, ত্যাগের দ্বারাই যে ধর্ম্ম গঠিত, উদারতাই যাহার প্রাণ, কল্যাণ ও শান্তি যাহার শেষ ফল, সেই ধর্ম্মে

আশ্রয়-ছায়ায় দাঁড়াইয়া আমরা হিন্দু সন্তান বিশ্বপ্রেমের বিজয় বৈজয়ন্তী গগনে উড্ডীন করিব। আসুন তবে সেই মঙ্গলময়, সিদ্ধিদাতা ভগবানকে প্রণাম করিয়া ধন্য হই।”

বিবাহের কিছুদিন পর, নলিনী কাশীধামে চলিয়া গেল। সে পরহিতে জীবন উৎসর্গ করিয়া সেখানেই বাস করিতে লাগিল। সেই সমস্ত বিষয় এ উপন্যাসের আলোচ্য নহে।

কালীনাথবাবু সপরিবারে কিছু দিনের জন্য কলিকাতাই রহিলেন।

সত্যরঞ্জনবাবু সপরিবারে কলিকাতাই বাস করিয়া আপন ব্যবসায়ে [illegible]ন্নতি লাভ করিতেছেন। তাহার পিতামাতা রূপেগুণে লক্ষ্মীস্বরূপা বধূ প্রাপ্ত হইয়া যারপর নাই আনন্দিত। অমলা কায়মনোবাক্যে স্বামী ও শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা এবং গৃহধর্ম্মে মনোনিবেশ করিল।

অমলার বিবাহের কয়েক মাস পরে রমানাথ বিদ্যাভূষণমহাশয় চারুকে বিবাহ দিয়া একাকী কাশীধাম যাত্রা করিলেন। সেখানে এক বৎসর অবস্থানের পর তিনি জ্বরবিকারে দেহত্যাগ করিলেন। পিতৃপ্রতিম মাতুলের মৃত্যুতে [illegible]র আর দুঃখের সীমা রহিল না। সত্যরঞ্জনবাবু বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত [illegible] নিজ বাসায় আনিয়া রাখিলেন।

বিদ্যাভূষণমহাশয়ের গৃহিণী [illegible] মৃত্যুতে নিতান্তই শোকাকুল [illegible]ইয়া পড়িয়াছেন। বাড়ীতে এক[illegible] সন্তান করা কষ্টকর বিবেচনায় [illegible]তীর কালীঘাটে গিয়া বাস [illegible]লেন। সেখানে মৃতপতিকে স্মরণ পূর্ব্বক দি[illegible] [illegible]তিত করেন। তাঁহার ব্যয়ভার সত্যরঞ্জন[illegible] [illegible] মধ্যে মধ্যে আসিয়া অমলার নিকট বাস [illegible]।

একনবতিতম পরিচ্ছেদ।

বিজয়-বৈজয়ন্তী।

আজ ভারতের কি শুভদিন! ভারতমাতার মন্দিরদ্বারে পৃথিবীর সকল জাতি মহাসম্মিলনে আজ এক! হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ভ্রাতায় ভ্রাতায় কি অপূর্ব্ব মিলন! অই ভুবন-আনন্দদায়িনী! একবার দাঁড়াও মা! আজ সন্তানগণ তোমার পূজা করিয়া কৃতার্থ হইবে। পূজার অর্ঘ্য করে লইয়া সকলে তোমার দ্বারে সমাগত! বিদ্যা-কিরীটে বিভূষিতা হইয়া একবার দাড়াও মা! সে মণিমুকুটে কোটি সূর্য্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক! আর হিংসা নাই—বিদ্বেষ নাই--বাদবিসম্বাদ নাই। প্রেমযোগে আজি পৃথিবীর সকল জাতি এক! চৈতন্য, বুদ্ধ, মহম্মদের হাত ধরিয়া মহর্ষি ঈশা দাঁড়াইলেন, তাঁহাদের শিষ্যগণ প্রেমানন্দে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন। মাঝখানে 'সাতসমুদ্র তেরনদী'র প্রভেদ দূর হইল। প্রেমের আলোকে পাপ-অন্ধকার, ঘৃণা, জাতিবিদ্বেষ চলিয়া গেল। কি সুখের সম্মিলন।

অমরেন্দ্রনাথ এবং প্রিয়নাথ আমেরিকা হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পর শিল্পোন্নতির সফলতার চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রিয়নাথ কর্ম্ম সম্বন্ধে আপন ভ্রান্তি বুঝিতে পারিয়া কর্ম্মে মন দিলেন। সারাদিনের মধ্যে ঈশ্বরোপাসনা এবং জ্ঞানালোচনার পর যে কিছু সময় অবশিষ্ট থাকে, তাহা লইয়া তিনি স্বদেশের কার্য্যে বন্ধুর সাহায্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

অমরেন্দ্র প্রথমে একটি প্রদর্শনী খুলিবার সংকল্প করিলেন। এ কার্য্যে তিনি অনেক গণ্যমান্য শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহায়তা প্রাপ্ত হইলেন। বহু কার্য্যদক্ষ কৃতী বঙ্গসন্তান ইহার সুশৃঙ্খলার ভার লইলেন। হুন

যথাসময়ে প্রদর্শনীর দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। স্বদেশজাত নানা প্রকার দ্রব্যে গৃহ পরিপূর্ণ হইয়াছে। প্রদর্শনীর মহিলা-বিভাগের ভার ফুল্লের উপর প্রদান করা হইল। তাহার শ্রমশীলতা, ক্লেশসহিষ্ণুতা, ক্তি ও নিষ্ঠা দেখিয়া অমরেন্দ্র চমৎকৃত হইলেন। সে সকল কার্য্যেই ম ও ধীরতার সহিত স্বামীর সাহায্যকারিণী হইল।

তিনি বহুতর স্বদেশীয় কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ভ্রাতার সহায়তায় স্বদেশে নানা-কার কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ভারতে স্বদেশী বাণিজ্যের ত অবাধে প্রবাহিত হইল। সকলেই বুঝিলেন বাণিজ্যেই লক্ষ্মীর বাস। মাতৃসেবার সঙ্গে সঙ্গে অমরেন্দ্র অতি সত্বর কমলার অনুগ্রহ লাভ লেন।

প্রিয়নাথের মাতা যখন শুনিতে পাইলেন যে, অমরেন্দ্র দারপরিগ্রহ য়াছেন তখন তিনি তাঁহার উদারহৃদয় পুত্রটির জন্য নিতান্ত চিন্তিত লেন। প্রিয়নাথের সভার আশ্রমে থাকা আর তিনি সঙ্গত বোধ রিলেন না। অবিলম্বে কলিকাতা আসিয়া প্রিয়নাথের প্রীতিকর সুন্দর কটি বাড়ী ভাড়া করিলেন। সম্প্রতি মাতা পুত্রে সেখানেই বাস রিতে লাগিলেন।

উদারহৃদয় শান্তস্বভাব প্রিয়নাথকে নিজ আয়ত্ত করিয়া রাখা এই াক্ষবুদ্ধিশালিনী স্নেহময়ী মহিলার পক্ষে কোন প্রকারেই কষ্টকর নহে। কিন্তু তিনি শতচেষ্টা করিয়াও স্বামীর একমাত্র বংশধরকে গৃহধর্ম্মে করাইতে সমর্থ হইলেন না। পুত্রবধূর মুখদর্শন আর তাঁহার ভাগ্য । না।

অমরেন্দ্র অধিকাংশ সময়ই প্রিয়নাথের নিকট এখনও অবস্থান থাকেন। অনেক দিনই দুইবন্ধু রাত্রিতে একত্র শয়ন করিয়া শ করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া পড়েন। প্রিয়নাথের মা

স্বাভাবিক স্নেহশীলতা এবং পুত্রের মনস্তুষ্টির জন্য অমরেন্দ্রের প্রতি অতিশয় স্নেহ প্রদর্শন এবং তাঁহাকে আদর যত্ন করেন।

তিনি যখন দেখিলেন, অমরেন্দ্রনাথ অপ্সরার ন্যায় সুন্দরী ভার্য্যা লাভ করিয়াও আসক্তি শূন্য, বন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্য তিলমাত্রও বিস্মৃত হন নাই, এই জিতেন্দ্রিয় চিত্তজয়ী কর্ম্ম সন্ন্যাসীর হৃদয়ে সংসার লালসা, পদ্মপত্রস্থিত জলকণার ন্যায় স্থান প্রাপ্ত হয় না তখন মনে মনে ভাবিলেন, অমরেন্দ্র মানব না দেবতা?

প্রিয়নাথের দারপরিগ্রহ জন্য অমরেন্দ্রেরও যত্নের ত্রুটি নাই। কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল; প্রিয়নাথ অটল পর্ব্বতের ন্যায় আপন সংকল্পে স্থির রহিলেন। তাঁহার হৃদয় স্বর্গীয় পবিত্রতার আভায় দিন দিন অধিকতর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

একদিন প্রাতে প্রিয়নাথের মাতা পুত্রের পাকের আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় সদর দরজায় একখানা গাড়ী আসিবার শব্দ শুনিতে পাইলেন। কে আসিয়াছেন জানিবার জন্য রাঁধুনীকে পাঠাইয়া দিলেন, দেখিতে দেখিতে অমরেন্দ্র প্রফুল্লকে সঙ্গে করিয়া সেখানে প্রবেশ করিলেন।

প্রিয়নাথের মাতা প্রফুল্লকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দলাভ করিলেন। তাহাকে ক্রোড়ে বসাইয়া আদর করিতে লাগিলেন।

অমরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা, প্রিয়নাথ কোথায়?"

প্রৌঢ়া কহিলেন,—"সে বোধ হয় বাগানে"

এই বলিয়া তিনি তাহাদের জন্য জলখাবার প্রস্তুত করিতে গেলেন।

প্রিয়নাথ প্রাতঃকালীন উপাসনার পর অন্তপুর সংলগ্ন উদ্যানে একাকী পাদচারণা করিতেছেন।

তাঁহার শান্ত মুখ ছবিতে কি এক দেবভাব স্ফুরিত হইয়া উঠিয়াছে। বহু ... তিনি আপন ... গুঞ্জনবৎ মৃদুমধুর স্বরে ... গাইতেছেন।